

কুরআন-হাদীস ও চার মাযহাবের মতামতের আলোকে

# সহজ ফাযায়েজ

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুতীর



## সূচিপত্রঃ

ফারাসেজের মূলনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা.....	৬
ফারাসেজ কাকে বলে? .....	৬
ওয়ারিছ কত প্রকার এবং ওয়ারিছ কারা? .....	৬
মিরাছ পাওয়ার পদ্ধতি কয় প্রকার .....	৮
প্রাপ্য মিরাছ কত প্রকার? .....	৮
ক. প্রথম স্তর তথা মৃতের মূল ওয়ারিছগণ .....	৯
[১ ও ২] মৃতের সম্পত্তিতে তার সন্তান তথা ছেলে ও মেয়ের অংশ .....	১১
[৩ ও ৪] পিতা-মাতার মিরাছ .....	২৯
* দাদার মিরাছ .....	৩৮
* দাদী বা নানীর মিরাছ .....	৪৩
[৫] স্বামী বা স্ত্রীর মিরাছ .....	৫৮
খ. দ্বিতীয় স্তর তথা কালারা (الأولاد) .....	৫৯
মা পক্ষের ভাইদের মিরাছ .....	৭৫
আপন ভাই-বোনদের মিরাছ .....	৭৬
বাবা পক্ষের ভাই-বোনদের মিরাছ .....	৮৩
মেয়ের সাথে বোনদের মিরাছ .....	৮৫
দাদার সাথে ভাই-বোনদের মিরাছের অবস্থা .....	৮৫
দাদার সর্বনিম্ন অংশ .....	৮৬
দাদার সাথে আপন ভাই-বোনদের মিরাছ .....	৮৯
দাদার সাথে বাবা-পক্ষের ভাই বোনদের মিরাছের অবস্থা .....	৯৩
দাদার সাথে উভয় পক্ষের ভাই-বোন থাকলে .....	৯৪
গ. তৃতীয় স্তর তথা আসাবা (عصبة) .....	১০২
১. বংশ সম্পর্কের মাধ্যমে আসাবা .....	১০২
২. ওয়ালার মাধ্যমে মৃতের আসাবা হওয়া .....	১১০
* রদ (رد) তথা অতিরিক্ত সম্পত্তি ওয়ারিছদের মধ্যে পুনরায় বন্টন .....	১১১
রদ এর পদ্ধতি .....	১১৩

* আওল (عول) তথা সম্পত্তি কম পড়লে বন্টনের পদ্ধতি.....	১১৭
আওলের পদ্ধতি .....	১১৭
ঘ. চতুর্থ স্তর তথা যাবীল আরহাম (نوي الأرحام).....	১১৮
যাবীল আরহাম মীরাছ পাবে কিনা সে ব্যাপারে দ্বিমত.....	১১৯
যাবীল আরহাম কারা? .....	১২১
১. ছেলে-মেয়েদের বংশধরদের মধ্যে যাবীল আরহাম.....	১২১
২. মৃত নিজে যাদের বংশধর তাদের মাঝে যারা তার যাবীল আরহাম.....	১২২
৩. মৃতের ভাই বোনদের বংশধরদের মধ্যে যাবীল আরহাম.....	১২৪
৪. মৃত যেসব পুরুষ ও মহিলার বংশধর তাদের সন্তানদের মধ্যে মৃতের যাবীল আরহাম.....	১২৬
যাবীল আরহামদের মাঝে সম্পত্তি বন্টন করার পদ্ধতি .....	১২৯
ক) করাবা (قراية) তথা নৈকট্য অনুযায়ী সম্পত্তি প্রদান।.....	১৩০
খ) তানযিল (تنزيل) তথা স্থলাভিষিক্ত করার মাধ্যমে বন্টনের ব্যাখ্যা।.....	১৭০
ফারায়েজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়াবলী.....	২০৭
ফারায়েজের হিসাব সঠিকভাবে করার পদ্ধতি।.....	২০৭
ক) ফারায়েজের অংশ সমূহ.....	২০৮
হিসাবের মাখারাজ (مخرج) তথা উৎস বা ভিত্তি.....	২০৮
প্রতিটি ওয়ারিছের অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য করণীয়.....	২১১
আওল এবং রদের হিসাবের ভিত্তি ও বন্টন এক নয়.....	২১২
মাওয়ানিউল ইরছ (موانع الإرث) তথা মীরাছ পেতে বাধা.....	২১৩
ধর্ম ভিন্ন হওয়া.....	২১৪
এক নজরে ফারায়েজ.....	২১৫

## ভূমিকাঃ

রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

জ্ঞান হলো তিনটি। মুহকাম (স্পষ্ট) আয়াত, প্রতিষ্ঠিত সুনাত আর ফারায়েজের সঠিক হিসাব।

[আবু দাউদ]

অন্য হাদীসে এসেছে,

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

তোমরা ফারায়েজ শিক্ষা করো এবং অন্যকে শেখাও। কেননা ফারায়েজ হলো জ্ঞানের অর্ধেক। সকলে এটাকে ভুলে যাবে। আমার উম্মতের নিকট থেকে প্রথম যে জ্ঞান ছিনিয়ে নেওয়া হবে তা হলো ফারায়েজ।

[ইবনে মাযা]

অন্য হাদীসে এসেছে,

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرُؤُ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَقْبُضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ يَفْضِي بِهَا

তোমরা কুরআন শিক্ষা করো এবং মানুষকে তা শেখাও। আর ফারায়েজ শিক্ষা করো এবং অন্যকে শেখাও। আমি হয়তো কখন চলে যাবো। কেননা জ্ঞান তুলে নেওয়া হবে। আর ফিতনা-ফাসাদ দেখা দেবে। এমন অবস্থা হবে যে, দুজন লোক ফারায়েজের বিষয়ে ঝগড়া করবে অথচ সমাধান দেওয়ার মতো কোনো লোক খুঁজে পাবে না। [মুস্তাদরাকে হাকিম]

এই সকল হাদীসের সনদে দুর্বলতা রয়েছে তবে ফজিলতের ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া বাস্তবতার সাথে হাদীসের মূল বক্তব্যের হুবহু মিল রয়েছে। যেহেতু ফারায়েজ সম্পর্কিত জ্ঞান অত্যন্ত কঠিন হওয়ার কারণে মানুষ সে ব্যাপারে সর্বাধিক বেশি অজ্ঞ এবং তা শিক্ষা করার ব্যাপারে অধিক অনাগ্রহী। এমনকি যে তা শিক্ষা করেছে চর্চা না করার কারণে দ্রুতই তা ভুলে বসে। অথচ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সঠিকভাবে বন্টন করার জন্য ফারায়েজের জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। এই প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই গ্রন্থে কুরআন-হাদীস এবং উম্মতের ওলামায়ে কিরামের মতামতের আলোকে ফারায়েজ সম্পর্কে সুবিস্তারে আলোচনা করতে চাই। আর আল্লাহই তৌফিক দাতা। তারই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

## ফারায়েজের মূলনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা

ফারায়েজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমরা এর মূলনীতি সম্পর্কে পাঠককে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবো। যাতে পরবর্তী আলোচনা বুঝতে সুবিধা হয়।

### ফারায়েজ কাকে বলে?

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করার পদ্ধতিকে ফারায়েজ বলে। এটাই হলো ফারায়েজের সহজ ও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা। যেসব জীবিত ব্যক্তির মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে অংশ পায় তাদের বলা হয় ওয়ারিছ। আর মৃত ব্যক্তির সম্পদে তারা যে অংশ পায় তাকে বলা হয় মিরাহ্। বাংলা ভাষায় এটাকে ফারাজও বলা হয়। বলা হয়, পিতার সম্পদে ছেলে বা মেয়ের ফারাজ এই।

### ওয়ারিছ কত প্রকার এবং ওয়ারিছ কারা?

মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছদের পাঁচটি প্রকারে বিভক্ত করা যায়। এই পাঁচটি প্রকারকে আমরা পাঁচটি স্তরও বলতে পারি। এদের মধ্যে প্রতিটি স্তর অন্য স্তরের আগে মৃত ব্যক্তির সম্পদের ওয়ারিছ হয়। আগের স্তরের ওয়ারিছরা নিজেদের পাওনা বুঝে নেওয়ার পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা পরবর্তী স্তরের ওয়ারিছদের দেওয়া হয়। আগের স্তরের ওয়ারিছরা সম্পূর্ণ সম্পত্তির হকদার হলে পরবর্তী স্তরের ওয়ারিছরা কিছুই পায় না। এই পাঁচটি স্তর হলো,

#### ক. প্রথম স্তর (মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান বা বাবা বেঁচে থাকা)

মৃত ব্যক্তির ছেলে অথবা বাবা বেঁচে থাকলে তাদের সাথে যারা ওয়ারিছ হিসেবে গণ্য হয় তারা এই স্তরের মধ্যে গণ্য। এরা মোট পাঁচ জন,

১. ছেলে ২. মেয়ে ৩. বাবা ৪. মা ৫. স্বামী বা স্ত্রী

এদের মধ্যে কেবল স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া বাকী ওয়ারিছদের ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। যা পরে উল্লেখ করা হবে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মৃত ব্যক্তির ছেলে সন্তান বা বাবা বেঁচে থাকা পর্যন্ত কেবল প্রথম স্তরের ওয়ারিছরা মিরাহ্ পাবে। যে ব্যক্তির পিতা বা পুত্র নেই কেবল তার ক্ষেত্রে পরবর্তী স্তরের ওয়ারিছদের মিরাহ্ পাওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে।

#### খ. কালান্দা (الاعلى): মৃত ব্যক্তির পিতা বা পুত্র নেই কিন্তু ভাই-বোন রয়েছে

মৃত ব্যক্তির পিতা বা পুত্র না থাকলে তার ভাই-বোনেরা ওয়ারিছ হয়। ভাই-বোন তিন প্রকার হয়।

১. আপন ভাই-বোন (একই বাবা-মায়ের সন্তানরা)

২. বাবা পক্ষীয় ভাই-বোন (বাবার অন্য ঘরের সন্তান)

৩. মা পক্ষীয় ভাই-বোন (মায়ের অন্য ঘরের সন্তান)

অতএব এ স্তরের ওয়ারিছ হলো ছয় জন। তিন প্রকারের ভাই ও তিন প্রকারের বোন।

গ. আসাবা (عصبة): মৃত ব্যক্তির আপন বা বাবা পক্ষীয় ভাই নেই

পিতা বা পুত্র নেই এমন কোনো ব্যক্তির যদি আপন বা বাবা পক্ষীয় ভাইও না থাকে তবে তৃতীয় স্তরের ওয়ারিছরা তার সম্পত্তিতে মিরাহ পেতে পারে। এদের বলা হয় আসাবা। যদিও তার যে কোনো পক্ষের বোন থাকে বা এমন কি মা পক্ষীয় ভাই থাকে।

এ স্তরের ওয়ারিছরা হলো,

১. ভাইয়ের ছেলে, তার ছেলে এভাবে যতদূর যায়

২. দাদার ছেলে অর্থাৎ চাচা

৩. চাচার ছেলে, তার ছেলে এভাবে যতদূর যায়

৪. মৃত ব্যক্তি মুক্তিপ্রাপ্ত দাস হয়ে থাকলে যে তাকে মুক্ত করেছে তথা তার মাওলা

পরবর্তীতে এ স্তরের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ

ঘ) জাবিল আরহাম (ذوي الأرحام)

মৃত ব্যক্তির বংশের ঐ সকল মহিলা আত্মীয় এবং কোনো মহিলার বংশধররা যারা উপরের কোনো স্তরে ওয়ারিছ হয় না। উপরে যাদের বর্ণনা এসেছে তাদের মধ্যে কেবল স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া বাকী কেউ বেঁচে থাকলে এই স্তরের ওয়ারিছরা মিরাহ পায় না। এরা কেবল তখন মিরাহ পায় যখন উপরের স্তরের কোনো বংশ সম্পর্কিত আত্মীয় বেঁচে না থাকে। এরা কারা এবং কিভাবে মিরাহ পায় সে ব্যাপারে পরবর্তীতে বিস্তারিত বর্ণনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

ঙ) বায়তুল মাল

বায়তুল মাল অর্থ ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগার। যে ব্যক্তির উপরোক্ত চারটি স্তরের কোনো স্তরে কোনো ওয়ারিছ নেই কেবল স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া, স্বামী স্ত্রীকে তার পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার পর তার বাকী অর্থ বায়তুল মালে জমা হবে। অর্থাৎ তা সাধারণ মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। স্বামী বা স্ত্রী না থাকলে সম্পূর্ণ অর্থই বায়তুল মালে জমা হবে।

## মিরাছ পাওয়ার পদ্ধতি কয় প্রকার

উপরে আমরা বলেছি, মিরাছ অর্থ হলো মৃতের সম্পত্তিতে জীবিতদের অংশ। কারা কারা অংশ পায় সে ব্যাপারেও আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখন জানার বিষয় হলো, উপরে যেসব ওয়ারিছদের আলোচনা করা হয়েছে তারা সবাই কিন্তু একইভাবে মিরাছ পায় না। আসলে মিরাছের দুটি পদ্ধতি রয়েছে।

### ক. যাবিল ফুরুদ (ذوي الفروض) তথা নির্দিষ্ট অংশ

অনেকের ব্যাপারে কুরআন হাদীসে নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারন করে দেওয়া হয়েছে। যেমন সন্তান থাকলে বাবা-মাকে ছয় ভাগের এক ভাগ, স্বামীকে চার ভাগের এক ভাগ ইত্যাদি। এদের বলা হয় যাবিল ফুরুদ (ذوي الفروض) অর্থাৎ নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী।

### খ. আসাবা (عصبة) অবশিষ্টাংশ

অনেকের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট অংশ দেওয়া হয়নি বরং অন্য যাদের অংশ দেওয়া হয়েছে তাদের দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তার সবই তারা পাবে। যদি অন্য কোনো যাবিল ফুরুদ তথা নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী না থাকে তবে সম্পূর্ণ সম্পত্তি তারা পাবে। এদের বলা হয় আসাবা। যেমন ছেলে সন্তান এবং তার অনুপস্থিতিতে বাবা মৃতের আসাবা হয়। অর্থাৎ মৃতের সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ তাদের দখলে যায়।

**বিঃদ্রঃ** উপরে আমরা ওয়ারিছের প্রকারভেদ সম্পর্কিত আলোচনায় তৃতীয় স্তরে যে আসাবার কথা উল্লেখ করেছি তারাও এ পদ্ধতিতেই মিরাছ পায়। অন্যদের দেওয়ার পর যা বাকী থাকে তা তাদের ভাগে যায়। অন্য কেউ না থাকলে সম্পূর্ণ অংশের মালিক তারাই হয়। তাই তাদের আসাবা বলা হয়। এখানে আমরা দেখছি মৃতের ছেলে সন্তান এবং পিতাও আসাবা হিসেবে গণ্য হয়। মৃতের দাদা এবং আপন ও বাবা পক্ষীয় ভায়েরাও ক্ষেত্র বিশেষে তার আসাবা হিসেবে গণ্য হয়। সে হিসেবে মৃতের আসাবার মধ্যে এদেরও গণ্য করা উচিত। আসলে তারা মৃতের আসাবা হিসেবেই গণ্য। কিন্তু যেহেতু তারা মৃতের আসাবাদের মধ্যে অধিক নিকটবর্তী আত্মীয় তাই অন্যান্য আসাবাদের মতো তৃতীয় স্তরে নয় বরং তার আগেই তথা প্রথম বা দ্বিতীয় স্তরে এরা ওয়ারিছ হয়। তাই তাদের তৃতীয় স্তরে গণ্য করা হয়নি।

## প্রাপ্য মিরাছ কত প্রকার?

প্রাপ্য মিরাছ বলতে আমরা বুঝবো শেষ পর্যন্ত কতটুকু সম্পত্তি কোনো ব্যক্তির হাতে পৌঁছালো সেটাকে। উপরে আমরা বলেছি যাবিল ফুরুদদের মৃতের সম্পত্তিতে নির্দিষ্ট অংশ দেওয়া হয়। আর আসাবাদের সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ দেওয়া হয়। জানার বিষয় হলো, যার জন্য প্রাথমিকভাবে যে অংশ নির্ধারন করা হয় সব সময় কিন্তু সে তা পায় না। বরং অনেক সময় সম্পূর্ণ পায়, অনেক সময় কম পায়, অনেক সময় বেশি



পায়। কমে যাওয়ার মাসয়ালাকে বলা হয় আওল (عول)। আর বেশি হয়ে যাওয়ার মাসয়ালাকে বলা হয় রদ (رد)। এ হিসেবে শেষ ফলাফলে প্রাপ্য মীরাহকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

### ক. সাধারণ

যে ক্ষেত্রে যার যা অংশ পরিপূর্ণভাবে পায় কম বা বেশি হয় না।

#### খ. আওল (عول) ওয়ারিছের অংশ কমে আসা

উদাহরণ স্বরূপ, মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার স্ত্রী সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পায়। কিন্তু অনেক সময় সম্পত্তিতে ওয়ারিছের সংখ্যা অধিক হয়ে গেলে হিসাব নিকাশ করে প্রত্যেকের অংশ থেকে কিছু কমে আসে সেক্ষেত্রে স্ত্রীর সম্পত্তি আট ভাগের এক ভাগ থেকে নয় ভাগের এক ভাগে পরিণত হতে পারে। পরবর্তীতে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

#### গ. রদ (رد) তথা ওয়ারিছদের সম্পত্তি বেড়ে যাওয়া

অনেক সময় মৃতের ওয়ারিছ সংখ্যা কম থাকে ফলে যার যা অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার পরও কিছু সম্পত্তি থেকে যায়। সেক্ষেত্রে কোনো আসাবা থাকলে সে বাকী সম্পত্তি পেয়ে যেত কিন্তু মৃতের কোনো আসাবা না থাকলে ঐ সম্পত্তি বাড়তিই থেকে যায়। সেক্ষেত্রে বাড়তি সম্পত্তি যাবিল ফুরুদদের মধ্যে পুনরায় বন্টন করে দেওয়া হয়। এই বিষয়টিকে রদ (رد) বলা হয় যার অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া। এভাবে প্রতিটি ওয়ারিছের সম্পত্তি প্রকৃত অংশের তুলনায় বেড়ে যায়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আওলের বিপরীত ঘটে।

এ বিষয়েও পরবর্তীতে পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এখন আমরা ফারায়েজ সম্পর্কে মূল আলোচনায় প্রবেশ করবো। আর আল্লাহই তৌফিক দাতা।

মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

### ক. প্রথম স্তর তথা মৃতের মূল ওয়ারিছগণ

পূর্বে আমরা বলেছি, এদের সংখ্যা মোট ৫ জন। যথা;

১. বাবা ২. মা ৩. ছেলে ৪. মেয়ে ৫. স্বামী বা স্ত্রী

মহান রব্বুল আলামীন এদের মীরাহ সম্পর্কে বলেন,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

মহান আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন। প্রতিটি ছেলে পাবে দুটি মেয়ের সমান। আর যদি কেবল দুয়ের অধিক মেয়ে হয় তবে তারা পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ। আর যদি কেবল মাত্র একটি মেয়ে হয় তবে সে পাবে অর্ধেক। তার পিতা মাতা উভয়ে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ করে। তবে যদি তার কোনো সন্তান না থাকে আর কেবল পিতা মাতাই তার ওয়ারিছ হয় তবে মা পাবে এক তৃতীয়াংশ। এক্ষেত্রে তার কিছু ভাই-বোন থাকলে তার মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। এসবই হবে মৃত ব্যক্তির কোনো ওসিয়ত বা ঋণ থাকলে তা বাস্তবায়নের পর। তোমাদের পিতা-মাতা বা সন্তান সন্ততিদের মধ্যে কে তোমাদের বেশি কাজে আসবে তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীরা যা ছেড়ে যায় যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে তবে তোমরা তার অর্ধেক পাবে। আর যদি তাদের কোনো সন্তান থাকে তবে তোমরা পাবে চার ভাগের এক ভাগ। তাদের ওসিয়ত ও ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমাদের সম্পত্তিতে তোমাদের স্ত্রীরা পাবে চার ভাগের এক ভাগ যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি সন্তান থাকে তবে তারা পাবে আট ভাগের এক ভাগ। তোমাদের ওসিয়ত এবং ঋণ পরিশোধ করার পর।

এই আয়াতগুলোতে মহান রব্বুল আলামীন পাঁচ জন ওয়ারিশের বর্ণনা দিয়েছেন। বিভিন্ন অবস্থায় তারা কে কতটুকু পাবে সেটাও বিস্তারিত বলে দিয়েছেন। এই পাঁচ জন ওয়ারিছ কোনো ব্যক্তির সম্পত্তিতে সর্বাধিক বেশি হকদার। এরা বেঁচে থাকলে মৃত্যের সম্পত্তিতে অবশ্যই অংশ পাবে। কোনো কারণেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে তারা বঞ্চিত হবে না। কেবল মাত্র যদি এদের মধ্যে কেউ কাফির হয় বা মৃত ব্যক্তির হত্যাকারী হয় অথবা দাস হয় যেমনটি পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই সব কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে এই পাঁচ জন ওয়ারিছ মৃতের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। ইবনে কুদামা বলেন,

وَمَنْ لَا يَسْفُطُ بِحَالٍ خَمْسَةً؛ الرَّوْجَانِ، وَالْأَبْوَانِ، وَوَلَدُ الصُّلْبِ

যারা কখনই সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে না তারা পাঁচ জন। স্বামি/স্ত্রী, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে।

[আল-মুগনী]

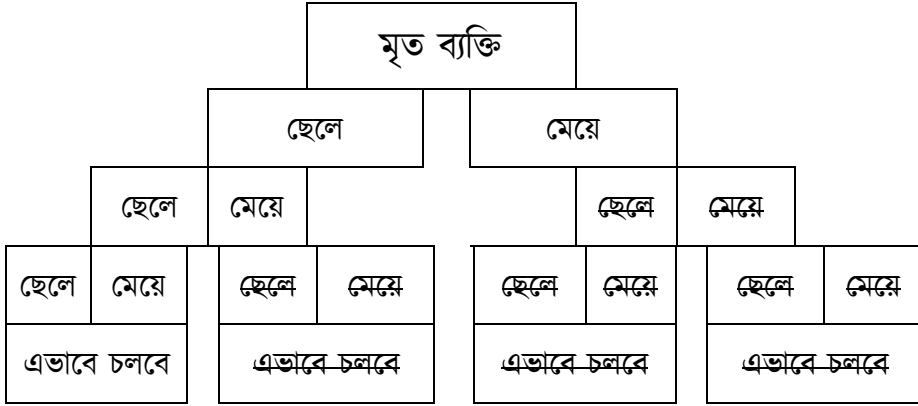
তবে এই পাঁচ জনের মধ্যে কেবল স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া বাকী চার জনের পিছনে আবার এমন ওয়ারিছ রয়েছে যে তার অনুপস্থিতিতে ওয়ারিছ হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাবা না থাকলে দাদা, মা না থাকলে দাদী ও নানী, ছেলে না থাকলে ছেলের ছেলে বা ছেলের মেয়ে ইত্যাদি। নিচের ছকে বিষয়টি সহজে বোঝানো হলো,

ওয়ারিছগণ	ছেলে	মেয়ে	বাবা	মা	স্বামী/স্ত্রী
বদলী-১	ছেলের ছেলে	ছেলের মেয়ে	দাদা	দাদী, নানী	তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্থানে কেউ আসে না
বদলী-২	ছেলের ছেলের ছেলে	ছেলের ছেলের মেয়ে	দাদার বাবা	দাদার মা, দাদীর মা, নানীর মা	
বদলী-৩	এভাবে চলবে	এভাবে চলবে	এভাবে চলবে	এভাবে চলবে	

দেখা যাচ্ছে, প্রথম স্তরের পাঁচ জন ওয়ারিছের মধ্যে কেবল স্বামী/স্ত্রী ছাড়া অন্যদের পিছনে আরও অনেক ওয়ারিছের লম্বা লাইন রয়েছে। এর মধ্যে কোনো একটি স্তর অনুপস্থিত থাকলে নিচের স্তর তার স্থানে স্থলাভিষিক্ত হবে। এ হিসেবে আমরা বলতে পারি, এখানে পাঁচ জন নয় বরং পাঁচ প্রকারের ওয়ারিশ রয়েছে। এখন আমরা এই পাঁচটি প্রকারের মধ্যে প্রতিটি প্রকার সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করবো। যাতে পাঠক বুঝে নিতে পারেন তারা কোন অবস্থায় কতটুকু মিরাজ পাবে।

### [১ ও ২] মৃতের সম্পত্তিতে তার সন্তান তথা ছেলে ও মেয়ের অংশ

ছেলে বলতে বোঝায়, নিজের ছেলে, ছেলের ছেলে তার ছেলে এভাবে যত দূর যায় আর মেয়ে বলতে বোঝায় নিজের মেয়ে ছেলের মেয়ে ছেলের ছেলের মেয়ে এভাবে যতদূর যায়। যদি মৃত ব্যক্তির ছেলে তার আগে মারা গিয়ে থাকে এবং একটি পুত্র সন্তান রেখে গিয়ে থাকে তবে সেই মৃত ব্যক্তির ছেলে হিসেবে ওয়ারিছ হবে। একইভাবে মেয়ের অনুপস্থিতিতে ছেলের মেয়ে মেয়ে হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু মেয়ের ছেলে বা মেয়ে এক্ষেত্রে ওয়ারিছ হবে না। নিচের ছকের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো,



ছকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন মৃত ব্যক্তির একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে। প্রতিটি ছেলে ও মেয়ের একটি করে ছেলে ও মেয়ে, আবার তাদের একটি করে ছেলে ও মেয়ে। এভাবে মৃত ব্যক্তির নিচে একের পর এক তিনটি স্তর ছকে উল্লেখ করা হয়েছে। এর নিচে আরও অনেক স্তর রয়েছে। পাঠক সামান্য চিন্তা করলেই সেটা বুঝে নিতে পারবেন। তবে খুব বেশি স্তর কল্পনা করার প্রয়োজন নেই যেহেতু বর্তমানে সাধারণ হিসেবে একজন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তার বংশধরদের মধ্যে তিন/চারটি স্তরের বেশি জন্ম নেওয়া সম্ভব নয়।

যাই হোক, যারা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছ নয় ছকে তাদের কেটে দেওয়া হয়েছে। যাদের কেটে দেওয়া হয়নি কেবল তারাই মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছ। আমরা দেখছি,

ক. মৃত ব্যক্তির ছেলে মেয়ে তার ওয়ারিছ।

খ. ছেলের ছেলে-মেয়েও তার ওয়ারিছ কিন্তু মেয়ের ছেলে মেয়েরা ওয়ারিছ নয়।

গ. ছেলের ছেলের ছেলে-মেয়েরাও তার ওয়ারিছ কিন্তু ছেলের মেয়ের ছেলে-মেয়েরা নয়।

এভাবে স্তরের পর স্তর চলতে থাকবে।

এখানে কে ওয়ারিছ আর কে ওয়ারিছ নয় সে ব্যাপারে সহজ একটা সূত্র প্রয়োগ করা যায়। আর তা হলো,

“এমন প্রতিটি ব্যক্তি যার সাথে মৃত ব্যক্তির সম্পর্কের মাঝে কোনো মেয়ে আছে সে ওয়ারিছ নয়।”

বিপরীতে বলা যায়,

“যার সাথে মৃত ব্যক্তির সম্পর্কের মাঝে কোনো মেয়ে নেই বরং কেবলই ছেলে সে তার ওয়ারিছ হবে। সে নিজে মেয়ে হলেও সমস্যা নেই।”

এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি মেয়ে কি ছেলে তাতেও কোনো পার্থক্য নেই।

মীরাছের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে বলতে কাদের বোঝায় সেটা জেনে নেওয়ার পর মৃতের ছেলে-মেয়েরা তার সম্পত্তিতে কিভাবে অংশ পাবে সেটা আমরা বর্ণনা করবো। ছেলে-মেয়েদের মীরাসের কয়েকটি অবস্থা হতে পারে নিচে আমরা তা উল্লেখ করছি।

### প্রথম অবস্থাঃ- ছেলে জীবিত থাকা

মৃত ব্যক্তির যদি কোনো পুত্র সন্তান জীবিত থাকে তবে সে মৃতের সম্পত্তিতে আসাবা হয়। অর্থাৎ অন্য ওয়ারিছদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার পর বাকী যা থাকে সে তার মালিক হয়। পুত্র সন্তানের সংখ্যা একাধিক হলে বাকী সম্পত্তি তাদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়।

ধরে নিই, কোনো মৃত মহিলার বাবা, মা, স্বামী ও কয়েকজন ছেলে সন্তান আছে। তার সম্পত্তিকে যদি ১২ ভাগে ভাগ করা হয় তবে এসব ওয়ারিছদের মীরাছের অবস্থা হবে নিম্নরূপ,

ওয়ারিছ	বাবা= $\frac{1}{6}$		মা= $\frac{1}{6}$		স্বামী= $\frac{1}{8}$			ছেলে= আসাবা তথা অবশিষ্টাংশ				
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মিরাছ	দুটি অংশ		দুটি অংশ		তিনটি অংশ			পাঁচটি অংশ				

উপরের আয়াতে আমরা দেখেছি সন্তান থাকলে বাবা ও মা ছয় ভাগের এক ভাগ তথা  $\frac{1}{6}$  করে পায় অর্থাৎ ১২ টি ভাগের মধ্যে তারা দুটি অংশ করে মোট চারটি অংশ পায়। সন্তান থাকলে স্বামী পায় চার ভাগের এক ভাগ তথা  $\frac{1}{8}$ । সে হিসেবে ১২ ভাগের মধ্যে সে তিনটি অংশ পায়। তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার পর পাঁচটি অংশ অবশিষ্ট থাকে। ছেলে সন্তান অবশিষ্ট ঐ পাঁচটি অংশের মালিক হয়। যদি একাধিক ছেলে থাকে তবে ঐ পাঁচটি অংশ তাদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি ঐ ব্যক্তির পাঁচটি ছেলে থাকে তবে উপরের উদাহরণে তারা প্রত্যেকে ১ ভাগ করে পায় আর যদি দুজন ছেলে থাকে তবে তারা আড়াই ভাগ করে পায়।

যদি ঐ ব্যক্তির পুত্র সন্তানের সাথে মেয়ে সন্তানও থাকে সেক্ষেত্রেও অবস্থা একই থাকে। অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে উভয়ে মৃত ব্যক্তির আসাবা হয়। অন্য ওয়ারিছদের দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে সেটা তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। তবে সেক্ষেত্রে প্রতিটি ছেলে দুটি মেয়ের সমান অংশ পায়। উপরের উদাহরণে ছেলের সাথে মেয়ে থাকলেও তারা অবশিষ্ট পাঁচটি অংশই পায়। এখন ঐ পাঁচটি অংশ তাদের মধ্যে প্রতিটি ছেলে প্রতিটি মেয়ের দ্বিগুণ পাবে এ হিসেবে ভাগ করে দিতে হবে। এখানে হিসাব করার সহজ পদ্ধতি হলো,

প্রতিটি ছেলেকে দুজন মেয়ে ধরে তার সাথে মেয়েদের সংখ্যাকে যোগ করে যা দাড়ায় অবশিষ্ট সম্পত্তিকে তত ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ছেলেকে তার মধ্যে দুটি করে এবং প্রতিটি মেয়েকে একটি করে ভাগ দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, যদি উপরের উদাহরণে দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে থাকে তবে প্রতিটি ছেলেকে দুটি মেয়ে ধরে তার সাথে মেয়ের সংখ্যা যোগ করলে দাড়ায় পাঁচটি মেয়ে। এবার অবশিষ্ট সম্পত্তিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করলে প্রতিটি ছেলে তার মধ্যে দুটি করে এবং মেয়েটি তার মধ্যে একটি অংশ পায়।

ওয়ারিছ	বাবা= $\frac{1}{6}$		মা= $\frac{1}{6}$		স্বামী= $\frac{1}{8}$			ছেলে		ছেলে		মে.
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মিরাছ	দুটি অংশ		দুটি অংশ		তিনটি অংশ			দুটি অংশ		দুটি অংশ		এক.

যদি এই উদাহরণে কোনো একজন ওয়ারিছ না থাকে এবং তার স্থানে অন্য কোনো ওয়ারিছ স্থলাভিষিক্ত না হয় যেমন স্বামী যদি না থাকে তবে বাবা-মাকে দেওয়ার পর বাকী সম্পত্তি তথা (৫+৩) আট ভাগ ছেলে-মেয়েদের দখলে আসে। এই আট ভাগ তাদের মধ্যে ছেলে মেয়ের দ্বিগুন পাবে এই হিসেবে বণ্টন করতে হয়। যদি ছেলে মেয়ে ছাড়া অন্য কোনো ওয়ারিছই না থাকে তবে সম্পূর্ণ সম্পত্তি ছেলে-মেয়েদের দখলে আসে।

অতএব বলা যায়, মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান জীবিত থাকলে তার ছেলে-মেয়েদের মিরাছের পদ্ধতি একই থাকে। এক্ষেত্রে তারা মৃতের সম্পত্তিতে আসাবা হয় এবং যা অবশিষ্ট থাকে তাই গ্রহণ করে। তা কম হোক বা বেশি হোক।

এটাই হলো মহান রবের বানী,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ

আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্পর্কে বিধান দিচ্ছেন। ছেলে পাবে মেয়ের দ্বিগুন।

এই আয়াতের কারণে উম্মতের ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন।

এখানে একটি বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে আর তা হলো, ছেলে বলতে এখানে ছেলের ছেলে বা তার ছেলে ইত্যাদি সকলকে বোঝাবে যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে এখানে আগের স্তর আগে ওয়ারিছ হবে আর পরের স্তর পরে। যদি আগের স্তরে কোনো ছেলে সন্তান থাকে তবে পরের স্তরের কেউ মিরাছ পাবে না।

উদাহরণস্বরূপ,

কোনো ব্যক্তির দুটি ছেলে ছিলো, উভয়ের একটি করে ছেলে আছে। কিন্তু সে মারা যাওয়ার আগেই তার একটি ছেলে মারা গেছে তবে ঐ ছেলের ছেলে বেঁচে আছে। এখানে মৃতের ওয়ারিছ হবে তার ছেলে, মৃত ছেলের ছেলে নাতি কিছুই পাবে না। যেহেতু সে পরের স্তরের ওয়ারিছ এবং তার চেয়ে অধিক নিকটবর্তী স্তরের ওয়ারিছ বেঁচে রয়েছে।

স্তর	মৃত ব্যক্তি			ছেলে-মেয়েদের মিরাহের বিবরণ
১	ছেলে	ছেলে	মেয়ে	অবশিষ্ট সম্পত্তিতে ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে
২	ছে/মে	ছে/মে		কোনো মিরাহ নেই
৩	ছে/মে			কোনো মিরাহ নেই

হকে দেখা যাচ্ছে একজন মৃত ব্যক্তির দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে ছিল। প্রথম ছেলেটি মারা যায়। কিন্তু তার ছেলে এবং ছেলের মেয়ে রয়েছে। এই ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির সন্তানদের মধ্যে কেবল প্রথম স্তর ওয়ারিছ হবে। অর্থাৎ তার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে যেসব ছেলে বা মেয়ে আছে তারা ওয়ারিছ হবে না।

অনেকের নিকট এই মাসয়ালাটি মেনে নেওয়া কষ্টকর হয়। যেহেতু তারা মনে করেন, এতীম ছেলেটির সম্পত্তির অধিক প্রয়োজন ছিল আর তাকেই দেওয়া হচ্ছে না। অথচ মীরাহের সম্পত্তি প্রয়োজনের উপর বণ্টন করা হয়না বরং কে মৃতের অধিক নিকটবর্তী সে হিসেবে বণ্টন করা হয়। যদি প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন করা হতো তবে গ্রামের অভাবী ব্যক্তিরাই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে বেশি হকদার হতো। আর মৃত ব্যক্তির আগের স্তরের ছেলে যে পরের স্তরের ছেলের তুলনায় বেশি নিকটবর্তী সেটা কে অস্বীকার করতে পারে! অতএব এর মধ্যে বুঝতে না পারার কিছুই নেই। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

মোট কথা আগের স্তরে কোনো ছেলে সন্তান থাকলে পরের স্তরে কেউ ওয়ারিছ হবে না। আর যদি আগের স্তরে ছেলে মেয়ে কেউই না থাকে তবে পরের স্তরের ছেলে মেয়েরা হুবহু আগের স্তরের মতো আচরণ করবে। এভাবে স্তরের পর স্তর চলতে থাকবে।

	মৃত ব্যক্তি			ছেলে-মেয়েদের মিরাহের বিবরণ
১	ছেলে	ছেলে	মেয়ে	কেউ জীবিত নেই
২	ছেলে	মেয়ে		অবশিষ্ট সম্পত্তিতে ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে
৩	মেয়ে			কোনো মিরাহ নেই

এটা গেলো আগের স্তরে ছেলে থাকার হিসাব। অর্থাৎ আগের স্তরে ছেলে থাকলে পরের স্তরে ছেলে মেয়ে যেই থাকুক তারা কিছুই পাবে না। এখন যদি আগের স্তরে কোনো ছেলে না থাকে কিন্তু মেয়ে থাকে তবে আগের স্তরের মেয়েরা পাওনা বুঝে নেওয়ার পর পরের স্তরের ছেলে মেয়েরা সম্পত্তিতে অংশ পেতে পারে। সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো।

**দ্বিতীয় অবস্থাঃ- ছেলে জীবিত না থাকা কিন্তু এক বা একাধিক মেয়ে থাকা**

উপরে আমরা দেখেছি মৃত ব্যক্তির কোনো ছেলে থাকলে ছেলেরা এককভাবে বা ছেলে মেয়ে একই সাথে মৃত ব্যক্তির আসাবা হয়। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির কোনো ছেলে না থাকে বরং কেবল মেয়ে থাকে তখন কি হবে?

মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

যদি সন্তান কেবল দুয়ের অধিক মেয়ে হয় তবে তারা পাবে সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ। আর যদি কেবল একটি মেয়ে হয় তবে সে পাবে অর্ধেক।

এখানে ছেলে সন্তান না থাকলে মেয়ে সন্তানের দুটি অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,

ক. দুয়ের অধিক মেয়ে হলে তিন ভাগের দুই ভাগ

খ. একজন মেয়ে হলে অর্ধেক

দুই জন মেয়ে হলে তার অবস্থা কি হবে সেটা আয়াতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। একারণে এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে সামান্য দ্বিমত রয়েছে। সকল আলেমের মতে দুই জন মেয়ে দুয়ের অধিকের মতোই তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। কিন্তু ইবনে আব্বাস রা এর মতে দুই জন মেয়ে এক জনের মতো অর্ধেক পাবে। ইবনে কুদামা উল্লেখ করেন,

{أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْإِثْنَيْنِ الثَّلَاثَانَ، إِلَّا رِوَايَةً شَاذَّةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ فَرْضَهُمَا النِّصْفُ}

সকল আলেমরা ইজমা করেছেন যে, দুই জন মেয়ের প্রাপ্য হলো তিন ভাগের দুই ভাগ কেবল ইবনে আব্বাস রা থেকে এ বিষয়ে শায মত বর্ণিত আছে যে, দুই জন অর্ধেক পাবে। [আল-মুগনী]

এরপর তিনি বলেন, (وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْجَمَاعَةِ) এবিষয়ে সঠিক হলো জমহুর আলেমের কথা। পরে এই মতটি সঠিক হওয়ার স্বপক্ষে তিনি কয়েকটি দলীল উল্লেখ করেন। অন্যান্য উলামায়ে কিরামও এ বিষয়ে বিভিন্ন দলীল পেশ করেছেন। যথা,



ক) আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, কোনো একজন মহিলা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে অভিযোগ করে তার স্বামী মারা গেছে এবং তার দুটি মেয়ে আছে। কিন্তু তার স্বামীর ভাই সব সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ঐ ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

أَعْطِيهِمَا التُّنَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا التُّنْمَنَ، وَمَا بَقِيَ فَلَاكُ

মেয়েদুটিকে তিন ভাগের দুই ভাগ এবং তাদের মাকে আট ভাগের এক ভাগ দিয়ে দাও আর বাকীটা তোমার।

এই হাদীসের রাবী, মুহাম্মাদ ইবনে আক্কীলের ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। তবে ইবনুল আরবী আহকামুল কুরআনে হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম আজ-জাহাবী রহিমাহুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আক্কীল সম্পর্কে বলেন, (فمثل هذا لا ينزل حديثه عن الحسن) তার হাদীস হাসানের নিচে নয়। [আল-কাশিফ]

খ) সহীহ বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়ে এবং ছেলের মেয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে মেয়েকে অর্ধেক এবং ছেলের মেয়েকে ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়ে বলেছেন, (تَكْمِلَةُ التُّنَيْنِ) এর মাধ্যমে তিন ভাগের দুই ভাগ পূর্ণ করে দেওয়া হলো। এর অর্থ হলো, একই স্তরে দুই জন মেয়ে থাকলে তারা যে তিন ভাগের দুইভাগ পেতো উপরের স্তরের একটি মেয়ে এবং নিচের স্তরের একটি মেয়েকে সেই অংশই দেওয়া হলো।

গ) মহান আল্লাহ বোনদের মীরাছ সম্পর্কে বলেন, (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّنَانِ) যদি দুই জন বোন হয় তবে তারা তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। আলেমদের কথা হলো, (وَهَذَا تَنْبِيْهُ عَلَى أَنَّ لِلْبَيْنَتَيْنِ التُّنَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ) এতে বোঝা যায় দুই মেয়েও তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে যেহেতু তারা মৃতের আরও অধিক নিকটবর্তী।

এসব দলীল প্রমাণের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দুই জন মেয়ে তিন জনের মতোই তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। তাহলে ছেলে সন্তানের অনুপস্থিতিতে মেয়েদের দুটি অবস্থা পাওয়া যায়।

ক) একজন মেয়ে হলে সম্পত্তির অর্ধেক।

খ) দুই জন বা তার বেশি হলে সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ।

উদাহরণস্বরূপ, ধরে নিই কোনো ব্যক্তির বাবা-মা ও দুটি মেয়ে আছে তাদের মীরাছ হবে নিম্নরূপ।

ওয়ারিছ	বাবা = $\frac{1}{6}$	মা = $\frac{1}{6}$	দুই বা তার অধিক মেয়ে $\frac{2}{3}$			
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬
মিরাছ	এক ভাগ	এক ভাগ	চার ভাগ			

অর্থাৎ সম্পত্তিকে ছয় ভাগে ভাগ করলে বাবা ও মা একটি ভাগ করে পায় আর মেয়েরা সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ তথা ছয় ভাগের মধ্যে চারটি ভাগ পায়। পরে ঐ চার ভাগ মেয়েদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি তার দুটি মেয়ে থাকে তবে তারা দুই ভাগ করে পাবে। আর চারটি মেয়ে হলে এক ভাগ করে পাবে।

এই মাসয়ালায় যদি একটি মেয়ে হতো তবে মিরাহ্ হতো নিম্নরূপ,

ওয়ারিছ	বাবা = $\frac{1}{6}$	মা = $\frac{1}{6}$	এক জন মেয়ে $\frac{1}{2}$			অবশিষ্ট
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬
মিরাহ্	এক ভাগ	এক ভাগ	তিন ভাগ			এক ভাগ

এ ক্ষেত্রে মেয়েটি সম্পত্তির অর্ধেক তথা ছয় ভাগের মধ্যে তিন ভাগ পায়। ফলে একটি ভাগ অবশিষ্ট থেকে যায়। এই একটি ভাগ আসাবা হিসেবে বাবা গ্রহণ করে। পরবর্তীতে বাবার মিরাহ্ সম্পর্কিত আলোচনায় সে ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

বিঃদ্রঃ মৃতের স্বামী বা স্ত্রী বেঁচে না থাকলে এই দুটি মাসয়ালায় অবস্থা এমন হয়। কিন্তু স্বামী বা স্ত্রী বেঁচে থাকলে একটু সমস্যা হয়। প্রথম মাসয়ালাটিতে আমরা দেখছি মা-বাবা উভয়ে মিলে তিন ভাগের এক ভাগ আর মেয়েরা তিন ভাগের মধ্যে দুই ভাগ গ্রহণ করে। এতেই সম্পত্তি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। স্বামী বা স্ত্রীকে দেওয়ার মতো কিছুই থাকে না। এক্ষেত্রে সকলের মিরাহ্‌র অংশ কমিয়ে সবাইকে মৃতের সম্পত্তিতে অংশ দেওয়া হয় এই বিষয়টিকে আওল বলে। পরবর্তীতে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি কেবল একটি স্তর নিয়ে। সকল সন্তানরা যদি একই স্তরের হয় তবে এভাবে মীরাহ্ পাবে। কিন্তু অনেক সময় সন্তানদের উপরের স্তর এবং নিচের স্তর একই সাথে ওয়ারিছ হয়। উপরের স্তরে কেবল ছেলে বা ছেলে মেয়ে উভয়ে থাকলে সেটা কখনও সম্ভব নয়। যেহেতু ছেলে থাকলে সন্তানরা মৃতের আসাবা হয় এবং অবশিষ্ট সকল সম্পদের মালিক হয়। নিচের স্তরের জন্য কিছুই ছেড়ে দেয় না। অতএব উপরের স্তরে ছেলে থাকলে উপর আর নিচ মিলে ওয়ারিছ হওয়া সম্ভব নয়। তবে উপরের স্তরে মেয়ে থাকলে এমন ঘটনা সম্ভব। যেহেতু মেয়েরা সকল সম্পদ দখল করতে পারে না যেমনটি আমরা দেখেছি। সেক্ষেত্রে নিচের স্তরে কোনো ছেলে বা মেয়ে থাকলে ক্ষেত্র বিশেষে ওয়ারিছ হতে পারে। এভাবে উপর আর নিচ মিলে ওয়ারিছ কিভাবে হয় এখন আমরা সেটাই আলোচনা করবো।

### তৃতীয় অবস্থাঃ উপরের স্তরে একটি মেয়ে নিচের স্তরে এক বা একাধিক মেয়ে

উপরে আমরা দেখেছি, মৃত ব্যক্তির কোনো ছেলে সন্তান না থাকলে তার মেয়েরা তার সম্পত্তিতে আসাবা হয় না বরং নির্দিষ্ট অংশ পায়। সেক্ষেত্রে অনেক সময় সম্পত্তি কিছু অতিরিক্ত থাকতে পারে। এ অবস্থায় যদি মৃতের নিচের স্তরে কিছু ছেলে-মেয়ে থাকে তবে তারা ঐ সম্পত্তিতে ওয়ারিছ হয়। এখানে অবস্থা দুই রকম হতে পারে।

ক) নিচের স্তরে কেবলই মেয়ে থাকা

খ) নিচের স্তরে ছেলে মেয়ে উভয়ই থাকা।

প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিচের স্তরে কেবল মেয়ে থাকলে কেবলমাত্র তখন মিরাহ পাবে যখন উপরের স্তরে মেয়েদের সংখ্যা হবে একজন। সেক্ষেত্রে উপরের স্তরের মেয়েটি পাবে অর্ধেক ( $\frac{1}{2}$ ) আর নিচের স্তরের মেয়েটি পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ( $\frac{1}{6}$ )। অর্থাৎ তারা উভয়ে মিলে পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ ( $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$ )। উদাহরণস্বরূপ, যদি মূল সম্পত্তিকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয় তবে অবস্থা দাড়ায় নিম্নরূপ,

ওয়ারিছ	মেয়ে অর্ধেক $\frac{1}{2}$			নাতনী $\frac{1}{6}$	অবশিষ্ট	
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬
মিরাহ	ছয়ের মধ্যে তিন			এক	দুই	
উভয়ে	তিন ভাগের দুই ভাগ ( $\frac{2}{3}$ )				৩ ভাগের ১ ভাগ ( $\frac{1}{3}$ )	

হাদীসে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

{لِلْأَبْنَةِ النَّصْفُ، وَلِلْأَبْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ}

তার নিজের মেয়ের অর্ধেক, আর ছেলের মেয়ের ছয় ভাগের এক ভাগ। এভাবে তিন ভাগের দুই ভাগ পূর্ণ করতে হবে। [সহীহ বুখারী]

এখানে তিন ভাগের দুই ভাগ পূর্ণ করার কথা বলা হচ্ছে। কারণ, মহান আল্লাহ একাধিক মেয়েকে সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ প্রদান করেছেন। এখন নিজের মেয়েও যেমন মেয়ে ছেলের মেয়েও মেয়ে যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তাহলে এই ব্যক্তির একাধিক মেয়ে রয়েছে। সে হিসেবে তারা দুজনে তিন ভাগের এক ভাগ পাওয়া উচিত। এখন যেহেতু উপরের স্তরের মেয়ে পরের স্তরের মেয়ে অপেক্ষা অধিক

হকদার তাই সে এখানে বেশি পাচ্ছে। উপরের স্তরের মেয়ে পাচ্ছে অর্ধেক আর পরের স্তরের মেয়ে পাচ্ছে ছয় ভাগের এক ভাগ। এভাবে দুই স্তরের দুটি মেয়ে মিলে মেয়েদের জন্য নির্ধারিত অংশ তথা তিন ভাগের দুই ভাগ সম্পূর্ণ দখল করছে।

ওয়ারিছ	বাবা = $\frac{1}{6}$	মা = $\frac{1}{6}$	এক জন মেয়ে $\frac{1}{2}$			নাতনী
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬
মিরাছ	এক ভাগ	এক ভাগ	তিন ভাগ			এক ভাগ

হুকে আমরা দেখছি, নিজের মেয়ের সাথে নাতনী ছয় ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে। এভাবে দুই জন তিন ভাগের দুই ভাগ পূর্ণ করে। যদি এই মাসয়ালায় বাবা, মা না থাকতো এবং তাদের অংশগুলো খালী হয়ে যেতো তবু নিচের স্তরের মেয়েটি তথা মৃতের নাতনী ঐ এক ভাগই পেতো। পরে অবশ্য রদের মাধ্যমে সবার অংশ বৃদ্ধি পেতো।

ওয়ারিছ	অবশিষ্ট	অবশিষ্ট	এক জন মেয়ে $\frac{1}{2}$			নাতনী
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬
মিরাছ	এক ভাগ	এক ভাগ	তিন ভাগ			১ ভাগ

যেহেতু সে আসলে অবশিষ্ট অংশের উপর আসাবা হচ্ছে না। বরং উপরের স্তরের মেয়েরা মেয়েদের জন্য নির্ধারিত তিন ভাগের দুই ভাগ সম্পূর্ণ দখল করতে সক্ষম হয়নি। তাই তাকে তা থেকে প্রদান করা হচ্ছে। যদি উপরের স্তরে দুটি মেয়ে থাকে এবং তারা তিন ভাগের দুই ভাগ দখল করে নেয় আর নিচের স্তরে কেবল মেয়ে থাকে তবে তারা কিছুই পাবে না। যেহেতু যে স্থান থেকে তাদের অংশ দেওয়া হচ্ছিল তা পরিপূর্ণ বেদখল হয়ে গেছে।

মোটকথা, নিচের স্তরের মেয়ে উপরের স্তরের মেয়ে যা পরিত্যাগ করে অর্থাৎ ছয় ভাগের এক ভাগে অংশ পায়। যদি নিচের স্তরের মেয়ের সংখ্যা একাধিক হয় তবে তারা ঐ ছয় ভাগের এক ভাগে সমান ভাবে অংশিদার হয়।

এখানে উপরের স্তর বলতে মৃতের দিকে যে বেশি নিকটবর্তী তাকে বোঝানো হচ্ছে আর নিচের স্তর বলতে অপেক্ষাকৃত বেশি দূরবর্তীকে বোঝানো হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, নিজের মেয়ে, ছেলের মেয়ে বা ছেলের ছেলের মেয়ের চেয়ে নিকটবর্তী। একইভাবে নিজের ছেলের মেয়ে, ছেলের ছেলের মেয়ের চেয়ে নিকটবর্তী ইত্যাদি।

স্তর	মৃত ব্যক্তি			বিভিন্ন স্তরের মেয়েদের মিরাহের বিবরণ
১	ছেলে	ছেলে	মেয়ে	অর্ধেক ( $\frac{১}{২}$ )
২	ছেলে	মেয়ে		ছয় ভাগের এক ভাগ ( $\frac{১}{৬}$ )
৩	মেয়ে			কোনো মিরাহ নেই

ছকে আমরা দেখছি কোনো মৃত ব্যক্তির দুটি ছেলে একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি বেঁচে থাকে আর ছেলে দুটি মারা যায়। প্রথম ছেলেটি মারা যাওয়ার আগে তার একটি ছেলে হয়। সেও একটি মেয়ে জন্ম দেওয়ার পর মারা যায়। দ্বিতীয় ছেলেটি মারা যাওয়ার আগে তার একটি মেয়ে হয়। এভাবে এই ব্যক্তির তিনটি স্তরে তিনটি মেয়ে পাওয়া যায়। এখন প্রথম স্তরের মেয়েটি সম্পত্তির অর্ধেক পায়। পরের স্তরের মেয়েটি পায় ছয় ভাগের এক ভাগ। তৃতীয় স্তরের মেয়েটি কিছুই পায় না। কারণ তার আগেই মেয়েদের অংশ তথা তিন ভাগের দুই ভাগ সম্পূর্ণ দখল হয়ে গেছে। যেমন যদি প্রথম স্তরে একটি মেয়ের স্থানে দুটি মেয়ে থাকতো তবে দ্বিতীয় স্তরের মেয়েটিও কিছু পেতো না। যেহেতু তার আগেই তিন ভাগের দুই ভাগ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। যদি দ্বিতীয় স্তরের মেয়েটি না থাকতো তবে তৃতীয় স্তরের মেয়েটি তার অংশ তথা ছয় ভাগের এক ভাগ পেতো।

স্তর	মৃত ব্যক্তি			বিভিন্ন স্তরের মেয়েদের মিরাহের বিবরণ
১	ছেলে	ছেলে	মেয়ে	অর্ধেক ( $\frac{১}{২}$ )
২	ছেলে	মেয়ে		কোনো ওয়ারিছ বেঁচে নেই
৩	মেয়ে			ছয় ভাগের এক ভাগ ( $\frac{১}{৬}$ )

যদি প্রথম স্তরের মেয়েটি বেঁচে না থাকতো তবে দ্বিতীয় স্তরের মেয়েটি তার স্থানে স্থলাভিষিক্ত হতো। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্তরের মেয়েটি পেতো অর্ধেক আর তৃতীয় স্তরের মেয়েটি পেতো ছয় ভাগের এক ভাগ।

স্তর	মৃত ব্যক্তি			বিভিন্ন স্তরের মেয়েদের মিরাহের বিবরণ
১	ছেলে	ছেলে	মেয়ে	বেঁচে নেই
২	ছেলে	মেয়ে		অর্ধেক
৩	মেয়ে			ছয় ভাগের এক ভাগ (১/৬)

এভাবে স্তরের পর স্তর চলতে থাকে। আশা করি পাঠক বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছেন।

এসব ক্ষেত্রে যদি নিচের একই স্তরে একাধিক মেয়ে থাকে তবে তারা উভয়ে মিলে ছয় ভাগের এক ভাগ পায়।

স্তর	মৃত ব্যক্তি			বিভিন্ন স্তরের মেয়েদের মিরাহের বিবরণ
১	ছেলে	ছেলে	মেয়ে	অর্ধেক
২	মেয়ে	মেয়ে		ছয় ভাগের এক ভাগে দুজনে সমান অংশিদার

এভাবে যদি উপর ও নিচ উভয় স্তরে কেবল মেয়েই থাকে তবে উভয় স্তরের ওয়ারিহদের মিরাহের অবস্থা এমনই হয়। ইবনে মাসউদ রাঃ বর্ণিত হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ সঃ এই ফয়সালায় করেছেন। একারণে উম্মতের ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। ইবনে রুশদ রাঃ বলেন,

{وَجُمُهورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى بِنْتًا لِصُلْبٍ وَبِنْتًا ابْنٍ أَوْ بَنَاتٍ ابْنٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ أَلَّ لِبَنَاتِ الْإِبْنِ السُّدُسَ نَكْمِلَةً الثَّلَاثِينَ، وَخَالَفَتِ الشَّيْعَةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَتْ: لَا تَرْتِ بِبِنْتِ الْإِبْنِ مَعَ الْبِنْتِ شَيْئًا كَالْحَالِ فِي ابْنِ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ} [بداية المجتهد ونهاية المقتصد]

জমহুর আলেমের মত হলো, যদি মৃত ব্যক্তি নিজের মেয়ে এবং একটি বা কয়েকটি ছেলের মেয়ে রেখে যায় যাদের সাথে কোনো পুরুষ (ছেলের ছেলে) নেই। তবে ছেলের মেয়েরা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। এভাবে তিন ভাগের দুই ভাগ পূর্ণ করবে। এ বিষয়ে শীয়ারা দ্বিমত করেছে। তারা বলেছে, মেয়ে থাকতে ছেলের মেয়ে কিছুই পাবে না। যেমন ছেলে বেঁচে থাকতে ছেলের ছেলে কিছুই পায় না।

[বিদায়াতুল মুজতাহিদ]

বলা বাহুল্য যে, শীয়াদের এই মতটি হাদীস ও উম্মতের ওলামায়ে কিরামের মতামতের বিপরীতে একটি অগ্রহণযোগ্য মত।

এখন আমরা দেখবো উপরের স্তরে মেয়ে আর নিচের স্তরে ছেলে থাকলে অবস্থা কেমন হয়।

### চতুর্থ অবস্থাঃ উপরের স্তরে এক বা একাধিক মেয়ে নিচের স্তরে ছেলে

যদি উপরের স্তরে এক বা একাধিক মেয়ে থাকে আর নিচের স্তরে ছেলে থাকে তবে নিচের স্তরের ছেলে আসাবা হয়। অর্থাৎ উপরের স্তরের মেয়ে ও অন্যান্য ওয়ারিছরা নিজেদের পাওনা বুঝে পাওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা নিচের স্তরের ছেলের দখলে আসে। এক্ষেত্রে যদি তার স্তরে কোনো মেয়ে থাকে সেও ঐ ছেলেদের সাথে আসাবা হয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তিতে ছেলেদের মেয়েদের দ্বিগুন এই হিসেবে অংশ পায়। এক্ষেত্রে উপরের স্তরের মেয়েরা তিন ভাগের দুই ভাগ দখল করে নিয়েছে কিনা সেটা লক্ষণীয় বিষয় নয়। যেহেতু এখানে তারা মেয়েদের জন্য নির্ধারিত অংশে ওয়ারিছ হচ্ছে না বরং মৃতের মূল সম্পত্তিতে আসাবা হচ্ছে। অন্য ওয়ারিছদের দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তার সবই তারা দখল করবে।

তৃতীয় স্তরে ছেলে-মেয়ে যাই থাক তারা কিছুই পায় না। যেহেতু তাদের পূর্বে একটি ছেলে সন্তান রয়েছে যে নিজেই বা নিজের স্তরের বোনদের সাথে নিয়ে সম্পূর্ণ সম্পত্তি দখল করেছে। তবে দ্বিতীয় স্তরে কোনো ছেলে বা মেয়ে না থাকলে পরের স্তরের ওয়ারিছরা মিরাহ পাবে। এভাবে চলবে।

স্তর	মৃত ব্যক্তি			বিভিন্ন স্তরের ছেলে-মেয়েদের মিরাহের বিবরণ
১	ছেলে	ছেলে	মেয়ে	অর্থেক
২	ছেলে	মেয়ে		অবশিষ্ট সম্পত্তিতে আসাবা
৩	ছে/মে			কোনো অংশ নেই

এক্ষেত্রে যদি উপরের স্তরে একাধিক মেয়ে থাকে তবু অবস্থা একই থাকে অর্থাৎ মেয়েদের তিন ভাগের দুই ভাগ দেওয়ার পর এবং অন্যান্য ওয়ারিছদের অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা দ্বিতীয় স্তরের ছেলে মেয়েরা পায়।

স্তর	মৃত ব্যক্তি			বিভিন্ন স্তরের ছেলে-মেয়েদের মিরাহের বিবরণ
১	ছেলে	ছেলে	২.মেয়ে	তিন ভাগের দুই ভাগ
২	ছেলে	মেয়ে		অবশিষ্ট সম্পত্তিতে আসাবা
৩	ছে/মে			কোনো অংশ নেই

এক্ষেত্রে যদি ধরে নেওয়া হয়, দ্বিতীয় স্তরেও কোনো ছেলে নেই বরং তৃতীয় স্তরে ছেলে আছে। তাহলে উপরের স্তরের মেয়েরা এবং অন্য ওয়ারিছরা নিজেদের অংশ গ্রহণের পর যা অবশিষ্ট থাকে তৃতীয় স্তরের ছেলে-মেয়ে তাতে ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুন হিসেবে আসাবা হবে।

স্তর	মৃত ব্যক্তি			বিভিন্ন স্তরের ছেলে-মেয়েদের মিরাহের বিবরণ
১	ছেলে	ছেলে	মেয়ে	অর্ধেক
২	ছেলে	মেয়ে		ছয় ভাগের এক ভাগ
৩	ছে/মে			অবশিষ্ট সম্পত্তিতে আসাবা

ছকে দেখা যাচ্ছে, তৃতীয় স্তরে একটি ছেলে একটি মেয়ে থাকার কারণে উভয়ে সম্পত্তিতে অংশ পাচ্ছে। যদি ছেলেটি না থাকতো তবে মেয়েটি কোনো অংশ পেতো না। এভাবে নিচের স্তরের ছেলে তার বোনদের নিয়ে আসাবা হয়।

নিচের স্তরের ছেলে যে কেবল তার স্তরের মেয়েদের আসাবা করে তাই নয় বরং তার উপরে যত মেয়ে নির্দিষ্ট কোনো অংশ পায়নি তাদের সবাইকে আসাবা করে এবং সবাইকে সাথে নিয়ে ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুন হিসেবে অবশিষ্ট সম্পত্তিতে ওয়ারিছ হয়। বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা এখানে আমরা আরও একটি স্তর কল্পনা করি।



স্তর	মৃত ব্যক্তি				বিভিন্ন স্তরের ছেলে-মেয়েদের মিরাহের বিবরণ
১	ছেলে	ছেলে	ছেলে	মেয়ে	অর্ধেক
২	ছেলে	ছেলে	মেয়ে		ছয় ভাগের এক ভাগ
৩	ছেলে	মেয়ে			চতুর্থ স্তরের ছেলের সাথে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের মেয়েরা আসাবা হবে।
৪	ছে/মে				
৫	ছে/মে				কোনো অংশ নেই

ছকে দেখা যাচ্ছে, মৃত ব্যক্তির সন্তানদের পর্যায়ক্রমে পাঁচটি স্তর রয়েছে। তৃতীয় স্তর পর্যন্ত কোনো ছেলে জীবিত নেই। তবে প্রতিটি স্তরে একটি করে মেয়ে জীবিত আছে। চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরে একটি ছেলে একটি মেয়ে রয়েছে। এখন প্রথম স্তরের মেয়েটি অর্ধেক পায়। দ্বিতীয় স্তরের মেয়েটি পায় ছয় ভাগের এক ভাগ। তৃতীয় স্তরের মেয়েটি এই নিয়মে কিছুই পায় না। কিন্তু চতুর্থ স্তরে ছেলে থাকার কারণে ঐ ছেলে তার স্তরে যেসব মেয়ে আছে এবং তার উপরের স্তরে যত মেয়ে কোনো অংশ পায়নি তাদের নিয়ে মৃতের সম্পত্তিতে আসাবা হয়। কিন্তু তার নিচে যেসব ছেলে বা মেয়ে আছে তারা কিছুই পায় না।

এ সকল ব্যাপারে সকল আলেম একমত। তবে ইবনে মাসউদ রাহিমুল্লাহ থেকে এ ব্যাপারে দ্বিমত বর্ণিত আছে। দাউদ আজ-জাহেরী, আবু ছাওর প্রমুখ আলেম থেকেও দ্বিমত বর্ণিত আছে।

দাউদ আজ-জাহেরী ও আবু ছাওর বলেছেন, যদি প্রথম স্তরে একাধিক মেয়ে থাকে এবং তারা দুই তৃতীয়াংশ তথা তিন ভাগের দুই ভাগ দখল করে নেয় তবে নিচের স্তরের মেয়েরা আর কিছুই পাবে না বরং কেবল ছেলেরা আসাবা হবে। যেহেতু মেয়েরা একা থাকলেই দুই তৃতীয়াংশের বেশি সম্পত্তি পায় না অতএব ছেলেদের সাথে মিলেও বেশি পাবে না। তাছাড়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

{الْحُفُوفُ الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ}

যার যা অংশ বুকিয়ে দেওয়ার পর যা থাকে তা সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী পুরুষকে দেওয়া হবে। [বোখারী]

এখানে আমরা দেখছি, মেয়েরা তাদের অংশ তথা তিন ভাগের দুই ভাগ বুঝে পেয়েছে। অতএব এখন অবশিষ্ট সম্পত্তি কেবল নিচের স্তরের পুরুষরা পাবে।

ইবনে মাসউদ রা কাছাকাছি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, নিচের স্তরের মেয়েরা ছেলের সাথে মিলে আসাবা হবে। কিন্তু যদি মেয়েরা আসাবা হিসেবে ছয় ভাগের এক ভাগের বেশি সম্পত্তি পেয়ে যায় তবে তাদের তা দেওয়া হবে না। বরং কেবল ছয় ভাগের এক ভাগ দেওয়া হবে। তাদের যুক্তি হলো, যেখানে মেয়েরা একা থাকলেই ছয় ভাগের এক ভাগের বেশি পায় না সেখানে তারা ছেলেদের সাথে মিলে কিভাবে তার বেশি পেতে পারে!

এ বিষয়ে জমহুর ওলামায়ে কিরামের পক্ষে উত্তর হলো,

**প্রথমতঃ** মেয়েরা তিন ভাগের দুই ভাগের বেশি পাবে না কথাটা তখন প্রযোজ্য যখন ছেলে সন্তান না থাকার কারণে তারা নির্দিষ্ট অংশের ভিত্তিতে ওয়ারিছ হয়। কিন্তু যখন ছেলে সন্তান থাকার কারণে মেয়েরা তাদের সাথে আসাবা হয় তখন মেয়েরা তিন ভাগের দুই ভাগের বেশিও পেতে পারে। আবু বকর আল জাসাসাস রা আহকামুল কুরআনে এ বিষয়ে চমৎকার একটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

فَلَوْ انْفَرَدَ الْبَنَاتُ لَمْ يَأْخُذْنَ أَكْثَرَ مِنَ الثَّلَاثِينَ وَإِنْ كَثُرْنَ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لَهِنَّ وَهُنَّ عَشْرٌ كَانَ لَهُنَّ خُمُسُهُ أَسَدَاسِ الْمَالِ، فَيَأْخُذْنَ فِي حَالِ كَوْنِ الْأَخِ مَعَهُنَّ أَكْثَرَ مِمَّا يَأْخُذْنَ فِي حَالِ الْإِنْفِرَادِ

যদি মেয়েরা একাকী থাকে (কোনো ছেলে না থাকে) তবে তাদের সংখ্য যতই বেশি হোক তারা তিন ভাগের দুই ভাগ (ছয় ভাগের মধ্যে চার ভাগ) এর বেশি পাবে না। কিন্তু যখন তাদের সাথে একটি ভাই থাকে আর তারা দশ জন হয় তবে তারা সম্পদের ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ পায়। অর্থাৎ একাকী তারা যা গ্রহণ করে সাথে ভাই থাকলে এক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি গ্রহণ করে। [আহকামুল কুরআন]

তার উল্লেখিত মাসালাটি নিম্নরূপ

পদ্ধতি	১০ মেয়ে										১ ছেলে	
আসাবা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
$\frac{2}{3}$ অংশ	তিন ভাগের দুই ভাগ								বেশি		ছেলে নেই	

এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, মেয়েরা একাকী যতটুকু অংশ পায় সাথে ভাই থাকলে আসাবা হিসেবে তার চেয়ে বেশি পেতে পারে।

**দ্বিতীয়তঃ** রসুলের বাণী “যার যা অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার পর যা বাকী থাকে তা সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী পুরুষের” কথাটি যথাস্থানে আছে। কিন্তু তার অর্থ হলো, ছেলে-মেয়ে ও ভাই-বোনদের অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার পর। যেহেতু মহান রব্বুল আলামীন তাদের ক্ষেত্রে বলেছেন, (لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ) “পুরুষ পাবে মেয়েদের

দ্বিগুন”। অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে ও ভাই বোনদের বিধান হলো, অন্য ওয়ারিশদের দেওয়ার পরে যা বাকী থাকে তাতে তারা নারী পুরুষের অর্ধেক হিসেবে অংশিদার হয়। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কেবল পুরুষ ওয়ারিছ হয় না বরং নারী পুরুষ উভয়েই ওয়ারিছ হয়।

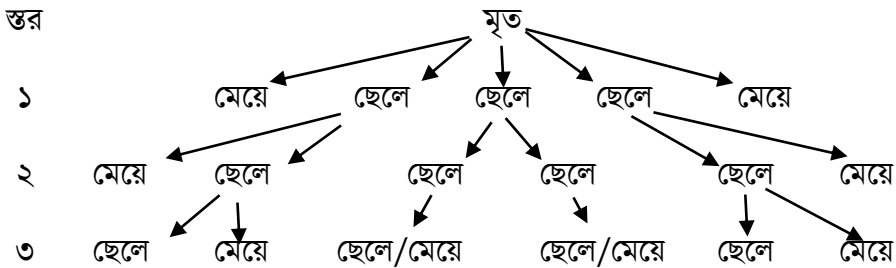
অতএব এ বিষয়ে জমহুর ওলামায়ে কিরামের কথাই ঠিক যে, কোনো স্তরে মৃতের ছেলে থাকলে সে তার স্তরের মেয়েদের সাথে নিয়ে মৃতের সম্পত্তিতে আসাবা হবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তার উপরে যেসব মেয়ে রয়েছে তারাও কি আসাবা হবে? জমহুর আলেমের মত হলো,

ابن ابن الابن يعصب من في درجته من أخواته وبنات عمه وبنات ابن عم أبيه على كل حال ويعصب من هو أعلى منه .... بشرط ألا يكن ذوات فرض ويسقط من هو أنزل منه

ছেলের ছেলের ছেলে তার স্তরের সকল মেয়েদের আসাবা করবে যেমন তার নিজের বোন, তার চাচার মেয়ে তার বাবার চাচার ছেলের মেয়ে ইত্যাদি। আর তার উপরের স্তরের কেবল ঐ সকল মেয়েদের আসাবা করবে যারা কোনো অংশ পায় নি। আর তার নিচের স্তরের সকল মেয়েদের বঞ্চিত করবে।

[আল-মুগনী]

এখানে উল্লেখিত স্তরের বিষয়টি উপরের একটি ছকের মাধ্যমে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। নিচের ছকটিতে আরও বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো।



দ্বিতীয় স্তরে কোনো একজন বা একাধিক ছেলে জীবিত থাকে তবে ঐ স্তরের মেয়েরা তার সাথে মিলে আসাবা হয়। অর্থাৎ অন্য ওয়ারিছদের দেওয়ার পর মৃতের অবশিষ্ট সম্পত্তি গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে তৃতীয় স্তরের কেউ কিছুই পায় না। যেহেতু উপরের স্তরের ওয়ারিছরা কিছুই ছেড়ে দেয় না। এখন যদি দ্বিতীয় স্তরে কোনো ছেলে না থাকে আর তৃতীয় স্তরের কোনো ছেলে বেঁচে থাকে তবে ঐ স্তরের চারজন মেয়ে এবং তার উপরের স্তরের দুই জন মেয়ে তার সাথে মিলে মৃতের সম্পত্তিতে আসাবা হিসেবে অংশ পায়। প্রথম স্তরের মেয়েরা ঐ ছেলের সাথে মিলে আসাবা হয় না। যেহেতু পূর্বেই তারা অংশ পেয়েছে। যদি ধরে নেওয়া হয় প্রথম স্তরে একজন মাত্র মেয়ে আছে। তবে সে সম্পত্তির অর্ধেক পায়। দ্বিতীয় স্তরের মেয়েরা সকলে মিলে ছয় ভাগের এক ভাগ পায়। আর শেষের স্তরের মেয়েরা কিছুই পায় না। এক্ষেত্রে শেষের স্তরে কোনো ছেলে বেঁচে থাকলে শেষের স্তরের মেয়েরা তার সাথে মিলে আসাবা হয়। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্তরের মেয়েরা তার সাথে আসাবা হয় না। যেহেতু এখানে তারা পূর্বেই অংশ পেয়েছে। তবে দ্বিতীয় স্তরে যদি কোনো ছেলে থাকে এক্ষেত্রে ঐ স্তরের মেয়েরা নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে ছয় ভাগের এক ভাগ পাওয়ার পরিবর্তে ঐ ছেলের সাথে আসাবা হিসেবে গণ্য হতো। যেহেতু একই স্তরের ছেলে ঐ স্তরের সকল মেয়েকে আসাবা করে তার কোনো অংশ থাক বা না থাক। কিন্তু নিচের স্তরের কোনো ছেলে উপরের স্তরের মেয়েদের কেবল তখন আসাবা করে যখন তার কোনো অংশ না থাকে।

এভাবে আসাবা হয়ে অনেক সময় কোনো মেয়ের লাভ হয় অনেক সময় ক্ষতি হয়। লাভের বিষয়টি তো উপরের বেশ কিছু উদাহরণে স্পষ্ট হয়েছে। যেহেতু আমরা দেখেছি অনেক মেয়ে এমনিতে মিরাস পায় না কিন্তু তার স্তরে বা তার নিচের স্তরে কোনো ছেলে সন্তান থাকার কারণে সে আসাবা হিসেবে অংশ পায়।

বঞ্চিত হওয়ার উদাহরণ হলো, যদি কোনো মৃত ব্যক্তির বাবা-মা, স্বামী, একটি মেয়ে ও একটি ছেলের মেয়ে থাকে। তাদের মিরাস হবে নিম্নরূপ,

ওয়ারিছ	বাবা	মা	মেয়ে	নাতনী	স্বামী
সম্পত্তি	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$
১২ ভাগে	২ ভাগ	২ ভাগ	৬ ভাগ	২ ভাগ	৩ ভাগ

অর্থাৎ এই মাসয়ালায় অন্যান্য ওয়ারিছদের সাথে ছেলের মেয়ে তথা নাতনী ছয় ভাগের এক ভাগ হিসেবে ওয়ারিছ হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত সে ছয় ভাগের এক ভাগ পায় না। কারণ এই মাসয়ালায় ওয়ারিছদের অংশ মূল সম্পত্তির থেকে বেশি। উপরের উদাহরণে আমরা দেখছি, ১২ ভাগের মধ্যে বাবা পায় ২ ভাগ, মা পায় ২ ভাগ, মেয়ে ৬ ভাগ, নাতনী তথা ছেলের মেয়ে ২ ভাগ, স্বামী ৩ ভাগ। সবাই মিলে পায় ১৫ ভাগ। কিন্তু

১২ ভাগ থেকে তো আর ১৫ ভাগ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সম্পত্তি ১২ ধরে নিয়ে হিসাবটি করা হয়। কিন্তু শেষে ১৫ ভাগে ভাগ করে সবাইকে তার পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এটাকেই মূলত আওল বলে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে আমরা দেখছি, এতসব ওয়ারিছের ভিড়েও ছেলের মেয়ে ১৫ ভাগের মধ্যে ২ ভাগ পায়। কিন্তু যদি ঐ মেয়ের স্তরে কোনো ছেলের ছেলে থাকে। তাহলে মেয়েটি আর নির্দিষ্ট অংশ তথা ছয় ভাগের এক ভাগ পায় না। বরং ছেলেটির সাথে আসাবা হয়। যার অর্থ সকল ওয়ারিছকে দেওয়ার পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তাতে ভাগ পায়। কিন্তু এই মাসয়ালায় ওয়ারিছদের এতই ভিড় যে নাতনীকে নির্দিষ্ট অংশ না দিলেও অন্যদের দেওয়ার পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। উল্টো আরো এক ভাগ কম পড়ে। সবার অংশ যোগ করলে দাড়ায় তেরো  $(২+২+৬+৩=১৩)$ । এক্ষেত্রে আওলের মাধ্যমে যাদের নির্দিষ্ট অংশ আছে তাদের কিছুটা কমিয়ে অংশ দেওয়া হয়। কিন্তু যারা আসাবা তারা কিছুই পায় না যেহেতু অবশিষ্ট কিছুই নেই। দেখা যাচ্ছে মেয়েটি এমনিতে অংশ পাচ্ছিলো কিন্তু নিজের স্তরে একটি ছেলে সন্তান থাকার কারণে সে বঞ্চিত হয়। এরকম অনেক মাসয়ালায় ছেলের কারণে মেয়েটির অংশ কমেও যেতে পারে। কখনও কখনও বৃদ্ধিও পেতে পারে। আসলে আসাবা হওয়ার বিষয়টিই এমন। যা অবশিষ্ট থাকবে তাতেই ভাগ পাবে তা কম বা বেশি যাই হোক না কেনো। এমনকি যদি সম্পূর্ণ সম্পত্তি বাকী থাকে তবে সম্পূর্ণই আসাবারা গ্রহণ করে। আবার যদি কিছুই না থাকে তবে কিছুই পায় না। মোটকথা, ছেলে না থাকলে মেয়েরা নির্দিষ্ট অংশ পায় কিন্তু ছেলেরা উপস্থিত থাকলে মেয়েরা তাদের সাথে আসাবা হয়। তাই তাদের মিরাহ কম-বেশি হয়। এমনকি অনেক সময় সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে কম-বেশি হলেও পুরোপুরি বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা ঘটে না। তবে উপরে একটি মেয়ে থাকলে নিচের স্তরের মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন হয়।

উপরে আমরা যা কিছু বললাম সেসব ব্যাপারে উম্মতের ওলামায়ে কিরাম এবং মাজহাব চতুষ্টয় একমত। কোনো কোনো বিষয়ে দু'একজন কিছুটা দ্বিমত করলেও তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। তাই সেই সব দ্বিমতকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

### [৩ ও ৪] পিতা-মাতার মিরাহ

পিতা-মাতার মিরাহের কয়েকটি অবস্থা হতে পারে।

ক) মৃতের পুত্র সন্তান থাকলে

খ) মৃতের কেবল কন্যা সন্তান থাকলে

গ) মৃতের কোনো সন্তান না থাকলে

শেষের অবস্থা আবার কয়েক রকম হতে পারে।

১. মৃত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী থাকা

২. মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই থাকা

৩. স্বামী বা স্ত্রী নেই ভাইও নেই

### প্রথম অবস্থাঃ মৃতের পুত্র সন্তান থাকলে

মৃতের পুত্র সন্তান থাকলে পিতা-মাতা উভয়ে তার সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পায়। এক্ষেত্রে অন্য কোনো ওয়ারিছ থাকা বা না থাকার উপর পিতা-মাতার অংশে কোনো বাড়ি কমা হয় না। ছেলের সাথে মেয়ে সন্তান থাকলেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

তার যদি সন্তান থাকে তবে তার পিতা-মাতার প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ।

এক্ষেত্রে ছেলে বলতে নিজের ছেলে, ছেলের ছেলে তার ছেলে এভাবে যতদূর যায় সবাইকে বোঝাবে। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তাদের কেউ বেঁচে থাকলে মৃতের বাবা-মা কোনো পরিবর্তন ছাড়াই ছয় ভাগের এক ভাগই পাবে।

ওয়ারিছ	বাবা= $\frac{1}{6}$		মা= $\frac{1}{6}$		স্বামী= $\frac{1}{8}$			ছেলে= আসাবা তথা অবশিষ্টাংশ				
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মিরাছ	দুটি অংশ		দুটি অংশ		তিনটি অংশ			পাঁচটি অংশ				

### দ্বিতীয় অবস্থাঃ মৃতের কেবল কন্যা সন্তান থাকলে

এ অবস্থায় মাতার অংশে কোনো পরিবর্তন ঘটে না পিতার অংশেও প্রথমত কোনো পরিবর্তন ঘটে না। বরং প্রথমত উভয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ করে পায়। কিন্তু যদি মৃতের কন্যা সন্তান ও অন্যান্য ওয়ারিছরা নিজেদের পাওনা বুঝে নেওয়ার পর কিছু অবশিষ্ট থাকে তখন আসাবা হিসেবে সেটা পিতা গ্রহণ করে। অর্থাৎ এই মাসয়ালায় পিতা প্রথমে যাবিল ফুরুদ হিসেবে ছয় ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে পরে আসাবা হিসেবে সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে মেয়ে বলতে নিজের মেয়ে, ছেলের মেয়ে, ছেলের ছেলের মেয়ে ইত্যাদি সবাইকে বোঝাবে। যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি।

এর একটা উদাহরণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তা হলো, মৃতের স্বামী বা স্ত্রী নেই কেবল বাবা-মা ও একটি মেয়ে আছে। মাসয়ালাটি নিম্নরূপ,

ওয়ারিছ	বাবা = $\frac{1}{6}$	মা = $\frac{1}{6}$	এক জন মেয়ে $\frac{1}{2}$			অবশিষ্ট
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬
মিরাছ	এক ভাগ	এক ভাগ	তিন ভাগ			১ ভাগ

এখানে অবশিষ্ট অংশটি বাবা পায়। যদি এখানে মেয়ের সংখ্যা একাধিক হতো তবে বাবা-মা উভয়ে ১ ভাগ করে এবং মেয়েরা তিন ভাগের দুই ভাগ হিসেবে ৪ ভাগ গ্রহণ করতো। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে পিতা কেবল ছয় ভাগের এক ভাগই পেতো কোনো বাড়তি সম্পত্তি পেতো না। যেহেতু কিছুই অবশিষ্ট নেই। তখন যদি আবার মা এবং মায়ের স্থানে যারা আসে তারা কেউ বেঁচে না থাকে তবে মায়ের প্রাপ্য একটি ভাগ অবশিষ্ট থেকে যায় এবং সেটা পিতার দখলে আসে।

মোটকথা, ছেলে সন্তান বেঁচে না থাকলে মাতার অংশে কোনো পরিবর্তন হয় না। বরং ছয় ভাগের এক ভাগই পায়। পিতার অংশেও প্রথমত কোনো পরিবর্তন হয় না বরং প্রথমে পিতা ছয় ভাগের এক ভাগই পায়। তবে এ ক্ষেত্রে পিতা মৃতের আসাবা হয় অর্থাৎ অন্যদের দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি থাকলে পিতা সেটা দখল করে। এ বিধানটি উপরে উল্লেখিত ঐ হাদীস থেকে গ্রহন করা হয়েছে যেখানে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

{الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ} [صحيح البخاري]

যার যা অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার পর যা থাকে তা সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী পুরুষকে দেওয়া হবে। [বুখারী]

যেহেতু অন্যান্য ওয়ারিছদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার পর সম্পত্তি অবশিষ্ট রয়েছে আর মৃত ব্যক্তির ছেলে সন্তানের পর তার বাবাই সার্বাধিক নিকটবর্তী পুরুষ তাই এখানে বাবা তার আসাবা হচ্ছে।

**তৃতীয় অবস্থাঃ মৃতের কোনো সন্তান নেই, একাধিক ভাই নেই, স্বামী বা স্ত্রীও নেই**

মৃতের কোনো সন্তান না থাকলে মাতা, পিতা উভয়ের অংশে রদ-বদল হয়। এই অবস্থাটি আবার কয়েক রকম হতে পারে। তার মধ্যে প্রথম হলো, যদি বাবা-মা ছাড়া মৃতের অন্য কোনো ওয়ারিছ না থাকে সেক্ষেত্রে মা পাবে মূল সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ আর বাবা পাবে অবশিষ্টাংশ। মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

যদি তার কোনো সন্তান না থাকে এবং কেবল তার বাবা-মা তার ওয়ারিছ হয় তবে তার মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ।

এর সুস্পষ্ট অর্থ হলো বাবা পাবে বাকী সম্পদ। অর্থাৎ তিন ভাগের দুই ভাগ আর তা হলো, মায়ের দ্বিগুণ। ইমাম কুরতুবী رحمہ اللہ বলেন,

وَدَلَّ بِقَوْلِهِ: (وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ) وَإِخْبَارِهِ أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ، أَنَّ الْبَاقِيَ وَهُوَ الثُّلُثَانِ

আল্লাহ যে বলেছেন, যখন তার বাবা-মা তার ওয়ারিছ হয় তখন তার মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। এ থেকে বোঝা যায়, তার বাবা পাবে অবশিষ্টাংশ আর তা হলো, তিন ভাগের দুই ভাগ। [তাফসীরে কুরতুবী] তিনি আরো বলেন,

(وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا مُنْفَرِدَانِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِ السَّهَامِ مِنْ وَلَدٍ وَغَيْرِهِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ

‘যখন তার পিতা-মাতা ওয়ারিছ হয়’ এ কথা থেকে বোঝা যায়, এ অবস্থায় পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কোনো ওয়ারিছ নেই। তা সন্তানই হোক বা অন্য কেউ (যেমন স্বামী-স্ত্রী) হোক। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

[তাফসীরে কুরতুবী]

অর্থাৎ যখন কেবল মাতা-পিতা কারো সম্পত্তির ওয়ারিছ হয়, অন্য কোনো ওয়ারিছ থাকে না তখন মাতা তিন ভাগের এক ভাগ পাবে আর পিতা বাকী সম্পত্তি তথা তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। দ্বিমত কেবল তখন যখন এ অবস্থায় অর্থাৎ সন্তান না থাকা অবস্থায় পিতা-মাতার সাথে স্বামী বা স্ত্রী থাকে। সে বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

**চতুর্থ অবস্থাঃ মৃতের কোনো সন্তান নেই তবে একাধিক ভাই-বোন রয়েছে**

উপরের আয়াতে সন্তান না থাকলে মা তিন ভাগের এক ভাগ পাবে এটা বলার পরই মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ

সেক্ষেত্রে (সন্তান না থাকা অবস্থায়) যদি তার একাধিক ভাই থাকে তবে তার মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ।

এক্ষেত্রে ভাই-বোন আপন, বাবা পক্ষীয় বা মা পক্ষীয় যা-ই হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই। যে কোনো পক্ষের একাধিক ভাই মাকে তিন ভাগের এক ভাগের পরিবর্তে ছয় ভাগের এক ভাগে ফিরিয়ে দেয়।

ইমাম কুরতুবী رحمہ اللہ বলেন,

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ أَخَوَيْنِ فَصَاعِدًا ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبِي وَأُمِّ، أَوْ مِنْ أَبِي أَوْ مِنْ أُمٍّ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنْ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، إِلَّا مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْإِثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فِي حُكْمِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَحْجُبُ الْأُمَّ أَقْلٌ



مِنْ ثَلَاثٍ. وَقَدْ صَارَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَى أَنَّ الْأَخَوَاتِ لَا يَحْجُبْنَ الْأُمَّ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى السُّدُسِ، لِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ فِي الْإِخْوَةِ وَلَيْسَتْ قُوَّةُ مِيرَاثِ الْإِنَاثِ مِثْلَ قُوَّةِ مِيرَاثِ الذُّكُورِ

আলেমরা ইজমা করেছেন যে, দুই বা তার বেশি ভাই বা বোন আপন হোক, বাবা পক্ষীয় হোক বা মা পক্ষীয় হোক মাকে তিন ভাগের এক ভাগ থেকে ছয় ভাগের এক ভাগে ফিরিয়ে দেবে। কেবল ইবনে আব্বাস রা থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, দুই জন ভাই এক জনের মতোই। তিন জন ছাড়া মাকে তিন ভাগের এক ভাগ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। কেউ কেউ বলেছেন, বোনেরা মার অংশ তিন ভাগের এক ভাগ হতে ছয় ভাগের এক ভাগে কমাতে পারে না। কেননা আব্বাস তার কিতাবে পুরুষ বাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন অতএব তার মধ্যে স্ত্রীরা অনুপ্রবেশ করবে না।

পরবর্তীতে ইমাম কুরতুবী রা বলেন, এটা ইজমা বিরোধী মত। [তাফসীরে কুরতুবী]

মোটকথা, যখন সন্তান না থাকে তখন মা মৃতের সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির যে কোনো পক্ষীয় একাধিক ভাই-বোন থাকলে মা তিন ভাগের এক ভাগের পরিবর্তে আগের মতো ছয় ভাগের এক ভাগ পায়। এ ব্যাপারে এটিই আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত।

সকল আলেমের মতে এখানে ভাই-বোনদের কারণে মাকে তিন ভাগের এক ভাগ থেকে বঞ্চিত করে ছয় ভাগের একভাগে ফিরিয়ে দেওয়া হলেও এই সম্পত্তির হকদার কিন্তু ভাই-বোনেরা নয় বরং পিতা। যেহেতু পিতা বেঁচে থাকতে ভাই-বোনেরা ওয়ারিছ হয় না। এখানে একাধিক ভাই বোন থাকা বা না থাকার উপর পিতার অংশের পার্থক্য দেখানো হলো,

ভাই-বোন নেই	বাবা (তিন ভাগের দুই ভাগ)				মা (৩ ভাগের ১ ভাগ)	
৬ ভাগের মধ্যে	১	২	৩	৪	৫	৬
ভাই বোন আছে	বাবা (ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ)					মা-১ ভাগ

তবে ইবনে আব্বাস রা থেকে বর্ণিত আছে, এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অংশটি ভাই-বোন গ্রহণ করবে কিন্তু বেশিরভাগ আলেম তার এ মত গ্রহণ করেন নি। ইবনে রুশদ বলেন, ( وضعف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس ) কেউ কেউ ইবনে আব্বাস থেকে এ বর্ণনার সনদকে দুর্বল বলেছেন। এরপর তিনি বলেন, ( وقول (ابن عباس هو القياس) ইবনে আব্বাসের কথাটি কiyাসের সাথে বেশি মেলে। [বিদায়াতুল মুজতাহিদ]

এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন,

{لَا تَنَالُوا فِي الْأَصُولِ مَنْ يَحْجُبُ وَلَا يَأْخُذُ مَا حُجِبَ إِلَّا الْإِخْوَةُ مَعَ الْأَبَاءِ}

যেহেতু মিরাহের মূলনীতিতে এমন কোনো নজীর নেই যে, কেউ কারো অংশকে কমিয়ে দিলো কিন্তু সে কিছুই পেলো না। কেবল (এই মাসয়ালাতে) বাবার সাথে ভায়েদের ব্যাপারটি ছাড়া।

[বিদায়াতুল মুজতাহিদ]

এর বিপরীতে বলা যায়, বাবা বেঁচে থাকতে বাবার ছেলেরা ওয়ারিছ হওয়াও মিরাহের মূলনীতির সাথে মেলে না। যেহেতু মৃত ব্যক্তি যার মাধ্যমে মৃতের সাথে সংশ্লিষ্ট সে বেঁচে থাকতে ঐ ব্যক্তি মীরাছ পাওয়ার ব্যাপারটিও মীরাছের নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেবল মা পক্ষের ওয়ারিছরা ছাড়া। যেমন, মা পক্ষীয় ভাইয়েরা মা বেঁচে থাকতে ওয়ারিছ হয়। মায়ের অনুপস্থিতিতে মায়ের মা তথা নানীর সাথে বাবার মা তথা দাদীও মায়ের স্থলে ওয়ারিছ হয় যদিও তার ছেলে বেঁচে থাকে। যেহেতু এখানে দাদী মা হিসেবে অংশ পায় বাবা হিসেবে নয়। এভাবে মা পক্ষের ওয়ারিছ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে কেউ বেঁচে থাকতে তার সন্তানরা ওয়ারিছ হয় না।

এ ধরনের দ্বিমুখী সম্ভাবনা থাকার কারণে বেশিরভাগ আলেমের মত গ্রহণ করাই অধিক শ্রেয়। সে হিসেবে আমরা বলবো, মৃত ব্যক্তির যে কোনো পক্ষের একাধিক ভাই বা বোন থাকলে মায়ের সম্পত্তি তিন ভাগের এক ভাগ থেকে ছয় ভাগের এক ভাগে কমে আসবে আর বাড়তি সম্পত্তি বাবা পাবে, ভাই-বোনেরা নয়।

এক্ষেত্রে যদি মৃতের স্বামী বা স্ত্রী থাকে তবু অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। বরং স্বামী বা স্ত্রী তাদের অংশ এবং মা ছয় ভাগের এক ভাগ পাওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে বাবা তাই গ্রহণ করে। মাসয়ালাটি নিম্নরূপ,

স্বামীর ক্ষেত্রে

ওয়ারিছ	স্বামী অর্ধেক						মা (১/৬)		বাবা (অবশিষ্টাংশ)			
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মিরাছ	ছয়টি অংশ						২ টি অংশ		৪ টি অংশ			

## স্ত্রীর ক্ষেত্রে

ওয়ারিছ	স্ত্রী ( $\frac{2}{8}$ )			মা ( $\frac{2}{6}$ )		বাবা (অবশিষ্টাংশ)						
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মিরাছ	তিনটি অংশ			২ টি অংশ		সাতটি অংশ						

অর্থাৎ মৃতের একাধিক ভাই-বোন থাকার কারণে যখন তার মা ছয় ভাগের এক ভাগ পায় তখন মৃতের স্বামী বা স্ত্রী বেঁচে থাকা বা না থাকার কারণে পিতা-মাতার মীরাছে কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

**পঞ্চম অবস্থাঃ মৃতের কোনো সন্তান নেই একাধিক ভাই-বোনও নেই তবে স্বামী বা স্ত্রী আছে**

পূর্বে আমরা বলেছি, মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকলে এবং কেবল তার পিতা-মাতা তার ওয়ারিছ হলে তার মা পাবে তার সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ। এক্ষেত্রে তার একাধিক ভাই-বোন থাকলে তার মায়ের অংশ কমে আসবে এবং বাবা বাকী সম্পত্তির মালিক হবে সে আলোচনাও আমরা করেছি। সেক্ষেত্রে মৃতের স্বামী বা স্ত্রী থাকা বা না থাকার কারণে কোনো পার্থক্য হয়না তাও আমরা বলেছি।

কিন্তু যখন তার কোনো সন্তান না থাকে এবং একাধিক ভাই-বোনও না থাকে তবে স্বামী বা স্ত্রী থাকে তখন মাসয়ালা কেমন হবে?

যে আয়াতে বলা হয়েছে সন্তান না থাকলে মা তিন ভাগের এক ভাগ পায় সেখানে বাবা কত পাবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। যা থেকে বোঝা যায় বাকী সম্পত্তি তার। সে হিসেবে যখন একাধিক ভাই-বোন থাকবে না তখন তার মা তিন ভাগের এক ভাগ এবং বাবা বাকী সম্পত্তি পাওয়ার কথা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তার মা নির্দিষ্ট অংশের ভিত্তিতে ওয়ারিছ হয় আর তার বাবা হয় আসাবা। অতএব, নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য ওয়ারিছদের দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে বাবা সেটাই পাবে তা কম হোক বেশি হোক। এমনই হওয়া স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু দুটি মাসয়ালাতে আলেমরা এর বিপরীত রায় দিয়েছেন। তা হলো,

ক) মৃত মহিলা হলে তার মাতা-পিতার সাথে তার স্বামী বেঁচে থাকা

খ) মৃত পুরুষ হলে তার মাতা-পিতার সাথে তার স্ত্রী বেঁচে থাকা

এই দুটি মাসয়ালাতে মা-বাবাকে মূল সম্পত্তি থেকে অংশ দেওয়ার পরিবর্তে স্বামী-স্ত্রীকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ মাকে এবং তিন ভাগের দুই ভাগ বাবাকে দেওয়া হয়। এই দুটি

মাসয়ালাকে উমরী মাসয়ালা বলা হয়। কেননা উমর রা এই দুটি মাসয়ালাতে এমন ফয়সালা দেন আর অন্যান্য সাহাবারাও এ বিষয়ে তার সাথে ঐক্যমত পোষন করেন। [আল-মুগনী]

প্রথম মাসয়ালাটি স্বাভাবিকভাবে বন্টন করা হলে নিম্নরূপ হতো,

ওয়ারিছ	স্বামী অর্ধেক						মা ও ভাগের ১ ভাগ				বাবা	
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মিরাছ	ছয়টি অংশ						চারটি অংশ				দুটি অংশ	

দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবে বন্টন করা হলে বাবা পায় মায়ের অর্ধেক। ইবনে কুদামা বলেন, (ولا يجوز ذلك) এটা সম্ভব নয়। [আল-মুগনী] কারণ এটা মীরাছের সাধারণ মূলনীতির বিপরীতে। যেহেতু মীরাছের কোনো মাসয়ালাতে মেয়েকে ছেলে অপেক্ষা বেশি দেওয়া হয়নি। বরং কোথাও সমান দেওয়া হয়েছে কোথাও ছেলেকে দ্বিগুন দেওয়া হয়েছে।

একারণে জমহুর ওলামায়ে কিরাম এর সমাধানে বলেছেন। স্বামীকে তার পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার পরে যা অবশিষ্ট থাকে তার মধ্যে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ আর বাবা পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ। সে হিসেবে মাসয়ালাটি হবে নিম্নরূপ,

ওয়ারিছ	স্বামী অর্ধেক						বাবা				মা	
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মিরাছ	ছয়টি অংশ						চারটি অংশ				দুটি অংশ	

অর্থাৎ আয়াতে উল্লেখিত ‘মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ’ এই কথা থেকে তারা এখানে অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ বুঝেছেন, মূল সম্পত্তির নয়।

এর কারণ সম্পর্কে ইবনে রুশদ রা বলেন, (كانهم رأوا أن يكون ميراث الأم أكثر من ميراث الأب خروجاً) “যেনো মনে হয় জমহুর আলেম মায়ের অংশ বাবার অংশের চেয়ে বেশি হয়ে যাওয়া মীরাছের মূলনীতির বাইরে বলে গণ্য করেছেন। [বিদায়াতুল মুজতাহিদ]

বাবার অংশ মায়ের চেয়ে কমে যাওয়াকে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে করার অবশ্য যথেষ্ট কারণ রয়েছে এবং সে কারণে সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করাও যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। কিন্তু পরের মাসয়ালাটিতে এই সমস্যা দেখা দেয় না। তার পরও তারা দ্বিতীয় মাসয়ালাটিতেও প্রথমটির অনুরূপ তথা মাকে মূল সম্পত্তি থেকে অংশ দেওয়ার পরিবর্তে স্ত্রীকে দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাতে তিন ভাগের এক ভাগ দেওয়ার কথা বলেছেন।

দ্বিতীয় মাসয়ালাটি স্বাভাবিকভাবে সমাধান করলে দাড়ায় এমন,

ওয়ারিছ	স্ত্রী (১/৪)			মা (১/৩)				বাবা (অবশিষ্টাংশ)				
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মিরাছ	তিনটি অংশ			চারটি অংশ				পাঁচটি অংশ				

অর্থাৎ এক্ষেত্রে সাধারণ হিসেবে তথা মাকে মূল সম্পত্তি থেকে তিন ভাগের এক ভাগ দিলেও বাবা মায়ের চেয়ে অধিক পায়। অতএব মূলনীতি বিরুদ্ধ কোনো কিছু এখানে ঘটে না। তবু জমহুর ওলামায়ে কিরাম পূর্বের মতোই এখানে মাকে মূল সম্পত্তি থেকে নয় বরং স্ত্রীকে প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি থেকে তিন ভাগের এক ভাগ দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে মাসয়ালাটি দাড়িয়েছে এমন,

ওয়ারিছ	স্ত্রী (১/৪)			মা			বাবা					
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মিরাছ	তিনটি অংশ			তিনটি অংশ			ছয়টি অংশ					

এটাই এ দুটি মাসয়ালাতে জমহুর আলেমের মত। তবে এ বিষয়ে কিছু দ্বিমতও আছে। ইবনে আব্বাস রা বলেছেন, এ ক্ষেত্রে কম হোক বেশি হোক বাবা যা অবশিষ্ট থাকে তাই গ্রহণ করবে। যেহেতু এক্ষেত্রে বাবা আসাবা আর আসাবা সম্পত্তির অবশিষ্টাংশই গ্রহণ করে।

ইবনে কুদামা রা বলেন,

{وَالْحُجَّةُ مَعَهُ لَوْلَا اَنْعِقَاؤُ الْاِجْمَاعِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ} [المغني لابن قدامة]

এ বিষয়ে যুক্তি ইবনে আব্বাসেরই পক্ষে যদি না তার বিপরীতে সমস্ত সাহাবাদের ইজমা সংঘটিত হয়ে যেতো। [আল-মুগনী]

ইজমা বলতে তিনি এখানে জমহুর সাহাবায়ে কিরামের ঐক্যমতকে বুঝিয়েছেন। যেহেতু ইবনে আব্বাস রা এর দ্বিমত সহ বিষয়টিকে ইজমা বলা যায় না।

ইবনে শীরিন রা প্রথম মাসয়ালাটিতে জমহুর আলেমের মতো মত দিয়েছেন আর দ্বিতীয়টিতে ইবনে আব্বাসের মতো। যেহেতু প্রথমটিতে যা ঘটতে তা মীরাছের মূলনীতির বাইরে কিন্তু দ্বিতীয়টিতে তা ঘটছে না। যেমনটি আমরা পূর্বে ব্যাখ্যা করেছি।

জমহুর ওলামায়ে কিরামের পক্ষে এখানে সর্বাপেক্ষা শক্ত দলীল হলো মহান রব্বুল আলামীনের বাণী,

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

যদি তার কোনো সন্তান না থাকে এবং কেবল তার বাবা-মা তার ওয়ারিছ হয় তবে তার মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ।

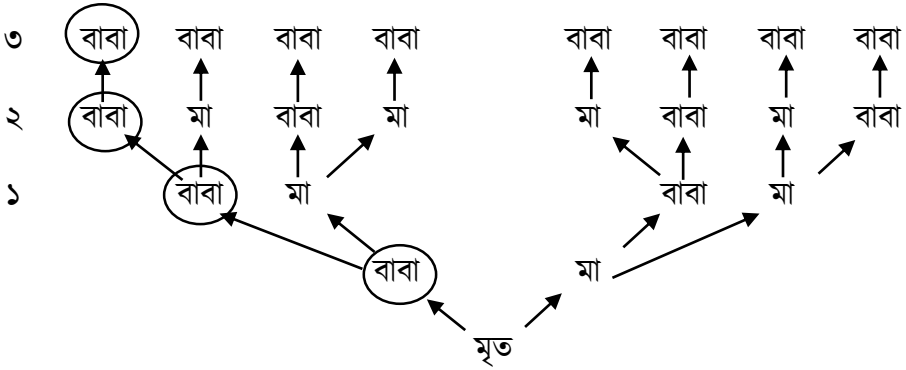
এই আয়াতে সন্তান না থাকলেই মা সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পাবে এমন বলা হয়নি বরং সেই সাথে বলা হয়েছে, এবং কেবল তার বাবা-মা তার ওয়ারিছ হয়। উপরে আমরা উল্লেখ করেছি আয়াতের এই অংশ থেকে ইমাম কুরতুবী রা প্রমাণ করেছেন, এই বিধান তখন প্রযোজ্য যখন কেবল বাবা-মা এককভাবে ওয়ারিছ হয় এবং তাদের সাথে অন্য কোনো ওয়ারিছ না থাকে। অতএব তাদের সাথে মৃতের স্বামী বা স্ত্রী থাকলে তখন বাবা-মায়ের মিরাজ কেমন হবে সেটা আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তাই জমহুর ওলামায়ে কিরাম ঐ অবস্থাকে এই অবস্থার উপর কিয়াস করেছেন। তারা বলেছেন, সন্তান না থাকা অবস্থায় কোনো ওয়ারিছ না থাকলে যেহেতু বাবা মায়ের দ্বিগুণ পায় অতএব অন্য ওয়ারিছ তথা স্বামী বা স্ত্রী থাকা অবস্থায়ও বাবা মায়ের দ্বিগুণ পাবে। সেক্ষেত্রে অন্য ওয়ারিছদের পাওয়া বুঝিয়ে দেওয়ার পর যখন কেবল বাবা ও মা বাকী থাকে তখন মা পাবে অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ। আর বাবা পাবে বাকী অংশ তথা অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ। বলা বাহুল্য যে, এভাবে চিন্তা করলে জমহুর আলেমের মত আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয় বরং সঙ্গতিপূর্ণই মনে হয়। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

### \* দাদার মিরাজ

পূর্বে আমরা বলেছি, বাবার অবর্তমানে তার স্থানে দাদা মৃতের ওয়ারিছ হবে। এখন আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। প্রথমেই আমরা জেনে নেবো দাদা বলতে কাকে বোঝায়।

সহজ হিসেবে দাদা বলতে বোঝায় বাবার বাবা, তার বাবা, তার বাবা এভাবে যতদূর যায়। নিচের ছকের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা হলো,

স্তর



উপরের ছকে গোল চিহ্নিত পুরুষগুলো মৃতের বাবা বা দাদা হিসেবে গণ্য। তারাই মৃতের ওয়ারিছ। অন্যান্য পুরুষরা মৃতের ওয়ারিছ নয়।

আমরা দেখছি, দাদা বলতে মৃতের বাবার বাবা, তার বাবা, তার বাবা এভাবে যতদূর যায় সবাইকে বোঝায়। এদের একটি স্তর না থাকলে পরের স্তর, এভাবে স্তরের পর স্তর মৃতের ওয়ারিছ হয়। কিন্তু মৃতের মায়ের বাবা তথা নানা মৃতের ওয়ারিছ নয়। মায়ের দিক থেকে কোনো পূর্বপুরুষই তার ওয়ারিছ নয়। মৃতের বাবার মায়ের বাবা বা দাদার মায়ের বাবা তার ওয়ারিছ নয়। কে ওয়ারিছ আর কে ওয়ারিছ নয় তার নির্ণয় করার সহজ সূত্র হলো,

- এমন প্রতিটি পূর্বপুরুষ যার সাথে মৃতের সম্পর্কের মধ্যে কোনো মহিলা নেই সে মৃতের ওয়ারিছ।

বিপরীতে বলা যায়,

- এমন প্রতিটি পূর্বপুরুষ যার সাথে মৃতের সম্পর্কের মধ্যে কোনো মহিলা আছে সে মৃতের ওয়ারিছ নয়।

এখানে মৃত নিজে মহিলা বা পুরুষ যাই হোক তাতে কোনো যায় আসে না।

উপরের ছকে আরেকবার চোখ বুলালেই সূত্রটির সত্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। চিন্তা করলে দেখা যাবে, মীরাছের ক্ষেত্রে প্রকৃত বাবা-দাদা বলতে মৃত ব্যক্তির পূর্বপুরুষদের একটিমাত্র লাইনকে বোঝায়। যা আমরা গোল চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করেছি। ১, ২, ৩ নং দিয়ে আমরা এদের স্তরকে বুঝিয়েছি। এদের মধ্যে আগের স্তরের পূর্বপুরুষ বেঁচে থাকলে পরের স্তরের পূর্বপুরুষ সম্পত্তিতে কোনো অংশ পায় না। বাবা বেঁচে থাকলে দাদা পায় না, দাদা বেঁচে থাকলে তার বাবা পায় না এভাবে। এ হিসেবে বলা যায়, এদের মধ্যে একই সাথে দুই জন ব্যক্তি মৃতের ওয়ারিছ হবে না বরং এক জন ওয়ারিছ হবে। অর্থাৎ মৃতের পূর্বপুরুষদের মধ্যে একটি মাত্র ব্যক্তি তার ওয়ারিছ হবে একাধিক ব্যক্তি নয়।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এসকল পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি মৃতের বাবা আর পরে যারা আছে সবাই মৃতের দাদা হিসেবে গণ্য। বাবার অবর্তমানে দাদা মিরাহ্ পায় ঠিকই কিন্তু উপরের স্তরের ছেলে না থাকলে নিচের স্তরের ছেলে যেভাবে পরিপূর্ণভাবে উপরের স্তরের ছেলের মতো আচরণ করে বাবা বেঁচে না থাকলে দাদা পরিপূর্ণভাবে বাবার মতো আচরণ করে না। তবে পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেবল বাবা ছাড়া অন্যরা দাদা হিসেবে গণ্য। তাদের একজন না থাকলে পরের জন হুবহু আগের জনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। একারণে ওলামায়ে কিরাম প্রথম ব্যক্তিকে বাবা ও পরের সকল পূর্বপুরুষকে দাদা হিসেবে গণ্য করেন এবং বাবা ও দাদার মিরাহ্ সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনা করেন। আমরাও এই গ্রন্থে সেই পন্থা অবলম্বন করেছি। পূর্বে বাবার মীরাহ্ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আর এখন দাদার মীরাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

এখানে একটি বিষয় প্রথমে স্মরণযোগ্য। দাদার মিরাহ্‌র ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে সরাসরি কিছুই বলা হয়নি। তবে একটি হাদীসে পাওয়া যায় রসুলুল্লাহ ﷺ দাদাকে অংশ দিয়েছেন।

ইমরান ইবনে হুছাইন রা থেকে বর্ণিত,

{عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي مَاتَ لِي فِي مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: «لَكَ السُّدُسُ»، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ»، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ» [سنن الترمذي ت شاکر]

একজন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, আমার ছেলের ছেলে মারা গেছে তার সম্পদে আমার পাওনা কতটুকু? রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। পরে সে চলে যেতে চাইলে তাকে পুনরায় ডেকে বললেন, তোমার জন্য আরও ছয় ভাগের এক ভাগ রয়েছে। এটা শুনে সে চলে যেতে চাইলে তিনি তাকে ডেকে বললেন, পরের ছয় ভাগের এক ভাগ অতিরিক্ত (আসাবা হিসেবে)।

[আবু দাউদ, তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী রা বলেন, হাদীসটি হাসান।

তাছাড়া আলেমগণ বাবার মিরাহ্ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা থেকেই দাদার মীরাহ্‌র দলীল গ্রহণ করেছেন। যেহেতু কোনো ব্যক্তির বংশের সকল পূর্বপুরুষকেই আরবী ভাষায় তার বাবা বলা হয়। এ বিষয়ে অনেক আয়াত রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রশিক্ষিত বিষয়টি হলো আদম عليه السلام কে সকল মানব জাতির পিতা হিসেবে আখ্যায়িত করা। এসব কারণে আলেমরা দাদাকে মীরাহ্ দেওয়ার ব্যাপারে ইজমা করেছেন।



দেখা যাচ্ছে, দাদার মীরাছ মূলত বাবার মীরাছ থেকেই প্রমাণ করা হয়েছে। একারণে বেশিরভাগ স্থানে দাদার মীরাছ কেমন হবে সেটাও বাবার মীরাছ থেকে কিয়াস করা হয়। অতএব দাদার মীরাছ সম্পর্কিত আলোচনা বহুলাংশে বাবার মীরাছের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

এখন আমরা দাদার মীরাছের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করবো। তবে প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দাদা কেবল তখন মীরাছ পায় যখন মৃতের বাবা না থাকে। বাবা ছাড়া অন্য কেউ দাদাকে বঞ্চিত করতে পারে না। মৃতের ছেলে-মেয়েরাও না। সুতরাং নিচের প্রতিটি মাসয়ালায় বাবাকে অনুপস্থিত ধরে নিতে হবে।

### প্রথম অবস্থাঃ মৃতের ছেলে সন্তান আছে

মৃতের ছেলে সন্তান থাকলে পিতার মতোই দাদা সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পায়। এক্ষেত্রে তার কোনো ব্যতিক্রম নেই।

### দ্বিতীয় অবস্থাঃ মৃতের কোনো সন্তান নেই একাধিক ভাই নেই স্বামী বা স্ত্রীও নেই

পূর্বে আমরা বলেছি, এ অবস্থায় মৃতের মা পায় তিন ভাগের এক ভাগ আর বাবা পায় বাকী অংশ তথা তিন ভাগের দুই ভাগ। দাদার ক্ষেত্রেও এখানে কোনো ব্যতিক্রম হবে না। ব্যতিক্রম কেবল এই যে, দাদার সাথে ভাই-বোনকে অংশ দেওয়ার ব্যাপারে আলেমরা দ্বিমত করেছেন। সেক্ষেত্রে মৃতের আপন বা বাবা পক্ষীয় ভাই বেঁচে থাকলে বাবা তাদের বঞ্চিত করে সম্পূর্ণ সম্পত্তি দখল করে কিন্তু দাদা তা করতে পারে না। পরে এ বিষয়ে আলোচনা আসছে।

### দ্বিতীয় অবস্থাঃ মৃতের কোনো সন্তান নেই একাধিক ভাইও নেই তবে স্বামী বা স্ত্রী আছে

উপরে আমরা দেখেছি, এক্ষেত্রে মা-বাবাকে মূল সম্পত্তি থেকে অংশ না দিয়ে স্বামী বা স্ত্রীকে দেওয়ার পর যা বাকি থাকে তা থেকে মাকে তিন ভাগের এক ভাগ আর বাবাকে তিন ভাগের দুই ভাগ প্রদান করা হয়। যেহেতু মূল সম্পত্তিতে তিন ভাগের এক ভাগ দিলে একটি মাসয়ালায় মা বাবার চেয়ে বেশি পেয়ে যায়। কিন্তু বাবার স্থানে দাদা হলে এক্ষেত্রে মাকে মূল সম্পত্তি থেকেই তিন ভাগের এক ভাগ দেওয়া হয়। সে হিসেবে দাদা একটি মাসয়ালায় মায়ের চেয়ে কম পায়। এটাকে সমস্যা মনে করা হয় না। যেহেতু দাদা পরের স্তরের ওয়ারিছ তাই তার কারণে আগের স্তরের ওয়ারিছকে বঞ্চিত করা হয় না।

ইবনে কুদামা رحمہ اللہ এ সম্পর্কে বলেন,

وَيُخَالِفُ الْأَبُ الْجَدَّ؛ لِأَنَّ الْأَبَ فِي دَرَجَتِهَا، وَالْجَدُّ أَعْلَى مِنْهَا

এ ব্যাপারে দাদা বাবার মতো নয়। যেহেতু বাবা মায়ের স্তরের ওয়ারিছ আর দাদা তার চেয়ে দূর্বর্তী।

[আল-মুগনী]

ইবনে হাযার আসক্কালানী رحمہ اللہ বলেন,

وَالْأُمُّ مَعَ الْأَبِّ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ تَأْخُذُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَمَعَ الْجَدِّ تَأْخُذُ ثُلُثَ الْجَمِيعِ إِلَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَقَالَ هُوَ كَالْأَبِّ  
বাবা ও মায়ের সাথে স্বামী বা স্ত্রী থাকলে মা বাকী সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে। কিন্তু  
এক্ষেত্রে বাবার স্থানে দাদা হলে মা মূল সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে। কেবল আবু ইউসুফের  
মতে ছাড়া। [ফাতহুল বারী]

মুস্তাদরাকে হাকীমে ইবনে মাসউদ রা থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন,

مَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى لِيُرَانِي أَفْضَلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ

আল্লাহ যেনো এমন না করেন যে, আমি দাদার চেয়ে মাকে বেশি অংশ দেবো।

হাকিম রা বলেছেন হাদীসটি বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ। আজ-জাহাবী রা তার সাথে একমত হয়েছেন।  
অর্থাৎ এ বিষয়েও আলেমদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। তবে বেশিরভাগ আলেমের মত হলো, এক্ষেত্রে দাদা  
বাবার মতো নয়। চার মাজহাবের আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য ফতোয়া এটাই।

### তৃতীয় অবস্থাঃ মৃতের কোনো সন্তান নেই তবে একাধিক ভাই আছে

পূর্বে আমরা বলেছি এ অবস্থায় মা ছয় ভাগের এক ভাগ পায় আর অন্য ওয়ারিছদের দেওয়ার পর যা  
অবশিষ্ট থাকে তা বাবা পায় আর ভাই-বোন বঞ্চিত হয়। বাবার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে তেমন  
কোনো দ্বিমত নেই। কেবল ইবনে আব্বাস রা থেকে একটি বিরল বর্ণনা ছাড়া। তিনি বলেছেন, ভাইদের  
কারণে মা যে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় সেটার হকদার ভাইয়েরা। এখানে দাদার ক্ষেত্রেও দ্বিমত রয়েছে।  
তবে এখানে দ্বিমতটি অধিক শক্ত। যেহেতু এখানে পক্ষ-বিপক্ষ বহু সংখ্যক সাহাবা ও ওলামায়ে কিরাম  
রয়েছেন। এবং কোনোটিকে শায় বলার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে ভাই-বোনদের মিরাজ সম্পর্কিত আলোচনায়  
সুবিস্তারে আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

### চতুর্থ অবস্থাঃ মৃতের ছেলে নেই, তবে মেয়ে সন্তান আছে

এক্ষেত্রে বাবা প্রথমে নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে ছয় ভাগের এক ভাগ পায়। পরে অন্য সকল ওয়ারিছকে বুঝিয়ে  
দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে সেটিও গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে মৃতের ভাই-বোন থাকলে তারা কিছুই পায় না।  
মৃতের কোনো ভাই-বোন না থাকলে এক্ষেত্রে দাদার মিরাজ বাবার মতোই। কিন্তু কোনো ভাই-বোন থাকলে  
দাদার মিরাজ কেমন হবে সে ব্যাপারে আলেমদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। যেমনটি আমরা পূর্বেই উল্লেখ  
করেছি। কেউ কেউ এক্ষেত্রে দাদাকে হুবহু বাবার স্থানে বসিয়েছেন এবং দাদা উপস্থিত থাকলে ভাই বোনেরা  
কিছুই পাবে না এমন মন্তব্য করেছেন, ইমাম আবু হানিফার মত এটাই। অন্যরা বলেছেন, আপন ও  
বাবাপক্ষীয় ভাই-বোনকে দাদার সাথে অংশ দেওয়া হবে।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় বাবার সাথে দাদার সকল বিষয়েই মিল রয়েছে কেবল দুটি স্থানে অমিল।

ক) উমরী মাসয়ালাদুটিতে দাদার কারণে মাকে মূল সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ থেকে বঞ্চিত করা হয় না।

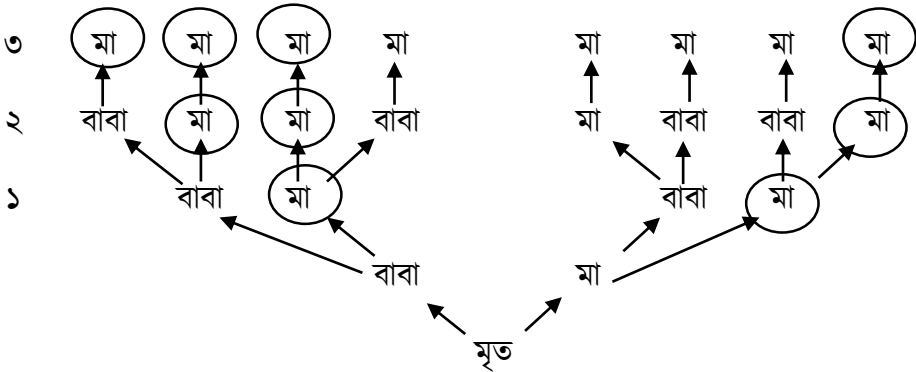
খ) দাদা থাকা অবস্থায় ভাই-বোনদের মীরাছ দেওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত।

প্রথমটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমতে প্রমাণিত। অতএব সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্পয়োজন। কিন্তু দ্বিতীয় মাসয়ালাটিতে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয় স্তর তথা কালান্না সম্পর্কিত আলোচনায় ভাই-বোনদের মীরাছ প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। যেহেতু বিষয়টি ঐ স্তরের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

### \* দাদী বা নানীর মীরাছ

পূর্বে আমরা বলেছি মৃত ব্যক্তির মায়ের অবর্তমানে তার দাদী/নানী ওয়ারিছ হয়। দাদী বা নানী বলতেও তার বংশ লতিকার উপরের স্তরে বহু সংখ্যক মহিলাকে বোঝায়। নিচের ছকের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

স্তর



ছকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোনো একজন মৃত ব্যক্তি যেসব মহিলাদের বংশধর তাদের তালিকা পেশ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে গোল চিহ্নিত মহিলাগুলো তার ওয়ারিছ। আমরা দেখছি মায়ের দিকে মাত্র একটি সারি তার ওয়ারিছ কিন্তু বাবার দিকে কয়েকটি সারি। কিন্তু মা-বাবা উভয় দিকে বেশ কিছু মহিলা মূতের

ওয়ারিছ নয়। সামান্য চিন্তা করলেই এক্ষেত্রে কারা ওয়ারিছ নয় তা চিহ্নিত করার সহজ সূত্র নির্ণয় করা যায়।

দাদার মিরাজ সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা বলেছি, যেসব পূর্বপুরুষের সাথে মৃতের সম্পর্কের মাঝে কোনো মহিলা আছে সে মৃতের ওয়ারিছ নয়।

সে হিসেবে অনেকে এখানে হয়তো বলতে চাইবে, “যেসব মহিলার সাথে মৃতের সম্পর্কের মাঝে কোনো পুরুষ আছে সে মৃতের ওয়ারিছ নয়।”

উপরের ছকটির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, এ ধারণা ভুল। কারণ আমরা দেখছি যেসব মহিলার সাথে মৃতের সম্পর্কের মাঝে কোনো পুরুষ নেই সে যেমন মৃতের ওয়ারিছ হয়। যথা মায়ের মা, মায়ের মায়ের মা ইত্যাদি। আবার যার সাথে মৃতের সম্পর্কের মাঝে কোনো পুরুষ আছে অনেক সময় তারাও মৃতের ওয়ারিছ বলেই গণ্য হচ্ছে। যেমন, বাবার মা, বাবার বাবার মা, বাবার বাবার বাবার মা ইত্যাদি। তাহলে মাঝে কোনো পুরুষ থাকলেই ওয়ারিছ হবে না কথাটি সঠিক নয়। সূত্রটি একটু পরিবর্তন করতে হবে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখানে মৃতের সাথে কোনো মহিলার সম্পর্কের মাঝে এক বা একাধিক পুরুষ থাকলেও ঐ মহিলা ওয়ারিছ হচ্ছে এটা ঠিক কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত হলো, একবার পুরুষ আসার পর আর কোনো মেয়ে আসা চলবে না বরং একের পর এক কেবল পুরুষই আসতে হবে। যদি কোনো মহিলার সাথে মৃতের সম্পর্কের মাঝে একবার পুরুষ আসার পর কোনো স্তরে আবার মহিলা এসে পড়ে তবে সে মৃতের ওয়ারিছ হবে না। যেমন,

ক. বাবার বাবার বাবার মা মৃতের ওয়ারিছ। যেহেতু এখানে একাধিক পুরুষ এসেছে কিন্তু একবার পুরুষ আসার পর আর কোনো মহিলা আসেনি।

খ. বাবার মায়ের বাবার মা মৃতের ওয়ারিছ নয়। কারণ এখানে একবার পুরুষ আসার পর আবার মহিলা এসেছে।

নিচের ছকের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো,

*	১	২	৩	৪	মিরাছ	কারণ
ক.	মায়ের	মায়ের	মায়ের	মা	✓	মাঝে কোনো পুরুষ নেই
খ.	বাবার	মায়ের	মায়ের	মা	✓	মাঝে পুরুষের পর মেয়ে নেই
গ.	বাবার	বাবার	বাবার	মা	✓	মাঝে পুরুষের পর মেয়ে নেই
ঘ.	বাবার	মায়ের	বাবার	মা	×	মাঝে পুরুষের পরে মেয়ে আছে
ঙ.	মায়ের	বাবার	মা		×	মাঝে পুরুষের পর মেয়ে আছে

একবার পুরুষ আসার পরে আবার মহিলা আসলে ওয়ারিছ না হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা যায়, উপরে আমরা দেখেছি পূর্ব পুরুষের সাথে মৃতের সম্পর্কের মাঝে কোনো মহিলা আসে সে মৃতের ওয়ারিছ নয়। এখন যে দাদী বা নানীর সম্পর্কের মাঝে এমন কোনো পুরুষ আসছে যার পরে মেয়ে রয়েছে এই সংজ্ঞার আলোকে সে নিজেই মৃতের ওয়ারিছ নয়। অতএব যে নিজেই ওয়ারিছ নয় তার সাথে সম্পর্কিত অন্য কেউ কিভাবে ওয়ারিছ হতে পারে!

সে হিসেবে বলা যায়, যেসব মহিলাদের সাথে মৃতের সম্পর্কের মাঝে এমন কোনো পুরুষ থাকে যে নিজেই ওয়ারিছ নয় ঐ সকল মহিলারা মৃতের ওয়ারিছ নয়। এখানে বিষয়টি একই শুধু ভাষাটি ভিন্ন।

আসা করি এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি যেসব মহিলার বংশধর তাদের মধ্যে কারা তার ওয়ারিছ তা পাঠক সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিয়েছেন।

ইবনে কুদামা رحمہ اللہ বলেন,

{وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْجَدَّةَ الْمَذَلِّيَّةَ بِأَبٍ غَيْرِ وَارِثٍ لَا تَرِثُ، وَهِيَ كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمِّينَ، كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ}

আলেমরা ইজমা করেছেন যে, যেসব দাদী-নানী এমন পুরুষের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত যারা নিজেরই মৃতের ওয়ারিছ নয় ঐ সকল দাদী-নানী মৃতের ওয়ারিছ নয়। এরা হলো ঐ সকল মহিলারা মৃতের সাথে যাদের সম্পর্কের মাঝে দুইটি মহিলার মাঝে কোনো পুরুষ আছে। [আল-মুগনী]

এরপর তিনি ইবনে আব্বাস রাঃ ও কয়েকজন আলেম থেকে বর্ণনা করেন তারা বলেছেন, ঐ সকল মহিলারাও ওয়ারিছ হবে। পরে তিনি বলেন, (وهو قول شاذ) এটা শায মত।

মোট কথা, দাদী ও নানীর ব্যাপারে উপরে আমরা যে মূলনীতি বর্ণনা করেছি আলেমদের নিকট সেটিই গ্রহণযোগ্য। মোটামুটিভাবে সকলে একমত যে, যার সম্পর্কের মাঝে ওয়ারিছ নয় এমন পুরুষ আছে সে মহিলা মৃতের ওয়ারিছ নয়।

এ বিষয়ে আলোমরা একমত হলোও যেসব মহিলারা মৃতের ওয়ারিছ হিসেবে গণ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে কয়টি স্তর মৃতের ওয়ারিছ হবে সে ব্যাপারে আবার তারা মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়েছেন। এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত মত হলো তিনটি।

১. মিরাহ্ পাবে দুই জন।

ক. মায়ের মা তার মা এভাবে যতদূর যায় এবং

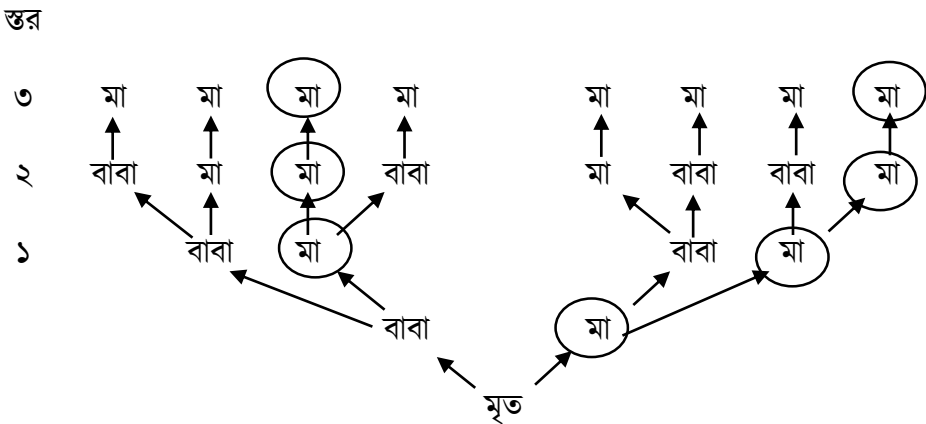
খ. বাবার মা, তার মা এভাবে যতদূর যায়।

অর্থাৎ মায়ের দিকে একটি আর বাবার দিকে একটি। এটা মালেকী মাজাহাবের মত। আল-বায়ান ওয়াত-তাহসীলে বলেন,

لم يختلف قول مالك وأصحابه في أنه لا يرث من الجدات إلا جدتان

ইমাম মালিক ও তার অনুসারীরা এ ব্যাপারে একমত যে, দাদী ও নানীর মধ্যে কেবল দুই জন ওয়ারিছ হবে।

তাদের মত অনুযায়ী অবস্থা হবে নিম্নরূপ।



অর্থাৎ কেবল বাবা ছাড়া (দাদা বা দাদার বাবা ইত্যাদি) অন্য কারো মায়েরা ওয়ারিছ হবে না। শাফেয়ী মাজহাবে একটি মত এমন। এই মতটি য়ায়েদ ইবনে ছাবিত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।

২. মিরাছ পাবে তিন জন।

ক. মায়ের মা, তার মা এভাবে যতদূর যায়,

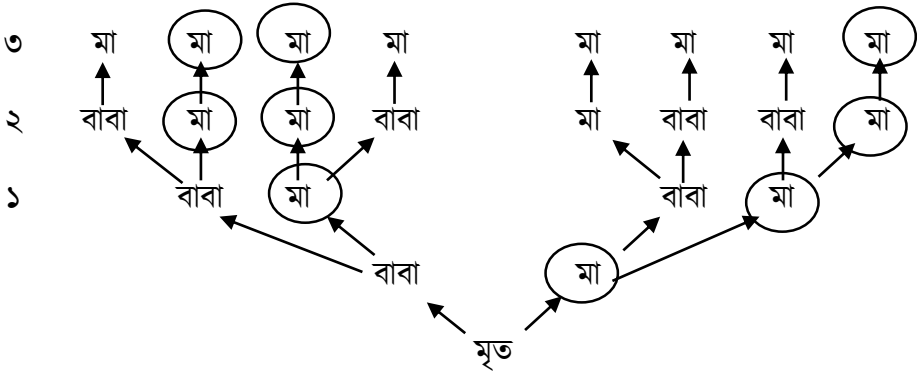
খ. বাবার মা, তার মা এভাবে যতদূর যায় এবং

গ. বাবার বাবার মা তার মা এভাবে যতদূর যায়।

এভাবে মায়ের দিকে এক জন আর বাবার দিকে দুই জন। এর চেয়ে বেশি নয়। অর্থাৎ দাদার বাবার মা ওয়ারিছ হবে না। হাম্বালী মাজহাবের মত এটাই।

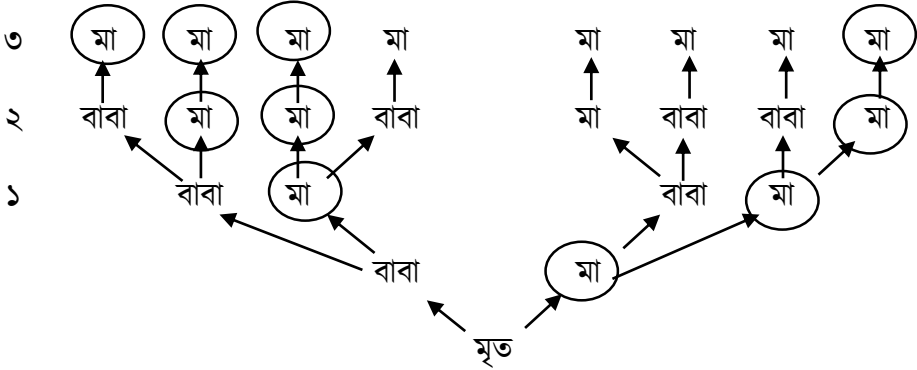
এই মত অনুযায়ী অবস্থা হবে নিম্নরূপ,

স্তর



৩. উপরোক্ত সূত্র অনুযায়ী যেসব মহিলারা ওয়ারিছ হয় তাদের সকলেই মৃতের ওয়ারিছ হবে সংখ্যা যায় হোক না কেনো। এ হিসেবে মায়ের দিকে একজন আর বাবার দিকে অসংখ্য মহিলা মৃতের ওয়ারিছ হতে পারে। এ হিসেবে অবস্থা হবে নিম্নরূপ,

স্তর



দেখা যাচ্ছে, প্রথম স্তরে মায়ের দিকে একজন বাবার দিকে একজন। দ্বিতীয় স্তরে মায়ের দিকে এক জন বাবার দিকে দুই জন। তৃতীয় স্তরে মায়ের দিকে এক জন বাবার দিকে তিন জন। এভাবে প্রতিটি স্তরে বাবার দিকে একটি করে ওয়ারিছ বাড়তে থাকে। ইবনে কুদামা رحمہ اللہ এ মতের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

{كُلَّمَا عَلُوْنَ دَرَجَةً، زَادَ فِي عَدِّهِمْ مِنْ قَبْلِ الْآبِ وَاحِدَةً}

যত বেশি স্তর বাড়বে বাবার দিক থেকে একটি করে ওয়ারিছ বাড়তে থাকবে। [আল-মুগনী]

হানাফী মাজহাবের মত এটাই। শাফেয়ী মাজহাবের প্রশিদ্ধ মতও এটা। বেশিরভাগ সাহাবায়ে কিরামের মতও এটা।

ইবনে কুদামা رحمہ اللہ এই মতটি উল্লেখ করার পর বলেন,

قال ابن سراقۃ وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا

ইবনে সুরাকা বলেছেন, কিছু বিরল মত ছাড়া বেশিরভাগ সাহাবায়ে কিরামের মত এটাই। [আল-মুগনী]

ইবনে শীরীন رحمہ اللہ বর্ণনা করেন,

{كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُورِثُ الْجَدَّاتِ، وَإِنْ كُنَّ عَشْرًا، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ أَطْعَمَهُ إِبْرَاهُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»}

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رحمہ اللہ দাদী-নানিদের অংশ দিতেন যদিও তারা দশ জন হয়। আর বলতেন, স্বয়ং রসুলই তাদের এ অংশ দিয়েছেন। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা]



এ বিষয়ে এই মতটিই সঠিক মনে হয়। যেহেতু বাবার মা বা বাবার বাবার মায়ের সাথে বাবার বাবার বাবার মায়ের কোনো পার্থক্য পাওয়া যায় না। যেহেতু তাদের সবার বংশ সম্পর্কে এমন পুরুষ আছে যারা নিজে ওয়ারিছ। অতএব তাদের একজনকে অংশ দিলে অন্যদের বঞ্চিত করা যৌক্তিক হতে পারে না।

এভাবে দাদী বা নানী কারা এটা জেনে নেওয়ার পর এখন আমরা তাদের মীরাছ কেমন হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করবো।

ইবনে মুনযির رحمہ اللہ বলেন,

{وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لِلجدة السدس إذا لم يكن للميت أم}

আলেমরা ইজমা করেছেন যে, মা না থাকলে তার দাদী/নানি ছয় ভাগের এক ভাগ পায়। [ইজমা]

ইবনে কুদামা رحمہ اللہ এটা উল্লেখের পর বলেন,

{وَحَكَى غَيْرُهُ رَوَايَةً شَاذَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ}

কেউ কেউ ইবনে আব্বাস رحمہ اللہ থেকে একটি শায মত উল্লেখ করেছেন যে, মা না থাকলে দাদী/নানি তার স্থানে স্থলাভিষিক্ত হবে। [আল-মুগনী]

দুটি মতের মধ্যে পার্থক্য হলো, দ্বিতীয় মতে মা না থাকলে দাদী বা নানি পরিপূর্ণভাবে মায়ের মতো আচরণ করবে। যেভাবে নিজের ছেলে মেয়ে না থাকলে ছেলের ছেলে-মেয়েরা নিজের ছেলে-মেয়ের মতো আচরণ করে। আর প্রথম মতে দাদী বা নানি কেবল ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। তাদের অবস্থার ভিন্ন কোনো পরিবর্তন হবে না। এ বিষয়ে প্রথম মতটিই সকল আলেমের মত। অতএব মা যে অবস্থায় তিন ভাগের এক ভাগ পায় সে অবস্থায়ও দাদী বা নানি ছয় ভাগের এক ভাগই পাবে। মাসয়ালাটি এমন,

বাবার সাথে মা	বাবা (তিন ভাগের দুই ভাগ)				মা (৩ ভাগের ১ ভাগ)	
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬
দাদী/নানি	বাবা (ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ)					দাদী/নানি

দাদি/নানির মীরাছের অবস্থা এই এক রকমই হতে পারে। তবে বিভিন্ন স্তরের একাধিক দাদী/নানী একত্রে মিলিত হলে তাদের মীরাছের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা দ্বিমত আছে। এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত যে, সেক্ষেত্রেও তাদের অংশ ছয় ভাগের এক ভাগই থাকবে, বৃদ্ধি পাবে না। বাবা ও মায়ের দিকের সকল নানী ও দাদীরা তাতে সমানভাবে অংশ পাবে। আবু বকর ও উমর رحمہ اللہ থেকে এভাবে একাধিক দাদী/নানীকে

একই সাথে ছয়ভাগের এক ভাগে অংশ দেওয়ার ফয়সালা বর্ণিত আছে। আবু দাউদ ও তিরিমিযী বর্ণনা করেছেন, উমর রা দাদী ও নানির উদ্দেশ্যে বলেছেন,

{وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنْ اجْتَمَعْنَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَإِنِّي كَمَا خَلْتُ بِهِ فَهُوَ لَهَا}

তোমাদের অংশ হলো, ঐ ছয় ভাগের এক ভাগ। তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন থাকলে সে একাই তা পাবে আর যদি দুজন একত্রে থাকে তবে তা তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।

[আবু দাউদ ও তিরিমিযী]

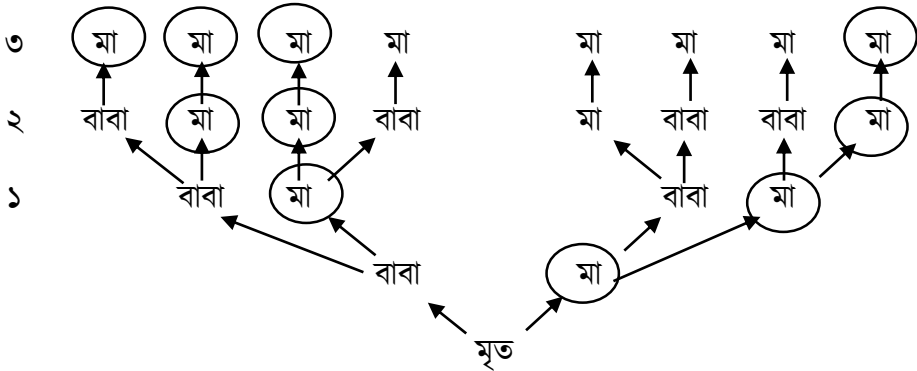
ইমাম তিরিমিযী রা বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

এ ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কিরাম এই মতই গ্রহণ করেছেন। তবে তারা তিনটি স্থানে মতপার্থক্য করেছেন।

### ক) এক স্তরের দাদী/নানির মাধ্যমে অন্য স্তরের দাদী/নানিকে বঞ্চিত করা

এখানে স্তর বলতে মৃত ব্যক্তি থেকে কে কয়টি ব্যক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত তাকে বোঝানো হয়। বিষয়টি বোঝানোর জন্য ছকটির দিকে আরও একবার দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

স্তর



এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম স্তরে দুই জন দাদী/নানী রয়েছে। তারা হলো বাবার মা ও মায়ের মা। দ্বিতীয় স্তরে তিন জন। তৃতীয় স্তরে চার জন। এভাবে যত স্তর বাড়ানো হবে ততই বাড়তে থাকবে। এখন এক স্তরের দাদী ও নানির পরের স্তরের দাদী ও নানীদের বঞ্চিত করবে কিনা সে ব্যাপারে কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। তার মধ্যে কিছু কিছু অবস্থায় আলেমরা ঐক্যমত পোষণ করেছেন আর কিছু কিছু অবস্থায় তাদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে।

মাসয়ালাগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো।

১. ইবনে কুদামা رحمہ اللہ বলেন,

أَمَّا إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْجَدَّتَيْنِ أُمَّ الْأُخْرَى، فَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْقُرْبَى وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِهَا

যদি একজন দাদী/নানি অন্যটির মা হয় তবে আগেরটি পরেরটিকে বঞ্চিত করবে সে ব্যাপারে সকল আলেম একমত হয়েছেন। [আল-মুগনী]

এর উদাহরণ হলো, মায়ের মা, মায়ের নানীকে বঞ্চিত করবে, মায়ের নানী তার মাকে বঞ্চিত করবে ইত্যাদি। একইভাবে বাবার মা, বাবার দাদীকে এবং বাবার দাদী তার মাকে বঞ্চিত করবে।

২. যদি বাবার দিকের দাদীরা একে অন্যের চেয়ে দূরবর্তী হয় তবে নিকটবর্তী দাদী মিরাহ্ পাবে আর দূরবর্তী দাদী বঞ্চিত হবে।

উপরের ছকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিন সারি দাদী রয়েছে। প্রথম সারিতে পরপর তিন জন। তারা হলেন বাবার মা, তার মা এবং তার মা। দ্বিতীয় সারিতে দুই জন। তারা হলেন, বাবার বাবার মা, তার মা। তৃতীয় সারিতে এক জন। তিনি হলেন বাবার বাবার বাবার মা। মৃত ব্যক্তির সাথে এদের স্তরের পার্থক্য নিম্নরূপ,

	মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত দাদীদের সম্পর্কের তালিকা		
৩য় স্তর	মা	মা	মা
২য় স্তর	মা	মা	বাবা
১ম স্তর	মা	বাবা	বাবা
	মৃতের বাবা	মৃতের বাবা	মৃতের বাবা
	১ম সারি	২য় সারি	৩য় সারি

এখন ধরে নিই, প্রথম সারির প্রথম স্তরের দাদী তথা বাবার মা বেঁচে আছে তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের সকল দাদী বঞ্চিত হবে যেহেতু তারা সবাই আগের জনের পরের স্তরের। এখন যদি ১ম সারির ২য় স্তরের দাদী বেঁচে থাকে তাহলে ২য় সারির দাদীর সাথে মিলে ছয় ভাগের এক ভাগে শরীক হবে। এ ক্ষেত্রে ৩য় স্তরের দাদীরা বেঁচে থাকলেও কিছুই পাবে না। যদি ১ম ও দ্বিতীয় স্তরের দাদীরা কেউই বেঁচে না থাকে তবে ৩য় স্তরের তিন জনই মিরাহ্ পাবে।

এটাই সকল আলেমের মত তবে ইবনে মাসউদ رحمہ اللہ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নিকটবর্তী আর দূরবর্তী সকলকে একসাথে শরীক করেছেন। তবে সেক্ষেত্রেও একই সারির আগের জন থাকলে পরের জন পাবে

না। যেহেতু এক্ষেত্রে আগের জন পরের জনের মেয়ে। আর আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, এ ক্ষেত্রে কাছের জনের মাধ্যমে দূরের জনকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে ইজমা হয়ে গেছে।

এই মাসয়ালাটিতেও বেশিরভাগ আলেমের মত হলো, নিকট জনের মাধ্যমে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করা।

৩. যদি দুজন দাদী/নানী দুই দিকের হয় অর্থাৎ একজন মায়ের দিকের, অন্য জন বাবার দিকের তবে মায়ের দিকের নানী অধিক নিকটবর্তী হলে বাবার দিকের নানীকে বঞ্চিত করবে। এটাই সকল আলেমের মত। কেবল ইবনে মাসউদ রা থেকে এ ব্যাপারে দ্বিমত বর্ণিত আছে। উপরের ছকটির সাথে যদি মায়ের দিকের নানীদের যোগ করে নিই তবে মাসয়ালাটি নিম্নরূপ হয়।

	মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত দাদীদের সম্পর্কের তালিকা			নানী
৩য় স্তর	মা	মা	মা	মা
২য় স্তর	মা	মা	বাবা	মা
১ম স্তর	মা	বাবা	বাবা	মা
	বাবা	বাবা	বাবা	মা
	বাবার দিকের দাদীরা			মায়ের দিকের

ধরে নিই, মৃত ব্যক্তির মায়ের পক্ষে ১ম স্তরের নানী তথা তার নিজের মায়ের মা বেঁচে আছে। বাবার পক্ষের ১ম স্তরের দাদী তথা বাবার মা বেঁচে থাকলে উভয়ে মিলে ছয় ভাগের এক ভাগে অংশ পেতো। কিন্তু যদি বাবার পক্ষে ১ম স্তরের দাদী বেঁচে না থাকে বরং পরের স্তরে এক বা একাধিক দাদী থাকে তবে মায়ের পক্ষের নানী ঐ দাদীকে বঞ্চিত করে। যেহেতু এক্ষেত্রে মায়ের পক্ষের নানী বাবার পক্ষের দাদী অপেক্ষা মৃতের অধিক নিকটবর্তী।

৪. যদি বাবার দিকের দাদী মায়ের পক্ষের নানী অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী হয় তবে সে মায়ের পক্ষের নানীকে বঞ্চিত করতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে। আলী রা থেকে বর্ণিত আছে, এক্ষেত্রে মায়ের দিকের নানীর মতোই বাবার পক্ষের দাদীও মা পক্ষের নানীকে বঞ্চিত করবে। ইমাম আবু হানীফা এই মতই গ্রহণ করেছেন। যাসেদ ইবনে ছাবিত রা থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, বাবা পক্ষের দাদী মায়ের পক্ষের নানীকে বঞ্চিত করতে পারবে না। যদিও বাবার পক্ষের দাদী অধিক নিকটবর্তী হয়। বরং তারা উভয়ে অংশ পাবে। ইমাম মালিক এই মতটি গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে দুরকম মতই বর্ণিত আছে।

এ বিষয়ে প্রথম মতটিই কিয়াসের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। যেহেতু মায়ের পক্ষের নানী ও বাবার পক্ষের দাদী একই স্তরের হলে পরস্পরে সমান অংশ পায় অতএব প্রমাণিত হয় তারা উভয়ে সমান শক্তিশালী ওয়ারিছ। এখন তাদের মধ্যে যে কারো স্তর নিচু হয়ে গেলে সে উপরের স্তরের তুলনায় দুর্বল হয়ে যাবে এবং বঞ্চিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

খ) নিজের ছেলে বেঁচে থাকতে বাবার দিকের কোনো দাদী মীরাছ পাবে কিনা।

নিজের ছেলে বলতে বোঝায় যার মাধ্যমে উক্ত মহিলা মৃতের সাথে সম্পর্কিত হচ্ছে। নিচের ছকের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো,

	মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত দাদীদের সম্পর্কের তালিকা			নানী
৩য় স্তর	মা	মা	মা	মা
২য় স্তর	মা	মা	বাবা	মা
১ম স্তর	মা	বাবা	বাবা	মা
	বাবা	বাবা	বাবা	মা
	বাবার দিকের দাদীরা			মায়ের দিকের

এখানে আমরা বাবা ও মা পক্ষীয় দাদী/নানীদের বংশ তালিকা পেশ করেছি। আমরা দেখছি, মায়ের দিকের নানীরা কেবল একের পর এক কিছু মহিলার মাধ্যমে মৃতের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাদের মধ্যে উপরের স্তরের মহিলা নিচের স্তরের মহিলার মা এবং নিজের স্তরের মহিলা উপরের স্তরের মহিলার মেয়ে। বিপরীতে বাবার দিকের দাদীরা একের পর এক কিছু মহিলা এবং তার পর কিছু পুরুষের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। তাদের মধ্যে প্রতিটি সারির উপরের স্তরের মহিলারা নিচের স্তরের পুরুষদের মাতা এবং নিচের স্তরের পুরুষরা উপরের স্তরের মহিলাদের ছেলে হিসেবে গন্য। যেহেতু ঐ সকল মহিলাদের গর্ভ হতেই ক্রমে ক্রমে নিচের পুরুষরা জন্ম লাভ করেছে। তবে একটি সারির কোনো মহিলা অন্য সারির কোনো পুরুষের মা নয়। যেহেতু তার গর্ভ হতে তাদের জন্ম হয়নি।

এখন উপরে আমরা বলেছি, প্রতিটি সারির নিচের স্তরের মহিলা বেঁচে থাকলে উপরের স্তরের মহিলা তথা তার মাকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করবে। এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, যদি নিচের স্তরের কোনো পুরুষ বেঁচে থাকে সেও কি উপরের স্তরের মাকে বঞ্চিত করবে?

উদাহরণস্বরূপ বাবা বেঁচে আছে এখন বাবার মা তথা দাদী, দাদীর মা, তার মা ইত্যাদি মহিলারা মীরাছ পাবে কিনা অথবা বাবার বাবা বেঁচে আছে এখন বাবার বাবার মা, তার মা, তার মা ইত্যাদি মহিলারা মীরাছ পাবে কিনা। বেশিরভাগ আলেম মনে করেছেন, এখানে উক্ত মহিলা মীরাছ পাবে না। যেহেতু সে যার মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত সে বেঁচে রয়েছে। তাছাড়া একই সারির কোনো মহিলার নিচে অন্য কোনো মহিলা বেঁচে থাকলে উপরের মহিলাটি মীরাছ থেকে বঞ্চিত হয়। সেই কiyাসে বলা যায়, নিচে পুরুষ থাকলেও সে বঞ্চিত হবে। যেহেতু মহিলার চেয়ে পুরুষই কাউকে বঞ্চিত করার বেশি হকদার।

এটাই ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ীর মত। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের একটি মতও এমন। যায়েদ ইবনে ছাবিত رضي الله عنه থেকে এই মত বর্ণিত আছে। এখানে হাম্বালী মাজহাবের প্রশিক্ষিত মত হলো এক্ষেত্রে দাদী মীরাছ পাবে। কোনো ছেলে তার মাকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। উমর, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه প্রমুখ সাহাবীর মত এটাই। এ মতের স্বপক্ষে তাদের যুক্তি হলো,

১. দাদী মীরাছ পাচ্ছে মায়ের ভাগ হতে বাবার ভাগ হতে নয়। অতএব দাদীর মীরাছ পাওয়ার বিষয়টি মা বেঁচে থাকা বা না থাকার সাথে সংশ্লিষ্ট বাবা বেঁচে থাকা বা না থাকার সাথে নয়। তাই মা বেঁচে থাকলে দাদী মীরাছ পাবে না এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত হয়েছেন। ইবনে কুদামা رحمته الله বাবা বেঁচে থাকতেও দাদী মীরাছ পাবে এ সম্পর্কে আলোচনার পর বলেন,

{وَلَا تُنْزِلُ الْجَدَّاتِ أُمَّهَاتُ يَرْتَنُ مِيرَاثُ الْأُمِّ، لَا مِيرَاثُ الْأَبِ، فَلَا يُحْجَبُ بِهِ كَأُمَّهَاتِ الْأُمِّ}

যেহেতু দাদী মীরাছ পায় মায়ের ভাগ হতে বাবার ভাগ হতে নয়। অতএব বাবা তাদের বঞ্চিত করতে পারে না যেভাবে মায়ের মাকে বাবা বঞ্চিত করতে পারে না।

২. ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে,

إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدْسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنَتِهَا حَيًّا

প্রথম যে দাদীকে রসুলুল্লাহ ﷺ মীরাছ দিয়েছিলেন তার ছেলে বেঁচে ছিলো। তার ছেলে বেঁচে থাকা সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে মীরাছ দিয়েছেন। [তিরমিযী]

এই হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনে সালিমকে আলেমরা দুর্বল বলেছেন। তবে মারাছিলে আবি দাউদে একাধিক সহীহ সনদে মুরসালভাবে একই কথা বর্ণিত আছে।

তাছাড়া মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বাতে গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত আছে, আবু মুসা আল আশয়ারী উমর رضي الله عنه এর নিকট ছেলে বেঁচে থাকতে দাদীর মীরাছ কি হবে সেটা জানতে চেয়ে লিখে পাঠালে তিনি জবাবে লিখে পাঠান, (ورثها مع ابنها السدس) ছেলে বেঁচে থাকলেও তাকে ছয় ভাগের এক ভাগ প্রদান করো।

অর্থাৎ উমর ﷺ তার খেলাফত কালে এ রায় লিখে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ এটা একজন খোলাফায়ে রাশেদার মত।

তাছাড়া এটাই স্বাভাবিক কিয়াসের দাবী। যেহেতু দাদী বাবার পক্ষ থেকে মীরাছ পায় না বরং মায়ের পক্ষ থেকে পায়। তাই বাবা তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। অতএব, কিয়াসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার কারণে হাদীসটি দুর্বল হলেও তার উপর নির্ভর করা যায়।

৩. এ বিষয়ে মেয়ের মাধ্যমে মাকে বঞ্চিত করা তথা নিচের স্তরের কোনো মহিলার মাধ্যমে উপরের স্তরের মহিলাকে বঞ্চিত করার বিষয়টি ভিন্ন। যেহেতু সেক্ষেত্রে নিচের স্তরের মহিলা নিজেও দাদী হিসেবে এবং মৃতের অধিক নিকটবর্তী হিসেবে উক্ত সম্পত্তির বেশি হকদার তাই সে দুর্বর্তীকে বঞ্চিত করে। কিন্তু দাদীর ছেলে কোনো ভাবেই দাদীর অংশের হকদার নয়। তাই তার মাধ্যমে তাকে বঞ্চিত করা হবে না।

এ ব্যাপারে পুরুষ আর মহিলার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তার প্রমাণ হলো, মোটামুটিভাবে আলেমরা একমত হয়েছেন যে, একটি সারির প্রথম স্তরের কোনো মহিলা অন্য সারির পরের স্তরের কোনো মহিলাকে বঞ্চিত করে। যেমন, বাবার মা বাবার বাবার মাকে বঞ্চিত করে।

কিন্তু সকল আলেমের মতে একটি সারির কোনো পুরুষ অন্য সারির মহিলাকে বঞ্চিত করে না। যেমন বাবার বাবা বাবার মায়ের মায়ের মাকে বঞ্চিত করতে পারে না যদিও সে তার চেয়ে দূরবর্তী স্তরের মহিলা। এক্ষেত্রে সে যদি পুরুষ না হয়ে মহিলা হতো তবে উক্ত দূরবর্তী মহিলাকে বঞ্চিত করতো।

	মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত দাদীদের সম্পর্কের তালিকা		
৩য় স্তর	মা	মা	(মা)
২য় স্তর	মা	মা	বাবা
১ম স্তর	মা	(বাবা)	বাবা
	বাবা	বাবা	বাবা
	১ম সারি	২য় সারি	৩য় সারি

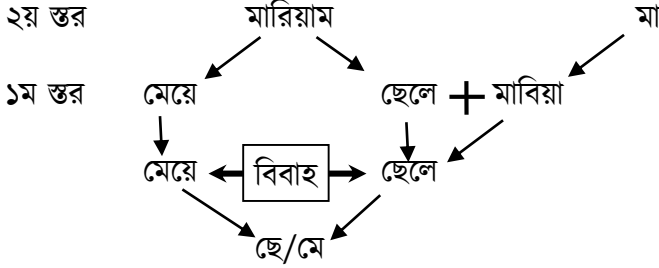
উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় সারির ১ম স্তরে যে পুরুষ রয়েছে তার কারণে একই সারির উপরের মহিলারা বঞ্চিত হবে এমন বলা হয় কিন্তু প্রথম বা তৃতীয় সারির দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের মহিলারা মৃতের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বঞ্চিত হয় না। এ ব্যাপারে সকলে একমত। অথচ ঐ পুরুষের স্থানে যদি

কোনো মেয়ে থাকতো তবে দূরের স্তরের সকল মেয়েকে বঞ্চিত করতো। এতে বোঝা যায় দাদীকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে মহিলাদের ভূমিকাই প্রধান।

অতএব সঠিক কথা হলো, বাবার মাধ্যমে দাদী বঞ্চিত হবে না। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

### গ) একাধিক দিক থেকে সম্পর্কিত দাদী/নানিকে দ্বিগুন মীরাছ দেওয়া

অনেক সময় কোনো একজন মহিলা দুই দিক থেকে মৃতের দাদী বা নানী হিসেবে গণ্য হতে পারে। যেমন,



ধরে নিই, মারিয়াম নামের একজন মহিলার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। তার ছেলে মাঝিয়া নামের একটি মেয়েকে বিয়ে করে এবং তাদের একটি ছেলে হয়। তার মেয়েটিও অন্য স্থানে বিয়ে করে একটি মেয়ের জন্ম দেয়। পরে তার মেয়ের মেয়ের সাথে তার ছেলের ছেলের বিবাহ হলো। অর্থাৎ মামাতো ভাইয়ের সাথে খুফাতো বোনের বিয়ে হলো। তাদের আবার একজন ছেলে বা মেয়ে হলো। এখন এই ছেলেটি যদি মারা যায়। এবং উপরে মারিয়াম ও মাঝিয়ার মা ছাড়া কেউ বেঁচে না থাকে তাহলে মারিয়াম ও মাঝিয়ার মা উভয়ে ছেলেটির দাদী ও নানী হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু মারিয়াম দুই দিক থেকে তার দাদী বা নানী হয়,

ক) মৃতের মায়ের মায়ের মা

খ) মৃতের বাবার বাবার মা।

আর মাঝিয়ার মা এক দিক থেকে ছেলেটির দাদী হিসেবে গণ্য হয়।

ক) মৃতের বাবার মায়ের মা

এই হলো দুই দিক থেকে দাদী/নানী হিসেবে গণ্য হওয়ার ব্যাখ্যা। এরকম চক্র তার বংশে আরও ঘটে থাকলে একই সাথে একজন মহিলা তিন দিক থেকেও দাদী/নানী হিসেবে গণ্য হতে পারে। সেসব অবশ্য খুবই বিরল ঘটনা।

যাই হোক, এরকম একাধিক দিক থেকে সম্পর্কিত দাদী/নানির মীরাছ কেমন হবে সে ব্যাপারে আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে। এ বিষয়ে হাম্বলী মাজহাবে গ্রহণযোগ্য মত হলো, দুই দিক থেকে সম্পর্কিত মহিলা এক



দিক থেকে সম্পর্কিত মহিলার দ্বিগুন পাবে। ইমাম মুহাম্মাদ এ মতের সাথে একমত। তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফের মতে এখানে সম্পর্ক বিচার করা হবে না বরং ছয় ভাগের এক ভাগে দুজনকে সমান ভাগ দেওয়া হবে। শাফেয়ী ও মালেকী মাজহাবের মতও এমনই। অর্থাৎ মোটামুটি তিনটি মাজহাব এ ব্যাপারে একমত। দ্বিমত রয়েছে কেবল হাম্বলী মাজহাবে।

যারা দুই দিক থেকে সম্পর্কিত দাদী বা নানীকে দ্বিগুন দেওয়ার পক্ষে তাদের যুক্তি হলো, দুই দিকের সম্পর্কে একই ব্যক্তি না হয়ে যদি দুজন ব্যক্তি হতো তবে উভয়ে অংশ পেতো। অতএব একজন ব্যক্তিও দুজনের সমান অংশ পাবে। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি মৃতের চাচাতো ভাই হয় এবং স্বামী হয় তবে স্বামী হিসেবে অংশ গ্রহণের পর চাচাতো ভাই হিসেবে তার আসাবা হয়।

যারা সমান অংশ দেওয়ার পক্ষে তারা বলেছেন, এটা তখন হয় যখন একজন ব্যক্তি ভিন্ন দুটি ক্ষেত্রে মৃতের আত্মীয় হয় একই ক্ষেত্র নয়। এখানে স্বামীর মিরাহ্ একটি ক্ষেত্র আর চাচার ছেলের মীরাহ্ ভিন্ন ক্ষেত্র। কিন্তু দাদী বা নানির মিরাহ্ একটিই ক্ষেত্র। এমন একটি ক্ষেত্রে একাধিক দিক থেকে সম্পর্কিত হয়ে কোনো লাভ নেই।

যেমন, ভাই-বোন মীরাহ্‌র একটি ক্ষেত্র। সেখানে তিন প্রকার ভাই-বোন মৃতের ওয়ারিছ হয়।

ক) আপন ভাই-বোন তথা মা ও বাবা উভয় পক্ষের ভাই-বোন

খ) কেবল বাবা পক্ষের ভাই-বোন

গ) কেবল মা পক্ষের ভাই-বোন

এখানে আপন ভায়েরা বাবা-মা উভয় দিক থেকে মৃতের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। আর মা পক্ষের ভাইয়েরা কেবল মায়ের দিক থেকে মৃতের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। তবু আপন ভায়েরা দুই জায়গায় মীরাহ্ পায় না। বরং এক জায়গায়ই পায়।

তাদের কথার ব্যাখ্যা হলো, কুরআন-হাদীসে বিভিন্ন সম্পর্কের উপর মীরাহ্ দেওয়া হয়েছে। যেমন, বাবা হিসেবে, মা হিসেবে, ভাই হিসেবে, দাদী/নানি হিসেবে ইত্যাদি। যদি কোনো ব্যক্তি এর মধ্যে যে কোনো দুটি পৃথক সম্পর্কের অধিকারী হয় তবে সে দুই দিক থেকেই মিরাহ্ পাবে। যেমন উপরে আমরা একই সাথে মৃতের স্বামী ও চাচাতো ভাইয়ের উদাহরণ পেশ করেছি। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তির বিভিন্ন দিক থেকে একটি মাত্র সম্পর্কই প্রমাণিত হয় যেমন, বাবা ও মায়ের দিক থেকে ভাই প্রমাণিত হওয়া। তবে সে কেবল একজন ভাই হিসেবেই মীরাহ্ পাবে আলাদা কোনো অংশ নয়।

এখন বর্তমান মাসয়ালায় যেহেতু একজন মহিলা দুই দিক থেকে মৃতের সাথে সম্পর্কিত হলেও সম্পর্ক প্রমাণিত হচ্ছে একটিই। আর তা হলো পূর্ববর্তী জননী তথা দাদী/নানী। তাই সে কেবল একজন দাদী/নানী হিসেবে গণ্য হবে, একাধিক দাদী-নানী হিসেবে নয়। কারণ, একই ব্যক্তিকে একাধিক ব্যক্তি হিসেবে ধরে

নেওয়ার বাস্তবতার বিপরীত এবং নজীর বিহীন। কিন্তু একজন ব্যক্তি একাধিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হলে এবং প্রতিটি সম্পর্কের কারণে মীরাছের নিয়মে অংশ পেলে তাকে সবগুলো সম্পর্কের ভিত্তিতে মীরাছ দেওয়া অবশ্যই প্রমাণিত। মোট কথা, কোনো ব্যক্তির একাধিক সম্পর্ক প্রমাণিত হওয়া আর কোনো ব্যক্তি একাধিক দিক থেকে একই সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া একই বিষয় নয়। কেননা প্রথম ক্ষেত্রে তাকে একজন ব্যক্তি ধরেই একাধিক সম্পর্কের আলোকে মীরাছ দেওয়া হচ্ছে যা বাস্তব ঘটনা। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে একই সম্পর্কের ভিত্তিতে একাধিক ব্যক্তি ধরে নিয়ে মীরাছ দেওয়া হচ্ছে অথচ বাস্তবে সে একজন ব্যক্তি।

অতএব এ বিষয়ে জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতামতই সঠিক যে, একাধিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পর্কিত দাদী/নানি একজন ব্যক্তি হিসেবেই অংশ পাবে একাধিক ব্যক্তি হিসেবে নয়।

### [৫] স্বামী বা স্ত্রীর মীরাছ

মৃত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রীর মীরাছের হিসাব সর্বাপেক্ষা সহজ। তাদের অবস্থা দু'রকম হতে পারে।

ক) মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান থাকা

খ) মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকা

মৃত ব্যক্তির ছেলে বা মেয়ে যে কোনো সন্তান থাকলে স্বামী পায় তার সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ ( $\frac{1}{4}$ )।

এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে এবং তার স্ত্রী বেঁচে থাকলে তার স্ত্রী পায় আট ভাগের এক ভাগ ( $\frac{1}{8}$ )।

মৃত ব্যক্তির কোনো ছেলে বা মেয়ে না থাকলে তার স্বামী পায় সম্পত্তির অর্ধেক ( $\frac{1}{2}$ )। পুরুষ হলে তার স্ত্রী পায় চার ভাগের এক ভাগ ( $\frac{1}{4}$ )।

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

তোমাদের স্ত্রীরা যা ছেড়ে যায় যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে তবে তোমরা তার অর্ধেক পাবে। আর যদি তাদের কোনো সন্তান থাকে তবে তোমরা পাবে চার ভাগের এক ভাগ। ..... তোমাদের সম্পত্তিতে তোমাদের স্ত্রীরা পাবে চার ভাগের এক ভাগ যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি সন্তান থাকে তবে তারা পাবে আট ভাগের এক ভাগ।

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর অংশ বাড়ী-কমা হবে কেবল সন্তান থাকা বা না থাকার উপর। এক্ষেত্রে সন্তান বলতে বোঝাবে, নিজের ছেলে-মেয়ে বা ছেলের ছেলে-মেয়ে বা ছেলের ছেলের ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি।

একজন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় একাধিক স্ত্রী থাকলে তারা সকলে স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত অংশে শরীক হয়। অর্থাৎ মৃতের সন্তান না থাকলে তারা সকলে মিলে চার ভাগের এক ভাগ পায়। আর সন্তান থাকলে পায় আট ভাগের এক ভাগ।

এছাড়া স্বামী বা স্ত্রীর মীরাহের ভিন্ন কোনো অবস্থা নেই। তবে অনেক সময় ওয়ারিছদের ভিড়ের কারণে তাদের কোনো কোনো মাসয়ালায় আওলের হিসাব অনুযায়ী তাদের অংশ কিছুটা কমে আসে। সে সম্পর্কে পৃথক একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

## খ. দ্বিতীয় স্তর তথা কালানা (كَلَانَا)

কালানার অর্থ সম্পর্কে আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে। কেউ কেউ বলেছেন, ভাষাভিত্তিকভাবে কালানা (كَلَانَا) শব্দের অর্থ হলো, চারপাশ থেকে ঘিরে ধরা। এই কারণে ফুলের মালাকে আরবীতে বলা হয় ইকলীল (إِكْلِيلٌ)। এখানে মৃতের পূর্বপুরুষ তথা বাবা-দাদা ও বংশধর তথা ছেলে, ছেলের ছেলে ইত্যাদি না থাকার কারণে তার বংশের চারিপাশের ওয়ারিছরা তথা ভাই-বোন ওয়ারিছ হওয়ার বিষয়টিকেই কালানা বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, কালানা অর্থ হলো, (نَبَاً وَضَعُفًا) দূর্বর্তী হওয়া বা দুর্বল হওয়া। [লিসানুল আরব] ইবনুল আরাবী رحمته উল্লেখ করেন, (ان الكلالة من بعد) যে সম্পর্কের দিক থেকে দূর্বর্তী হয় তাকে বলা হয় কালানা। [আহকামুল কুরআন] নিজের সন্তানের তুলনায় ভাই-বোনেরা যেহেতু অধিক দূর্বর্তী এবং মৃতের সাথে তাদের সম্পর্কও অপেক্ষাকৃত দুর্বল তাই তাদের কালানা বলা হয়।

এই হলো কালানা শব্দের ভাষাভিত্তিক অর্থ সম্পর্কে ওলামাগণের মন্তব্য। এ ছাড়া আরও অনেক মন্তব্য রয়েছে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার স্বার্থে আমরা তা উল্লেখ করা হতে বিরত থাকছি।

তবে সহজ কথায় বলা যায়, কালানা হলো মৃতের ভাই-বোনেরা তার ওয়ারিছ হওয়া। পবিত্র কুরআনে দুটি আয়াতে কালানা শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে সেখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}

যদি কোনো পুরুষ বা মহিলা কালানা হয় আর তার কোনো ভাই বা বোন থাকে তবে তাদের প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। যদি তার চেয়ে বেশি হয় তবে তারা তিন ভাগের এক ভাগে অংশ পাবে।

[নিসা/১২]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ ﷻ বলেন,

{يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ}

তারা আপনার নিকট কালালা সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলুন, আল্লাহ তোমাদের কালালা সম্পর্কে অবহিত করছেন। যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় আর তার কোনো সন্তান না থাকে তবে তার একটি বোন থাকে তবে সে পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। আর যদি কোনো পুরুষের বোনের কোনো সন্তান না থাকে তবে ঐ পুরুষ তার ওয়ারিছ হবে। যদি বোনের সংখ্যা দুই হয় তবে তারা পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ। আর যদি তারা নারী-পুরুষ মিশ্রিত হয় তবে পুরুষ পাবে নারীর দ্বিগুন। [নিসা/১৭৬]

আলেমরা একমত যে, প্রথম আয়াতে মা পক্ষীয় ভাইদের কথা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে আপন ভাই ও বাবা পক্ষীয় ভাইদের কথা বলা হয়েছে। অতএব, এই দুটি আয়াতের আলোকে আমরা বলতে পারি, কালালা হচ্ছে এমন অবস্থা যখন মৃতের ভাই-বোনেরা মৃতের ওয়ারিছ হয়।

এখন কোনো ব্যক্তি কখন কালালা হয় তথা তার ভাই-বোন কখন তার ওয়ারিছ হয় তা নিয়ে আলোচনা করবো। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে ব্যাপক মতপার্থক্য চলে আসছে। পরবর্তী যুগের আলেম ওলামারাও এ বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন। এ বিষয়ে তিনটি মত রয়েছে,

ক) কালালা হচ্ছে সে যার কোনো সন্তান নেই।

খ) কালালা হচ্ছে সে যার সন্তান নেই এবং পিতা নেই।

গ) কালালা সে যার কোনো সন্তান নেই এবং বাবা, দাদা ইত্যাদি কোনো পূর্বপুরুষ নেই।

উমর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, (الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ) কালালা হচ্ছে সে যার কোনো সন্তান নেই। [মুস্তাদরাকে হাকিম] হাদীসটিকে হাকিম ﷺ সহীহ বলেছেন। আজ-জাহাবী ﷺ তার সাথে একমত হয়েছেন। এ হিসেবে পিতা বেঁচে থাকতেও ভাই-বোনেরা মৃতের ওয়ারিছ হওয়া উচিত। তবে উমর ﷺ থেকে ভিন্নমতও বর্ণিত আছে। উপরে আমরা উল্লেখ করেছি ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, একাধিক ভাই-বোন থাকলে মা যখন তিন ভাগের এক ভাগের পরিবর্তে ছয় ভাগের এক ভাগ পায় তখন মা যে অংশ থেকে বঞ্চিত হয় তা ভাই-বোনেরা গ্রহণ করবে। এ মতেও পিতা বেঁচে থাকতে ভাই-বোনেরা অংশ পাচ্ছে। কিন্তু ওলামায়ে কিরামের নিকট এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে মোটামুটিভাবে উম্মতের সকল আলেম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, পিতা বেঁচে থাকতে কোনো পক্ষের ভাই-বোন মৃতের সম্পত্তিতে কোনো অংশ

পাবে না। অতএব এই মতটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা নিষ্পয়োজন। বরং পরবর্তী দুটি মতের উপর আলোচনা করাই শ্রেয়।

অনেকের এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে। তা হলো, মহান রব্বুল আলামীন কালার মীরাছ প্রসঙ্গে বলেছেন,

{إِنْ أَمْرُ هَٰذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}

যদি কেনো ব্যক্তি মারা যায় আর তার কোনো সন্তান না থাকে কিন্তু তার একটি বোন থাকে তবে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে .....। [নিসা/১৭৬]

এই আয়াতে তো কেবল সন্তান না থাকলেই বোন অর্ধেক পাবে এমন বলা হয়েছে। তাহলে যার সন্তান নেই তবে পিতা আছে তার ক্ষেত্রে ভাই-বোনকে অংশ দেওয়া হচ্ছে না কেনো?

এর সহজ উত্তর হলো, পবিত্র কুরআনে সকল বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়, তার বিস্তারিত বিধান উল্লেখ করা হয় না। পরবর্তীতে কোনো কোনো বিষয় রসুলুল্লাহ ﷺ নিজে ব্যাখ্যা করে দেন। আবার কোনো কোনো বিষয় সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দেন।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে উমর রাঃ বলেন,

{إِنِّي لَا أَدْعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «يَا عُمَرُ، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النَّسَاءِ»}

আমি আমার পরে কালারা অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু রেখে যাচ্ছি না। এ বিষয়ে আমি রসুলুল্লাহ ﷺ কে যত বেশি প্রশ্ন করেছি অন্য কোনো বিষয়ে তত বেশি প্রশ্ন করিনি। তিনিও এ ব্যাপারে আমার সাথে যত কঠোর আচরণ করেছেন অন্য কোনো ব্যাপারে তা করেন নি। এমনকি তিনি আমার বুকে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা মেরে বলেছেন, হে উমর সূরা নিসার শেষে গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াতটি কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়! [সহীহ মুসলিম]

দেখা যাচ্ছে, প্রশ্ন করার পরও রসুলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট করে উত্তর দেননি। বরং কালারা সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত থেকে চিন্তা-গবেষণা করে বিষয়টি বুঝে নিতে বলেছেন। কিন্তু বোঝায় যাচ্ছে, উমর রাঃ ঐ আয়াত থেকে স্পষ্ট কিছু বুঝতে সক্ষম হননি। এ থেকে বোঝা যায়, অনেক সময় শরীয়তে কোনো কোনো বিষয় কিছুটা অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় যাতে সেখানে আলেমদের চিন্তা-গবেষণা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

যাই হোক, উপরের আয়াতে সন্তান না থাকলে বোন অর্ধেক পাবে তা বলে দেওয়া হয়েছে। যারা চোখ-কান বুজে কেবল এই আয়াতটির উপর নির্ভর করতে চান তারা ভুল করবেন। কারণ, আয়াতটির সঠিক ব্যাখ্যা কি সেটা রসুলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবায়ে কিরামের মতামতের আলোকে জেনে নিতে হবে। যদি সাহাবায়ে কিরামের মতামতকে বাদ দিয়ে আয়াতটি বোঝার চেষ্টা করা হয় তবে এমন জটিলতার সৃষ্টি হবে যা থেকে বের হয়ে আসা কখনও সম্ভব হবে না।

উদাহরণস্বরূপ, কালিলা সম্পর্কে প্রথম আয়াতে বলা হচ্ছে, যদি তার কোনো ভাই-বোন থাকে তবে প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, দুয়ের বেশি হলে তারা তিন ভাগের অংশিদার হবে। অথচ শেষের আয়াতে বলা হচ্ছে, একটি বোন থাকলে অর্ধেক পাবে, দুটি হলে তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। ভাই-বোন এক সাথে হলে পুরুষ মেয়ের দ্বিগুন পাবে। এর মাঝে সমন্বয় কি হতে পারে?

সাহাবায়ে কিরাম বলেছেন, এখানে প্রথম আয়াত মা পক্ষীয় ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয় আয়াত আপন ও বাবা পক্ষের ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে। এটা কিন্তু আয়াতের কোথাও উল্লেখ নেই। ওলামায়ে কিরাম সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য বিনা বাক্যে গ্রহণ করেছেন। কারণ, তারাই কুরআনের আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে অধিক অবগত। এভাবে যে আয়াতে কেবল ভাই-বোন বলা হয়েছে সে আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কিরামের মতামতের আলোকে ভাই-বোনের সাথে মা পক্ষীয় বা বাবা পক্ষীয় এমন অতিরিক্ত বৈশিষ্ট যোগ করে নেওয়া যদি অসম্ভব না হয় তবে যেখানে বলা হচ্ছে সন্তান না থাকলে বোন অংশ পাবে সেখানে ব্যাখ্যা হিসেবে সাহাবায়ে কিরামের মতামতের আলোকে সন্তান ও পিতা এমন বুঝে নিতে বুদ্ধিমানের কষ্ট হওয়ার কথা নয়। যেহেতু কুরআনের আয়াতে অনেক কিছুই সরাসরি উল্লেখ থাকে না, বরং বুঝে নিতে হয়। তবে সেই ব্যাখ্যা যে কেউ করলে হয় না বরং কুরআন-হাদীস সম্পর্কে যারা অধিক জ্ঞানী তথা সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের নিকটবর্তী যুগের বরণ্য ওলামায়ে কিরাম এসব আয়াতের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা রাখেন।

এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহান রব্বুল আলামীন বলেন, সন্তান না থাকলে বোন ওয়ারিছ হয়। অথচ সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ﷺ নিজে মেয়ে সন্তানের সাথে বোনকে আসাবা হিসেবে অংশ দিয়েছেন। পূর্বে আমরা এ হাদীস উল্লেখ করেছি। এ থেকে আলেমরা প্রমাণ করেছেন, পুত্র সন্তান না থাকলে ভাই-বোন মৃতের ওয়ারিছ হতে পারে। দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ বললেন সন্তান আর আলেমরা তার ব্যাখ্যায় বলছেন পুত্র সন্তান এটাও কিন্তু কুরআনের আয়াতের বিপরীতে যাওয়া নয় বরং কুরআন ও হাদীসের সাথে সমন্বয় করে সঠিক ব্যাখ্যা।

সবশেষে আরও একটি উদাহরণ উল্লেখ করতে চাই। মীরাছের আলোচনায় মহান রব্বুল আলামীন বারবার বলেছেন, (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ) “ওসিয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর।”

অর্থাৎ মৃতের যা ওসিয়ত আছে এবং যে ঋণ আছে তা পরিশোধ করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা তার ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, ওসিয়ত ও ঋণের মধ্যে কোনটি আগে আদায়

করতে হবে। উদাহরণরূপ, যদি কারো সম্পত্তি থাকে পঞ্চাশ হাজার, ঋণ থাকে পঞ্চাশ হাজার আর ওসিয়ত থাকে এক হাজার। এখন ঋণ পরিশোধ করতে গেলে তার ওসিয়ত আর আদায় করা হয় না, আর ওসিয়ত আদায় করলে ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ হয় না। আয়াতে ওসিয়তের কথা আগে বলা হয়েছে। এ হিসেবে কেউ বলতে পারে, এখানে আগে ওসিয়ত আদায় করে পরে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু এর মাধ্যমে পাওনাদাররা বঞ্চিত হয়। তাই আলেমরা বলেছেন, ঋণ আগে পরিশোধ করতে হবে, ওসিয়ত পরে। কিন্তু আয়াতে ওসিয়ত আগে কেনো বলা হলো এর ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন, যেহেতু ঋণের পাওনাদার রয়েছে যারা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ছাড়বে না। অতএব ঋণ পরিশোধের তগাদা এমনভাবেই যথেষ্ট শক্তিশালী রয়েছে। কিন্তু ওসিয়ত যার জন্য করা হয় এটা তার পাওনা নয় বরং দয়া পরবশ করা হয়। তাই তার দাবী অপেক্ষাকৃত দুর্বল। একারণে মানুষ এ ব্যাপারে অবহেলা করতে পারে এমন আশঙ্কায় ওসিয়তের কথা আগে বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে ওসিয়ত পূর্ণ করাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই আয়াতেও আমরা বলতে পারি। সন্তান না থাকলে ভাই-বোন মিরাহ্ পাবে যে আয়াতে বলা হয়েছে সেখানে আসলে বাবা-মা অথবা বাবা পক্ষের ভাইদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত। এখন বাবা বেঁচে থাকতে তার সন্তানরা যে মিরাহ্ পাবে না এটা মিরাহ্‌র বিধানে একটি স্বাভাবিক বিষয়। যেহেতু কোনো ব্যক্তি যার মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত সে বেঁচে থাকতে ঐ ব্যক্তি অংশ না পাওয়াটা সাধারণ নীতি। যেমন, ছেলে বেঁচে থাকতে ছেলের ছেলে পায় না এবং বাবা বেঁচে থাকতে দাদা সম্পত্তি পায় না ইত্যাদি। এ নীতির উপর ভিত্তি করে বেশিরভাগ আলেম এমনকি বাবার মাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন। অথচ সে মায়ের ভাগ গ্রহণ করে, বাবার ভাগ নয়। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অতএব, বাবা বেঁচে থাকতে বাবার সন্তানরা মিরাহ্ পাবে না এটা সাধারণ কiyাসের মাধ্যমেই জেনে নেওয়া সম্ভব। তাই তা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু যখন বাবা বেঁচে নেই তবে মৃতের ছেলে বেঁচে আছে তখন মৃতের ভাই-বোনেরা মিরাহ্ পাবে কিনা সে বিষয়টি অন্য কোনো বিধানের আলোকে কiyাস করে জেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই আয়াতে তা সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে।

মোটকথা, বাবা বেঁচে থাকতে ভাই-বোনেরা কোনো অংশ পাবে না এ ব্যাপারে সকল সাহাবায়ে কিরাম ও আলেম-ওলামা মোটামুটিভাবে একমত হওয়ার কারণে এখানে উক্ত আয়াত উল্লেখ করে ভিন্নমত পোষণের কোনো সুযোগ নেই। বরং এখানে উক্ত আয়াতের ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা আছে বলেই সাহাবায়ে কিরাম এমন মত দিয়েছেন এমন বলাই অধিক সঙ্গত।

ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, তাকে কালিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, (مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَلَدٌ) যার সন্তান নেই এবং পিতা নেই। এটা শুনে এক ব্যক্তি উপরের আয়াতটি তেলোয়াত করলে তিনি তাকে ধমক দিলেন। [বাইহাকী, সুনানে কুবরা]



যারা সাহাবায়ে কিরাম ও ওলামায়ে কিরামের মতামত না জেনে, কিছু না ভেবে, সর্বক্ষেত্রে সরাসরি কুরআনের আয়াতের উপর আমল করতে চান তাদের জন্য এই হাদীসে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

এ কারণে ইবনুল আরবী رحمہ اللہ বলেছেন,

{وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فَضْلِ الْفَرَايِضِ وَالْكَلَامِ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهَا تَبْهَتْ مُنْكَرِي الْفَيَاسِ}

ফারায়েজের ফজিলত প্রমাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এর মাধ্যমে যারা কিয়াস অস্বীকার করে তারা লা জওয়াব হয়ে যায়। [আহকামুল কুরআন]

এই আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, প্রথম মতটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এখন আমরা পরের মতগুলো দেখবো।

দ্বিতীয় মতের আলোকে সন্তান বা পিতা বেঁচে থাকলে ভাই-বোনেরা মৃতের ওয়ারিছ হয় না। কিন্তু দাদা, দাদার বাবা ইত্যাদি পূর্বপুরুষ বেঁচে থাকলে তারা ওয়ারিছ হবে। ইবনে কুদামা رحمہ اللہ বলেন,

{وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- يُورَثُونَهُمْ مَعَهُ، وَلَا يَخْبُونَهُمْ بِهِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ؛ لِأَنَّ الْأَخَ ذَكَرَ يُعَصَّبُ أُخْتُهُ، فَلَمْ يُسْقِطْهُ الْجَدُّ، كَالْإِنِّ}

আলী ইবনে আবি তালীব, ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে ছাবিত رحمہم اللہ ভাই-বোনদের দাদার সাথে ওয়ারিছ করতেন। দাদার কারণে তাদের বধিওত করতেন না। ইমাম মালিক, আওয়ায়ী, ইমাম শাফেয়ী, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ প্রমুখের মত এটাই। [আল-মুগনী]

পরবর্তীতে তিনি উল্লেখ করেছেন, আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতও এটা। অর্থাৎ মাজহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটি মাজহাবের মত হলো এমন। কেবল হানাফী মাজহাব ছাড়া। তবে ইমাম আবু হানিফার দুই ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের নিকট গ্রহণযোগ্য মতও এটাই। এমনকি ইবনে আবেদীন رحمہ اللہ ফতোয়ায় শামীতে উল্লেখ করেন, হানাফী মাজহাবের কোনো কোনো আলেম বলেছেন, (قَوْلُهُمَا وَالْفَتَوَى عَلَى) “এ বিষয়ে এই দুই ইমামের মতের উপরই ফতোয়া দিতে হবে।” যদিও হানাফী মাজহাবের মূল ফতোয়া তৃতীয় মতটির উপর।

এ থেকে বোঝা যায়, জমহুর আলেম মীরাছের ক্ষেত্রে এই মত পোষণ করেছেন।

ইবনে হযার আসকালানী رحمہ اللہ বলেন,

{وَقَدْ أَخَذَ بِقَوْلِهِ جُمُهُورُ الْعُلَمَاءِ وَتَمَسَّكُوا بِحَدِيثِ أَفْرَضَكُمْ زَيْدٌ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ}



এ বিষয়ে যায়েদ ইবনে ছাবিতের মতই বেশিরভাগ আলেম গ্রহণ করেছেন। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ফারায়েজবিদ হলো যায়েদ। এটা হাসান হাদীস। [ফাতহুল বারী]

শেষের মতে বাবা, দাদা, দাদার বাবা ইত্যাদি যে কোনো পূর্বপুরুষ বেঁচে থাকলে মৃতের ভাই-বোনেরা ওয়ারিছ হবে না। এটা প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক ﷺ এর মত। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের মতও এটা। উসমান ইবনে আফফান, উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুয়াজ ইবনে জাবাল প্রমুখ সাহাবা হতেও এ মত বর্ণিত আছে। [আল-মুগনী]

ইমাম আবু হানীফার মতও এটা। তবে ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফ এ বিষয়ে তার সাথে দ্বিমত করেছেন এবং দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করেছেন। হানাফী মাজাহের বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরামের নিকট এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার মতটিই গ্রহণযোগ্য।

এ বিষয়ে ব্যাপক দ্বিমতের কারণে এবং কুরআন-হাদীসে এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট দলীল প্রমাণ না থাকার কারণে ওলামায়ে কিরাম মাসয়ালাটিকে খুব জটিল মনে করেছেন। ইবনে আবেদীন ﷺ বলেন, (وَهُوَ مِنْ) “এই মাসয়ালাটি ফারায়েজের অধ্যায়ে সর্বাপেক্ষা জটিল মাসয়ালা।” [ফতোয়ায়ে শামী] আত-তুরী ﷺ বাহরুর রায়েকের তাকমিলাতে উল্লেখ করেন,

وَاخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا فِي الْفُتَوَى فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ فَاِمْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنَ الْفُتَوَى أَصْلًا لِكَثْرَةِ الْاِخْتِلَافِ

আমাদের (হানাফী মাজহাবের) মাশায়েখরা দাদার মাসয়ালাতে ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। কেউ কেউ এ বিষয়ে আদৌ কোনো ফতোয়া দিতে চাননি। যেহেতু এ ব্যাপারে ব্যাপক দ্বিমত রয়েছে।

ইবনে আবী শায়বা ﷺ তার মুছান্নাফে বর্ণনা করেন, আলী ﷺ কে কোনো মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টন করে দিতে বলা হলে তিনি বললেন, (هات إن لم يكن فيها جد) “যদি দাদা না থাকে তবে নিয়ে এসো।”

তিনি আরও বর্ণনা করেন, কাজী শুরাইহের কাছে কোনো একজন ব্যক্তি দাদার মাসয়ালা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তার নিকটে থাকা একজন ব্যক্তি বলল, (إنه لا يقول في الجد شيئاً) “উনি দাদা সম্পর্কে কিছুই বলেন না।”

উমর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন,

{ثَلَاثٌ لَّأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا}

তিনটি বিষয় যদি রসুলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে বলে যেতেন তবে তা সারা দুনিয়া অপেক্ষা আমার নিকট বেশি প্রিয় হতো।

এরপর তিনি শুরুতেই কালালার কথা উল্লেখ করেন। [ইবনে মাযা]

এছাড়া হাদীসটি হাকিম তার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ। আজ-জাহাবী رحمہ اللہ তার সাথে একমত হয়েছেন।

এ থেকে প্রমাণিত হয়, দাদা ও ভাইদের মিরাহের ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল ও কঠিন একটি বিষয়। সে কারণে বরণ্য ওলামায়ে দ্বীন এই মাসয়ালায় কোনো রায় দিতে ভয় করতেন। কিন্তু সম্পত্তি বণ্টন করার খাতিরে শেষ পর্যন্ত তাদের চিন্তা-ভাবনা করে রায় দিতেই হতো। বর্তমানেও দিতে হবে। সেক্ষেত্রে রায়টি ভুল ঠিক যায় হোক তার কারণে আল্লাহ পাকড়াও করবেন না। বরং একটি সওয়াব হবে। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

{إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ}

যদি কেউ চিন্তা-ভাবনা করে রায় দেয় আর তার রায় ঠিক হয় তবে তার দুটি সওয়াব। আর যদি সে চিন্তা-ভাবনা করে রায় দেয় আর তার রায় ভুল হয় তবে তার একটি সওয়াব। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

এই আশা বুকে বেধেই আমরা এই মাসয়ালাতে সামনে অগ্রসর হবো। উপরে আমরা বলেছি, শায় মত পরিত্যাগ করলে এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের নিকট ফতোয়ার যোগ্য মত মাত্র দুইটি।

ক. দাদার মাধ্যমে সকল পক্ষের ভাই-বোনদের বণ্ণিত করা।

খ. দাদা বেঁচে থাকতেও আপন ভাই-বোন ও বাবা পক্ষীয় ভাই-বোনদের সম্পত্তিতে অংশ দেওয়া।

মা পক্ষীয় ভাই-বোনেরা দাদা বেঁচে থাকতে মৃতের সম্পত্তিতে অংশ পাবে না এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত হয়েছেন। ইবনে কুদামা رحمہ اللہ বলেন,

{اِخْتَلَفُوا فِي الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبْنَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي إِسْقَاطِهِ بَيْنِ الْإِخْوَةِ وَوَلَدِ الْأُمِّ، ذَكَرَهُمْ وَأُنْثَاهُمْ}

দাদা বেঁচে থাকতে আপন ভাই-বোন ও বাবা পক্ষীয় ভাই-বোনেরা মীরাছ পাবে কিনা সে ব্যাপারে আলেমরা দ্বিমত করেছেন। কিন্তু (দাদা বেচে থাকলে) ভায়ের ছেলেরা এবং মা পক্ষীয় ভাই-বোনেরা যে মীরাছ পাবে না সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। [আল মুগনী]

তাহলে দ্বিমত কেবল আপন ভাই-বোন ও বাবাপক্ষীয় ভাই-বোনের ক্ষেত্রে। এখন আমরা এ বিষয়ে উভয় পক্ষের দলীল-প্রমাণসমূহ উল্লেখ করবো। প্রথমেই পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলবো, এখানে দলীল-প্রমাণ হিসেবে স্পষ্ট কোনো আয়াত বা হাদীস পাওয়া যায় না। বরং ফারায়েজের অন্যান্য মাসয়ালায় সাথে কিয়াস ও চিন্তা-গবেষণাই এ বিষয়ে একমাত্র দলীল। ইবনে আবেদীন رحمہ اللہ তার হাশিয়াতে বলেন,

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ عَدَمُ النَّصِّ فِي إِرْثِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - بَعْدَ اخْتِلَافٍ كَثِيرٍ

এ বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণ ভাই-বোনদের সাথে দাদার মীরাছ কেমন হবে সে ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। বরং এটা সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদ (চিন্তা-গবেষণা) এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। তারাও আবার অনেক মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়েছেন।

এখন আমরা দেখবো এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী যুগের ওলামায়ে দ্বীন কি ধরনের যুক্তি-প্রমাণ উত্থাপন করেছেন।

এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, মা পক্ষীয় ভাই-বোনদের মতোই দাদা আপন ও বাবা পক্ষীয় ভাই-বোনদের বঞ্চিত করবে। তাদের পক্ষে যুক্তি হলো,


ক. কুরআন হাদীসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির পূর্বপুরুষকে তার বাবা হিসেবে সম্মোদন করা হয়েছে। যেমন আদম عليه السلام কে মানব জাতির পিতা বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এর নিকট কোনো ব্যক্তি দাদার মাসয়ালা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, (أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ) তোমার আদি পিতা কে? সেই ব্যক্তি কিছুই বলতে পারলো না। তখন পাশ থেকে একজন বলল, আদম عليه السلام। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বললেন, এজন্যই তো আল্লাহ বলেছেন, হে আদম সন্তান। [মুহাম্মাফে ইবনে আবি শায়বা] এমন অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে যেখানে পূর্বপুরুষদের পিতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ থেকে অনেকে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে, মীরাছের ক্ষেত্রে দাদা, দাদার বাবা ইত্যাদি পূর্বপুরুষরা মৃতের পিতার স্থান দখল করবে।

এই যুক্তি খুব একটা শক্ত মনে হয় না। কারণ, অন্য স্থানে কাউকে পিতা বলে সম্মোদন করা হলেও সে মীরাছের ক্ষেত্রে পিতা হিসেবে গণ্য হবে এ দাবী সঠিক নয়। উদাহরণস্বরূপ, বিবাহ ও পর্দার বিধানে কোনো ব্যক্তির নানা তার পিতা হিসেবে গণ্য তাই নানার সাথে বিবাহ হারাম এবং নানার সাথে পর্দার বিধানে শিথিলতা আছে। কিন্তু মীরাছের বিধানে নানা পিতা হিসেবে গণ্য নয়। এমনকি আসাবা হিসেবেও গণ্য নয়।

খ. মীরাছের বেশ কিছু বিধানে দাদার সাথে পিতার সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, সন্তান থাকা অবস্থায় পিতা ছয় ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে দাদাও তাই করে। বাবা কোনো কোন মাসয়ালাতে একবার নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে ছয় ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে পরে আবার আসাবা হিসেবে বাকী অংশ গ্রহণ করে, দাদাও তা করে। অতএব এক্ষেত্রেও দাদা বাবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে সেটাই স্বাভাবিক।

এর বিপরীতে বলা যায়, বেশ কিছু ক্ষেত্রে দাদা বাবার ভূমিকায় অবতীর্ণ না হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ মোটামুটিভাবে একমত হয়েছেন। যেমন, বাবা থাকলে কোনো কোনো মাসয়ালায় মা মূল সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ না পেয়ে বাকী সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পায়। কিন্তু বাবার স্থানে দাদা হলে প্রাই

সকল আলেমের মতে এখানে মা মূল সম্পত্তি হতেই তিন ভাগের এক ভাগ পায়। তাছাড়া বেশিরভাগ আলেম বলেছেন, বাবা বেঁচে থাকলে দাদী ওয়ারিছ হবে না। কিন্তু দাদা বেঁচে থাকলে তারা দাদীকে ওয়ারিছ করেছেন। এভাবে বেশ কিছু মাসয়লায় দাদাকে বাবার স্থানে গণ্য করা হয়নি। তাছাড়া মায়ের মীরাছের সাথে দাদী/নানীর মীরাছের অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তবু দাদী/নানী-কে মীরাছের বিধানে পরিপূর্ণভাবে মায়ের স্থানে গণ্য না করার ব্যাপারে আলেমরা মোটামুটিভাবে একমত হয়েছেন। পিতার সাথে দাদার সাদৃশ্যের বিষয়টিও অনুরূপ হতে পারে।

গ. পবিত্র কুরআনে কালারা সম্পর্কে দুটি আয়াত রয়েছে। একটি মা পক্ষের ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে অন্যটি আপন ভাই-বোন ও বাবা পক্ষের ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে। মা পক্ষের ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে সকলে একমত যে, দাদা তাদের বঞ্চিত করবে। সেই কিয়াসে বলা যায়, অন্য ভাইদেরও দাদা বঞ্চিত করবে। যেহেতু দুটিই কালারার বিধান আর তাই একটির সাথে অন্যটির মিল থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আবু বকর আল জাসাসাস  আহকামুল কুরআনে এই যুক্তি পেশ করেছেন।

বলা বাহুল্য যে এই যুক্তিটি অতীব সুন্দর। যেহেতু একই বিধানের একটি ক্ষেত্রে কোনো একটি বিধান প্রমানিত হলে অন্য ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করাটা সাধারণ কিয়াসের দাবী যতক্ষণ না ভিন্ন কোনো দলীল পাওয়া যায়। অতএব কালারার বিধানে মা পক্ষের ভাইদের ক্ষেত্রে যেহেতু দাদা পিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ভাই-বোনদের বঞ্চিত করছে। অতএব আপন ভাই-বোন ও বাবা পক্ষীয় ভাই-বোনদের ব্যাপারেও দাদা একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এটাই স্বাভাবিক। যতক্ষণ না ভিন্ন কোনো দলীল থাকে।

এ যুক্তিটি অবশ্য এভাবে খন্ডায়ন করা যায় যে, এ ক্ষেত্রে মায়ের পক্ষের ভাই-বোনদের সাথে আপন ভাই-বোন ও বাবা পক্ষীয় ভাই-বোনদের পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের প্রমাণ হলো, কালারা মীরাছ পাওয়ার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে সন্তান অনুপস্থিত থাকা শর্ত করা হয়েছে। সে হিসেবে মৃতের কোনো মেয়ে থাকলে অন্য কোনো ওয়ারিছ না থাকলেও মা পক্ষীয় ভাই-বোন কোনো সম্পত্তি পায় না। কিন্তু আপন বোন বা বাবা পক্ষীয় বোন থাকলে সে মৃতের কন্যার সাথে আসাবা হিসেবে সম্পত্তিতে অংশ পায়। যেহেতু এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত আছে।

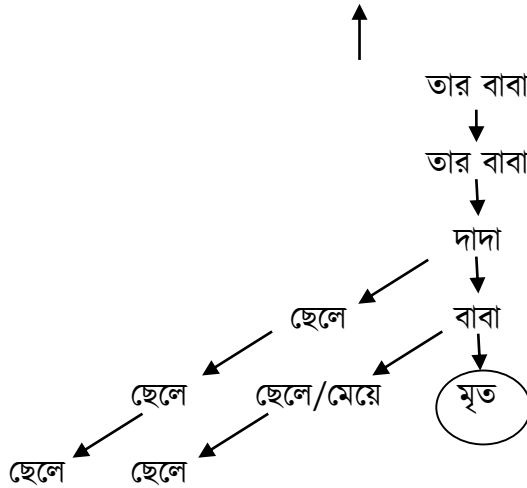
আবু বকর আল-জাসাসাস এর উত্তরে বলেন, এখানে না পাওয়াটাই কিয়াসের দাবী ছিলো। কিন্তু এ বিষয়ে পৃথক দলীল থাকার কারণেই তারা পাচ্ছে। দাদার ক্ষেত্রে এধরনের কোনো প্রমাণ নেই। তাই তার ব্যাপারে এ কিয়াস প্রযোজ্য হচ্ছে না।

তার এই উত্তর যৌক্তিক। তবে এখানে সুস্পষ্ট একটি বিষয় রয়েছে আর তা হলো, কিয়াস প্রযোজ্য হয় এমন দুটি বিষয়ের মাঝে যেখানে দুটিই সমান শক্তিশালী বা যার সাথে কিয়াস করা হচ্ছে সে বেশি শক্তিশালী। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, আপন ভাই-বোন বা বাবা পক্ষীয় ভাই-বোনেরা মা পক্ষীয় ভাই-বোনদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। দাদার কারণে মা পক্ষীয় ভাই-বোন বঞ্চিত হয়। অতএব আপন ভাই-বোনও

বঞ্চিত হবে এমন দাবী করা যৌক্তিক হয় না। বরং যদি দাদার কারণে আপন ভাই বা বাবা পক্ষের ভাই বঞ্চিত করার প্রমাণ থাকতো তবে বলা যেতো যেহেতু আপন ভাই বা বাবা পক্ষীয় ভাই দাদার মাধ্যমে বঞ্চিত হচ্ছে অতএব মা পক্ষীয় ভাই-বোন তো অবশ্যই বঞ্চিত হবে।

তাছাড়া উভয় আয়াতে মা পক্ষীয় ভাই-বোন ও বাবা পক্ষীয় ভাই-বোনদের মীরাছের পদ্ধতিতে বহু সংখ্যক কিছু পার্থক্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। একারণে একটির বিধানকে অন্যটির উপর কiyাস করার খুব একটা সুযোগ থাকে না। উপরোক্ত হাদীসে মেয়ে সন্তান থাকা অবস্থায় মা পক্ষীয় ভাই-বোন বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও বাবাপক্ষীয় বোন মীরাছ পাওয়ার মাধ্যমে এই পার্থক্য আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। সুতরাং দাদা মা পক্ষীয় ভাই-বোনকে বঞ্চিত করে অতএব আপন ভাই-বোনকেও বঞ্চিত করবে এমন দাবী করার শক্ত কোনো ভিত্তি থাকে না।

ঘ. মৃতের দাদা বেঁচে থাকতে বাবার সন্তান তথা ভাই-বোনদের অংশ দিলে দাদার বাবা বেঁচে থাকতে দাদার সন্তান তথা চাচাদের অংশ দেওয়া উচিত। কিন্তু সবাই একমত যে, মৃতের যে কোনো দূরবর্তী পূর্ব পুরুষ বেঁচে থাকলে নিকটবর্তী কোনো চাচা ওয়ারিছ হবে না। অতএব ভাইদের ক্ষেত্রেও এমন হওয়া উচিত। নিচের ছকের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো,



ছকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, লম্বা সারিতে একজন মৃত ব্যক্তির বাবা, দাদা, তার বাবা, তার বাবা এভাবে চলতেই আছে। পাশে দেখানো হয়েছে মৃত ব্যক্তির বাবার ছেলে/মেয়ে তথা মৃত ব্যক্তির ভাই-বোনদের, তার

নিচে তার ভাইয়ের ছেলে। আর একটু উপরে মৃত ব্যক্তির দাদার ছেলে তথা মৃত ব্যক্তির চাচা এবং তার চাচার ছেলে তার ছেলে ইত্যাদি।

এখন যারা দাদার কারণে বাবার ছেলে তথা মৃতের ভাই-বোনদের বঞ্চিত করার পক্ষে নয় তাদের বলা উচিত দাদার বাবা বেঁচে থাকলে দাদার ছেলে তথা মৃতের চাচাকে বঞ্চিত করা হবে না। কিন্তু সকলে একমত যে, কেবল মৃতের ভাই-বোন ছাড়া পাশের সকল আত্মীয় লম্বা সারির যে কোনো পূর্ব পুরুষের মাধ্যমে বঞ্চিত হবে। এমনকি যদি ধরে নিই মৃতের দশ কি বারো নং পূর্বপুরুষ বেঁচে আছে তবে তার মাধ্যমে মৃতের নিজের দাদার সন্তান বঞ্চিত হবে এবং মৃতের ভাইয়ের ছেলেরাও তার মাধ্যমে বঞ্চিত হবে। এভাবে পাশের সকলেই যখন বঞ্চিত হচ্ছে তখন ভাই-বোনেরাই বা কেনো বঞ্চিত হবে না?

এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর হলো, পাশের অন্য সকল ওয়ারিছদের সাথে ভাই-বোনদের বিশেষ একটা পার্থক্য আছে। যা সুস্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে এবং যে ব্যাপারে সকল আলেম একমত। আর তা হলো, ঐ সকল ওয়ারিছদের মধ্যে কেবল মৃতের ভাই-বোন তার নিজ সন্তানদের মতো নারী-পুরুষ উভয়ে মৃতের সম্পত্তিতে অংশ পায় এমনকি কোনো ভাই ছাড়াই কেবল বোন থাকলেও নিজের মেয়ের মতোই একজন অর্ধেক আর একাধিক হলে তিন ভাগের দুই ভাগ অংশ পায়। চাচা বা চাচার ছেলেরা মৃতের সম্পত্তিতে এভাবে অংশ পায় না। বরং তারা যখন মীরাছ পায় তখন তাদের মধ্যে কেবল পুরুষরা মীরাছ পায় মহিলারা নয়। এ ব্যাপারে সমস্ত আলেম একমত। অতএব পাশের ওয়ারিছদের মধ্যে ভাই-বোনকে আলাদাভাবে গণ্য করার যৌক্তিক কারণ রয়েছে। একারণে চাচা, চাচার ছেলে, ভাইয়ের ছেলে ইত্যাদি সবাইকে দাদা বঞ্চিত করবে এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত হওয়া সত্ত্বেও বেশিরভাগ আলেম বলেছেন, ভাই-বোনকে দাদা বঞ্চিত করতে পারবে না। অন্যান্য ওয়ারিছদের সাথে ভাই-বোনের পার্থক্যকে বিবেচনায় আনলে এই সিদ্ধান্ত যৌক্তিকই মনে হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে ইবনে কুদামা বলেন,

{لَا نَ الْأَخَ ذَكَرَ يُعَصِّبُ أَخْتَهُ، فَلَمْ يُسَوِّطْهُ الْجَدُّ، كَالْأَبْنِ}

যেহেতু ভাই মৃতের ছেলের মতোই তার বোনকে আসাবা করে তাই দাদা তাকে বঞ্চিত করতে পারে না।

[আল-মুগনী]

ঙ. দাদার মীরাছ ভাই-বোনদের মীরাছ অপেক্ষা শক্তিশালী। যেহেতু অনেক সময় পিতার অবর্তমানে দাদা-বেঁচে থাকলে ভাই-বোনেরা সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু পিতার অবর্তমানে দাদাকে কেউ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কারো মা, দাদা আর দুই মেয়ে এবং আপন ভাই-বোন আছে। এই মাসয়ালাই দুই মেয়ে সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ, মা ছয় ভাগের এক ভাগ আর দাদা ছয় ভাগের এক ভাগ পায় কিন্তু ভাই-বোনেরা বঞ্চিত হয়। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, দাদা ভাই-বোন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। অতএব দাদা ভাই-বোনকে বঞ্চিত করে দেবে।

এর উত্তরে বলা যায়, এভাবে শক্তির পরিমাপ করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, ছেলে বর্তমান থাকতে ছেলের ছেলে মীরাছ পায় না। কিন্তু দাদা পায়, দাদী/নানি পায়। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, ছেলের ছেলে অপেক্ষা দাদা বা দাদী/নানী অধিক শক্তিশালী ওয়ারিছ। তাছাড়া কেউ কারো চেয়ে অধিক শক্তিশালী এর অর্থ সর্বাবস্থায় এমন নয় যে, শক্তিশালী ওয়ারিছ দুর্বলকে বঞ্চিত করবে। বরং এর অর্থ হলো, দুর্বল ওয়ারিছ তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। বরং হয়তো তারা দুজন এক সাথে ওয়ারিছ হবে। যেভাবে মীরাছের সকল মাসয়ালায় ছেলে-মেয়ে, বাবা-মা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ওয়ারিছ একত্রে মিলে মীরাছ পায়। সুতরাং দাদা শক্তিশালী অতএব ভাই-বোনকে বঞ্চিত করবে এই যুক্তি সঠিক নয়। বরং বলা উচিত দাদা শক্তিশালী তাই ভাই-বোন তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। এই মাসয়ালায় অবস্থা এমনই। যেহেতু কেউ বলছে না যে, ভাই-বোন দাদাকে বঞ্চিত করবে। বরং কথা হচ্ছে তারা দাদার সাথে মিলে ওয়ারিছ হবে কিনা সে ব্যাপারে।

চ. অনেকে বলেছেন, যেহেতু ছেলের ছেলে ছেলে বলে গণ্য হচ্ছে এবং ছেলের মতোই ছেলের ছেলেও ভাই-বোনকে বঞ্চিত করছে। বাবার বাবাও বাবা বলে গণ্য হবে এবং ভাই-বোনকে বঞ্চিত করবে। ইবনে আব্বাস রা বলেন,

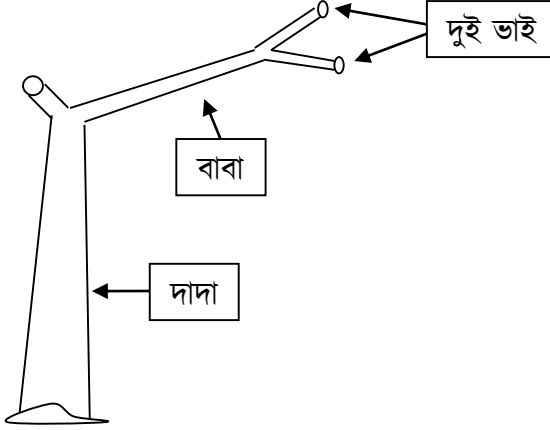
{إِثْنِي ابْنُ ابْنِي ثُونَ إِخْوَتِي، وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي}

আমার ছেলের ছেলে আমার ভাইদের বঞ্চিত করে আমার ওয়ারিছ হবে আর আমি (তার ভাইদের বঞ্চিত করে) তার ওয়ারিছ হতে পারবো না? [বোখারী]

বাস্তব কথা হলো, এই যুক্তিটিও পরিপূর্ণ সঠিক মনে হয় না। কেননা মীরাছের ক্ষেত্রে যে যার ওয়ারিছ হচ্ছে তাকে ঐ ব্যক্তির ওয়ারিছ হতে হবে এটা শর্ত নয়। আরও অগ্রসর হয়ে যে যেভাবে যার ওয়ারিছ হচ্ছে ঐ ব্যক্তিও ঐভাবে তার ওয়ারিছ হতে হবে এমন শর্ত করা আরও বেশি অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, ছেলের ছেলে সম্পত্তিতে যতটুকু অংশ পায়, বাবার বাবা তথা দাদা কি ততটুকু পায়? নিশ্চয় তা পায় না। অতএব ছেলের ছেলে ভাই-বোনদের বঞ্চিত করে সম্পূর্ণ সম্পত্তি দখল করে তাই দাদাও তাই করবে এটা সঠিক যুক্তি বলে মনে হয় না।

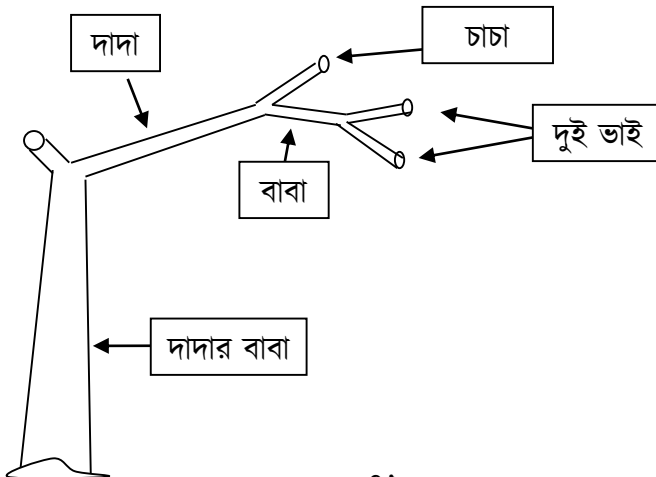
এই হলো তাদের পক্ষের যুক্তি যারা দাদার মাধ্যমে ভাই-বোনদের বঞ্চিত করার পক্ষে। এখন আমরা দেখবো বিরোধী পক্ষের যুক্তিগুলো।

ক) এ বিষয়ে যায়েদ ইবনে ছাবিত রা একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। মুহাম্মাফে আব্দুর রাজ্জাকে বর্ণনা করেন, যায়েদ ইবনে ছাবিত রা বলেন, যদি একটি গাছ থেকে একটি ডাল বের হয় পরে এই ডালটি থেকে দুটি ডাল বের হয়। এই দুটি ডাল গাছের গুড়ি থেকে বহু দূরে কিন্তু তারা পরস্পরের অতি নিকটবর্তী। এখানে তিনি গাছের গুড়ি বলতে বুঝিয়েছেন দাদাকে আর দুটি ডাল বলতে দুই ভাইকে বুঝিয়েছেন।



এখানে যেভাবে গুড়ি হতে প্রথমে একটি ডাল বের হয় পরে সেই ডাল থেকে আবার দুটি ডাল বের হয় তেমন দাদার ঔরোসে বাবার জন্ম হয় পরে বাবার ঔরোসে দুই ভাইয়ের জন্ম হয়। এ হিসেবে দুই ভাই একে অপরের যতটা নিকটে গাছের গুড়ি তথা দাদা তার চেয়ে অনেক দূরে। অতএব মৃতের ভাইকে বঞ্চিত করে দাদা তার সম্পত্তিতে অংশ পেতে পারে না। আলী রা এর কাছাকাছি একটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি গাছের পরিবর্তে একটি নদী এবং নদী হতে আরও শাখা নদী বের হওয়ার উদাহরণ দিয়েছেন। অর্থাৎ উভয়ের মূল বক্তব্য একই।

এই সব যুক্তির ব্যাপারে বলা যায়, এভাবে হিসাব করলে দাদার ছেলে তথা চাচা দাদার বাবা অপেক্ষা বেশি নিকটবর্তী প্রমাণিত হয়।





চিত্রে দেখা যাচ্ছে নিচের গুড়িটি হতে একটি ডাল জন্মেছে। সেখান থেকে আবার দুটি ডাল জন্মেছে। সেই ডালটি থেকেও দুটি ডাল জন্মেছে। এখন নিচের গুড়িটি দাদার বাবা, তার উপরেরটি দাদা, পরের দুটির একটি বাবা ও অন্যটি চাচা। শেষের ডাল দুটি দুই ভাই। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, নিচের গুড়ি তথা দাদার বাবা অপেক্ষা মৃতের চাচা মৃতের অধিক নিকটবর্তী। এ স্থলে দাদার বাবার পরিবর্তে তার বাবা, তার বাবা এভাবে কয়েক পুরুষ দূরে গেলে দুরত্ব আরও অধিক হতো তাতে সন্দেহ নেই। তবু সকলে এক মত যে, দাদার বাবা, তার বাবা, তার বাবা ইত্যাদি কোনো পূর্বপুরুষ বেঁচে থাকলে চাচা ওয়ারিছ হয় না। এ থেকে বোঝা যায়, এই উদাহরণের মাধ্যমে যে ধরনের নৈকট্য তুলে ধরা হয়েছে মীরাছের মাসয়ালায় তা বিবেচনার যোগ্য নয়। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

খ) এখানে কেউ কেউ মৃতের সন্তানদের সাথে ভাই-বোনদের মীরাছের বিধানে যেসব মিল আছে সেগুলো উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। যেমন ভাই-বোনদের মধ্যে পুরুষরা মেয়েদের আসাবা করে। মেয়েরা একজন অর্ধেক, দুই জন তিন ভাগের দুই ভাগ পায় ইত্যাদি। এ হিসেবে তাদের দাবী যেহেতু সন্তানদের সাথে ভাই-বোনদের মিল রয়েছে আর দাদা সন্তানদের বঞ্চিত করতে পারে না অতএব ভাই-বোনকেও বঞ্চিত করতে পারবে না। এই দাবীর বিপরীতে বলা যায়, পিতাও তো সন্তানদের বঞ্চিত করে না কিন্তু ভাই-বোনকে বঞ্চিত করে। অতএব কোনো এক দিকে ভাই-বোনদের সাথে সন্তানদের মিল থাকলেই অন্য দিকে থাকতে হবে এমন নয়।

এই দাবীটি প্রথম পক্ষের বাবার সাথে দাদার মিল থাকার কারণে দাদাকে বাবার স্থানে বসানোর দাবীর মতো। এখানে মূল কথা হলো, কিছু মিল যেমন আছে তেমনই অমিলও আছে। একারণে কোনো এক দিকে কিয়াস করা সম্ভব হচ্ছে না।

গ) কেউ কেউ বলেছেন, দাদা ও ভাই উভয়ে বাবার মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত। দাদা হলো মৃতের বাবার বাবা আর ভাই হলো মৃতের বাবার ছেলে। আর সন্দেহ নেই যে, ছেলে হওয়াটা বাবা হওয়ার চেয়ে অধিক গুরুত্বের অধিকারী। অতএব দাদার চেয়ে ভাই-বোন মৃতের সম্পত্তির বেশি হকদার।

ইবনে রুশদ رحمہ اللہ এই যুক্তিটি অপছন্দ করেছেন। তিনি বলেন, ছেলে বাবা অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা মৃতের ছেলে ও মৃতের বাবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু মৃতের বাবার ছেলে ও মৃতের বাবার বাবার মাঝে এই তুলনা প্রযোজ্য নয়।

এ বিষয়ে তার কথা অত্যন্ত যৌক্তিক। কেননা এভাবে বিবেচনা করা হলে, মৃতের দাদার বাবা ও মৃতের চাচার মধ্যে মৃতের চাচা অধিক গুরুত্বের অধিকারী হয়। কেননা উভয়ে মৃতের দাদার মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু একজন দাদার বাবা আর অন্যজন দাদার ছেলে।

ঘ) এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা সুন্দর যুক্তিটি উল্লেখ করেছেন ইবনে কুদামা رحمہ اللہ। তিনি বলেন,

{وَلَا يُمْرَأُوهُمْ تَبَتَّ بِالْكِتَابِ، فَلَا يُحْجَبُونَ إِلَّا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ، وَمَا وَجَدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا يُحْجَبُونَ}

ভাই-বোনদের মীরাছ পবিত্র কুরআনে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব অন্য কোনো দলীল, ইজমা বা কিয়াস ছাড়া তাদের বঞ্চিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এর কোনোটিই পাওয়া যায় নি। তাই তারা বঞ্চিত হবে না। [আল-মুগনী]

এই যুক্তিটির ব্যাখ্যা হলো, মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

{إِنَّ أَمْرًا هَٰذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ....}

যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় আর তার কোনো সন্তান না থাকে এবং তার একটি বোন থাকে তবে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে .....। [নিসা/১৭৬]

এভাবে সন্তান না থাকলে বোনের সম্পত্তিতে ভাই অংশ পাবে। এটাও এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। এ হিসেবে সন্তান না থাকলে অন্য যে কেউ থাক ভাই-বোন মীরাছ পাওয়ার কথা এবং সন্তান থাকলে তারা মীরাছ না পাওয়ার কথা। কিন্তু উপরে আমরা উল্লেখ করেছি, মেয়ে সন্তান থাকলে বোন তার সাথে আসাবা হয়ে মীরাছ পায়। এই হাদীসটির কারণে উপরের আয়াতের সম্পূর্ণ বক্তব্যকে গ্রহণ না করে আমরা কেবল পুরুষ সন্তানের উপর বিধানটি প্রয়োগ করছি। দলীল থাকলে এভাবে আমকে খাস করাটাই সঠিক পন্থা হিসেবে গণ্য। কিন্তু এই দলীলটির বাইরে সকল স্থানে অর্থাৎ ছেলে সন্তান থাকার ক্ষেত্রে আয়াতের বিধান বহাল রাখা হচ্ছে। এটাই নিয়ম।

আবার পিতা থাকতে ভাই-বোন ওয়ারিছ হবে না এ ব্যাপারে মোটামুটিভাবে আলেমরা একমত হওয়ার কারণে আমরা এই আয়াতের বক্তব্যের বাইরে পিতাকেও অতর্ভুক্ত করছি। ফলে পিতা বেঁচে থাকতে ভাই-বোনদের মীরাছ দেওয়া হচ্ছে না। অথচ আয়াতের দাবী ছিল সন্তান বেঁচে না থাকলে ভাই-বোনেরা মীরাছ পাবে। এর কারণ সাহাবায়ে কিরাম কোনো ব্যাপারে ইজমা করলে বা কিছু বিরল মত ছাড়া মোটের উপর তারা কোনো ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করলে তার বিরোধিতা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একই কারণে আমরা দাদা বেঁচে থাকলে মা পক্ষীয় ভাই-বোনদের মীরাছ থেকে বঞ্চিত করছি। কারণ এ ব্যাপারেও ইজমা হয়ে গেছে।

এখন আপন ভাই ও বাবা পক্ষীয় ভাইদের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন, সন্তান না থাকলে তারা মীরাছ পাবে। পিতার বিষয়টি সাহাবায়ে কিরামের ঐক্যমতের কারণে খাস করার পর বাকী সকল ক্ষেত্রে এই আয়াতটি ভাই-বোনেরা মীরাছ পাবে এর পক্ষে দলীল। এখানে পিতার মতো দাদাকেও খাস করার কোনো দলীল যেমন পাওয়া যায় না সাহাবায়ে কিরামের শক্ত ঐক্যমতও পাওয়া যায় না। বেশ কিছু কারণে দাদাকে পিতার সাথে কিয়াসও করা যায় না। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তাহলে এক্ষেত্রে মূল আয়াতের দাবী অনুযায়ী ভাই-বোনদের মীরাছ প্রদান করার সিদ্ধান্তই সঠিক বিবেচিত হয়। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

এখানে অতিরিক্ত যে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে স্মরণ রাখা উচিত তা হলো, পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কিরামের বেশিরভাগ এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। চার মাজহাবের মধ্যে হানাফী মাজহাব ছাড়া তিনটি মাজহাবের মতই এটা। এমনকি হানাফী মাজহাবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইমাম তথা আবু ইউসুফ রহিমুল্লাহ ও মুহাম্মাদের মতও এটা। আলেমদের এমন শক্ত অবস্থানের কারণে খোদ হানাফী ওলামায়ে কিরামের কেউ কেউ এ ব্যাপারে এই মত অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়ার পক্ষে। তাদের মধ্যে আল-মাবসুতের লেখক ইমাম সারাখসী অন্যতম। কেউ কেউ ফতোয়া দেওয়া হতে পুরোপুরি বিরত থেকেছেন। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অনেক সাহাবা ও তাবয়ী থেকেও আমরা বর্ণনা করেছি যে, এই মাসয়ালায় তারা কোনো মন্তব্য করা হতে বিরত থেকেছেন। এর স্পষ্ট কারণ হলো, মাসয়ালাটিতে উভয় দিকে সমান তালে যুক্তি প্রমাণ থাকার কারণে তারা সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হোননি।

এ হিসেবে বলা যায়, দাদার মাসয়ালায় ফতোয়া দিতে হলে এই মতটির উপরই দেওয়া উচিত। যেহেতু বেশিরভাগ আলেম এই মতে রায় দিয়েছেন। তাছাড়া যেহেতু এই মাসয়ালায় উভয় দিকে সমানতালে যুক্তি-প্রমাণ থাকার কারণে ভাই-বোন ও দাদার মাঝে কোনো একজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ হিসেবেও একজনকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না করে উভয়কে সম্পত্তিতে অংশিদার করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। যেভাবে বিভিন্ন ওয়ারিছের মীরাছ মূল সম্পত্তি অপেক্ষা বেশি হয়ে গেলে কোনো একজনকে বঞ্চিত না করে সবাইকে আওলের মাধ্যমে নিজ নিজ অংশ অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়া হয়। এখানে অবস্থা তার কাছাকাছি। যেহেতু এখানে দুইজন দুই দিক থেকে ওয়ারিছ প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু একজনকে অন্য জনের মাধ্যমে বঞ্চিত করার পক্ষে কোনো স্পষ্ট দলীল পাওয়া যাচ্ছে না।

দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন যুক্তিতে দাদা বেঁচে থাকতে ভাইদের মীরাছ প্রদান করার মতটিই অধিক শক্ত প্রমাণিত হয়। আর আল্লাহই ভাল জানেন। অর্থাৎ দাদা বেঁচে থাকতেও আপন ভাই-বোন ও বাবা পক্ষের ভাই-বোনেরা মীরাছ পায়। যদি মৃতের কোনো ছেলে সন্তান বা পিতা না থাকে।

সে হিসেবে কালালা হচ্ছে সন্তান এবং পিতা না থাকা। এর মধ্যে দাদা অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দাদা বেঁচে থাকলে মা পক্ষের ভায়েরা সম্পত্তি পায় না। সে হিসেবে বলা যায়, কালালার সংজ্ঞা দুই রকম। আপন ও বাবা পক্ষের ভাই-বোনের ক্ষেত্রে সন্তান ও পিতা না থাকা আর মা পক্ষীয় ভাই-বোনের ক্ষেত্রে সন্তান, পিতা এবং দাদা না থাকা।

এটা জেনে নেওয়ার পর আমরা দেখবো, ভাই-বোনদের মীরাছের বিভিন্ন অবস্থা।

## মা পক্ষের ভাইদের মীরাছ

মহান আল্লাহ স্বত্ব বলেন,

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}

যদি কোনো পুরুষ বা মহিলা কালালা হয় আর তার কোনো ভাই বা বোন থাকে তবে তাদের প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। যদি তার চেয়ে বেশি হয় তবে তারা তিন ভাগের এক ভাগে অংশ পাবে।

[নিসা/১২]

আলেমরা ইজমা করেছেন, এই আয়াতে আসলে মা পক্ষীয় ভাই-বোনদের কথা বলা হয়েছে। এই আয়াতে মা পক্ষীয় ভাইদের মীরাছ কেমন হবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। একারণে ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত করননি। বরং উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী মা পক্ষীয় ভাইদের মীরাছ কেমন হবে সে ব্যাপারে তারা মোটামুটিভাবে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তারা বলেছেন, তিনজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে মা পক্ষীয় ভায়েরা কোনো মীরাছ পাবে না।

ক. মৃতের ছেলে বা মেয়ে, ছেলের ছেলে-মেয়ে এভাবে যতদূর যায়,

খ. মৃতের পিতা এবং

গ. মৃতের দাদা, দাদার বাবা, তার বাবা এভাবে যতদূর যায়

এরা কেউ যদি বেঁচে না থাকে তবে মা পক্ষীয় ভাইয়েরা মীরাছ পাবে। সেক্ষেত্রে যদি একজন ভাই বা বোন হয় তবে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি একাধিক হয় তবে তিন ভাগের এক ভাগে ছেলে-মেয়ে সমানভাবে অংশ পাবে। এসব ব্যাপারে ইবনে রুশদ رحمته বিদায়াতুল মুজতাহিদে ইজমা উল্লেখ করেছেন।

অতএব, মা পক্ষীয় ভাই-বোনদের কোনো মাসয়ালাতে তেমন কোনো দ্বিমত নেই। কেবল একটি মাসয়ালাতে আপন ভাইদের মা পক্ষীয় ভাইদের সাথে শরীক করার ব্যাপারে দ্বিমত আছে যা আমরা পরে উল্লেখ করবো।

### আপন ভাই-বোনদের মীরাছ

এ বিষয়টিও পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। মহান রব্বুল আলামীন বলেন, {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}

তারা আপনার নিকট কালালা সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলুন, আল্লাহ তোমাদের কালাল সম্পর্কে অবহিত করছেন। যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় আর তার কোনো সন্তান না থাকে তবে তার একটি বোন

থাকে তবে সে পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। আর যদি কোনো পুরুষের বোনের কোনো সন্তান না থাকে তবে ঐ পুরুষ তার ওয়ারিছ হবে। যদি বোনের সংখ্যা দুই হয় তবে তারা পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ। আর যদি তারা নারী-পুরুষ মিশ্রিত হয় তবে পুরুষ পাবে নারীর দ্বিগুন। [সূরা নিসা/১৭৬]

এই আয়াতটির কারণে আলেমরা একমত হয়েছেন যে, আপন বোন একজন হলে অর্ধেক আর একের অধিক হলে তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। ভাই হলে মৃতের সম্পত্তিতে আসাবা হবে। ভাই-বোন মিলে হলে ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুন হিসেবে আসাবা হবে। শেষের দুটি অবস্থায় মৃতের অন্য সব ওয়ারিছের সম্পত্তি দেওয়ার পর যা বাকী থাকে তা ভাই-বোনেরা গ্রহণ করবে। সেটা কমই হোক বা বেশিই হোক। এ হিসেবে যদি অন্য সকল ওয়ারিছদের দেওয়ার পর মৃতের কোনো সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে তবে তারা কিছুই পাবে না এমনই হওয়া উচিত। কিন্তু আলেমরা সেক্ষেত্রে মতপার্থক্য করেছে। এটা তখন ঘটে যখন কোনো মহিলা মারা যায় আর রেখে যায়, স্বামী, মা, মা পক্ষীয় ভাই-বোন, আপন ভাই-বোন। এখন স্বামী পায় অর্ধেক তথা ছয় ভাগের তিন ভাগ। মা পায় ছয় ভাগের এক ভাগ, মা পক্ষীয় ভাই-বোন পায় তিন ভাগের এক ভাগ তথা ছয় ভাগের মধ্যে দুই ভাগ। সবাই মিলিয়ে সম্পূর্ণ সম্পত্তি তথা ছয় ভাগ শেষ হয়ে যায় (৩+১+২=৬)। আপন ভাই-বোনেরা কিছুই পায় না।

ওয়ারিছগণ	১	২	৩	৪	৫	৬
স্বামী						
মা/দাদী-নানী						
২ জন মা পক্ষের ভাই						
আপন ভাই						

এখানে আপন ভাইয়েরা যেহেতু আসাবা অর্থাৎ বাকী সম্পত্তিতে ওয়ারিছ কিন্তু কিছুই অবশিষ্ট নেই তাই তারা কিছুই পাবে না। এদিক থেকে বিষয়টি স্বাভাবিকই মনে হয়। তাই হযরত আলী রা, উবাই ইবনে কা'ব রা প্রমুখ সাহাবী এবং ইমাম আবু হানিফা, আহমদ ইবনে হাম্বল সহ অন্য কিছু আলেম এ ব্যাপারে এই মতই দিয়েছেন।

তবে ভিন্ন দিক থেকে চিন্তা করলে কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হয়। তা হলো, এখানে মা পক্ষীয় ভাইয়েরা অংশ পাচ্ছে আর আপন ভাইয়েরা বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ আপন ভাইয়েরা মৃতের মায়ের পক্ষের ভাইদের মতোই

মৃতের মায়ের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ মা পক্ষের ভায়েরা যেমন মৃতের মায়ের সন্তান আপন ভায়েরাও তাই। অতএব একই মাসয়ালায় মা পক্ষীয় ভাইয়েরা অংশ পেলে আপন ভাইদেরও অংশ পাওয়া উচিত। একারণে খলীফা উমর রাঃ, যারুদ ইবনে ছাবিত রাঃ প্রমুখ সাহাবী এক্ষেত্রে মা পক্ষীয় ভাইদের সাথে আপন ভাইদের মা পক্ষীয় হিসেবে গণ্য করে তিন ভাগের এক ভাগে ছেলে-মেয়ে সমান হিসেবে অংশ দিয়েছেন। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী এই মত গ্রহণ করেছেন।

প্রথম পক্ষ এ বিষয়ে যুক্তি দেখিয়ে বলেছে, আপন ভাই যদিও মায়ের ছেলে কিন্তু তারা বাবার দিক থেকেও মৃতের সাথে সম্পর্কিত। একারণে তারা মৃতের আসাবা হয়। অতএব তারা আসাবা হিসেবে যে অংশ পায় সেটাই গ্রহণ করবে। সেটা কম বা বেশি যাই হোক। উদাহরণ স্বরূপ, যদি মৃতের স্বামী, মা, একজন মা পক্ষীয় ভাই এবং কয়েক জন আপন ভাই-বোন থাকে তবে স্বামী গ্রহণ করে অর্ধেক তথা ছয় ভাগের মধ্যে তিন ভাগ, মা একটি ভাগ, মা পক্ষীয় ভাই একটি ভাগ, বাকী থাকে একটি ভাগ যা আপন ভাই-বোনেরা আসাবা হিসেবে গ্রহণ করে তাদের সংখ্যা যা-ই হোক। এক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকে মা পক্ষীয় ভাইটি অপেক্ষা অনেক কম পায় তবু তার সাথে শরীয় হয় না। বরং উভয় প্রকারের ভাই-বোনেরা আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের অংশ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে সকলে একমত। এভাবে যদি একই মাসয়ালাতে মা পক্ষীয় ভাইয়েরা আপন ভাইদের চেয়ে বেশি অংশ পেতে পারে তবে একই মাসয়ালায় মা পক্ষীয় ভাইয়েরা মিরাহ পাওয়া সত্ত্বেও আপন ভাইয়েরা বঞ্চিতও হতে পারে। অতএব প্রথম ক্ষেত্রে যদি আপন ভাইদের মা পক্ষীয় ভাইদের সাথে অংশীদার না করা হয় তবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও করা উচিত নয়।

ইবনে কুদামা রাঃ বলেন, মহান রব্বুল আলামীন বলেন, “যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তারা প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে”। সকলে একমত হয়েছেন যে, এখানে ভাই-বোন বলতে মা পক্ষীয় ভাই-বোন উদ্দেশ্য। এখন যারা আপন ভাই-বোনদের মা পক্ষীয় ভাই-বোনদের সাথে শরীক করে তারা তো মা পক্ষীয় ভাই-বোনদের ছয় ভাগের এক ভাগ করে দিচ্ছে না যা কুরআনের প্রকাশ্য বক্তব্যের বিপরীত।

তিনি আরো বলেন,

ভিন্ন একটি দিক থেকেও এ মতে কুরআনের বিপরীত আমল করা হয়। আর তা হলো, মহান রব্বুল আলামীন আপন-ভাইদের সম্পর্কে বলেন, তাদের মধ্যে ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাবে কিন্তু যারা এক্ষেত্রে তাদের মা পক্ষীয় ভাইদের সাথে শরীক করে তারা নারী-পুরুষ সমান হিসেবেই অংশ প্রদান করে যা এই আয়াতের বিপরীত।

তার প্রথম যুক্তিটির বিপরীতে বলা যায়, তিনি যে বলেছেন উপরোক্ত আয়াত কেবল মা পক্ষীয় ভাইদের সম্পর্কে এতে কোনো দ্বিমত নেই। অতএব আপন ভাইদের তাদের সাথে অংশ দিলে মা পক্ষীয় ভায়েরা তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ আমরা দেখছি এই মাসয়ালায় খোদ সাহাবায়ে কিরাম মা পক্ষীয় ভাইদের সাথে আপন ভাইদের অংশ দেওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত করেছেন। এর সুস্পষ্ট অর্থ হলো,

উপরোক্ত আয়াত সকল ক্ষেত্রে কেবল মা পক্ষের ভাইদের উপর প্রযোজ্য নাকি কখনও কখনও আপন ভাইয়েরাও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্যে কিরাম দ্বিমত করেছেন। এ বিষয়ে দ্বিমতের কারণও খুবই স্পষ্ট। আর তা হলো, আপন ভাই ও মা পক্ষীয় ভায়েরা মায়ের দিক থেকে মৃতের সাথে সম্পর্কিত হওয়া। অর্থাৎ মায়ের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে যদি মা পক্ষের ভাইয়েরা অংশ পেতে পারে তবে আপন ভাইয়েরাই বা কেনো বঞ্চিত হবে। কারণ তারও তো মায়ের দিক থেকে মৃতের সাথে সম্পর্কিত। অতিরিক্ত কেবল এই যে, তারা বাবার দিক থেকেও সম্পর্কিত। কিন্তু মীরাছ পাওয়ার মূল কারণ তথা মায়ের দিক থেকে সম্পর্কিত হওয়ার বিষয়টি তো এখানে ঠিকই রয়েছে। অতএব কেবল বাবার সাথে অতিরিক্ত সম্পর্ক থাকার কারণে তারা কেনো বঞ্চিত হবে।

একারণে উমর রা থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন,

هَبُوا أَنَّ آبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا وَأَشْرَكَ بَيْنَهُمْ فِي الثُّلُثِ

ধরে নাও তাদের বাবা একটা গাধা ছিলো (অর্থাৎ তাদের বাবাকে বাদ দিলেও মায়ের দিক থেকে সম্পর্ক তো রয়েছেই)। বাবার দিক থেকে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে মৃতের সাথে তাদের নৈকট্য তো বৃদ্ধিই পেয়েছে, কমেনি। অতএব আমি তাদের মা পক্ষীয় ভাইদের সাথে তিন ভাগের এক ভাগে অংশ দেবো।

হাদীসটি হাকীম রা তার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন। আজ-জাহাবী রা তার সাথে একমত হয়েছেন।

উমর রা এর এই কথার কারণে এই মাসয়ালাটিকে হিমারিয়াহ (حمارية) নামেও আখ্যায়িত করা হয়। যার অর্থ গাধার মাসয়ালা।

যাই হোক, উমর রা এর যুক্তির উপর চিন্তা-গবেষণা করলে দেখা যাবে এই মতটি উপরোক্ত আয়াতের সাথে সংঘর্ষিক নয়। বরং আয়াতের অর্থের সাথে সমাঙ্গস্যপূর্ণ। যেহেতু আয়াতে যে কারণে মা পক্ষীয় ভাইদের মীরাছ দেওয়া হয়েছে ঐ একই কারণ আপন ভাইদের মধ্যে বিদ্যমান থাকার কারণে তাদেরকে মা পক্ষীয় ভাইদের সাথে শরীক করার বিষয়টি কিয়াসের দাবী। অতএব এই মতটি পবিত্র কুরআনের বক্তব্যের বিপরীত এ দাবী সঠিক নয়।

এখানে এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে, তবে অন্যান্য মাসয়ালাতে আপন ভাইদের আলাদাভাবে মীরাছ কেনো দেওয়া হয়? এমনকি সে ক্ষেত্রে আপন ভায়েরা ক্ষেত্র বিশেষে মা পক্ষীয় ভাইদের চেয়ে কম পেলেও উভয়কে আলাদাভাবেই মীরাছ প্রদান করা হয়। তখন আপন ভাইদের মা পক্ষীয় ভাইদের সাথে শরীক করা হয় না কেনো?

ঘটনা বুঝতে হলে, প্রথমেই পাঠককে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে,

- মৃতের দুই পক্ষের ভাই কেবল তখনই একত্রে অংশ পাবে যখন মৃতের বাবা-দাদা কেউ নেই, যেহেতু দাদা বেঁচে থাকলে মা পক্ষের ভাইয়েরা মিরাহ পায় না। অতএব উভয় পক্ষের ভাইদের সাথে ওয়ারিছ হতে পারে কেবল তার মা অথবা তার স্থলে যারা আসে তথা দাদী/নানী এবং মৃতের স্বামী বা স্ত্রী।

- মৃতের উভয় পক্ষে কমপক্ষে একটি করে দুটি ভাইও যদি থাকে তবু মা তিন ভাগের এক ভাগ পাবে না বরং ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর মায়ের বদলে দাদী হলে তো সর্বক্ষেত্রে ছয় ভাগের এক ভাগই পাবে।

- এক্ষেত্রে স্বামী হলে অর্ধেক আর স্ত্রী হলে চার ভাগের এক ভাগ পাবে।

নিচের ছকের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো,

মৃতের স্বামী ও মায়ের সাথে উভয় পক্ষের ভাইদের মীরাহ,

ওয়ারিছগণ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
স্বামী												
মা/দাদী-নানী												
মা পক্ষের ভাই												
আপন ভাই												

দেখা যাচ্ছে, এই মাসয়ালায় আপন ভাই মা পক্ষীয় ভাইয়ের সমান অংশ পাচ্ছে। যদি আপন ভাইয়ের সংখ্যা একশতও হয় তারা এই ছয় ভাগের এক ভাগে শরীক হবে। আর মা পক্ষের ভাই পৃথকভাবে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। অর্থাৎ প্রতিটি আপন ভাইয়ের তুলনায় মা পক্ষের ভাইটি অনেক বেশি পাবে। সকল আলেম একমত যে, এত কম পাওয়া সত্ত্বেও আপন ভাইকে মা পক্ষের ভাইয়ের সাথে মিলিয়ে মিরাহ দেওয়া হবে না।

এখানে যদি মা পক্ষীয় ভাই দুই জন হতো তবে আপন ভাই বঞ্চিত হতো। সেটাই আমাদের এই মাসয়ালার। এখানে মা পক্ষের ভাইয়ের সাথে আপন ভাইদের শরীক করা হবে কিনা সেটা নিয়ে দ্বিমত চলছে।

এখানে মা/দাদী-নানী কেউ বেঁচে না থাকলে তাদের অংশ আপন ভাইয়েরা গ্রহণ করতো। যেহেতু তারা আসাব। সেক্ষেত্রে মা পক্ষের ভাইয়েরা পেতো ছয় ভাগের এক ভাগ করে মোট তিন ভাগের এক ভাগ।



আর আপন ভাইদের সংখ্যা যা-ই হোক তারা ছয় ভাগের এক ভাগে শরীক হতো। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে মা পক্ষের ভায়েরা সবাই মিলে যা পাচ্ছে তা আপন ভাইদের সম্মিলিত অংশের চেয়ে বেশি। এক্ষেত্রেও মা পক্ষের ভাইদের সাথে আপন ভাইদের শরীক করা হবে না।

স্বামীর স্থানে স্ত্রী হলে অর্ধেকের স্থলে চার ভাগের এক ভাগ পেতো সেক্ষেত্রেও অতিরিক্ত কিছু আপন ভাইদের দখলে আসতো। সেক্ষেত্রে আবার আপন ভাইদের অংশ বৃদ্ধি পেতো।

এভাবে নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে আপন ভাইদের অংশ বাড়া-কমা হতে পারে। কখনও বঞ্চিতও হতে পারে যেহেতু তারা আসাবা। এখন যেখানে তারা কম পায় সেখানে যেহেতু কমতি মেনে নেওয়া হচ্ছে। মা পক্ষের ভাইদের সাথে শরীক করা হচ্ছে না। অতএব যেখানে বঞ্চিত হয় সেখানেই বা কেনো সেটা মেনে না নিয়ে মা পক্ষের ভাইদের সাথে শরীক করা হবে?

এ প্রশ্নটি অত্যন্ত যৌক্তিক কিন্তু এর উত্তরে বলা যায়, মীরাছের ক্ষেত্রে এমন ঘটনার উদাহরণ রয়েছে। উপরে আমরা একাধিক স্তরের ছেলে-মেয়েদের মীরাছ প্রসঙ্গে বলেছি, নিচের স্তরের কোনো ছেলে উপরের স্তরের সকল মেয়েকে আসাবা করে কেবল তাকে ছাড়া যে পূর্বেই অংশ পেয়েছে। মাসয়ালাটি নিম্নরূপ,

স্তর	মৃত ব্যক্তি				বিভিন্ন স্তরের ছেলে-মেয়েদের মীরাছের বিবরণ
১	ছেলে	ছেলে	ছেলে	মেয়ে	অর্ধেক
২	ছেলে	ছেলে	মেয়ে		ছয় ভাগের এক ভাগ
৩	ছেলে	মেয়ে			চতুর্থ স্তরের ছেলের সাথে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের মেয়েরা আসাবা হবে।
৪	ছে/মে				
৫	ছে/মে				কোনো অংশ নেই

এখানে ৪ নং স্তরের ছেলেটি তার নিচের স্তরের মেয়েদের এবং ৩ নং স্তরের মেয়েটিকে আসাবা করছে। যেহেতু সে কোনো অংশ পায় নি। ২ নং স্তরের মেয়েটিকে সে আসাবা করছে না। কারণ সে পূর্বেই অংশ পেয়েছে। যদি প্রথম স্তরে একাধিক মেয়ে থাকতো তবে তারা তিন ভাগের দুই ভাগ দখল করে নিতো। সেক্ষেত্রে ২য় স্তরের মেয়েটি কোনো অংশ পেতো না সেক্ষেত্রে নিচের স্তরের ছেলেটি তাকে আসাবা করতো।

এখন মনে করি, প্রথম স্তরে একটি আর ২য় স্তরে ১০০ টি মেয়ে আছে। সেক্ষেত্রে সকলে একমত যে, ২য় স্তরের ১০০ টি মেয়ে ছয় ভাগের এক ভাগে শরীক হবে। এক্ষেত্রে যদি ৩য় ও ৪র্থ স্তরে কেবল একটি করে মেয়ে থাকে তবে এই মেয়ে দুটি নিচের স্তরের ভাইয়ের সাথে আসাবা হয়ে বাকী সম্পত্তি তথা তিন ভাগের এক ভাগে পুরুষ মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে অংশ পায়। সে ক্ষেত্রে ঐ মেয়েদের অংশ দাড়ায় ১২ ভাগের এক ভাগ করে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মেয়ে (ছয় ভাগ)						নাতনীরা= $\frac{1}{6}$		মে=১	মে=১	ছেলে=২	

এখানে দেখা যাচ্ছে, ২য় স্তরের ১০০ জন নাতনীদের প্রত্যেকে যা পায় ৩য় ও ৪র্থ স্তরের নাতনীরা তার চেয়ে বেশি পায়। তবু ২য় স্তরের নাতনীদের এখানে আসাবা করা হয় না। কারণ তারা কম বেশি যাই হোক একটা অংশ পূর্বেই পেয়ে গেছে। অথচ যদি এই একই মাসয়ালায় তারা পুরোপুরি বঞ্চিত হতো তবে নিচের স্তরের নাতনীদের সাথে শরীক হয়ে সমান অংশ পেতো।

বিভিন্ন পক্ষের ভাইদের অবস্থা এর কাছাকাছি। পরবর্তীতে আমরা দেখবো, আপন ভাইদের সাথে বাবা পক্ষের ভাইদের সম্পর্ক হুবহু দুই স্তরের ছেলে মেয়ের মতো।

মা পক্ষীয় ভাইদের সাথে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারটি হুবহু ঐ রকম না হলেও এতটুকু নিশ্চয় সঠিক যে, মায়ের দিক থেকে সম্পর্কে মিল থাকা সত্ত্বেও বাবার দিক থেকে অতিরিক্ত সম্পর্ক থাকার কারণে আপন ভাইদের মা পক্ষীয় ভাইদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী ওয়ারিছ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আপন ভাইদের আমরা উপরের স্তরের ওয়ারিছ হিসেবে ধরে নিতে পারি। যেহেতু তাদের সম্পর্ক দুই দিক থেকে আর মা পক্ষীয় ভাইদের অপেক্ষাকৃত নিচের স্তর হিসেবে ধরে নেওয়া যায় যেহেতু তারা কেবল মায়ের দিক থেকে মৃতের সাথে সম্পর্কিত।

আপন ভায়েরা সাধারণত মৃতের আসাবা হয়। যদি শুধু বোন থাকে তবে মৃতের মেয়েদের মতো অর্ধেক বা তিন ভাগের দুই ভাগ অংশ পায়। এভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা মা পক্ষীয় ভাইদের চেয়ে বেশি পায়। কখনও মা পক্ষীয় ভাইদের সমান পায় কখনও তাদের চেয়ে কম হয়। কখনও কখনও আপন ভাইরা বঞ্চিত হয় যেমন এই মাসয়ালায় ঘটেছে।

এখন যেখানে কম-বেশি যাই হোক একটা অংশ পায় তখন তাদের মা পক্ষীয় ভাইদের সাথে তথা নিচের স্তরের সাথে শরীক না করার ব্যাপারে সকল আলেম একমত হয়েছেন। যেমন, উপরের স্তরের মেয়ে কম-বেশি যাই হোক একটা অংশ পেয়ে গেলে নিচের স্তরের ছেলে-মেয়েদের সাথে তাকে আসাবা হিসেবে শরীক করা হয় না।

কিন্তু আপন ভাইয়েরা কিছুই না পেলে মা পক্ষীয় ভাইদের অংশে তাদের শরীক করার মত পাওয়া যায়। যেভাবে উপরের স্তরের মেয়ে কোনো অংশ না পেয়ে থাকলে নিচের স্তরের ভাইয়ের সাথে আসাবা হয়ে অংশ পায়।

অতএব অপেক্ষাকৃত দুর্বল ওয়ারিছের সাথে শক্তিশালী ওয়ারিছকে অংশ দেওয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ওয়ারিছ পুরোপুরি বঞ্চিত হয়েছে কিনা সেটা বিবেচনা করার উদাহরণ মীরাছের মাসয়ালায় রয়েছে। এক্ষেত্রে সে কম বেশি যাই হোক কিছু অংশ পেলে নিচের স্তরের সাথে শরীক না করা। কিন্তু পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে গেলে নিচের স্তরের সাথে শরীক করার মতটি নজীরবিহীন নয়।

ইবনে কুদামা যে বলেছেন, আপন ভাই বোনেরা ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পায়। অতএব মা পক্ষীয় ভাই-বোনদের সাথে তাদের ছেলে-মেয়ে সমান অংশে শরীক করাটা উপরোক্ত আয়াতের বিরুদ্ধে যাওয়া হিসেবে গণ্য। তার এই দাবী সঠিক নয়। যেহেতু উপরোক্ত আয়াতে আপন ভাইয়েরা যখন বাবা-মা উভয় দিক থেকে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে আসাবা হিসেবে মীরাছ পায় তখন প্রযোজ্য। কিন্তু মায়ের দিক থেকে সম্পর্কিত ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে অন্য আয়াতে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে ছেলে-মেয়ে সমান পাবে। এখানে আপন ভাইয়েরা মীরাছ পাচ্ছে বাবা-মা উভয় দিক থেকে নয় বরং কেবল মায়ের দিক থেকে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে। অতএব এখানে শেষের আয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে প্রথম আয়াতের নয়। উদাহরণস্বরূপ, মৃতের সম্পত্তিতে মেয়ে হিসেবে সরাসরি অংশ পাওয়ার সময় উপরের স্তরের মেয়ে দ্বিতীয় স্তরের মেয়ের তুলনায় সম্পত্তি বেশি পায়। উপরের স্তরের মেয়েটি পায় অর্ধেক আর নিচের স্তরের মেয়েটি ছয় ভাগের এক ভাগ। এভাবে উভয়ে দুই মেয়ের জন্য নির্ধারিত তিন ভাগের দুই ভাগ সম্পত্তি দখল করে। কিন্তু যখন উপরের স্তরের মেয়ে নিজে কিছুই না পাওয়ার কারণে নিচের স্তরের ছেলে-মেয়েদের সাথে মিলে আসাবা হয় তখন উপর ও নিচ সকল স্তরের মেয়েরা সমানভাবে অংশ পায়। এক্ষেত্রে উপরের স্তরের মেয়েকে নিচের স্তরের মেয়ের চেয়ে বেশি দেওয়া হয় না। যেহেতু সে উপরের স্তর হিসেবে এখানে অংশ পায় না বরং অংশ পাচ্ছে নিচের স্তরের সাথে মিশে। এই আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, এই মতটির উপর যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে ফারায়েজের মাসয়ালায় তা মোটেও বিবেচনার যোগ্য নয়।

তাছাড়া এটা একজন খুলাফায়ে রাশেদা তথা উমর রাঃ এবং ফারায়েজ সম্পর্কে সর্বাধিক বেশি অবহিত সাহাবী যারদে ইবনে ছাবিত রাঃ এর মত। অতএব এই মতটিই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

## বাবা পক্ষের ভাই-বোনদের মীরাছ

এ বিষয়ে সকল আলেম এক মত হয়েছেন যে, আপন ভাই-বোনদের সাথে বাবা পক্ষীয় ভাই-বোনদের সম্পর্ক হলো নিজের ছেলে-মেয়েদের সাথে ছেলের ছেলে-মেয়েদের মতো। অর্থাৎ আপন ভাই-বোনেরা আগে ওয়ারিছ হবে। যদি তারা নিজেদের অংশ বুঝে নেওয়ার পর কিছু বাকী থাকে তবে বাবা পক্ষের ভাই-

বোনেরা তা গ্রহণ করবে। সেক্ষেত্রে যদি তার কোনো আপন ভাই থাকে তবে বাবা পক্ষের ভাই-বোনেরা কিছুই পাবে না। যেহেতু ভাই তার সম্পত্তিতে আসাবা হবে এবং অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি দখল করবে।

রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন,

{الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمُّهُ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ}

একজন ব্যক্তির বাবা-মা উভয়ের সাথে সম্পর্কিত ভাই শুধুমাত্র বাবার সাথে সম্পর্কিত ভাইকে বাদেই তার ওয়ারিছ হবে। [তিরমিযী]

এখানে আপন ভাই-বোন থাকলেও অবস্থা একই হবে। যেহেতু আপন ভাই-বোন মৃতের সম্পত্তিতে আসাবা হয়। তারা ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ হিসেবে সমস্ত সম্পত্তিই দখল করে। অতএব বাবা পক্ষের ভাই-বোনদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

তবে যদি ঐ ব্যক্তির কেবল আপন বোন থাকে কোনো আপন ভাই না থাকে। তবে বোন অংশ পাওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা বাবা পক্ষের ভাই বোনেরা ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ হিসেবে গ্রহণ করে।

যদি মৃতের একজন আপন বোন থাকে আর একজন বাবা পক্ষের বোন থাকে তবে আপন বোন অর্ধেক পাবে আর বাবা পক্ষের বোন পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। এভাবে দুই বোনের জন্য নির্ধারিত তিন ভাগের দুইক ভাগ পূর্ণ করবে। যদি আপন বোন দুইটি হয় তবে বাবা পক্ষের বোন কোনো অংশ পাবে না। তবে যদি তার সাথে কোনো বাবা পক্ষের ভাই থাকে তবে তারা ভাই-বোনে মিলে মৃতের অবশিষ্ট সম্পত্তিতে ছেলে মেয়ে দ্বিগুণ হিসেবে অংশ পাবে।

আর যদি কোনো আপন ভাই বোন না থাকে তবে বাবা পক্ষের ভাই-বোনেরা পুরোপুরি আপন ভাই-বোনদের মতোই আচরণ করে। অর্থাৎ তারা মৃতের অবশিষ্ট সম্পত্তিতে ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ হিসেবে আসাবা হয়।

অর্থাৎ আপন ভাই-বোনদের সাথে বাবা পক্ষের ভাই-বোনদের সম্পর্ক হলো হুবহু নিজের ছেলের-মেয়েদের সাথে ছেলের ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কের মতো।

এসব ব্যাপারে আলেমদের মাঝে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। ইবনে রুশদ رحمه الله এসব ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছেন।

ইবনে রুশদ رحمه الله বলেন,

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ يَفُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ عِنْدَ فَقْدِهِمْ، كَالْحَالِ فِي بَنِي النَّبِيِّنَ مَعَ النَّبِيِّ

সকলে ইজমা করেছেন যে, মৃতের আপন ভাই-বোনদের অবর্তমানে বাবা পক্ষের ভাই-বোনেরা আপন ভাই-বোনদের স্থলাভিষিক্ত হবে। যেভাবে নিজের ছেলের অবর্তমানে ছেলের ছেলেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। [বিদায়াতুল মুজতাহিদ]

কেবল একটি ব্যাপারে আপন ভাইদের সাথে বাবা পক্ষের ভাইদের পার্থক্য রয়েছে তা হলো, বাবা পক্ষের ভায়েরা পুরোপুরি বঞ্চিত হলেও মা পক্ষের ভাইদের সাথে শরীক হয় না। যেহেতু তারা মৃতের সাথে মায়ের দিক থেকে সম্পর্কিত নয়।

## মেয়ের সাথে বোনদের মীরাছ

যদি মৃতের কোনো সন্তান না থাকে তবে তার একটি বোন অর্ধেক আর দুইটি বোন তিন ভাগের দুই ভাগ সম্পত্তি পাবে। এ হিসেবে সন্তান থাকলে বোনদের মীরাছ পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ মেয়েদের অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার পর বাকী অংশ বোনকে প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. যার একটি মেয়ে, একটি ছেলের মেয়ে আর একটি বোন আছে তার ব্যাপারে ইবনে মাসউদ রা রসুলুল্লাহ স থেকে বর্ণনা করেন,

{لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ، وَلِلْإِبْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ}

মেয়ে অর্ধেক, ছেলের মেয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ, আর অবশিষ্ট পাবে বোন। [বুখারী]

২. যার একটি মেয়ে আছে আর একটি বোন আছে মুয়াজ ইবনে জাবাল রা রসুলুল্লাহ স এর জীবদ্দশায় তার ক্ষেত্রে রায় দিয়েছেন, (النَّصْفُ لِلْإِبْنَةِ وَالنَّصْفُ لِلْأُخْتِ) অর্ধেক পাবে মেয়ে আর বাকী অর্ধেক পাবে বোন। [বুখারী]

একারণে আলেম ওলামারা একমত হয়েছেন যে, মৃতের মেয়ে সন্তান থাকলে বোন তার সাথে আসাবা হবে। যদি মেয়েদের তাদের অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার পর কোনো সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তবে তা বোন পাবে। এটা অবশ্য তখন যখন মৃতের পিতা, দাদা বা ভাই বেঁচে না থাকে। যেহেতু ছেলে সন্তান বা পিতা বেঁচে থাকলে মৃতের অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক হবে যথাক্রমে ছেলে ও পিতা। সেক্ষেত্রে বোন কিছুই পাবে না। আর ভাই ও দাদা বেঁচে থাকলে বোন তাদের সাথে আসাবা হয়ে ভিন্ন পদ্ধতিতে মীরাছ পাবে যা পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে।

## দাদার সাথে ভাই-বোনদের মীরাছের অবস্থা

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, দাদা ভাই-বোনদের বঞ্চিত করবে এই মত গ্রহণ করলে এখানে আর কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। যেহেতু এই মতে ভাই-বোনরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। আর অবশিষ্ট সম্পত্তি সম্পূর্ণ দাদা গ্রহণ করে। অতএব দাদার সাথে মিলে তাদের মীরাছ পাওয়ার কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু যেহেতু আমরা বলেছি, দাদাকে সম্পূর্ণ সম্পত্তি প্রদান করার চেয়ে ভাই-বোনদের তার সাথে শরীক করার

মতটিই অধিক সঠিক। তাই দাদার সাথে মিলে ভাই-বোনরা কি পদ্ধতিতে মীরাছ পাবে সে বিষয়ে আমাদের পৃথকভাবে আলোচনা করতে হবে।

### দাদার সর্বনিম্ন অংশ

যারা আপন ও বাবা-পক্ষীয় ভাই-বোনদের দাদার সাথে মীরাছ দেওয়ার পক্ষে তারা সকলে একমত যে, মৃতের আপন ও বাবা পক্ষীয় ভাইদের সাথে দাদা একজন ভাই হিসেবে অংশ পাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি মৃতের একটি ভাই থাকে এবং তার দাদা থাকে অন্য কেউ না থাকে তবে দাদা একজন ভাই হিসেবে মৃতের ভাইয়ের সাথে শরীক হবে। সে ক্ষেত্রে দাদা অর্থেক আর ভাই অর্থেক পাবে। এভাবে দুটি ভাই হলে দাদা তাদের সাথে মিশে প্রত্যেকে তিন ভাগের এক ভাগ করে পাবে। যদি ভাইদের সাথে কোনো বোন থাকে সেক্ষেত্রে দাদাকে একটি ভাই ধরে নিয়ে পুরুষ মহিলার দ্বিগুন হিসেবে অংশ দেওয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ভাই একটি বোন থাকে তবে সম্পত্তিকে পাঁচভাগে ভাগ করে দুইভাগ দাদা, দুই ভাগ ভাই এবং এক ভাগ বোন গ্রহণ করবে।

এখন যদি দেখা যায়, এখানে ভাই-বোনের সংখ্যা অনেক বেশি হয় ফলে দাদাকে একটি ভাই বলে গণ্য করলে অনেক কম সম্পদ পায় সেক্ষেত্রে সকলে একমত হয়েছেন যে, দাদাকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে না। বরং তার জন্য সর্বনিম্ন একটি অংশ নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। যাতে তার চেয়ে কম না হতে পারে।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে দাদা একদিকে নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী হবে, অন্য দিকে আসাবা হবে। অর্থাৎ মৃতের কন্যা সন্তান বেঁচে থাকলে বাবা বা দাদা যেভাবে মীরাছ পায় এক্ষেত্রেও ছবছ তাই ঘটবে।

ধরে নিই, মৃতের স্বামী, দুইটি মেয়ে, মা ও বাবা আছে। এ অবস্থায় ছেলে সন্তান না থাকার কারণে মৃতের বাবা তার আসাবা হিসেবে গণ্য হয়। সে নিয়মে সবাইকে দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে মৃতের বাবার তাই গ্রহণ করা উচিত। যেহেতু আসাবার নিয়মই এটা। কিন্তু এই মাসয়ালায় অন্য ওয়ারিছদের অংশ দেওয়ার পর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মেয়েরা গ্রহণ করে তিন ভাগের দুইভাগ তথা ১২ ভাগের মধ্যে ৮ ভাগ, স্বামী ৪ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ বারো ভাগের মধ্যে ৩ ভাগ। মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ বারো ভাগের মধ্যে দুই ভাগ। সবাই মিলে তোরো  $(৮+৩+২=১৩)$  ভাগ। অতএব সবাইকে অংশ দেওয়ার পর সম্পত্তি অবশিষ্ট তো থাকেই না উল্টো এক ভাগ কম পড়ে। তাই আওলের মাধ্যমে যাদের অংশ আছে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যে আসাবা এক্ষেত্রে সে কিছুই পায় না। বাবা যদি কেবলই আসাবা হতো তবে এ নিয়মে কিছুই পেতো না। একারণে ছেলে সন্তান না থাকলে বাবাকে আসাবা করা হয় ঠিকই কিন্তু তাকে কেবলমাত্র আসাবা হিসেবে গণ্য করা হয় না। বরং একদিকে নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী অন্য দিকে আসাবা এভাবে দুই দিক থেকে তাকে ওয়ারিছ করা হয়। এই মাসয়ালায় প্রথমেই অন্য সকল ওয়ারিছের সাথে পিতাকেও ছয় ভাগের এক ভাগ প্রদান করা হয়। সেক্ষেত্রে বারো ভাগের মধ্যে দুই ভাগ পিতা পায়। সেক্ষেত্রে সবাই মিলে দাডায় পনের  $(৮+৩+২+২=১৫)$  ভাগ। আওলের মাধ্যমে এখানে সবার অংশ বুঝিয়ে দেওয়া হয়। অতএব

পিতা বঞ্চিত হয় না। এভাবে একদিক থেকে পিতাকে নির্দিষ্ট অংশ দেওয়া হয়। তা না হলে পিতা এই মাসয়ালা এবং এরকম কিছু মাসয়ালায় বঞ্চিত হতো। এখানে আবার পিতা আসাবা হিসেবেও গণ্য। অর্থাৎ যদি এখানে অবশিষ্ট কিছু থাকতো তবে পিতা তা গ্রহণ করতো। উদাহরণস্বরূপ, যদি এখানে স্বামীর বদলে স্ত্রী হতো এবং দুটির বদলে একটি মেয়ে হতো তবে মা পেতো ২৪ ভাগের ৪ ভাগ, বাবাও প্রথমে ৪ ভাগ, স্ত্রী ৩ ভাগ, মেয়ে ১২ ভাগ। সবাই মিলে পাচ্ছে ২৩ ভাগ (৪+৪+৩+১২=২৩)। অর্থাৎ একটি ভাগ বাকী থেকে যাচ্ছে। এখন এই একটি ভাগ বাবা আসাবা হিসেবে গ্রহণ করে।

দেখা যাচ্ছে, এভাবে একবার আসাবা একবার যাবিল ফুরুদ হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণে বাবা কখনও সাধারণ আসাবাদের মতো সম্পত্তি হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হচ্ছে না। তবে বেশি পাওয়ার সময় ঠিকই বেশি পেয়ে যাচ্ছে। এই মাসয়ালাতে বাবার স্থানে দাদা হলেও অবস্থা একই হতো। অর্থাৎ দাদাও এখানে প্রথমে নির্দিষ্ট অংশ পেয়ে পরে অবশিষ্ট কিছু থাকলে তার মালিক হতো।

ভাই-বোনদের সাথে দাদার মীরাছের ক্ষেত্রেও অবস্থা এরকমই হবে। দাদা ভাই-বোনদের সাথে মিলে মৃতের আসাবা হবে ঠিকই কিন্তু তার জন্য সর্বনিম্ন একটি অংশ ঠিক করে দেওয়া হবে। যদি দেখা যায় আসাবা হিসেবে সে উক্ত অংশের কম পাচ্ছে বা সম্পত্তি হতেই বঞ্চিত হচ্ছে তবে তাকে আর আসাবা হিসেবে গণ্য না করে ঐ নির্দিষ্ট অংশই প্রদান করা হবে। এভাবে দাদা কখনও আসাবা হবে কখনও নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী হবে। যারা দাদা বর্তমান থাকতে ভাই-বোনদের মীরাছ দেওয়ার পক্ষে তারা সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, দাদার জন্য সর্বনিম্ন একটি অংশ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। দাদার অংশ কোনো অবস্থাতেই তার চেয়ে নিচে যাবে না। কিন্তু সেই অংশ কত হবে সে ব্যাপারে তারা দ্বিমত করেছেন। আলী عليه السلام থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, এটা হলো ছয় ভাগের এক ভাগ। তার যুক্তি হলো, মৃতের সন্তান থাকলেও দাদা ছয় ভাগের এক ভাগ সম্পত্তি পায়। এখন যেহেতু মৃতের সন্তানরাই দাদাকে ছয় ভাগের এক ভাগ থেকে সরাতে পারে না অতএব মৃতের ভাই-বোনেরা এ বিষয়ে আরও বেশি অক্ষম। তাই ভাই-বোনদের সাথে দাদাকে অংশ দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে দাদা ছয় ভাগের এক ভাগের কম না পায়। যদি দেখা যায় একজন ভাই হিসেবে অংশ দিলে দাদা ছয় ভাগের এক ভাগের বেশি পাচ্ছে তবে তাই দিতে হবে। আর যদি দেখা যায় কোন মাসয়ালায় ভাই-বোনের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে ভাই হিসেবে অংশ দিলে দাদা ছয় ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা কম পাচ্ছে তবে তাকে আর ভাই হিসেবে অংশ না দিয়ে ছয় ভাগের এক ভাগই প্রদান করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি মৃতের ছয়টি ভাই থাকে তবে তার সাথে দাদাকে একজন ভাই হিসেবে অংশ দিলে দাদা পায় ৭ ভাগের এক ভাগ। যা ৬ ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা কম। অতএব এ ক্ষেত্রে দাদাকে ভাইদের সাথে অংশ না দিয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ প্রদান করা হবে এবং বাকী সম্পত্তি ভাইদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে যায়েদ ইবনে ছাবিত عليه السلام এর মত হলো, যদি দাদা ও ভাই-বোনদের সাথে অন্য কোনো নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী ওয়ারিছ না থাকে তবে দাদার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ নির্দিষ্ট রাখা হবে। এর অর্থ



হলো, যদি ভাইয়ের সংখ্যা তিন হয় তবে দাদা তার সাথে মিলে ভাই হিসেবে অংশ দিলে চার ভাগের এক ভাগ পায় যা তিন ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম। অতএব, দাদাকে এক্ষেত্রে ভাই হিসেবে অংশ না দিয়ে তিন ভাগের এক ভাগ প্রদান করা হবে। আর যদি ভাইয়ের সংখ্যা এক হয় তবে দাদা তার সাথে মিলে অর্ধেক পায়। এটা তিন ভাগের চেয়ে বেশি। অতএব, দাদাকে এখানে ভাইয়ের সাথে মিলে অংশ দিতে হবে। আর যদি ভাই হয় দুজন তবে দাদা ভাইদের সাথে মিলে মূল সম্পত্তিতে তিন জন সমান অংশ পায়। অর্থাৎ দাদা এক্ষেত্রে তিন ভাগের এক ভাগ পায়। অতএব এ ক্ষেত্রে দাদাকে আগেই তিন ভাগের এক ভাগ দেওয়া বা ভাইদের সাথে শরীক করে অংশ দেওয়া উভয়ই সমান।

এখন যদি দাদা ও ভাই-বোন ছাড়াও অন্য ওয়ারিছ থাকে যেমন মৃতের স্বামী বা মা।

তবে মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ এবং বাকী সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ এবং ভাই হিসেবে অংশ পাওয়া এই তিনটির মধ্যে যাতে দাদার বেশি লাভ হয় দাদা তাই পাবে। উদাহরনস্বরূপ, ধরে নিই মৃত ব্যক্তির স্বামী, একটি ভাই ও দাদা বেঁচে আছে। তার সম্পত্তিকে ৬ ভাগে ভাগ করা হলে স্বামী পায় তিন ভাগ। এখন বাকী থাকে তিনটি অংশ দাদা ভাই হিসেবে ভাইয়ের সাথে অংশ পেলে এখানে ১.৫ অংশ পায়। যা মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা বেশি আবার বাকী সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও বেশি। অতএব দাদা এখানে ভাই-এর সাথে মিলে অংশ পাবে। যদি এখানে একজন ভাইয়ের স্থানে ৪ জন ভাই হতো তবে তাদের সাথে ভাই হিসেবে অংশ গ্রহণ করলে দাদা মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগের কম পেতো। তাই সেক্ষেত্রে ভাইদের সাথে অংশগ্রহণ না করে দাদাকে সরাসরি মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ দেওয়া হবে। এখন যদি স্বামীর স্থানে স্ত্রী হয় আর মূল সম্পত্তিকে ১২ ভাগে ভাগ করা হয় তবে স্ত্রী পায় ৩ ভাগ, বাকি থাকে ৯ ভাগ। এক্ষেত্রে মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ হলো দুই আর বাকী সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ হলো তিন। অর্থাৎ বাকী সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা বেশি। এখন যদি মৃতের একটি ভাই থাকে তবে দাদা তার সাথে অংশগ্রহণ করলে ৪.৫ অংশ পায় যা মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ এবং বাকী সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা বেশি। অতএব সেক্ষেত্রে দাদা ভাইদের সাথে অংশ গ্রহণ করবে। আর যদি তিনটি ভাই ও একটি বোন থাকে তবে বাকী সম্পত্তি তথা ৯ ভাগে দাদা ভাইদের সাথে অংশ নিলে তিন ভাই ও দাদা দুই অংশ করে পায় ( $8 \times 2 = 16$ ) আর বোন পায় ১ অংশ। দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে ভাইদের সাথে অংশগ্রহণ করা এবং মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করার চেয়ে বাকী সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করা দাদার জন্য অধিক লাভজনক হচ্ছে। অতএব দাদাকে তাই প্রদান করতে হবে।



এভাবে দাদার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ সংরক্ষিত রাখার কারন সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, যেহেতু দাদা না থাকলে মা পক্ষের ভাইরা সর্বোচ্চ তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে। কিন্তু দাদা তাদের ঐ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। অতএব দাদাই ঐ সম্পত্তি পাওয়ার বেশি হক রাখে। তাই আপন ভাই বা বাব পক্ষের ভাই-বোনরা দাদাকে তিন ভাগের এক ভাগ থেকে নামাতে পারবে না।

এমনও বলা যায় যে, যেহেতু অন্য কোনো ওয়ারিছ না থাকলে মৃতের মা সম্পত্তির তিন ভাগের একভাগ পায় অতএব দাদা তার চেয়ে কম পেতে পারে না।

এমনও বলা যায় যে, রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে দাদাকে প্রথমে ছয় ভাগের এক ভাগ পরে আবার ছয় ভাগের এক ভাগ এভাবে তিন ভাগের এক ভাগ প্রদান করার কথা বর্ণিত আছে। এখন দাদার অংশ নিয়ে যেহেতু ব্যাপক দ্বিমত হচ্ছে তাই যতটুকু বর্ণিত আছে তার কম দেওয়া হবে না।

এসব কথার বিপরীতেও অবশ্য অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ নেই। যেহেতু এ বিষয়ে এটাই হলো যায়েদ ইবনে ছাবিত রাঃ এ মত। খলীফা উমরও এ মতের উপর ফয়সালা দিয়েছেন বলে বর্ণিত আছে। যারা ভাই-বোনদের দাদার সাথে অংশ দিয়েছেন তারা সকলেই এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিক, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ইত্যাদি সকল আলেমই এই মতটি গ্রহণ করেছেন। অতএব ভাই-বোনকে দাদার সাথে অংশ দিতে হলে এই মতটির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপাই নেই। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

## দাদার সাথে আপন ভাই-বোনদের মীরাছ

### যদি মৃতের ভাই বেঁচে থাকে

যারা দাদার সাথে ভাই-বোনদের মীরাছ দেওয়ার পক্ষে তারা সকলে এ বিষয়ে একমত যে, ভাই বেঁচে থাকলে দাদা তার সাথে একজন ভাই হিসেবে অংশ পাবে। যতক্ষণ না তার অংশ ঐ নির্দিষ্ট অংশের কম হয় যা পূর্বে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভাইয়ের সাথে বোন থাকলেও অবস্থা একই থাকবে। দাদা একজন ভাই হিসেবে প্রতিটি বোনের দ্বিগুন অংশ পাবে। যদি না এর মাধ্যমে তার প্রাপ্য তার জন্য সংরক্ষিত অংশের কম হয়। এ বিষয়ে বেশ কিছু উদাহরণ পূর্বে গত হয়েছে।

### যদি মৃতের কোনো ভাই না থাকে বরং কেবল বোন থাকে

কিন্তু যদি মৃতের কোনো ভাই না থাকে কেবল এক বা একাধিক বোন থাকে তবে দাদার সাথে তাদের মীরাছ কেমন হবে সে ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে দ্বিমত আছে। আলী রাঃ ও ইবনে মাসউদ রাঃ এক্ষেত্রে বোনদের জন্য নির্ধারিত অংশ তাদের প্রদান করার পর যা বাকী থাকে তা দাদাকে প্রদান করেন যদি না এর মাধ্যমে দাদার অংশ ছয় ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা কমে যায়। সেক্ষেত্রে তিনি দাদাকেও ছয় ভাগের এক ভাগ প্রদান করেন। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদও তার সাথে একমত হয়েছেন। তবে যায়েদ

## কুরআন-হাদীস ও চার মাযহাবের মতামতের আলোকে

ইবেন ছাবিত رحمہ اللہ এক্ষেত্রেও দাদাকে একজন ভাই ধরে নিয়ে বোনদের সাথে পুরুষ মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে অংশ দিয়েছেন। যদি না এর মাধ্যমে দাদার অংশ পূর্বে উল্লেখিত পরিমাণ অপেক্ষা কমে যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কারো দাদী/নানী, একটি বোন ও দাদা থাকে তবে আলী رحمہ اللہ এর মতে মীরাছ হবে নিম্নরূপ,

ওয়ারিছ	দাদী/নানী			দাদা (বাকী অংশ)						বোন অর্ধেক (৯ অংশ)								
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

এখানে অবশিষ্ট সম্পত্তি (৬ অংশ) যেহেতু মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ তথা ৩ অংশ অপেক্ষা বেশি তাই দাদা সেটা গ্রহণ করছে।

যায়েদ ইবনে ছাবিত رحمہ اللہ এর মতে অবস্থা হবে এমন,

ওয়ারিছ	দাদী/নানী ১/৬			বাকী অংশে দাদা ও বোন মিলে আসাবা (দাদা বোনের ২ গুন)														
				দাদা (১০ অংশ)										বোন (৫ অংশ)				
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

এক্ষেত্রে যদি তিন জন বোন হতো তবে আলী رحمہ اللہ এর মতে অবস্থা হতো নিম্নরূপ,

ওয়ারিছ	দাদী/নানী			দাদা (বাকী)			দুই বোন তিন ভাগের দুই ভাগ (৬×২=১২ অংশ)											
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

যায়েদ ইবনে ছাবিত رحمہ اللہ এর মতে অবস্থা হতো নিম্নরূপ,

ওয়ারিছ	দাদী/নানী ১/৬			বাকী অংশে দাদা ও বোন মিলে আসাবা (দাদা বোনের ২ গুন)														
				দাদা (৬ অংশ)						১ নং বোন			২ নং বোন			৩ নং বোন		
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

দেখা যাচ্ছে আলী رحمہ اللہ এর মতে বোনেরা দাদা অপেক্ষা বেশি পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যায়েদ رحمہ اللہ এর মতে বোনেরা সর্বদায় দাদা অপেক্ষা কম পাচ্ছে। এ বিষয়ে যায়েদ رحمہ اللہ এর মতটি কিয়াসের সাথে বেশি মেলে। যেহেতু

দাদা যখন ভাইয়ের সাথে সমানভাবে সম্পত্তিতে ভাগ বসচ্ছে ফলে ভাইয়ের পক্ষে দাদা অপেক্ষা বেশি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অতএব বোনের সাথেও দাদা ভাগ বসাবে যাতে বোন দাদা অপেক্ষা বেশি না পেয়ে যায়। একারণেই এ বিষয়ে এই মতটিই সকল আলেম-ওলামা গ্রহণ করেছেন। তারা বলেছেন, ভাই থাকলে যেমন বোনকে নির্দিষ্ট অংশ দেওয়া হয় না বরং আসাবা করা হয় তেমনি দাদা বেঁচে থাকলে দাদাকে ভাই ধরে নিয়ে বোনকে তার সাথে আসাবা করা হবে, তাকে নির্দিষ্ট অংশ দেওয়া হবে না।

কেবল একটি মাসয়ালায় এর ব্যতিক্রম করা হয়। নিচে তার বর্ণনা উল্লেখ করা হলো,

### আকদারিয়াহ (أكدرية) মাসয়ালা

এই মাসয়ালাকে বলা হয় আকদারিয়াহ (أكدرية)। যার অর্থ ঘোলাটে বা অস্পষ্ট। এই মাসয়ালায় যায়েদ ইবনে ছাবিতের মত কiyাসের বিপরীত হওয়ার কারণে যে অস্পষ্টতার সৃষ্টি হয় সে কারণেই সম্ভবত মাসয়ালাটির এই নাম দেওয়া হয়েছে।

মাসয়ালাটি হলো, একজন মৃত মহিলা মা, স্বামী, দাদা ও বোন রেখে গেছে। স্বাভাবিক নিয়মে এই মাসয়ালায় সবাইকে অংশ দিলে অবস্থা হয় এমন,

ওয়ারিছ	মা ১/৩						দাদা ১/৬			স্বামী (অর্ধেক)								
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

অর্থাৎ বোনের জন্য কিছুই বাকী থাকে না। একারণে এই মাসয়ালায় যায়েদ ইবনে ছাবিত رضي الله عنه উপরোক্ত মূলনীতির বাইরে বোন এবং দাদাকে পৃথকভাবে অংশ প্রদান করে আওলের মাধ্যমে সমাধান করেন। পরবর্তীতে দাদার অংশ ও বোনের অংশ একত্রে মিলিয়ে দাদাকে বোনের চেয়ে দ্বিগুন প্রদান করেন। সম্পত্তিকে ১৮ ভাগে ভাগ করলে প্রথমে মা  $\frac{1}{3} = ৬$ , দাদা  $\frac{1}{6} = ৩$ , স্বামী  $\frac{1}{2} = ৯$ , বোন  $\frac{1}{2} = ৯$ । সবাই মিলে পায়  $(৬+৩+৯+৯=২৭)$  ভাগ। অর্থাৎ এখানে হিসাব ১৮ থেকে হলেও সম্পত্তি আসলে ভাগ করতে হবে ২৭ ভাগে। এই বিষয়টিকেই আওল বলা হয়। নিচের ছকে মাসয়ালাটিকে দেখানো হলো।

ওয়ারিছ	মা (৬ অংশ)						স্বামী (৯ অংশ)									দাদা-ও	বোন (৯ অংশ)										
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
দাদার সাথে বোনের সম্পত্তি মিলিয়ে দাদাকে ভাই হিসেবে বন্টন																দাদা বোনের দ্বিগুন তথা ৮ ভাগ						বোন ৪ ভাগ					

এই মাসয়ালায় যায়েদ রা প্রথমে বোনকে নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করেছেন। অথচ দাদা বেঁচে থাকতে বোনকে নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করা তার মাজহাব নয়। বরং তিনি বোনকে দাদার সাথে আসাবা করে থাকেন। আলী রা ও ইবনে মাসউদ রা বোনকে নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করে থাকেন। তারা এক্ষেত্রেও তাই করেছেন। অর্থাৎ যায়েদ ইবনে ছাবিত রা এখানে তাদের সাথে একমত হয়েছেন। তবে তিনি এখানে অতিরিক্ত আরও একটি কাজ করেছেন যা আলী রা ও ইবনে মাসউদ রা করেন না। তা হলো, তিনি দাদা ও বোনকে পৃথকভাবে তাদের অংশ দেওয়ার পর উভয়ের অংশ একত্রিত করে দাদা ও বোনের মাঝে পুরুষ মহিলার দ্বিগুন হিসেবে বন্টন করেছেন। এভাবে বোনকে নির্দিষ্ট অংশ দেওয়ার পর আবার তার প্রাপ্য হতে দাদাকে প্রদান করাও কiyাসের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

একারণে ইবনে রুশদ রা বলেন,

وَضَعَفَ الْجَمِيعُ التَّشْرِيكَ الَّذِي قَالَ بِهِ زَيْدٌ فِي هَذِهِ الْفَرِيزَةِ

এই মাসয়ালায় যায়েদ রা বোনকে নির্দিষ্ট অংশ দেওয়ার পর দাদার সাথে বোনকে শরীক করার যে মত ব্যক্ত করেছেন সকলে তা দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। [বিদায়াতুল মুজতাহিদ]

তিনি আরও বলেন, কেউ কেউ বলেছেন এটা সরসরি যায়েদ ইবনে ছাবিত রা এর মত নয়। ইবনে কুদামা রা কোনো একজন আলেম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন,

مَا قَالَ ذَلِكَ زَيْدٌ وَإِنَّمَا فَاسَ أَصْحَابُهُ عَلَى أَصُولِهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ هُوَ شَيْئًا

যায়েদ এটা বলেননি। তবে তার অনুসারীরা ফারায়েজের ব্যাপারে তার মূলনীতির আলোকে এই মাসয়ালায় এমন রায় বর্ণনা করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে কিছুই বলেন নি। [আল-মুগনী]

এরপর যারা এই মতটির উপর আপত্তি করে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ইবনে কুদামা রা বলেন,

لَأنَّهُ لَوْ لَمْ يَفِرْضْ لِلْأُخْتِ لَسَقَطَتْ، وَلَيْسَ فِي الْفَرِيزَةِ مَنْ يُسْقِطُهَا

যদি এখানে বোনকে নির্দিষ্ট অংশ প্রদান না করা হতো তবে সে বঞ্চিত হতো অথচ এই মাসয়ালায় তাকে বঞ্চিত করার মতো কেউ নেই।

পরে তিনি বলেন,

{فَإِنْ قِيلَ: فَأَلَاخْتُ مَعَ الْجَدِّ عَصَبَةً، وَالْعَصَبَةُ تَسْقُطُ بِاسْتِكْمَالِ الْفُرُوضِ. قُلْنَا: إِنَّمَا يَعْصِبُهَا الْجَدُّ، وَلَيْسَ بِعَصَبَةٍ مَعَ هَؤُلَاءِ، بَلْ يُفَرِّضُ لَهُ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتِ أَخٌ لَسَقَطَ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ مَعَ الْأُخْتِ أُخْرَى، أَوْ أَخٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، لَأَنْحَجَبَتْ الْأُمُّ إِلَى السُّدُسِ، وَبَقِيَ لَهُمَا السُّدُسُ، فَأَخَذُوهُ، وَلَمْ تَعْلُ الْمَسْأَلَةُ}

যদি বলা হয় বোন তো এখানে আসাবা। অতএব নির্দিষ্ট অংশ যাদের আছে তারা নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করার পর যদি কিছু অবশিষ্ট না থাকে তবে সে বঞ্চিত হবে এটাই স্বাভাবিক। (অতএব এখানে বোন বঞ্চিত হওয়ার কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে)। আমরা বলবো, বোনকে আসাবা করে দাদা। অথচ এই মাসয়ালায় দাদ নিজেই আসাবা নয়। বরং তাকে নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করা হয়। যদি এখানে বোনের স্থানে ভাই হতো তবে সে বঞ্চিত হতো কারণ সে নিজেই আসাবা। যদি এখানে বোনের সাথে আরেকটি ভাই বা বোন থাকতো তবে মা ছয় ভাগের এক ভাগ পেতো আর তারা দুই জনে মিলে বাকী ছয় ভাগের এক ভাগ পেতো। সেক্ষেত্রে (এভাবে) আওল করার প্রয়োজন হতো না। [আল-মুগনী]

এই মতটির স্বপক্ষে এ কথাও বলা যায় যে, বোনের সাথে যখন ভাই থাকে তখন যে ভাই-বোন মিলে আসাবা সেটা হাদীস কুরআনের আলোকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়। অতএব তখন অন্যান্য ওয়ারিছদের দেওয়ার পর কিছু অবশিষ্ট না থাকলে ভাই-বোনেরা বঞ্চিত হলেও দুঃচিন্তার কিছুই থাকে না। কিন্তু দাদার সাথে যারা বোনকে আসাবা করার পক্ষে কথা বলেছেন তার পক্ষে কুরআন-হাদীসে সরাসরি কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এটা কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রমাণিত যা ভুল বা ঠিক যে কোনো একটা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। একারণে এর উপর নির্ভর করে বোনকে পুরোপুরি বঞ্চিত করা ভালো মনে হয় না। তাই এভাবে সমাধান করে বোনকেও কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে। তবে যখন বোনেরা কিছু না কিছু পেয়ে যায় তখন আর এভাবে সমাধান করা হয় না। পূর্বেই আমরা বলেছি, ফারায়েজের বিধানে কম- বেশি অংশ পাওয়া আর পুরোপুরি বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যার প্রমাণ বেশ কিছু মাসয়ালায় পাওয়া গেছে।

ঘটনা যাই হোক, যারা দাদার সাথে ভাই-বোনদের মীরাছ দেওয়ার পক্ষে তারা মোটামুটিভাবে একমত হয়েছেন যে, এক্ষেত্রে মাসয়ালাটিকে এভাবেই সমাধান করা হবে। হাম্বলী, মালেকী ও শাফেয়ী মাজহাবের ফতোয়া এরই উপর। আর আল্লাহই সকল বিষয়ের সঠিক সমাধান সমপর্কে সর্বাধিক বেশি অবগত।

### দাদার সাথে বাবা-পক্ষের ভাই বোনদের মীরাছের অবস্থা

উপরে আমরা উল্লেখ করেছি, আপন ভাই-বোনেরা বেঁচে থাকতে বাবা পক্ষের ভাই-বোনেরা কোনো মীরাছ পায় না। আমরা এটাও বলেছি যে, দাদা আপন ভাইদের সাথে মিলে অংশ পায়। অর্থাৎ দাদা আপন ভাই হিসেবে গণ্য হয়। এ হিসেবে দাদা বেঁচে থাকলে বাবা পক্ষের ভাইয়েরা মীরাছ না পাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু আলেমরা একমত হয়েছেন যে, দাদা বেঁচে থাকলেও বাবা পক্ষের ভাইয়েরা মীরাছ পাবে। তবে এক্ষেত্রেও দাদা তাদের সাথে একজন ভাই হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ দাদা বেঁচে থাকতে আপন ও বাবা পক্ষীয় ভাই-

বোনেরা মীরাছ পাবে আর দাদা উভয় ক্ষেত্রে একজন ভাই হিসেবে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

এক্ষেত্রে যদি মৃতের কোনো আপন ভাই-বোন না থাকে তবে বাবা পক্ষের ভাই-বোনেরা তাদের স্থান দখল করে এবং পুরোপুরি ঐ নিয়মে দাদার সাথে সম্পত্তিতে অংশগ্রহণ করে যা আমরা পূর্বে আপন ভাই-বোনদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছি।

তবে বাবা পক্ষের ভাই-বোনদের সাথে আপন ভাই-বোনও থাকলে তাদের সাথে দাদার মীরাছের অবস্থা বিভিন্ন রকম হতে পারে।

### দাদার সাথে উভয় পক্ষের ভাই-বোন থাকলে

দাদার সাথে আপন ভাই আছে এবং কিছু বাবা পক্ষের ভাই-বোন আছে

আমরা পূর্বে বলেছি আপন ভাই থাকতে বাবা পক্ষের ভাইয়েরা কিছুই পাবে না। এখানেও তার ব্যতিক্রম হবে না। তবে ব্যতিক্রম হলো এখানে বাবা পক্ষের ভাই-বোনদের আপন ভাইদের সাথে গণনা করতে হবে। এভাবে দাদার অংশ কমিয়ে দেওয়া হবে। পরে অবশিষ্ট সম্পত্তি কেবল আপন ভাই-বোনেরা গ্রহণ করবে। বাবা পক্ষীয় ভাই-বোনেরা বঞ্চিত হবে। এভাবে বাবা পক্ষের ভাই-বোন থাকার কারণে আপন ভাই-বোনদের অংশ বৃদ্ধি পাবে।

ধরে নিই, কোনো ব্যক্তির দাদা, একটি আপন ভাই এবং একটি বাবা পক্ষের ভাই বেঁচে আছে। মাসয়ালাটি হবে নিম্নরূপ,

প্রথমে	দাদা $\frac{1}{3}$	আপন ভাই $\frac{1}{3}$	বাবা পক্ষের ভাই $\frac{1}{3}$
অবশেষে	”	আপন ভাই তিন ভাগের দুই ভাগ	

অর্থাৎ প্রথমে বাবা পক্ষের ভাইকে দাদা ও আপন ভাইয়ের সাথে একজন ভাই হিসেবে গণ্য করে হিসাব করা হবে। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সম্পত্তি তিনভাগে ভাগ করে দাদাকে এক ভাগ, আপন ভাইকে এক ভাগ এবং বাব পক্ষের ভাইকে এক ভাগ প্রদান করা হবে। পরে আপন ভাই বেঁচে থাকতে যেহেতু বাবা পক্ষের ভাই কিছুই পায় না তাই দুই ভাইয়ের সম্পত্তি কেবল আপন ভাই গ্রহণ করবে। এভাবে বাবা পক্ষের ভাই থাকার কারণে আপন ভাই দাদার চেয়ে বেশি সম্পত্তি পাবে। যদি বাবা পক্ষের ভাইটি না থাকতো তবে দাদাকে আপন ভাইয়ের সাথে একজন ভাই হিসেবে ধরে সম্পূর্ণ সম্পত্তির অর্ধেক দাদা এবং বাকী অর্ধেক আপন ভাই গ্রহণ করতো।

যদি বাবা পক্ষের ভাইয়ের স্থানে একজন বোন হতো তবে অবস্থা হতো নিম্নরূপ,

সম্পত্তি	১	৩	৩	৪	৫
প্রথমে	দাদা পাঁচ ভাগে ২ ভাগ		ভাই পাঁচ ভাগে ২ ভাগ		বোন ১ ভাগ
অবশেষে	”		উভয়ের সম্পত্তি কেবল ভাই দখল করবে		

যদি বাবা পক্ষের দুইটি বোন থাকে তবে অবস্থা হবে নিম্নরূপ,

সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬
প্রথমে	দাদা		আপন ভাই		১-নং বোন	২-নং বোন
অবশেষে	”		বাবা পক্ষের দুই বোনের সম্পত্তি আপন ভাই নেবে			

### দাদার সাথে আপন বোন ও বাবা পক্ষের ভাই-বোন থাকলে

আমরা পূর্বে বলেছি, যদি আপন ভাইয়ের স্থানে আপন বোন থাকে তাহলে কিছু সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকলে বাবা পক্ষের ভাই-বোনেরা তা পাবে। দাদার সাথে একত্রিত অবস্থায়ও তাই ঘটবে। তবে এক্ষেত্রে আপন বোন আগে নিজের পাওনা তথা অর্ধেক গ্রহণ করবে। পরে কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা বাবা পক্ষের ভাই বোনেরা গ্রহণ করবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি দাদা, একটি আপন বোন ও একটি করে বাবা পক্ষীয় ভাই-বোন থাকে তবে মাসয়ালাটি হবে নিম্নরূপ,

সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬
প্রথমে	দাদা		আপন বোন	সৎ ভাই		সৎ বোন
অবশেষে	”		আপন বোন অর্ধেক গ্রহণ করবে			ভাই/বোন

দেখা যাচ্ছে, প্রথমে দাদা ও ভাই-বোনদের অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার পর আপন ও বাবা পক্ষীয় ভাই-বোনদের অংশ থেকে বোনকে অর্ধেক প্রদান করে ছয় ভাগের এক ভাগ বাকী থাকে। বাবা পক্ষীয় ভাই বোনেরা এই অংশটি ছেলের মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে গ্রহণ করবে।

এক্ষেত্রে আপন বোন দুই জন হলে বাবা পক্ষের ভাই-বোনেরা কিছুই পাবে না। যেহেতু দাদাকে তিন ভাগের এক ভাগ আর দুই বোনকে তিন ভাগের দুই ভাগ প্রদান করার পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

এভাবে আপন ভাই-বোনদের সাথে বাবা পক্ষীয় ভাই-বোনদের গণনা করার মতটি যারো ইবনে ছাবিত রাঃ এর। এ বিষয়ে আলী রাঃ ও ইবনে মাসউদ রাঃ এর ভিন্নমত রয়েছে। তবে যারা ভাই-বোনকে দাদার সাথে অংশ দেন তারা সকলে যারো ইবনে ছাবিত রাঃ এর মতটিই গ্রহণ করেছেন। তিন মাজহাবের আলেমদের ফতোয়া এই মতটিই উপর।

অনেকে অবশ্য মতটির উপর আপত্তি উত্থাপন করে বলেছেন, যে নিজে সম্পত্তি পায় না তাকে গণনা করার কি দরকার? এর উত্তরে বলা যায়, ফারাজের মাসয়ালায় এমন ঘটনার নজীর রয়েছে। যেহেতু বাবা বেঁচে থাকলেও একাধিক ভাই মা-কে তিন ভাগের এক ভাগ থেকে ছয় ভাগের এক ভাগে ফিরিয়ে দেয় অথচ বাবা বেঁচে থাকতে তারা কিছুই পায় না।

### দাদার সাথে ভাই-বোনদের মীরাছের বিভিন্ন উদাহরণ

ইবনে কুদামা রাঃ আল-মুগনীতে দাদার সাথে ভাই-বোনদের মীরাছের বিভিন্ন উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। এখানে আমরা সেসব উদাহরণ উল্লেখ করছি যাতে পাঠক এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হোন।

**\* মাসয়ালাঃ** একটি আপন ভাই, একটি বাবা পক্ষের ভাই ও দাদা:

ফলাফলঃ দাদা তিন ভাগের এক ভাগ, আপন ভাই তিন ভাগের দুই ভাগ, সৎ ভাই কিছুই পাবে না।

ব্যাখ্যাঃ বাবা পক্ষের ভাইকে আপন ভায়ের সাথে হিসাব করে এবং দাদাকে একটি ভাই হিসেবে ধরে সম্পত্তি বণ্টন করলে সকলে তিন ভাগের এক ভাগ করে পায়। পরে আপন ভাই নিজের অংশ এবং সৎ ভাইয়ের অংশ দখল করবে ফলে তার অংশ দাড়াবে তিন ভাগের দুই ভাগ আর সৎ ভাই কিছুই পাবে না।

**\* মাসয়ালাঃ** একটি আপন ভাই, দুইটি বাবা পক্ষের বোন ও দাদা:

ফলাফলঃ আগের মাসয়ালায় মতো দাদা তিন ভাগের এক ভাগ, আপন ভাই তিন ভাগের দুই ভাগ, বাবা পক্ষের বোনেরা কিছুই পাবে না।



ব্যাখ্যাঃ ঘটনা আগের মতোই। যেহেতু দুটি বাবা পক্ষের বোনকে আপন ভাইয়ের সাথে হিসাব করে এবং দাদাকে ভাই ধরে সম্পত্তি বন্টন করলে দাদা ও আপন ভাই তিন ভাগের এক ভাগ করে পায়। দুই বোন মিলে পায় তিন ভাগের এক ভাগ। পরে বোনের ভাগ আপন ভাই দখল করে।

\* মাসয়ালাঃ দুইটি আপন ভাই, দুইটি বাবা পক্ষের বোন ও দাদা:

ফলাফলঃ দাদা তিন ভাগের এক ভাগ। আপ ভাইয়েরা প্রত্যেকে তিন ভাগের এক ভাগ করে। বাবা পক্ষের বোনেরা কিছুই পাবে না।

ব্যাখ্যাঃ এখানে বাবা পক্ষের বোনদের গন্য করলে এবং দাদাকে ভাই হিসেবে অংশ দিলে যেহেতু দাদার অংশ তিন ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম হয়ে যায় তাই এভাবে ভাগ দেওয়ার পরিবর্তে দাদাকে সরাসরি তিন ভাগের এক ভাগ দেওয়া হয়। পরে বাকী সম্পত্তি আপন ভাইয়েরা গ্রহণ করে। যেহেতু আপন ভাই থাকতে বাবা পক্ষের ভাই-বোন কিছুই পায় না। এক্ষেত্রে সৎ বোনের ক্ষেত্রে আপন বোন হলেও দাদার অংশ ঠিকই থাকতো। আর ভাই-বোনেরা বাকী সম্পত্তিতে পুরুষ মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে অংশ নিতো। যেহেতু এক্ষেত্রে ভাই-বোনদের সাথে অংশ নিলে দাদা তিন ভাগের এক ভাগের কম পায় তাই তাকে সরাসরি তিন ভাগের এক ভাগ দেওয়া হয়।

\* মাসয়ালাঃ একটি আপন ভাই ও একটি আপন বোন, বাবা পক্ষের এক বা একাধিক ভাই-বোন ও দাদা।

ফলাফলঃ দাদা তিন ভাগের এক ভাগ, আপন ভাই ও বোন বাকী সম্পত্তিতে ভাই বোনের দ্বিগুণ হিসেবে অংশ নেবে। আর বাবা পক্ষের ভাই-বোন বঞ্চিত হবে।

\* মাসয়ালাঃ একটি করে আপন ভাই-বোন ও দাদা

ফলাফলঃ দাদা সম্পত্তির পাঁচ ভাগের দুই ভাগ, ভাইও ভাই, বোন পাবে পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

ব্যাখ্যাঃ দাদা ভাই হিসেবে অংশগ্রহণ করবে। যেহেতু ভাই-বোনদের সাথে অংশ গ্রহণ করার মাধ্যমে সে তিন ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা বেশি সম্পত্তি পাচ্ছে।

এক্ষেত্রে আপন ভাই-বোনের বদলে বাবা পক্ষের ভাই-বোন হলেও অবস্থা একই হবে। যেহেতু আপন ভাই বোনদের অবর্তমানে বাবা পক্ষের ভাই-বোনেরা হুবহু তাদের মতোই আচরণ করে।

\* মাসয়ালাঃ একটি আপন বোন, দাদা, একটি বাবা পক্ষীয় বোন

ফলাফলঃ দাদা অর্ধেক সম্পত্তি, আপন বোন অর্ধেক আর বাবা পক্ষের বোন শূন্য।

ব্যাখ্যাঃ বাবা পক্ষের বোনকে আপন বোনের সাথে গননা করে এবং দাদাকে ভাই ধরে সম্পত্তি বন্টন করলে দাদা পায় দুই বোনের সমান তথা অর্ধেক। আর দুইটি বোন চার ভাগের এক ভাগ করে পায়। পরে আপন বোন নিজের অংশ তথা অর্ধেক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সৎ বোনের অংশ গ্রহণ করে। সে হিসেবে এখানে

সম্পূর্ণ সম্পত্তিই আপন বোন গ্রহণ করে। এভাবে আপন বোনের অংশ হয় অর্ধেক আর বাবা পক্ষের বোন কিছুই পায় না।

\* **মাসয়ালাঃ** যদি উপরের মাসয়ালায় বাবা পক্ষের দুইটি বোন থাকতো

ফলাফলঃ দাদা পাঁচ ভাগের দুই ভাগ, আপন বোন সম্পত্তির অর্ধেক, বাবা পক্ষের দুই বোন মিলে দশ ভাগের এক ভাগ। সম্পত্তি বিশ ভাগে ভাগ করলে দাদা ৮ ভাগ, আপন বোন ১০ ভাগ, বাবা পক্ষের প্রতিটি বোন ১ ভাগ করে মোট দুই ভাগ।

ব্যাখ্যাঃ প্রথমে বাবা পক্ষের দুই বোনকে আপন বোনের সাথে গননা করলে দাড়ায় তিনটি বোন। এখন দাদাকে ভাই হিসেবে ধরলে এবং একজন ভাইকে দুই জন বোন ধরলে দাড়ায় পাঁচটি বোন। ফলে মূল সম্পত্তিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। তার মধ্যে দাদা পায় পাঁচ ভাগের দুই ভাগ আর প্রতিটি বোন পায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ করে। এখন তিনটি বোনের তিন ভাগ একত্রিত করে আপন বোনকে তার অংশ তথা অর্ধেক বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে তার অংশ হয় পাঁচ ভাগে ২.৫ ভাগ আর বাকী থাকে ০.৫ ভাগ। যা বাবা পক্ষীয় দুই বোন ০.২৫ করে গ্রহণ করে। সম্পত্তিকে ২০ ভাগে ভাগ করলে সবার অংশ তাই দাড়ায় যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

\* **মাসয়ালাঃ** যদি উপরের মাসয়ালায় বাবা পক্ষের বোন হয় তিন বা তার বেশি

ফলাফলঃ দাদা তিন ভাগের এক ভাগ, আপন বোন অর্ধেক, বাবা পক্ষের বোনেরা সকলে মিলে বাকী সম্পত্তি পাবে।

ব্যাখ্যাঃ এখানে বাবাপক্ষের বোনদের আপন বোনের সাথে যোগ করলে বোনদের সংখ্যা দাড়ায় চার বা তার বেশি। চার হলে তাদের সাথে দাদা অংশ নিলে একটি ভাই হিসেবে দাদা ছয় ভাগের দুই ভাগ পায় যা তিন ভাগের এক ভাগের সমান। আর বাকী সম্পত্তির মধ্যে আপন বোন অর্ধেক বুঝে নেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা বাবা পক্ষের বোনদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেওয়া হয়।

বাবা পক্ষের বোন তিনের বেশি হলে আপন বোনের সাথে মিলে সংখ্যা হয় চারের বেশি। ফলে দাদা একটি ভাই হিসেবে তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করলে তার অংশ তিন ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা কমে যায়। অতএব এক্ষেত্রে দাদা আর ভাই হিসেবে অংশগ্রহণ না করে সরাসরি তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে। আর আপন বোন বাকী সম্পত্তি হতে নিজের পাওনা তথা অর্ধেক বুঝে পায়। অবশিষ্ট যা থাকে তা বাবাপক্ষের বোনেরা সমানভাবে অংশ পায়। তাই বাবা পক্ষের বোনদের সংখ্যা এখানে যায় হোক দাদা ও আপন বোনের অংশে কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

\* **মাসয়ালাঃ** যদি দাদার সাথে দুইটি আপন বোন থাকে আর একাধিক বাবা পক্ষের বোন থাকে

ফলাফলঃ দাদা তিন ভাগের এক ভাগ, আপন বোনেরা তিন ভাগের দুই ভাগ, বাবা পক্ষের বোনেরা কিছুই পায় না।

ব্যাখ্যাঃ এক্ষেত্রে বাবা পক্ষের বোন দুইটি হলে উভয় প্রকার ভাই বোনদের সাথে অংশ গ্রহণ করলে দাদা তিন ভাগের এক ভাগ পায়। আর বাবা পক্ষের বোন দুয়ের বেশি হলে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করলে দাদা তিন ভাগের কম পায় তাই তাদের সাথে অংশ গ্রহণ না করে দাদা সরসরি তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে দাদার অংশ একই থাকে। এখন অবশিষ্ট সম্পত্তি হতে আপন দুই বোন তাদের অংশ তথা তিন ভাগের দুই ভাগ বুঝে নেয়। ফলে অবশিষ্ট আর কোনো সম্পত্তি থাকে না তাই বাবা পক্ষের বোনেরা বঞ্চিত হয়।

\* **মাসয়ালাঃ** যদি দাদার সাথে একটি আপন ভাই ও দুইটি আপন বোন থাকে আর যত খুশি বাবা পক্ষীয় ভাই-বোন থাকে

ফলাফলঃ দাদা তিন ভাগের এক ভাগ, আপন ভাই তিন ভাগের এক ভাগ আর আপন দুইটি বোন ছয় ভাগের এক ভাগ করে। বাবা পক্ষের ভাই-বোন বঞ্চিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ দাদা একটি ভাই হিসেবে অংশ গ্রহণ করলে, দুইটি ভাই ও দুইটি বোন হয়। প্রতিটি ভাই যেহেতু প্রতিটি বোনের দ্বিগুন পায় তাই প্রতিটি ভাইকে দুইটি বোন ধরা যায়। সে হিসেবে তাদের সংখ্যা হয় ছয়টি। এখন সম্পত্তির ছয় ভাগের মধ্যে দুইটি পাবে দাদা, দুইটি পাবে আপন ভাই, আর প্রতিটি আপন বোন একটি করে মোট দুইটি। বাবা পক্ষের ভাই-বোনেরা কিছুই পাবে না। যেহেতু আপন ভাই বেঁচে থাকলে সে মৃতের সম্পত্তিতে আসাবা হয়। তাই বাবা পক্ষের ভাইদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

\* **মাসয়ালাঃ** যদি দাদার সাথে একটি বাবা পক্ষের ভাই ও একটি আপন বোন ও একটি বাবা পক্ষের বোন থাকে

ফলাফলঃ দাদা তিন ভাগের এক ভাগ তথা ১৮ ভাগের ৬ ভাগ। আপন বোন ১৮ ভাগের ৯ ভাগ, সৎ ভাই দুই ভাগ, সৎ বোন ১ ভাগ।

ব্যাখ্যাঃ উভয় প্রকার ভাই-বোনদের সাথে দাদাকে ভাই হিসেবে গণ্য করলে এবং প্রতিটি ভাইকে দুটি বোন হিসেবে গণ্য করলে তাদের সংখ্যা দাড়ায় ৬ জন। এখন দাদা পাবে ছয় ভাগের ২ ভাগ, ভাই পাবে ছয় ভাগের দুই ভাগ, বোন দুটি পাবে এক ভাগ করে। এখন উভয় প্রকার ভাই-বোনদের অংশ একত্রিত করে আপন বোনকে তার অংশ তথা অর্ধেক বুঝিয়ে দেওয়া হবে আর তা হলো ৯ ভাগের এক ভাগ। পরে অভিশিষ্ট সম্পত্তি সৎ ভাই-বোনদের মধ্যে ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে ভাগ করে দেওয়া হবে। মূল সম্পত্তিকে ১৮ ভাগে ভাগ করলে হিসাবটি হবে নিম্নরূপ,

প্রথমে	দাদা প্রতি বোনের ২ গুন						ভাই বোনের ২ গুন						আপন বোন			সৎ বোন		
সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
অবশেষে	দাদার ভাগ ঠিকই থাকবে						আপন বোন অর্ধেক তথা ৯ ভাগ									ভাই		বো

এক্ষেত্রে যদি বাবা-পক্ষের ভাই-বোন অনেক বেশিও হয় তবু তারা সবাই মিলে ছয় ভাগের এ ভাগের চেয়ে বেশি পায় না। যেহেতু সর্বক্ষেত্রে দাদা কমপক্ষে তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে আর আপন বোন অর্ধেক। অতএব বাবা পক্ষের ভাইদের জন্য বাকী থাকে কেবল ছয় ভাগের এক ভাগ।

\* মাসয়ালাঃ স্ত্রী, মা, বোন, দাদা

ফলাফলঃ স্ত্রী চার ভাগের এক ভাগ তথা ৩৬ ভাগের ৯ ভাগ, মা তিন ভাগের এক ভাগ তথা ৩৬ ভাগের ১২ ভাগ, দাদা ৩৬ ভাগের ১০ ভাগ, বোন ৩৬ ভাগের ৫ ভাগ।

ব্যাখ্যাঃ এখানে দাদার সাথে অন্য ওয়ারিছ তথা মা ও স্ত্রী রয়েছে। অতএব দাদাকে তিনটি জিনিসের মধ্যে যেটি বেশি তা প্রদান করা হবে। হয়তো মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ অথবা অন্য ওয়ারিছদের দেওয়ার পর বাকী সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ অথবা ভাই হিসেবে ভাই-বোনদের সাথে অংশগ্রহণ। এখানে ৩৬ ভাগের মধ্যে স্ত্রীকে ৯ ভাগ ও মাকে ১২ ভাগ মোট ২১ ভাগ (৯+১২=২১) দেওয়ার পর আর ১৫ ভাগ (৩৬-২১=১৫) বাকী থাকে। এখানে মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ হলো ৬ ভাগ আর বাকী সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ হলো ৫ ভাগ। ভাই হিসেবে বোনের সাথে বাকী সম্পত্তিতে অংশ গ্রহণ করলে দাদা পায় বোনের দ্বিগুন তথা ১০ ভাগ আর বোন পায় ৫ ভাগ। দেখা যাচ্ছে এভাবে ভাই হিসেবে অংশ গ্রহণ করাই দাদার জন্য অধিক কল্যাণকর। অতএব দাদাকে তা প্রদান করা হবে।

\* মাসয়ালাঃ স্ত্রী, দাদী, দাদা, বোন:

ফলাফলঃ স্ত্রী চার ভাগের এক ভাগ তথা ৩৬ ভাগের ৯ ভাগ, দাদী ছয় ভাগের এক ভাগ তথা ৩৬ ভাগের ৬ ভাগ, দাদা ৩৬ ভাগের ১৪ ভাগ, বোন ৩৬ ভাগের ৭ ভাগ।

ব্যাখ্যাঃ এই মাসয়ালাটি উপরের মাসয়ালার মতোই তবে পার্থক্য হলো এখানে মায়ের স্থলে দাদী ওয়ারিছ হয় ফলে তিন ভাগের এক ভাগের বদলে ছয় ভাগের এক ভাগ পায়। একারণে দাদা ও বোনের ভাগের কিছু সম্পত্তি অতিরিক্ত হয়।

\* মাসয়ালাঃ মা অথবা দাদী, দুই বোন, দাদা:

ফলাফলঃ মা অথবা দাদী ছয় ভাগের এক ভাগ তথা ২৪ ভাগের ৪ ভাগ, দাদা ২৪ ভাগের ১০ ভাগ, দুই বোন পাঁচ ভাগ করে মোট ১০ ভাগ।

ব্যাখ্যাঃ এখানে যেহেতু একাধিক বোন আছে তাই মা ছয় ভাগের এক ভাগ পায়। দাদী হলে তো সর্বদায় ছয় ভাগের এক ভাগ পায়। বাকী সম্পত্তি দুই বোনের সাথে দাদা ভাই হিসেবে বোনদের দ্বিগুন গ্রহণ করে। যেহেতু এক্ষেত্রে এটাই তার জন্য অধিক লাভ জনক। সম্পত্তিকে ২৪ ভাগে ভাগ করলে মা অথবা দাদী ছয় ভাগের এক ভাগ তথা ২৪ ভাগের ৪ ভাগ গ্রহণ করে বাকী থাকে ২০ ভাগ। তার মধ্যে দাদা ১০ ভাগ আর প্রতিটি বোন ৫ ভাগ করে পায়।

\* মাসয়ালাঃ একটি মেয়ে, একটি বোন, দাদা:

ফলাফলঃ মেয়ে অর্ধেক, বাকী অর্ধেকে বোন ও দাদা পুরুষ মহিলার দ্বিগুন। মোট সম্পত্তি ৬ ভাগে ভাগ করা হলে, মেয়ে ৩ ভাগ। বাকী তিন ভাগের মধ্যে দাদা ২ ভাগ, বোন ১ ভাগ।

ব্যাখ্যাঃ একটি মেয়ে অর্ধেক গ্রহণের পর বাকী অর্ধেকে দাদা একজন ভাই হিসেবে অংশ গ্রহণ করলে অধিক লাভজনক হয় ফলে তাই করা হবে।

\* মাসয়ালাঃ একটি মেয়ে, একটি ভাই ও দাদা

ফলাফলঃ সম্পত্তিকে ৬ ভাগে ভাগ করলে ৩ ভাগ মেয়ে আর বাকী ৩ ভাগের মধ্যে ১.৫ ভাগ দাদা আর ১.৫ ভাগ ভাই।

ব্যাখ্যাঃ মেয়েকে অর্ধেক দেওয়ার পর বাকী সম্পত্তিতে দাদা ও ভাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করবে।

\* মাসয়ালাঃ মেয়ে, দুই বোন, দাদা

ফলাফলঃ মেয়ে সম্পত্তির অর্ধেক তথা ৮ ভাগের মধ্যে ৪ ভাগ, দাদা ৮ ভাগে ২ ভাগ, দুই বোন ১ ভাগ করে মোট ৮ ভাগের ২ ভাগ।

ব্যাখ্যাঃ যেহেতু এখানে ভাই হিসেবে অংশ গ্রহণ করলে দাদা মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ তথা ২৪ ভাগে ৪ ভাগ এবং বাকী সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ তথা ২৪ ভাগে ৪ ভাগ (১২÷৩=৪) অপেক্ষা বেশি পায় তাই এখানে দাদা ভাই হিসেবে অংশ গ্রহণ করবে।

যদি এখানে পাঁচ বোন হতো তবে ভাই হিসেবে অংশ গ্রহণ করলে দাদার অংশ মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ বা বাকী সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা কম হতো। সম্পত্তিকে ৪২ ভাগে ভাগ করলে মেয়ে অর্ধেক তথা ২১ ভাগ গ্রহণের পর বাকী থাকতো ২১ ভাগ। যার মধ্যে প্রতিটি বোন ৩ ভাগ আর দাদা ৬ ভাগ গ্রহণ করে। কিন্তু মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ হলো  $82 \div 6 = 9$ । আবার বাকী সম্পত্তি তথা

২১ এর তিন ভাগের এক ভাগ হলো  $২১ \div ৩ = ৭$ । যা ভাই হিসেবে অংশ গ্রহণের তুলনায় বেশি ফলে তাই প্রদান করা হবে। আর বাকী সম্পত্তি বোনেরা সমান ভাগে ভাগ করে নেবে।

\* মাসয়ালাঃ দুটি মেয়ে বা ছেলের মেয়ে, একটি বোন ও দাদা

ফলাফলঃ দুই মেয়ে তিন ভাগের দুই ভাগ তথা ৯ ভাগের ৬ ভাগ। বাকী ৩ ভাগের মধ্যে দাদা দাদা ২ ভাগ আর বোন ১ ভাগ।

ব্যাখ্যাঃ এই মাসয়ালায় মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ ( $৯ \div ৬ = ১.৫$ ) এবং বাকী সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ ( $৩ \div ৩ = ১$ ) গ্রহণ করার তুলনায় ভাই হিসেবে অংশ গ্রহণ করা দাদার জন্য অধিক লাভজনক হচ্ছে তাই দাদাকে তা প্রদান করা হচ্ছে। যদি এখানে বোনের সংখ্যা অনেক বেশি হতো তবে ভাই হিসেবে অংশ গ্রহণ করা এবং বাকী সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করার চেয়ে মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ দাদার জন্য অধিক লাভজনক হতো তাই তাকে সেটা প্রদান করা হতো।

\* মাসয়ালাঃ স্বামী, বোন, দাদা

ফলাফলঃ স্বামী অর্ধেক, বাকী সম্পত্তি দাদা ও বোনের মাঝে দাদা দ্বিগুন আর বোন এক গুন হিসেবে বন্টন করা হবে।

\* মাসয়ালাঃ স্ত্রী, মেয়ে, বোন, দাদা

ফলাফলঃ স্ত্রী ৮ ভাগের ১ ভাগ, মেয়ে অর্ধেক তথা ৮ ভাগে ৪ ভাগ, দাদা ও বোন বাকী সম্পত্তি তথা ৩ ভাগে শরীক হয়ে দাদা পায় দুই ভাগ আর বোন পায় ১ ভাগ।

ব্যাখ্যাঃ এখানে যেহেতু ভাই হিসেবে অংশ গ্রহণ করে দাদা মূল সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ বা বাকী সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা বেশি পাচ্ছে তাই তাকে তা প্রদান করা হবে।

## গ. তৃতীয় স্তর তথা আসাবা (عصبة)

আসাবা দুই রকম হতে পারে।

### ১. বংশ সম্পর্কের মাধ্যমে আসাবা

বংশ সম্পর্কের মাধ্যমে মৃতের আসাবা হলো তার সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি পুরুষ যার সাথে মৃতের সম্পর্কের মাঝে কোনো মহিলা নেই। বরং একের পর এক কেবলই পুরুষ। তারা হলো,

১. মৃতের ছেলে ছেলের ছেলে তার ছেলে এভাবে যতদূর যায়। মৃতের মেয়ে বা মেয়ের ছেলেরা নয়।

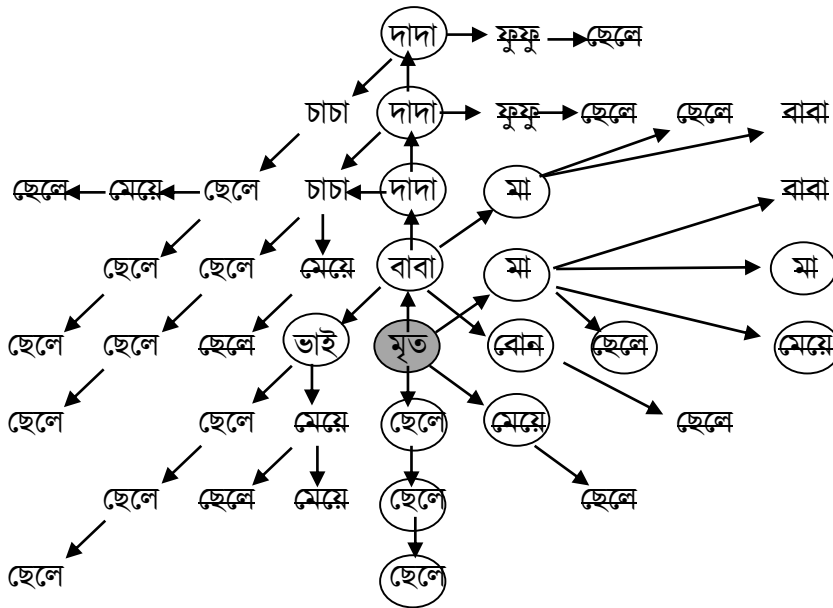
২. মৃতের বাবা, তার বাবা এভাবে যতদূর যায়। তার মা, বাবার মা, তাদের বাবা ইত্যাদি কেউ নয়।

৩. মৃতের আপন ভাই ও বাবা পক্ষের ভাই, মা পক্ষের ভাই নয়।

৪. আপন ও বাবা পক্ষের ভায়ের ছেলে, তার ছেলে এভাবে যতদূর যায়। বোন বা বোনের ছেলেরা নয়। ভায়ের মেয়েরা বা ভায়ের মেয়ের ছেলেরা নয়।

৫. মৃতের চাচা, চাচার ছেলে, তার ছেলে এভাবে যতদূর যায়। ফুফু, ফুফুর ছেলে-মেয়ে বা চাচার মেয়ে বা চাচার মেয়ের ছেলে-মেয়েরা নয়।

নিচের ছকের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো,



ছকে দেখা যাচ্ছে, মৃত ব্যক্তির চারিপাশে তার বংশের সাথে সংশ্লিষ্ট বহু সংখ্যক নারী ও পুরুষ। তাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে যারা তার ওয়ারিছ হয় তাদের বৃণ্ডের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরা হলো, মৃতের ছেলে-মেয়ে, তার মা ও বাবার ছেলে মেয়ে অর্থাৎ ভাই-বোন, তার মা ও বাবা, তাদের বাবা-মা অর্থাৎ তার দাদা ও দাদী/নানী।

গোল ঘরের বাইরে আছে, মৃতের ভাই-বোনের ছেলে-মেয়েরা, চাচা, ফুফু ও তাদের ছেলে মেয়েরা। ছকে যারা আসাবা নয় তাদের কেটে দেওয়া হয়েছে। সামান্য চিন্তা করলে দেখা যাবে, মৃতের বংশের কোনো মহিলা মৃতের আসাবা নয়। এমনকি যদি সে ওয়ারিছও হয় তবু আসাবা নয়। যেমন, মা, মেয়ে, বোন বা

দাদী/নানী। যেসব পুরুষের সাথে মৃতের সম্পর্কের মধ্যে কোনো মহিলা এসেছে সেও মৃতের আসাবা নয়। এমন পুরুষ অবশ্য মৃতের ওয়ারিছও নয়।

বিপরীতে এমন প্রতিটি পুরুষ মৃতের আসাবা হিসেবে গণ্য যার সাথে মৃতের সম্পর্কের মাঝে কোনো মহিলা নেই। বরং কেবলই পুরুষ। এসব ক্ষেত্রে মৃত মহিলা বা পুরুষ যা-ই হোক তাকে কোনো পার্থক্য নেই।

শারহে কাবীরে আসাবা কারা সে সম্পর্ক বলেন,

وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى

তারা হলো এমন প্রতিটি পুরুষ যাদের সাথে মৃতের সম্পর্কের মাঝে কোনো মহিলা নেই।

এই হলো পাঁচটি স্তরের আসাবা। তাদের মধ্যে প্রথম তিনটি স্তরের মীরাছের বর্ণনা পূর্বে গত হয়েছে। তারা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আসাবা হওয়ার কারণে প্রথম স্তর বা দ্বিতীয় স্তরে অন্যান্য ওয়ারিছদের সাথে মিলে মীরাছ পায়। বাবা, দাদা, ছেলে, ছেলের ছেলে এবং আপন ও বাবা পক্ষের ভায়েরা মীরাছ কিভাবে পায় তা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আমরা দেখেছি, তারাও মৃতের সম্পত্তিতে আসাবা হয়। তবে তাদের সাথে এই স্তরের আসাবাদের অবস্থা বেশ খানিকটা ভিন্ন হওয়ার কারণে এ স্তরের আসাবাদের ব্যাপারে পৃথকভাবে আলোচনার প্রয়োজন। এ স্তরের আসাবাদের সাথে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের আসাবাদের মৌলিক পার্থক্য হলো দুটি।

ক. প্রথম পার্থক্য হলো, মৃতের সম্পত্তিতে তারা কখনই নির্দিষ্ট কোনো অংশ পায় না। বরং সকল ক্ষেত্রে তারা আসাবা হয় এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক হয়। অবশিষ্ট সম্পত্তি না থাকলে বঞ্চিত হয়। কিন্তু বাবা ও দাদার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, তারা এক দিকে যেমন আসাবা হয় অন্য দিকে নির্দিষ্ট অংশও পায়।

খ. এই স্তরে মৃতের আসাবা হয় কেবল পুরুষ। কোনো মেয়ে তাদের সাথে মিলে আসাবা হয় না। অথচ ছেলে ও ভাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, ছেলের সাথে মেয়ে আর ভাইয়ের সাথে বোন মৃতের আসাবা হয়। এমনকি যখন কোনো পুরুষ থাকে না তখন তাদের মধ্যের মহিলাদের মৃতের সম্পত্তিতে নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করা হয়।

এ ছাড়া প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের আসাবা বেঁচে থাকতে এ স্তরের কেউ মৃতের সম্পত্তিতে অংশ পায় না। সে হিসেবে তিনজন ওয়ারিছের অনুপস্থিতিতে এই স্তর শুরু হয়।

১. মৃতের ছেলে, ছেলের ছেলে এভাবে যতদূর যায়।

২. বাবা, দাদা, তার বাবা এভাবে যতদূর যায়।

৩. আপন ও বাবা পক্ষীয় ভাই।



এরা ছাড়া অন্য কোনো ওয়ারিছ থাকলে তাদের অংশ দেওয়ার পর যে সম্পত্তি থাকে তা সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী পুরুষকে সম্পূর্ণ প্রদান করা হয়। তাকেই বলে আসাবা। একের পর এক মৃতের বহু সংখ্যক আসাবা থাকে। আগের জন বেঁচে থাকলে সম্পত্তি তাকেই প্রদান করা হয় সে বেঁচে না থাকলে পরের জন এভাবে মৃতের বংশের প্রতিটি পুরুষ যার সাথে মৃতের সম্পর্কের মাঝে কোনো মহিলা নেই পর্যায়ক্রমে মৃতের আসাবা হিসেবে সম্পত্তি লাভ করতে পারে। যদি তার আগের জন সম্পত্তি দখল না করে।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

{الْحُفُورُ الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ}

যার যা অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার পর যা থাকে তা সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী পুরুষকে দেওয়া হবে। [বুখারী]

এই হাদীসে এই মূলনীতির কথাই বলা হয়েছে। একারণে ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

উপরে আমরা আসাবা কারা সে ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করেছি। এখন আসাবাদের মধ্যে কে আগে সম্পত্তি পাবে আর কে পরে পাবে সেটা বর্ণনা করবো। ইনশাআল্লাহ।

আসাবাদের মধ্যে সবার আগে সম্পত্তি পায় ছেলে, ছেলের ছেলে ইত্যাদি। তার পর পিতা, তার পর ভাই ও দাদা তথা বাবার বাবা তার বাবা ইত্যাদি একত্রে মিলে। তাদের মধ্যে কেবল দাদা থাকলে একাই আসাবা হয় আবার কেবল ভাই থাকলে সে একাই আসাবা হয়। এসব ব্যাপারে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখন আমাদের আলোচনা এদের বাইরে যারা মৃতের আসাবা তথা ভায়ের ছেলে, চাচা ও চাচার ছেলে। দাদা বলতে যেমন বাবার বাবা, তার বাবা ইত্যাদি সকল পূর্বপুরুষকে বোঝায়। তেমনি চাচা বলতে এই সকল পূর্বপুরুষের ছেলেদের বোঝায়। যা ছকে আমরা স্পষ্ট করেছি।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, মৃতের ছেলে তার ছেলে এভাবে যতদূর যায়, মৃতের দাদা তথা বাবার বাবা, তার বাবা এভাবে যতদূর যায় এবং মৃতের আপন বা বাবা পক্ষের ভাই বেঁচে থাকলে এই স্তরের আসাবা তথা ভাইয়ের ছেলে, চাচা বা চাচার ছেলেদের আগে তারা মীরাছ পাবে। এ ব্যাপারে আমরা বারবার ইঙ্গিত দিয়েছি। পূর্বে এসব ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনাও গত হয়েছে। আমরা বলেছি, মৃতের ছেলে, পিতা, দাদা ও ভাই বেঁচে থাকতে অন্য আসাবা তথা ভাইয়ের ছেলে, চাচা, চাচার ছেলে মীরাছ পাবে না। তারা মীরাছ পাবে কেবল তখন যখন পূর্বের আসাবারা বেঁচে না থাকে।

অতএব এ অধ্যায়ে আলোচনা হবে কেবল মৃতের ভাইয়ের ছেলে, চাচা ও চাচার ছেলেদের মধ্যে কে আগে আর কে পরে মীরাছ পাবে সে ব্যাপারে।

এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত যে,

১. এদের মধ্যে প্রথম ওয়ারিছ হবে আপন ও বাবা পক্ষীয় ভাইয়ের ছেলেরা। তাদের মধ্যে আগের যে অধিক নিকটবর্তী সে আগে মীরাছ পাবে। সে আপন ভাইয়ের ছেলে হোক বা বাবা পক্ষের ভাইয়ের ছেলে হোক। আর যদি মৃতের উভয় প্রকার ভাই থাকে এবং তাদের স্তর একই হয় তবে আপন ভাইয়ের ছেলে আগে সম্পত্তি পাবে। আপন ভাইয়ের ছেলে না থাকলে বাবা পক্ষের ভাইয়ের ছেলে পাবে। উদাহরনস্বরূপ,

স্তর	আপন	বাবা পক্ষ	আপন	বাবা পক্ষ	আপন	বাবা পক্ষ
১ম স্তর	ছেলে	ছেলে	ছেলে	ছেলে	ছেলে	ছেলে
২য় স্তর	ছেলে	ছেলে	ছেলে	ছেলে	ছেলে	ছেলে
৩য় স্তর	ছেলে	ছেলে	ছেলে	ছেলে	ছেলে	ছেলে
৪র্থ স্তর	ছেলে			ছেলে	ছেলে	ছেলে
কে পাবে?	×	✓	✓	×	✓	×

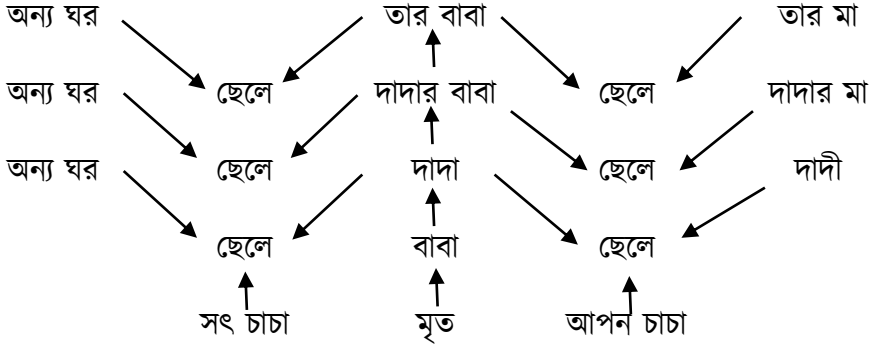
দেখা যাচ্ছে, মৃতের আপন ভাই ও বাবা পক্ষের ভাইদের মধ্যে যার স্তর মৃতের যত বেশি নিকটে সে আগে মীরাছ পাবে। সেক্ষেত্রে তারা যে ভাইয়ের সন্তান সে মৃতের আপন ভাই হোক বা বাবা পক্ষের ভাই হোক। কিন্তু যদি উভয়ের স্তর এক হয় তবে আপন ভাইয়ের ছেলে সম্পত্তি পাবে আর বাবা পক্ষের ভাইয়ের ছেলে বঞ্চিত হবে। যদি আপন ভাই না থাকে তবে সেক্ষেত্রে বাবা পক্ষের ভাই সম্পত্তি পাবে।

ভাইয়ের ছেলে, তার ছেলে এভাবে নিচে যতদূর যায় তাদের কেউ বেঁচে থাকতে সম্পত্তি ভাইয়ের ছেলেদের হাতেই থাকবে। চাচা বা চাচার ছেলেদের হাতে যাবে না। যদি এই স্তরে কেউ না থাকে তবে,

২. সেক্ষেত্রে সম্পত্তি পাবে মৃতের চাচা তথা মৃতের দাদার ছেলে। সেক্ষেত্রে প্রথমে পাবে মৃতের আপন চাচা। আপন চাচা না থাকলে মৃতের সৎ চাচা তথা মৃতের দাদার অন্য ঘরের ছেলে। তারপর চাচার ছেলেরা সম্পত্তি পাবে। তাদের মধ্যে যে মৃতের অধিক নিকটবর্তী সে সম্পত্তি পাবে আগে। সে না থাকলে পরের জন। এভাবে চলতে থাকবে। যদি তাদের স্তর একই হয় তবে আপন চাচার ছেলেরা আগে পাবে তারা না থাকলে সৎ চাচার ছেলেরা পাবে। চাচা বা চাচার ছেলে না থাকলে মৃতের বাবার চাচা তথা তার দাদার ছেলে মীরাছ পাবে। সেক্ষেত্রে আপন চাচা আগে এবং সৎ চাচা পরে। তার পর তাদের সন্তানরা হুবহু একই নিয়মে অর্থাৎ তাদের মধ্যে যার স্তর মৃতের অধিক নিকটবর্তী সে আগে পাবে স্তর একই হলে আপন চাচার ছেলেরা আগে

আর সৎ চাচার ছেলেরা পরে। যদি মৃতের বাবার চাচা বা তার ছেলে, ছেলের ছেলে ইত্যাদি কেউ না থাকে তবে মৃতের দাদার চাচা এবং তার ছেলেরা এভাবে উপরে উঠতে থাকবে।

নিচের ছকের মাধ্যমে মৃতের চাচা, তার বাবার চাচা, তার দাদার চাচা ইত্যাদি চাচাদের মধ্যে আপন আর সৎ চাচার বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো।



দেখা যাচ্ছে, মৃতের দাদা এবং তার দাদীর সন্তান হলো তার আপন চাচা। কিন্তু মৃতের দাদার অন্য ঘরের সন্তান তার সৎ চাচা। মৃতের দাদীর অন্য ঘরের সন্তান থাকলে সে মৃতের আসাব নয়। যেহেতু মৃতের সাথে তার সম্পর্কের মাঝে মহিলা পড়ছে। তাই সেটা ছকে দেখানো হয়নি। এখন এক ঘর উপরে উঠলে আমরা দেখবো, মৃতের বাবার দাদা-দাদীর ছেলে তার বাবার আপন চাচা এবং মৃতের বাবার দাদার অন্য ঘরের ছেলে তার বাবার সৎ চাচা। এভাবে উপরে উঠতে থাকলে প্রতিটি পূর্বপুরুষের আপন ও সৎ চাচা খুঁজে পাওয়া যাবে। এরা সকলেই মৃতের চাচা হিসেবে গণ্য। যেহেতু প্রতিটি পূর্ব পুরুষই তার দাদা হিসেবে গণ্য। তারা সবাই মৃতের আসাব। তাদের মধ্যে আগের স্তরের চাচা ও তাদের ছেলেরা পর্যায়ক্রমে আগে মীরাছ পাবে। আগের স্তরের চাচা বা চাচার ছেলে না থাকলে উপরের স্তরের চাচা ও চাচার ছেলেরা আসাব হবে। এভাবে চলতে থাকবে। প্রতিটি স্তরের চাচাদের মধ্যে আপন চাচা আগে পাবে, সৎ চাচা পরে পাবে। তাদের ছেলেদের মধ্যেও আগের স্তর আগে, পরের স্তর পরে পাবে। একই স্তর হলে আপন চাচার ছেলেরা আগে আর সৎ চাচার ছেলেরা পরে পাবে।

নিচের ছকের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো,

৬	৫	৪	৩	২	১	০	
হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	আপন চাচা	তার বাবা	৪
হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	সৎ চাচা		
হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	আপন চাচা	দাদার বাবা	৩
হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	সৎ চাচা		
হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	আপন চাচা	দাদা	২
হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	সৎ চাচা		
হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	আপন ভাই	বাবা	১
হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	হেলে ←	সৎ ভাই		
মৃতের বিভিন্ন স্তরের ভাই/চাচাদের ছেলেরা					চাচা	মৃত	স্তর

এই ছকটিতে আমরা সকল আসাবাদের তালিকা ও স্তর প্রদর্শন করেছি। ছকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মৃতের একের পর এক চারটি স্তরের পূর্ব পুরুষ। তাদের মধ্যে প্রথম জন মৃতের বাবা আর পরের সকলে মৃতের দাদা হিসেবে গণ্য। সে হিসেবে প্রথম জনের ছেলেরা মৃতের ভাই এবং পরের সকলে মৃতের চাচা হিসেবে গণ্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রথম স্তরে মৃতের আপন ও সৎ ভাই এবং তাদের ছেলেরা রয়েছে। আর উপরের প্রতিটি স্তরের পূর্ব পুরুষের ঔরষে মৃতের আপন ও সৎ চাচা ও তাদের ছেলেরা রয়েছে। এখন কে আগে সম্পত্তি পাবে তা বোঝার জন্য লম্বালম্বি ও পাশাপাশি দুই রকম স্তর দেখানো হয়েছে। এখানে মোট তিনটি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১. লম্বালম্বি যেসব স্তর দেখানো হয়েছে সেটা সবার প্রথমে বিবেচনা করতে হবে। তাদের মধ্যে আগের স্তর আগে মীরাছ পাবে পরের স্তর পরে। আগের স্তরের কেউ থাকা পর্যন্ত দ্বিতীয় স্তরের কেউ মীরাছ পাবে না। যেমন, প্রথম স্তরে রয়েছে আপন ও সৎ ভাইয়েরা ও তাদের ছেলেরা। তাদের কেউ জীবিত থাকলে দ্বিতীয় স্তরের কেউ মীরাছ পাবে না। এভাবে দ্বিতীয় স্তরের কেউ জীবিত থাকলে তৃতীয় স্তরের কেউ মীরাছ পাবে না এভাবে চলতে থাকবে।

২. লম্বা-লম্বি প্রদর্শিত স্তর সমূহের মধ্যে একই স্তরে যারা আছে তাদের মধ্যে কে আগে মীরাছ পাবে তা পাশাপাশি স্তরগুলোর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ছকে পাশাপাশি ১ থেকে ৬ পর্যন্ত স্তর রয়েছে। বাবা-দাদা ইত্যাদি পূর্ব পুরুষকে ০ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু তারা কেউ এখানে বেঁচে নেই। কারণ তারা বেঁচে থাকলে সম্পত্তি তারাই পায় অন্য আসাবারা পায় না।

আপন ভাই ও সৎ ভাইদের ছকে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও তাদের সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে। এখানে তাদের সম্পর্কে আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। তবে এখানে যতটুকু কথা বলা হচ্ছে তা তাদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। অতএব তাদের উল্লেখ করার মাধ্যমে বিষয়টি মোটেও অস্পষ্ট হবে না বরং আরও বেশি স্পষ্ট হবে।

এখন লম্বালম্বি স্তরগুলোর মধ্যে কোনো একটি স্তরের কারা আগে মীরাছ পাবে সেটা বুঝতে হলে পাশাপাশি স্তর গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের মধ্যে আগের স্তর আগে আর পরের স্তর পরে মীরাছ পাবে। এ হিসেবে প্রথম স্তরে ভাইয়েরা তাদের ছেলেদের আগে এবং ভাইদের ছেলেরা তাদের ছেলেদের আগে মীরাছ পাবে। দ্বিতীয় স্তরে চাচার চাচার ছেলেদের আগে এবং চাচার ছেলেরা তাদের ছেলেদের আগে মীরাছ পাবে। এভাবে চলতে থাকবে। লম্বালম্বিভাবে একই স্তরে অবস্থিত দুইজন ব্যক্তি যদি পাশাপাশিভাবে দুটি স্তরে থাকে তবে তাদের মধ্যে আগের স্তরের ব্যক্তি মীরাছ পাবে আর পরের স্তরের ব্যক্তি বঞ্চিত হবে। তাদের মধ্যে কার পূর্বপুরুষ মৃতের আপন ভাই বা চাচা আর কার পূর্বপুরুষ মৃতের সৎ ভাই বা চাচা তা লক্ষ্য করা হবে না। এ হিসেবে আপন বা সৎ ভাই বা ভাইদের ছেলেরা বেঁচে থাকলে উপরের স্তর তথা চাচা বা চাচার ছেলেরা মীরাছ পাবে না একইভাবে চাচা বা চাচার ছেলেরা বেঁচে থাকতে তার উপরের স্তরের কেউ মীরাছ পাবে না।

৩. তৃতীয় যে বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তা হলো, যদি একাধিক ব্যক্তি লম্বালম্বি ভাবেই একই স্তরে অবস্থান করে আবার পাশাপাশি ভাবেও একই স্তরে হয় তবে যে মৃতের আপন আত্মীয় বা আপন আত্মীয়ের বংশধর সে মীরাছ পাবে। আর যে সৎ আত্মীয় বা সৎ আত্মীয়ের বংশধর সে বঞ্চিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, লম্বালম্বিভাবে ৩ আর পাশাপাশিভাবে ৪ নং স্তরে অবস্থিত যে দুইটি ছেলেকে বৃত্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে উপরের জন মীরাছ পাবে যেহেতু সে মৃতের আপন চাচার বংশধর আর নিচের জন বঞ্চিত হবে। যদি উপরের জন না থাকে তবে নিচের জন মীরাছ পাবে।

৪. যদি উভয় দিক থেকে একই স্তরে একাধিক ওয়ারিছ থাকে আর তারা প্রত্যেকে আপন বা প্রত্যেকেই সং হয় তবে তারা সম্পত্তিতে সমানভাবে অংশগ্রহন করবে।

আশা করি এই আলোচনার মাধ্যমে পাঠক আসাবাদের মীরাছ সম্পর্কে সুবিস্তারে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।

উপরে যা কিছু বলা হলো সে ব্যাপারে আলেমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই।

## ২. ওয়ালার মাধ্যমে মৃতের আসাবা হওয়া

উপরে যাদের কথা বলা হলো তারা মৃতের বংশ সম্পর্কের আসাবা। এছাড়া অন্য এক প্রকার আসাবা মৃতের ওয়ারিছ হয়। তাকে বলা হয় ওয়ালা (ءلاو)। যার অর্থ হলো, কারো অভিভাবক হওয়া। কোনো নারী বা পুরুষ কোনো দাস বা দাসীকে মুক্ত করলে সে ঐ দাস বা দাসীর ওয়ালা (ءلاو) পায়। তথা তার স্থায়ী অভিভাবক হিসেবে গণ্য হয়। এই সম্পর্কের বলে সে ঐ দাস বা দাসীর সর্বশেষ আসাবা হিসেবে গণ্য হয়। তার অন্য কোনো ওয়ারিছ না থাকলে এই ব্যক্তি তার সম্পত্তির মালিক হয়। যদি এই ব্যক্তিও বেঁচে না থাকে তবে তার আসাবারা পর্যায়ক্রমে ঐ মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসীর সম্পত্তির মালিক হয়। এখানে আসাবাদের স্তর ও অবস্থা পূর্বে আসাবাদের স্তর সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তারই মতো। নিচে সংক্ষেপে স্তর সমূহ আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো,

১. ছেলে, ছেলের ছেলে এভাবে যতদূর যায়।

২. পিতা।

৩. ভাই ও দাদা একই স্তরে।

৪. ভায়ের ছেলে, তার ছেলে এভাবে যতদূর যায়।

৫. চাচা, চাচার ছেলে তার ছেলে এভাবে যতদূর যায়।

যদি তার বংশ সম্পর্কের কোনো আসাবা না থাকে এবং এমন হয় যে, সে প্রথমে দাস ছিলো এবং তাকেও কোনো ব্যক্তি পূর্বে মুক্ত করেছিলো তবে প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের মীরাছ শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যে মুক্ত করেছিলো তার অধিকারে আসবে। সে না থাকলে তার আসাবারা পাবে। যদি তাকে আবার কেউ মুক্ত করে থাকে তবে পর্যায়ক্রমে সেও ঐ সম্পত্তি পাবে। এভাবে চলতে থাকবে।

এখানে পার্থক্য কেবল এই যে, ওয়ালা এর মাধ্যমে সম্পত্তি পাওয়ার সময় ছেলের সাথে মেয়েরা এবং ভাইয়ের সাথে বোনেরা আসাবা হয় না বরং কেবল পুরুষরা আসাবা হয়। তবে যদি স্বয়ং কোনো মহিলা

মুক্ত করে থাকে এবং তার ওয়ালা সে লাভ করে তবে ঐ মহিলা তার ওয়ারিছ হবে। কিন্তু ঐ মহিলা মারা গেলে তার বংশের কোনো মহিলা ঐ মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের ওয়ারিছ হবে না। বরং কেবল পুরুষরা আসাবা হিসেবে তার ওয়ারিছ হবে। এসব বিষয়ে সামান্য দ্বিমত আছে তবে বেশিরভাগ আলেমের মত এমনই।

### \* রদ (১) তথা অতিরিক্ত সম্পত্তি ওয়ারিছদের মধ্যে পুনরায় বন্টন

উপরে আমরা বেশ কয়েকবার এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছি এবং বলেছি এ সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এটাই তার যথাপোযুক্ত স্থান।

রদ (১) শব্দের শাব্দিক অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া। ফারায়েজের পরিভাষায় মৃতের সম্পত্তি তার ওয়ারিছদের মাঝে বন্টন করার পর কিছু অবশিষ্ট থেকে গেলে ওয়ারিছদের মাঝে অতিরিক্ত সম্পত্তি পুনরায় বন্টন করাকে বলা হয় রদ।

এটা তখন হয় যখন মৃতের কোনো আসাবা না থাকে এবং নির্দিষ্ট অংশের অধিকারীরা সম্পূর্ণ সম্পত্তি দখল করতে সক্ষম না হয়। ফলে সম্পত্তি কিছু অবশিষ্ট থেকে যায় এবং তা দখল করার মতো কোনো ওয়ারিছ পাওয়া না যায়। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ সাহাবায়ে কিরামের মত হলো, অতিরিক্ত সম্পত্তি কেবল স্বামী/স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য ওয়ারিছদের মাঝে পুনরায় বন্টন করা। এর কারণ, মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

বংশ সম্পর্কের অধিকারী ব্যক্তিরা আত্মাহর বিধানে মুহাজির ও অন্য সকল মুমিনদের চেয়ে একে একে অপরের বেশি নিকটবর্তী। [আহযাব/৬]

এই আয়াতের শা'নে নুযুল সম্পর্কে তাফসীরে বলা হয়েছে, প্রথমে মুহাজির ও আনসার সাহাবীরা পরস্পরের ওয়ারিছ হতো। এই আয়াতের মাধ্যমে সে বিধান রহিত করে বংশ সম্পর্কের আত্মীয়দের অধিক হকদার হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ হিসেবে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার আত্মীয়রাই পাবে এ বিষয়ে একটি সাধারণ নীতিমালা পাওয়া যায়। মীরাছের আয়াতের মাধ্যমে প্রমানিত হয়, আত্মীয়দের মধ্যে কিছু আত্মীয় মৃতের সম্পত্তিতে অগ্রাধিকার পায় আর কিছু আত্মীয় অন্য আত্মীয়রা বেঁচে না থাকলে মীরাছ পায়। যেমন, সন্তান বা পিতা না থাকলে ভাই-বোনেরা মীরাছ পায়। ভাই না থাকলে চাচা ও চাচার ছেলেরা ইত্যাদি। এ থেকে বোঝা যায়, মৃতের সম্পত্তি তার আত্মীয়রাই পাবে। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে আত্মীয়দের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। পবিত্র কুরআনে এই স্তর অনুযায়ী সম্পত্তি প্রদান করা হয়েছে। কুরআনে যাদের সম্পত্তি প্রদান করা হয়েছে তারা যে অন্য আত্মীয়দের চেয়ে অধিক হকদার সে ব্যাপারে সন্দেহ করা চলে না।

এখন কুরআনে যেসব আত্মীয়দের সম্পত্তি প্রদান করা হয়েছে কোনো ক্ষেত্রে যদি তাদের সম্পত্তি প্রদান করার পরও কিছু সম্পত্তি অতিরিক্ত থেকে যায় তবে সেই অতিরিক্ত সম্পত্তিও মৃতের আত্মীয়দের মাঝে বন্টন করে দেওয়া উচিত। যেহেতু মৃতের সম্পত্তি তার আত্মীয়রাই গ্রহণ করবে এটাই সাধারণ নীতি। আর আত্মীয়দের মাঝে যাদের কুরআনে অংশ দেওয়া হয়েছে তারাই যে অধিক হকদার সেটাও সুস্পষ্ট বিষয়। অতএব, অতিরিক্ত সম্পত্তি মৃতের উপস্থিত ওয়ারিছদের মাঝে পুনরায় বন্টন করে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে মৃতের প্রতিটি ওয়ারিছ নিজের অংশ বুঝে নেওয়ার পর অতিরিক্ত সম্পত্তিতে পুনরায় অংশ পাবে। কেবল স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া। তারা কেবল একবার অংশ পাবে। যেহেতু তাদের সাথে মৃতের কোনো বংশ সম্পর্ক নেই। বরং কেবল বৈবাহিক সম্পর্ক আছে। আর সে সম্পর্কের ভিত্তিতে মৃতের সম্পত্তিতে তারা যতটুকু পায় তা গ্রহণ করেছে।

এভাবে অতিরিক্ত সম্পত্তি মৃতের ওয়ারিছদের মাঝে পুনরায় বন্টন করার মত বহু সংখ্যক সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে। উমর, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম রাঃ থেকে এই মত বর্ণিত আছে। হানাফী ও হাম্বলী মাজহাবের মত এটাই।

যায়েদ ইবনে ছাবিত রাঃ থেকে এ বিষয়ে ভিন্নমত বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, পবিত্র কুরআনে যার যা অংশ দেওয়া হয়েছে তা বুঝিয়ে দেওয়ার পর অতিরিক্ত কোনো সম্পত্তি থাকলে তা বায়তুল মাল তথা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রদান করা হবে। যাতে মুসলিমদের কল্যাণে তা ব্যয় হয়। অন্য কথায়, ঐ সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে মুসলিমরা। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী এই মত গ্রহণ করেছেন।

তবে শাফেয়ী মাজহাবের পরবর্তী ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, যদি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় না করা হয় তবে অতিরিক্ত সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রদান না করে স্বামী/স্ত্রী ছাড়া অন্য ওয়ারিছদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হবে। [মিনহাজ]

মালেকী মাজহাবের অনেক আলেম কাছাকাছি কথা বলেছেন। মাওয়াহিবুল জালিলে বলেন,

{وَالَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ: أَنَّ نَيْتَ الْمَالِ وَارِثٌ إِذَا كَانَ يَصْرِفُهُ فِي وُجُوهِهِ}

মালেকী মাজহাবের একাধিক আলেম বলেছেন, বায়তুল মাল (ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগার) কেবল তখন ওয়ারিছ হবে যখন সঠিকভাবে সে সম্পদ ব্যয় করবে।

এক্ষেত্রে তাদের কেউ কেউ বলেছে, অতিরিক্ত সম্পত্তি ফকীর-মিসকিনকে দান করে দেওয়া হবে। কেউ কেউ বলেছে, রদ এর মাধ্যমে স্বামী/স্ত্রী ছাড়া অন্য ওয়ারিছদের পুনরায় অংশ দেওয়া হবে।

মৃতের অতিরিক্ত সম্পত্তি বায়তুল মালে প্রদান করা হবে, রদের মাধ্যমে কোনো ওয়ারিছকে পুনরায় দেওয়া হবে না। এমনকি বায়তুল মাল না থাকলে ফকীর মিসকীনকে দান করে দেওয়া হবে। এমন মত বর্ণনা করার পর শিহাবুদ্দীন আল-মালেকী রাঃ বলেন,



وَوَرَّثَ الْمُتَأَخَّرُونَ بِهِمَا، فَيَزَادُ بِالرَّدِّ مِثْلُ مَا نَقَصَ الْعَوْلُ بِحَسَبِ السَّهَامِ إِلَّا الزَّوْجَيْنِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا

তবে মালেকী মাজহাবের পরবর্তী যুগের ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, রদ করা হবে। আর তা হলো, স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য ওয়ারিছদের অংশ বৃদ্ধি পাওয়া। যেভাবে আওলের ক্ষেত্রে কমে যায়। [ইরশাদুস সালিক]

অর্থাৎ এক্ষেত্রে মালেকী ও শাফেয়ী মাজহাবের পরবর্তী যুগের আলেমগণ বায়তুল মাল না থাকলে বা বায়তুল মালের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় না করা হলে রদ করার নীতিমালা গ্রহণ করেছেন। একারণে ইবনে সুরাকা রদ সম্পর্কে বলেছেন, (وعليه العمل اليوم في الأمصار) “সব জায়গায় এখন এর উপরই আমল করা হয়”। [আল-মুগনী]

বলাবাহুল্য যে, বর্তমান সময়ের তাগুতী রাষ্ট্রের কোষাগার মুসলিমদের বায়তুল মাল হিসেবেই গণ্য নয়। আর তা সঠিক স্থানে ব্যয় তো হয়ই না। অতএব যারা সাধারণভাবে রদের কথা বলেন না তাদের মতেও বর্তমানে মৃতের অতিরিক্ত সম্পত্তি বায়তুল মালে প্রদান করা হবে না। বরং রদ এর মাধ্যমে ওয়ারিছদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে সঠিক কথা হলো, যে কোনো অবস্থায় রদের মাধ্যমে মৃতের উপস্থিত ওয়ারিছদের বাকী সম্পত্তি প্রদান করা। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (وَأَنَا وَارِثٌ مِّنْ لَا وَارِثَ لَهُ) যার কোনো ওয়ারিছ নেই আমি তার ওয়ারিছ। [আবু দাউদ]

এখানে রসুলুল্লাহ ﷺ নিজেকে দিয়ে বায়তুল মালকে বুঝিয়েছেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, যার কোনো ওয়ারিছ থাকবে তার সম্পত্তি বায়তুল মাল পর্যন্ত পৌঁছাবে না। বরং বায়তুল মাল কেবল তখন মৃতের সম্পত্তি লাভ করবে যখন তার কোনো ওয়ারিছই থাকবে না।

অতএব, যার কোনো একজন ওয়ারিছ আছে তার সম্পত্তি বাতুল মালের পরিবর্তে রদের মাধ্যমে তার ওয়ারিছদের প্রদান করা হবে। এটাই সঠিক মত। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

## রদ এর পদ্ধতি

রদ এর পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। যদি মৃতের ওয়ারিছদের মধ্যে স্বামী/স্ত্রী না থাকে তবে বাকী ওয়ারিছদের অংশ যোগ করে মূল সম্পত্তিকে ততভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ওয়ারিছকে তার অংশ অনুযায়ী প্রদান করা হবে। স্বামী/স্ত্রী থাকলে তাদের আগে প্রদান করার পর অন্যান্য ওয়ারিছদের অংশ যোগ করে যত হয় অবশিষ্ট সম্পত্তিকে তত ভাগে ভাগ করে ওয়ারিছদের মাঝে বন্টন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ,

মৃতের একটি আপন বোন ও একটি বাবা পক্ষের বোন আছে

## কুরআন-হাদীস ও চার মাযহাবের মতামতের আলোকে

এখন আপন বোন পায়  $\frac{1}{2}$ , বাবা পক্ষের বোন পায়  $\frac{1}{6}$  সম্পত্তিকে ৬ ভাগে ভাগ করলে অবস্থা দাড়ায় নিম্নরূপ,

সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬
রদের আগে	আপন বোন = ৩ ভাগ			সং বোন=১	২ ভাগ অবশিষ্ট	

অর্থাৎ প্রাথমিক হিসেবে সম্পত্তিকে ছয় ভাগ ধরে নিলে আপন বোন পায় ৩ ভাগ আর সং বোন পায় ১ ভাগ। বাকী ২ ভাগ অবশিষ্ট থাকে। এখন এই অবশিষ্ট অংশকে আপন বোন ও সং বোনের মাঝে বন্টন করতে হবে। এক্ষেত্রে বন্টন করতে হবে সমানভাবে নয়। বরং তাদের প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী তথা ৩ঃ১ অনুপাতে। দুটি পদ্ধতিতে এটা করা যায়।

ক. তাদের প্রাপ্য অংশ তথা এই মাসয়ালায় ৩ ও ১ যোগ করে যা হয় মূল সম্পত্তিকে তত ভাগে ভাগ করে ৩ঃ১ অনুপাতে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া।

খ. তাদের প্রাপ্য অংশ তথা ৩ ও ১ যোগ করে অতিরিক্ত সম্পত্তিকে তত ভাগে ভাগ করে ৩ঃ১ অনুপাতে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া।

উভয় ক্ষেত্রে ফলাফল একই হবে।

এই মাসয়ালায় উভয়ের প্রাপ্য অংশ যোগ করলে দাড়ায় ৩+১=৪ অতএব প্রথম পদ্ধতিতে মূল সম্পত্তিকে চার ভাগে ভাগ করে তার মধ্যে তিনটি ভাগ আপন বোন আর একটি ভাগ সং বোনকে প্রদান করলেই হিসাব শেষ হয়ে যায়।

সম্পত্তি	১		২		৩		৪		৫		৬	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
রদ	আপন বোন = ৯									সং বোন = ৩		

এখানে আমরা মূল সম্পত্তিকে চারটি ভাগে ভাগ করার জন্য ছয়টি ভাগের প্রত্যেকটি ভাগকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করে ১২ টি ভাগে পরিণত করেছি। তারপর সেই বারোটি ভাগকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে তার মধ্যে তিন ভাগ আপন বোন আর ১ ভাগ সং বোনকে প্রদান করেছি। সরাসরি মূল সম্পত্তিকে চার ভাগে ভাগ করাই এখানে যথেষ্ট হতো। কিন্তু বুঝার সুবিধার্থে আমরা একই সম্পত্তিকে যথাক্রমে ছয়, বারো ও চার ভাগের ভাগ করে দেখিয়েছি।

এখন দ্বিতীয় পদ্ধতিতে,

সম্পত্তি	১		২		৩		৪		৫		৬	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
স্বাভাবিকভাবে	আপন বোন						সৎ বোন		অবশিষ্ট চারটি অংশ			
রদের মাধ্যমে	আপন = ৬						সৎ = ২		আপন = ৩		সৎ=১	

অর্থাৎ অবশিষ্ট সম্পত্তিকে ৩ঃ১ অনুপাতে বিভক্ত করে তিন ভাগ আপন বোনকে আর ১ ভাগ সৎ বোনকে প্রদান করা হলে আপন বোন মোট পায় (৬+৩=৯) নয় ভাগ। আর সৎ বোন মোট পায় (২+১=৩) তিন ভাগ। যা উপরে মূল সম্পত্তিকে চার ভাগে ভাগ করে ৩ঃ১ অনুপাতে বন্টন করার মাধ্যমে যে ফলাফল হয় তার সাথে মিলে যায়।

যদি মৃতের স্বামী বা স্ত্রী থাকে তবে অবস্থা একই থাকবে। কেবল স্বামী বা স্ত্রীকে দেওয়ার পর বাকী সম্পত্তিকে মূল সম্পত্তি ধরে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য ওয়ারিছদের উপর বন্টন করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি মৃতের স্ত্রী, মা ও দুইটি মা পক্ষের বোন থাকে তবে মাসয়ালাটি নিম্নরূপ,

স্ত্রী=  $\frac{1}{8}$ , মা  $\frac{1}{6}$ , প্রতিটি বোন =  $\frac{1}{6}$  করে মোট  $\frac{1}{3}$

সম্পত্তিকে ১২ ভাগে ভাগ করা হলে ৩ ভাগ স্ত্রী, ২ ভাগ মা আর দুই বোন ২ ভাগ করে মোট ৪ ভাগ গ্রহণ করে। তারা মোট গ্রহণ করে ৩+২+২+২=৯ ভাগ। অবশিষ্ট থাকে ৩ ভাগ। এখন রদের প্রথম পদ্ধতি অনুসারে স্ত্রীকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার পর বাকী সম্পত্তিকে মা ও বোনেরা যত ভাগ পায় তত ভাগে ভাগ করতে হবে। এখানে ১২ ভাগের মধ্যে ৩ ভাগ স্ত্রীকে দেওয়ার পর বাকী থাকে নয় ভাগ। এই নয়টি ভাগকে মা ও বোনদের অংশ তথা (২+২+২= ৬) ছয় ভাগে ভাগ করতে হবে। তার পর সেই ছয় ভাগ থেকে মা ও বোনদের ২ ভাগ করে প্রদান করতে হবে।

সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	স্ত্রী			মা		১ম বোন		২য় বোন		অবশিষ্ট		
বাকী ৯ ভাগ থেকে ১৮ ভাগ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৮ ভাগ থেকে ৬ ভাগ	১			২		৩		৪		৫		৬
রদের মাধ্যে মা ও বোনেরা পায়	মা ২ ভাগ			১ম বোন ২ ভাগ		২য় বোন ২ ভাগ						

উল্লেখ্য যে, এখানে সরাসরি স্ত্রীকে দেওয়ার পর বাকী সম্পত্তিকে ছয় ভাগে ভাগ করে মা ও বোনদের দুই ভাগ করে দিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু আমরা বোঝানোর জন্য সম্পত্তিকে এভাবে পর্যায়ক্রমে বিভক্ত করেছি।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে অতিরিক্ত সম্পত্তি মা ও বোনদের মাঝে তাদের অংশের অনুপাতে বন্টন করা যায়। সে হিসেবে এখানে যে তিন ভাগ বাকী থাকে ঐ তিন ভাগকে ছয় ভাগে ভাগ করতে হবে। যেহেতু মা ও বোনদের মোট অংশ  $২+২+২=৬$ । তারপর তার মধ্যে মাকে অতিরিক্ত ২ ভাগ এবং প্রতিটি বোনকে অতিরিক্ত ২ ভাগ করে প্রদান করা হবে। এ হিসেবে তাদের মোট অংশ হবে ১২ ভাগের তিন ভাগ করে।

সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২			
	স্ত্রী			মা		১ম বোন		২য় বোন		অবশিষ্ট					
বাকী ৩ ভাগ থেকে ৬ ভাগ										১	২	৩	৪	৫	৬
অবশিষ্ট সম্পত্তিতে মা ও বোনেরা পায়										মা	বোন		বোন		

দেখা যাচ্ছে, মা ও বোনেরা প্রত্যেকে অবশিষ্ট তিন ভাগের মধ্যে একটি ভাগ করে পায়। তারা আগেই ১২ ভাগের মধ্যে ২ ভাগ করে পেয়েছিলো। এ হিসেবে তাদের মোট অংশ দাঁড়ায় ১২ ভাগের মধ্যে তিন ভাগ করে। অর্থাৎ উভয় পদ্ধতিতে ফলাফল একই দাঁড়ায়। সুতরাং দুটি পদ্ধতির যে কোনোটি অনুসারন করা যেতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে, একাধিক ওয়ারিছের স্থানে যদি মৃতের কেবল একজন ওয়ারিছ থাকে তবে রদের মাধ্যমে সে সম্পূর্ণ সম্পত্তির মালিক হয়। যদি তার সাথে মৃতের স্বামী বা স্ত্রী থাকে তবে তাকে প্রদান করার পর যা

অবশিষ্ট থাকে তা সম্পূর্ণ সে একাই দখল করে। ঠিক আসাবাদের মতো। যেহেতু এখানে অবশিষ্ট সম্পত্তিতে ভাগ বসানোর মতো অন্য কেউ নেই।

## \* আওল (عول) তথা সম্পত্তি কম পড়লে বন্টনের পদ্ধতি

ভাষাভিত্তিকভাবে আওল (عول) শব্দের অর্থ হলো, বৃদ্ধি পাওয়া, জুলুম করা, অভাবী হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু ফারায়েজের পরিভাষায় আওল বলতে বোঝায়, ওয়ারিছদের মীরাছের পরিমাণ মূল সম্পত্তি হতে বেশি হওয়া। অন্য কথায়, মূল সম্পত্তি ওয়ারিছদের অংশের চেয়ে কম হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যাবে, এটা রদের বিপরীত। যেহেতু রদের সময় ওয়ারিছদের অংশ প্রদানের পরও মূল সম্পত্তি কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়। কিন্তু আওলের ক্ষেত্রে ওয়ারিছদের যার যা অংশ দিতে গেলে মূল সম্পত্তি কম পড়ে যায়। সকল সাহাবায়ে কিরাম এবং সকল ওলামায়ে কিরামের নিকট এর সহজ সমাধান হলো, ওয়ারিছদের কে কত অংশ পাবে তা বের করে সবার অংশ যোগ করে মূল সম্পত্তিকে তত ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকের বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে কেবল ইবনে আব্বাস রা থেকে দ্বিমত বর্ণিত আছে। কিন্তু তার মত আলেমদের মধ্যে কেউই গ্রহণ করেন নি। ইবনে কুদামা রা ইবনে আব্বাস রা এর দ্বিমত উল্লেখের পর বলেন,

وَلَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ قَائِلًا بِمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأُمَّصَارِ فِي الْقَوْلِ بِالْعَوْلِ، بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنْهُ

এখন আর কেউ ইবনে আব্বাসের মত অনুযায়ী ফতোয়া দেন বলে আমরা জানি না। বিভিন্ন এলাকার আলেম-ওলামাদের মধ্যে আওল মেনে নেওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত আছে বলেও আমরা জানি না। আর আল্লাহরই প্রসংশা। [ইবনে কুদামা]

ইমাম নাক্বী রা বলেন, (ثم أجمعت الأمة على إثبات العول) পরবর্তীতে আওল মেনে নেওয়ার ব্যাপারে উম্মত ইজমা করেছে। [তাহযীবুল আসমা]

অতএব এখানে ভিন্ন কোনো মত অবলম্বনের সুযোগ নেই। তাই সেসব বিষয়ে আলোচনা করারও কোনো প্রয়োজন নেই। এখন কেবল জানার বিষয় হলো আওল কিভাবে করতে হয়।

## আওলের পদ্ধতি

এর পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। এটা অনেকটা রদের মতোই। প্রথমে প্রতিটি ওয়ারিছের প্রাপ্য অংশ হিসাব করে বের করতে হবে। পরবর্তীতে তাদের সবার প্রাপ্য অংশ যোগ করে মূল সম্পত্তিকে তত ভাগে ভাগ করে প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, মৃতের দুইটি আপন বোন, দুইটি মা পক্ষের বোন, মা এবং স্বামী আছে তাদের হিসাব হবে নিম্নরূপ,

আপন বোনেরা  $\frac{2}{3}$ , মা পক্ষের বোনেরা উভয়ে  $\frac{1}{6}$  করে মোট  $\frac{1}{3}$ , মা  $\frac{1}{6}$  স্বামী  $\frac{1}{2}$ । সম্পত্তিকে ছয় ভাগে ভাগ করলে আপন বোনেরা ৪ ভাগ, মা পক্ষের বোনেরা উভয়ে ২ ভাগ, মা নিজে ১ ভাগ আর স্বামী ৩ ভাগ। তারা সকরে মিলে পায়  $(8+2+1+3=10)$  ভাগ। কিন্তু ছয় ভাগ থেকে ১০ ভাগ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই হিসাব ছয় থেকে হলেও এখানে সম্পত্তি ভাগ করা হবে ১০ ভাগে এবং প্রত্যেককে তাদের অংশ বুঝিয়ে দেওয়া হবে। নিচের ছকের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো,

মূল সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬				
প্রকৃত অংশ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ওয়ারিছ	২ জন আপন বোন				মাপক্ষের ২- বোন		মা	স্বামী		
আওল	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

ছকে দেখা যাচ্ছে, হিসাবের সময় মূল সম্পত্তিকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। সে হিসাবে ওয়ারিছরা যে অংশ পায় তা মূল সম্পত্তির চেয়ে বেশি হয়ে যায়। মূল সম্পত্তি ছয় ভাগ আর অংশ হয়ে যায় ১০ ভাগ। ফলে পরবর্তীতে মূল সম্পত্তিকে ১০ ভাগে ভাগ করে আগের হিসাব অনুযায়ী যে যত অংশ পায় তাকে তত অংশ প্রদান করা হয়।

এই বিষয়টিকেই মূলত আওল বলা হয়। অন্য যে মাসয়ালাতেই এমন ঘটবে সেখানে এভাবেই সমাধান করতে হবে। বুদ্ধিমান পাঠক এই উদাহরণের আলোকেই অন্য যে কোনো মাসয়ালা সমাধান করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করি।

## ঘ. চতুর্থ স্তর তথা যাবীল আরহাম (ذوي الأرحام)

মৃতের আত্মীয়দের মধ্যে যারা উপরের তিনটি স্তরে মৃতের ওয়ারিছ হয় না ফারায়েজের পরিভাষায় তাদের যাবীল আরহাম (ذوي الأرحام) বলা হয়। যেমন, মেয়ের ছেলে-মেয়েরা, মামা, খালা, ফুফু এবং তাদের ছেলে-মেয়েরা ইত্যাদি। আলেমরা মোটামুটিভাবে একমত হয়েছেন যে, মৃতের যে কোনো ওয়ারিছ বেঁচে থাকলে যাবীল আরহাম মীরাছ পাবে না। এমনকি ওয়ালার মাধ্যমে যারা তার ওয়ারিছ হয় তাদের কেউ বেঁচে থাকলে

সম্পূর্ণ সম্পত্তি সেই পাবে, যাবীল আরাহম নয়। কেবল ইবনে মাসউদ রা থেকে এ বিষয়ে দ্বিমত বর্ণিত আছে। তবে পরবর্তী যুগের আলেমদের কেউ সে মত গ্রহণ করেননি। যদি মৃতের কোনো আসাবা না থাকে বরং নির্দিষ্ট অংশ পায় এমন কোনো ওয়ারিছ থাকে, আর তার অংশ দেওয়ার পরও কোনো সম্পত্তি বাকী থাকে তবু যাবীল আরাহমকে অংশ দেওয়া হবে না। বরং বাকী সম্পত্তি রদের মাধ্যমে ঐ ওয়ারিছকে ফেরত দেওয়া হবে। যারা রদের কথা বলেন এবং যাবীল আরাহমকে সম্পত্তি প্রদান করেন তারা সকলে এ ব্যাপারে একমত।

এখন যদি স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া মৃতের অন্য কোনো ওয়ারিছ আদৌ না থাকে তবে যাবীল আরাহমকে অংশ দেওয়া হবে কিনা সে ব্যাপারে আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে।

### যাবীল আরাহম মীরাছ পাবে কিনা সে ব্যাপারে দ্বিমত

এখানে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম রা এর মত হলো, মৃতের অন্য কোনো ওয়ারিছ না থাকলে যাবীল আরাহমরা মীরাছ পাবে। হানাফী ও হাম্বলী মাজহাবের মত এটাই। য়ায়েদ ইবনে ছাবিত রা এর মত হলো তারা মীরাছ পাবে না। বরং অন্য কোনো ওয়ারিছ না থাকলে সম্পদ বায়তুল মালে জমা হবে। মালেকী ও শাফেয়ী মাজহাবের মত এটাই। তবে উভয় মাজহাবের পরবর্তী যুগের আলেমরা বলেছেন, বায়তুল মাল না থাকলে বা বায়তুল মালের সম্পত্তি সঠিকভাবে ব্যয় করা না হলে বায়তুল মালের পরিবর্তে যাবীল আরাহমকেই সম্পত্তি প্রদান করা হবে।

দেখা যাচ্ছে উপরে আমরা রদ সম্পর্কে যে মতপার্থক্য উল্লেখ করেছি এখানে অবস্থা তার অনুরূপ। এ বিষয়ে উভয় পক্ষের দলীল-প্রমাণও রদ সম্পর্কে উল্লেখিত দলীল-প্রমাণের কাছাকাছি।

যারা যাবীল আরাহমকে মীরাছ দিতে চাননি তাদের বক্তব্য হলো, যেহেতু কুরআন-হাদীসে যেসব ওয়ারিছদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে এরা অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব, তারা মৃতের সম্পত্তিতে কোনো অংশ পাবে না। বরং কুরআন-হাদীসে যাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঐ সকল ওয়ারিছ না থাকলে সম্পত্তি বায়তুল মালে চলে যাবে এবং মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় হবে।

এক্ষেত্রে তারা একটি হাদীসও উল্লেখ করে থাকেন। আতা ইবনে ইয়াসার রা থেকে মুরসালভাবে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ সা খালা ও ফুফুর ব্যাপারে বলেছেন, (لَا مِيرَاثَ لَهُمَا) “তাদের কোনো মীরাছ নেই”।

ইমাম বাইহাকী রা সুনানে কুবরাতে এবং ইমাম তাহাবী রা শারহে মাযানিল আছারে এই বর্ণনার পৃথক দুটি সনদ উল্লেখ করেছেন যা গ্রহণযোগ্য কিন্তু মুরসাল।

রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে মা'রফুভাবেও এমন বর্ণনা রয়েছে তবে তার কোনোটি সহীহ নয়। ইমাম শাওকানী رحمته বলেন,

وَكُلُّ هَذِهِ الطُّرُقُ لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ

এসব সনদের সবগুলো মিলেও হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না। [নাইল]

যারা যাবীল আরহামদের মীরাছ দেওয়ার পক্ষে তারা মহান রব্বুল আলামীনের ঐ আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করেন যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। যেহেতু সেখানে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তির আত্মীয়রা তার সম্পত্তির বেশি হকদার। অতএব সাধারণ মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য বায়তুল মালে সম্পদ দেওয়ার আগে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের তা প্রদান করা উচিত।

তাছাড়া আয়েশা رضي الله عنها থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

{اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ}

যার কোনো অভিভাবক নেই আল্লাহ এবং তার রসুল তার অভিভাবক। আর যার কোনো ওয়ারিছ নেই তার মামা তার ওয়ারিছ।

হাকিম رحمته হাদীসটি তার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আজ-জাহাবী رحمته তার সাথে একমত হয়েছেন। একই হাদীস উমর, আবু হুরাইরা, মিকদাম ইবনে মাদি কারিব প্রমুখ সাহাবা رضي الله عنهم থেকে গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত আছে।

এই হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অবশ্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস প্রশ্ন তুলেছেন। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আগের হাদীসটির তুলনায় এই হাদীসটি অধিক নির্ভরযোগ্য। একারণে বেশিরভাগ আলেম-ওলামা এই হাদীস অনুযায়ী রায় দিয়েছেন। ইমাম শাওকানী رحمته বলেন,

وَأِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَوْثِيهِ نَوِي الْأَرْحَامِ

এই হাদীস অনুযায়ী যাবীল আরাহামকে মীরাছ প্রদান করার পক্ষে বেশিরভাগ আলেম রায় দিয়েছেন।

[নাইলুল আওতার]

এছাড়া অন্য হাদীসে এসেছে,

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمَلَاعَةِ لِأُمِّهِ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا

রসুলুল্লাহ ﷺ লিয়ান করা মহিলার সন্তানের ওয়ারিছ করেছেন তার মাকে এবং তার মা না থাকলে মায়ের ওয়ারিছদের। [আবু দাউদ]



ইমাম শাওকানী رحمہ اللہ বলেন, (وَهُمْ أَرْحَامٌ لَهُ لَا غَيْرُ) “তার মায়ের ওয়ারিছরা তো তার যাবীল আরহাম ছাড়া আর কিছু নয়”। [নাইলুল আওতার]

এর মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়, বায়তুল মালে সম্পদ যাওয়ার আগে মা পক্ষের আত্মীয়দের প্রদান করা হবে। এসকল দলীল প্রমাণের কারণে অন্য কোনো ওয়ারিছ না থাকলে বায়তুল মালে সম্পদ জমা দেওয়ার পূর্বে যাবীল আরহামকে মীরাছ প্রদান করার মতটিই সঠিক মনে হয়। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

## যাবীল আরহাম কারা?

এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো, উপরের আলোচনায় যেসব পুরুষ বা মহিলা মৃতের সাথে বংশ সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও মীরাছ পায় না তারা সকলে ফারায়েজের পরিভাষায় যাবীল আরহাম (الأرحام ذوي) হিসেবে গণ্য। অন্য সকল ওয়ারিছদের অনুপস্থিতিতে তারা মীরাছ পাবে। এখন যাবীল আরহাম কারা তা ভালোভাবে বুঝে নিতে হলে আমাদের আবার গোড়ায় ফিরে যেতে হবে। দেখতে হবে, উপরের স্তর সমূহে মৃতের সাথে বংশ সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও কাদের মীরাছ প্রদান করা হয়নি। নিচে একের পর এক ছকের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

## ১. ছেলে-মেয়েদের বংশধরদের মধ্যে যাবীল আরহাম

উপরে আমরা একটি ছকের মাধ্যমে ছেলে-মেয়ে এবং তাদের ছেলে-মেয়ে এভাবে যতদূর যায় তাদের একটি তালিকা পেশ করেছি। তাদের মধ্যে কে মৃতের ওয়ারিছ আর কে ওয়ারিছ নয় সেটিও নির্ণয় করেছি। এখানে ছকটি পুনরায় পেশ করা হলো।

মৃত ব্যক্তি							
ছেলে				মেয়ে			
ছেলে		মেয়ে			ছেলে	মেয়ে	
ছেলে	মেয়ে		ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	
এভাবে চলবে		এভাবে চলবে		এভাবে চলবে		এভাবে চলবে	

দেখা যাচ্ছে, এক জন মৃত ব্যক্তির একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের আবার একটি করে ছেলে-মেয়ে রয়েছে। এভাবে একের পর এক চারটি স্তর রয়েছে। যাদেরকে কেটে দেওয়া হয়নি তারা

মৃতের প্রকৃত ওয়ারিছ আর যাদেরকে কেটে দেওয়া হয়েছে তারা সাধারণভাবে মৃতের ওয়ারিছ হয় না।  
এরাই হলো মৃতের যাবীল আরাহাম। এ হিসেবে বলা যায়,

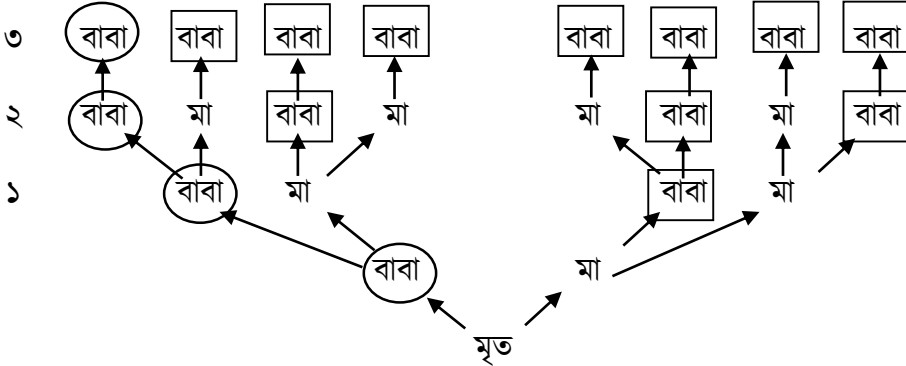
মৃতের বংশধরদের মধ্যে যে কারো সাথে মৃতের সম্পর্কের মাঝে এক বা একাধিক মহিলা পড়ে সে মৃতের সাধারণ ওয়ারিছ নয় বরং যাবীল আরাহাম হিসেবে গণ্য।

যেমন, মেয়ের ছেলে, ছেলের মেয়ের ছেলে, মেয়ের মেয়ের ছেলে, ছেলের মেয়ের মেয়ের ছেলে ইত্যাদি।

## ২. মৃত নিজে যাদের বংশধর তাদের মাঝে যারা তার যাবীল আরাহাম

মৃতের পূর্বপুরুষ তথা তার বাপ-দাদাদের মধ্যে কারা তার ওয়ারিছ উপরে আমরা একটি ছকের মাধ্যমে তা বুঝিয়ে দিয়েছি। এখানে ছকটি পুনরায় উল্লেখ করা হলো।

স্তর



উপরের ছকে গোল চিহ্নিত পুরুষগুলো মৃতের বাবা বা দাদা হিসেবে গণ্য। তারাই মৃতের ওয়ারিছ। অন্যান্য পুরুষরা মৃতের ওয়ারিছ নয়।

এখানে কে ওয়ারিছ আর কে ওয়ারিছ নয় তাদের চেনার সহজ সূত্র হলো,

- এমন প্রতিটি পূর্বপুরুষ যার সাথে মৃতের সম্পর্কের মধ্যে কোনো মহিলা নেই সে মৃতের ওয়ারিছ।

বিপরীতে বলা যায়,

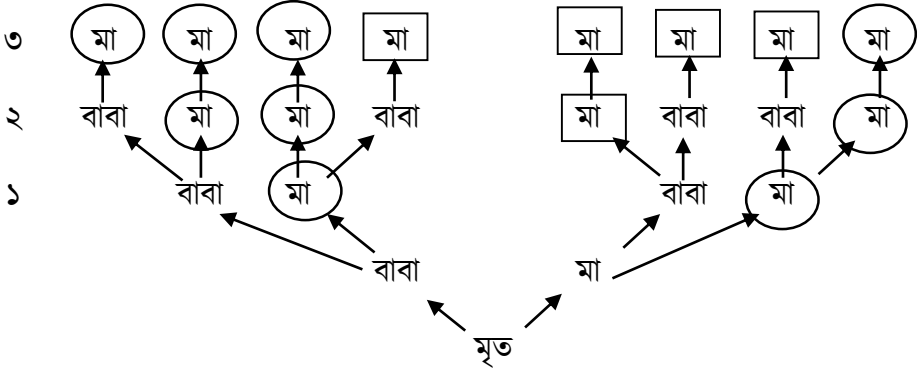
- এমন প্রতিটি পূর্বপুরুষ যার সাথে মৃতের সম্পর্কের মধ্যে কোনো মহিলা আছে সে মৃতের ওয়ারিছ নয়।

দ্বিতীয় প্রকারের পুরুষরাই মৃতের যাবীল আরাহাম হিসেবে গণ্য। ছকে তাদের চারকোনো ঘর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

এটা গেলো ঐ সকল পুরুষদের ক্ষেত্রে মৃত নিজে যাদের বংশধর। এখন মৃত যেসব মহিলার বংশধর তথা মৃতের দাদী/নানীদের মধ্যে কারা মৃতের যাবীল আরহাম তা বুঝতে হলে দাদী/নানীদের সাথে সম্পর্কিত ছকটির দিকে আমাদের পুনরায় দৃষ্টি দিতে হবে।

নিচের ছকের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

স্তর



ছকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোনো একজন মৃত ব্যক্তি যেসব মহিলাদের বংশধর তাদের তালিকা পেশ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে গোল চিহ্নিত মহিলাগুলো তার ওয়ারিছ। আমরা দেখছি, মায়ের দিকে মাত্র একটি সারি তার ওয়ারিছ। কিন্তু বাবার দিকে কয়েকটি সারি। কিন্তু মা-বাবা উভয় দিকে বেশ কিছু মহিলা মৃতের ওয়ারিছ নয়। এখানে কে ওয়ারিছ আর কে ওয়ারিছ নয় তা চিহ্নিত করার সহজ সূত্র হলো,

“যদি কোনো মহিলার সাথে মৃতের সম্পর্কের মাঝে একবার পুরুষ আসার পর কোনো স্তরে আবার মহিলা এসে পড়ে তবে সে মৃতের ওয়ারিছ হবে না। যেমন,

ক. বাবার বাবার বাবার মা মৃতের ওয়ারিছ। যেহেতু এখানে একাধিক পুরুষ এসেছে কিন্তু একবার পুরুষ আসার পর আর কোনো মহিলা আসেনি।

খ. বাবার মায়ের বাবার মা মৃতের ওয়ারিছ নয়। কারণ এখানে একবার পুরুষ আসার পর আবার মহিলা এসেছে।

দ্বিতীয় প্রকারের মহিলারা মৃতের যাবীল আরহাম হিসেবে গণ্য। ছকে তাদের চারকোনা ঘর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

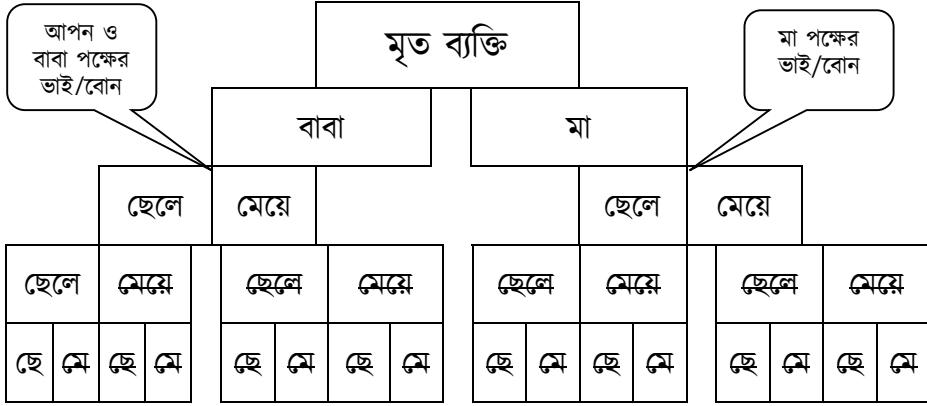
নিচের ছকের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো,

#	১	২	৩	৪	সাধারণ ওয়ারিছ	যাবিল আরহাম	কারণ
ক.	মায়ের	মায়ের	মায়ের	মা	✓		মাঝে পুরুষ নেই
খ.	বাবার	মায়ের	মায়ের	মা	✓		পুরুষের পর মহিলা নেই
গ.	বাবার	বাবার	বাবার	মা	✓		পুরুষের পর মহিলা নেই
ঘ.	বাবার	মায়ের	বাবার	মা	-	✓	পুরুষের পর মহিলা আছে
ঙ.	মায়ের	বাবার	মা			✓	পুরুষের পর মহিলা আছে

ছকে দাদী/নানীদের মধ্যে কে মৃতের প্রকৃত ওয়ারিছ আর কে যাবিল আরহাম তা চিহ্নিত করা হলো। আসা করি এর মাধ্যমে পাঠকের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

### ৩. মৃতের ভাই বোনদের বংশধরদের মধ্যে যাবিল আরাহাম

মৃতের ভাই-বোনদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কে যাবিল আরহাম তা নির্ণয় করার ব্যাপারটি অনেকটা মৃতের নিজের ছেলে মেয়েদের বংশধরদের মতো। তবে এখানে কিছু পার্থক্যও রয়েছে। নিচে ছকের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো।



ছকে মৃত ব্যক্তির মা-বাবা ও তাদের সন্তানদের তালিকা পেশ করা হয়েছে। একদিকে রয়েছে তার বাবার ছেলে মেয়ে তথা মৃতের আপন ও বাবা পক্ষীয় ভাই-বোনেরা। অন্য দিকে রয়েছে তার মায়ের অন্য ঘরের ছেলে-মেয়ে তথা মৃতের মা পক্ষীয় ভাই-বোনেরা। তার পর রয়েছে তার ভাই বোনদের ছেলে-মেয়ে এবং তাদের ছেলে-মেয়ে। এভাবে একের পর এক স্তর চলতে থাকবে।

এদের মধ্যে মৃতের সকল পক্ষের ভাই-বোন মৃতের ওয়ারিছ হিসেবে গণ্য। যদিও মা পক্ষীয় ভাই-বোনদের মাঝে একজন মহিলা তথা মা পড়ছে। কেবল ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু ভাই বোনদের সন্তানদের মধ্যে কেবল তারা মৃতের ওয়ারিছ যারা নিজে পুরুষ এবং মৃতের সাথে কেবল পুরুষের মাধ্যমে সম্পর্কিত। নিজে মহিলা হলে বা মৃতের সাথে কোনো মহিলার মাধ্যমে সম্পর্কিত হলে সে মৃতের ওয়ারিছ নয়। ফলাফলে বলা যায়,

১. মৃতের আপন বা বাবা পক্ষের ভাইয়ের ছেলে তার ছেলে তার ছেলে এভাবে যতদূর যায় তার ওয়ারিছ। যেহেতু এখানে কেউ মহিলা নয়।

২. কিন্তু তার মা পক্ষের ভাই-বোনদের ছেলে-মেয়েরা কেউ তার ওয়ারিছ নয়। যেহেতু মাঝে মহিলা তথা মা বা বোন পড়ছে।

৩. তার আপন ও বাবা পক্ষের বোনের ছেলে-মেয়ে বা আপন ও বাবা পক্ষের ভাইয়ের মেয়ে ও মেয়ের ছেলে-মেয়েরা তার ওয়ারিছ নয়। যেহেতু এখানে ভাইয়ের মেয়ে নিজে একজন মহিলা আর অন্যদের মাঝে একজন মহিলা তথা বোন পড়ছে।

এটা মনে রাখার সহজ সূত্র হলো,

“কেবল মৃতের নিজের ভাই-বোন ছাড়া তাদের বংশধরদের মধ্যে অন্য যে কেউ নিজে মহিলা বা কোনো মহিলার মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত সে মৃতের ওয়ারিছ নয়।”

এখন এই সূত্র অনুযায়ী আমরা যাদের মৃতের ওয়ারিছ নয় বলছি তারাই আসলে যাবীল আরাহম। সে হিসেবে বলা যায়,

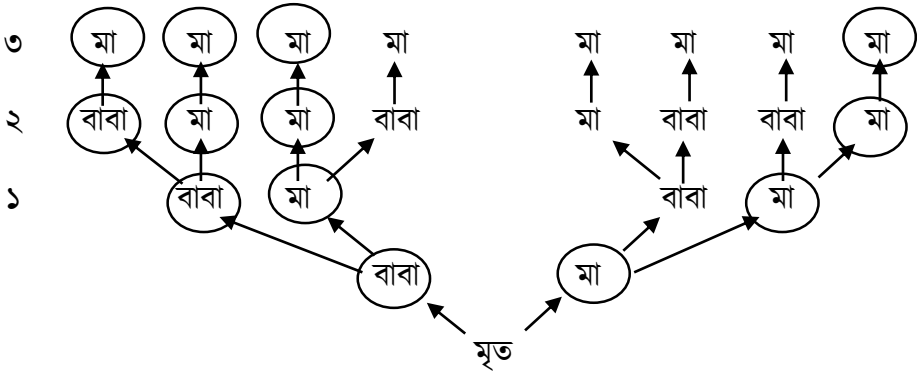
“কেবল মৃতের নিজের ভাই-বোন ছাড়া তাদের বংশধরদের মধ্যে অন্য যে কেউ নিজে মহিলা বা কোনো মহিলার মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত সেই মৃতের যাবীল আরাহাম হিসেবে গণ্য।

উপরের ছকে কেটে দেওয়া ঘরগুলোর মাধ্যমে যাবীল আরাহামদের চিহ্নিত করা হয়েছে।

#### ৪. মৃত যেসব পুরুষ ও মহিলার বংশধর তাদের সন্তানদের মধ্যে মৃতের যাবীল আরাহাম

উপরে দাদা ও দাদী-নানী সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখেছি, মৃত যেসব নারী-পুরুষের বংশধর তাদের মধ্যে অনেক পুরুষ ও নারী তার ওয়ারিছ আবার অনেকে তার ওয়ারিছ নয়। নিচে বিষয়টি আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো।

স্তর



ছকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গোল চিহ্নিত পুরুষ ও মহিলাগুলো মৃতের ওয়ারিছ আর বাকীরা মৃতের যাবীল আরাহাম। এখন ঐ সকল নারী ও পুরুষদের সন্তানদের মধ্যে কে মৃতের ওয়ারিছ আর কে মৃতের যাবীল আরাহাম তা নির্ণয় করা অত্যন্ত সহজ। মৃতের নিজের বাবা-মায়ের সন্তান তথা মৃতের ভাই-বোন ও তাদের বংশধরদের ব্যাপারে আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে। এখন মৃতের দাদা-দাদী ও নানা-নানী এবং তাদের বাবা-মায়ের সন্তান ও বংশধর সম্পর্কে আলোচনা করবো।

সহজ কথা হলো, ঐ সকল নারী-পুরুষদের বংশধরদের মধ্যে যে কেউ নিজে পুরুষ এবং কেবল পুরুষের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত সে মৃতের ওয়ারিছ।

বিপরীতে বলা যায়, যে কেউ নিজে মহিলা অথবা কোনো মহিলার মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত সে মৃতের ওয়ারিছ নয়, বরং যাবীল আরাহাম।

চিন্তা করলে দেখা যাবে, মৃতের মায়ের দিক থেকে যত নারী-পুরুষ মৃতের সাথে সম্পর্কিত তাদের সকলের বংশধর মৃতের যাবীল আরাহাম। যেহেতু তাদের সাথে মৃতের মাঝে কমপক্ষে একজন মহিলা পড়ছে। আর সে হলো মৃতের মা।

এভাবে মৃতের বাবার দিকেও প্রতিটি স্তরে একটি মহিলা ও একটি পুরুষ রয়েছে। মহিলার দিকের নারীপুরুষদের বংশধররা এ হিসেবে বাতিল হয়ে যায়। এভাবে মৃতের ওয়ারিছ হয় কেবল মৃতের বাবা, দাদা, দাদার বাবা, তার বাবা ইত্যাদি। যারা কেবল পুরুষের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত তাদের সন্তানরা। তারাই মৃতের চাচা হিসেবে গণ্য হয় এবং আসাবা হয় যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছেন। এরা ছাড়া বাকী আর যেসব নারী-পুরুষ তালিকায় রয়েছে তাদের বংশধররা মৃতের যাবীল আরাহাম হিসেবে গণ্য হবে।

তারা মৃতের সাথে খালা, ফুফু, মামা, মা পক্ষীয় সৎ চাচা (মৃতের দাদীর অন্য ঘরের ছেলে) ইত্যাদি নানা সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে পারে। তারা এবং তাদের সন্তানরা সকলে মৃতের যাবীল আরাহাম।

এখানে ৩ ও ৪ নং যাবীল আরাহামদের একটিমাত্র সূত্রের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। তা হলো,

মৃত যেসব নারী-পুরুষের বংশধর তাদের সন্তান ও বংশধরদের মধ্যে কেবল মৃতের নিজের বাবা-মায়ের সন্তান তথা তার ভাই-বোন ছাড়া অন্য কেউ নিজে মেয়ে হলে বা কোনো মেয়ের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত হলে সে মৃতের সাধারণ ওয়ারিছ নয় বরং যাবীল আরাহাম হিসেবে গণ্য।

এ সূত্র ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, দাদা-দাদী ও নানা-নানির ছেলে তথা চাচা-ফুফু, মামা-খালা এবং তাদের বংশধর ইত্যাদি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ এ সূত্র অনুযায়ী মৃতের বংশ লতিকার উপরে অবস্থিত সকল নারী-পুরুষের বংশধরদের মাঝে কে সাধারণ ওয়ারিছ আর কে যাবীল আরাহাম তা নির্ণয় করা যায়।

উপরের আলোচনায় ছেলে-মেয়ে, দাদা-দাদী, ভাই-বোন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা রকম সূত্রের মাধ্যমে যাবীল আরাহামদের চিহ্নিত করা হয়েছে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সূত্রগুলো পরস্পরের কাছাকাছি অর্থ বহন করে। সবগুলো সূত্রেই হয়তো কোনো ব্যক্তি মহিলা হওয়ার কারণে অথবা কোনো মহিলার মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে সাধারণ ওয়ারিছ না হয়ে যাবীল আরাহাম হিসেবে গণ্য হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজে মহিলা হওয়া বা মহিলার মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে সাধারণ ওয়ারিছ হিসেবে গণ্য না হয়ে যাবীল আরাহাম হিসেবে গণ্য হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে। বিষয়টি সহজে স্মরণ রাখার জন্য কার ক্ষেত্রে কখন ব্যতিক্রম ঘটে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

১. নিজে মেয়ে হওয়ার কারণে সকলে যাবীল আরাহাম হিসেব গণ্য হয়। কেবল মা, মেয়ে, বোন ও দাদী/নানি ছাড়া।

মেয়ে বলতে নিজের মেয়ে, ছেলের মেয়ে, ছেলের ছেলের মেয়ে ইত্যাদি সবাইকে বোঝায় আর দাদী/নানি বলতে মৃত যেসব মহিলাদের বংশধর তাদের মধ্যে যাদের সম্পর্কের মাঝে একবার পুরুষ আসার পরে আবার মহিলা আসেনি তাদের বোঝায়।

এরা ছাড়া মৃতের বংশের আর যত মহিলা আছে কেবল মহিলা হওয়ার কারণেই মৃতের সাধারণ ওয়ারিছ না হয়ে যাবীল আরাহাম হয়। যেমন, খালা, ফুফু, ভাই বা বোনের মেয়ে ইত্যাদি।

২. সম্পর্কের মাঝে একজন মহিলা পড়লে মৃতের সকল আত্মীয় সাধারণ ওয়ারিছ হওয়ার পরিবর্তে যাবিল আরাহাম হয় কেবল তার মা পক্ষীয় ভাই-বোন ও দাদী/নানী ছাড়া।

৩. নিজে পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও মাঝে কোনো মহিলা পড়লে যে কোনো ব্যক্তি মৃতের সাধারণ ওয়ারিছ না হয়ে যাবীল আরাহাম হয় কেবল মৃতের মা পক্ষের ভাই ছাড়া।

৪. নিজে মহিলা পুরুষ যা-ই হোক যদি মৃতের সাথে কারো সম্পর্কের মাঝে প্রথমে একজন পুরুষ আর পরে একজন মহিলা পড়ে তবে যে কোনো ব্যক্তি মৃতের সাধারণ ওয়ারিছ না হয়ে যাবিল আরাহাম বলে গণ্য হবে। এখানে কোনো ব্যতিক্রম নেই।

দেখা যাচ্ছে, সাধারণ ওয়ারিছ না হয়ে যাবিল আরাহাম হিসেবে গণ্য হওয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কারণ হলো, বংশ সম্পর্কের মাঝে আগে পুরুষ পরে একজন মহিলা আসা। এরপর বেশি শক্তিশালী কারণ হলো, সম্পর্কের মাঝে কোনো মহিলা আসা। সর্বাপেক্ষা দুর্বল কারণ হলো, কোনো ব্যক্তি নিজে মহিলা হওয়া।

মৃতের নিকটবর্তী আত্মীয়দের কেউ কেবল নিজে মহিলা হওয়ার কারণে সাধারণ ওয়ারিছ থেকে বাদ পড়ে না। যেমন, মা, মেয়ে, দাদী/নানী, ভাই-বোন ইত্যাদি। অর্থাৎ ১ম ও ২য় স্তরের কোনো ওয়ারিছ মহিলা হওয়ার কারণে বাদ পড়ে না। তবে তৃতীয় স্তর তথা ভাইয়ের ছেলে, চাচা ও চাচার ছেলে ইত্যাদি সাধারণ আসাবাদের স্তরের আত্মীয়রা কেবল মহিলা হওয়ার কারণেই ওয়ারিছ থেকে বাদ পড়ে যাবীল আরাহামে পরিণত হয়। যদিও তাদের সম্পর্কের মাঝে কোনো মহিলা না আসে। যেমন বাবা পক্ষের ভাইয়ের মেয়ে, দাদার মেয়ে অর্থাৎ ফুফু, চাচার মেয়ে ইত্যাদি।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, যে স্তরের আত্মীয়রা কেবল মহিলা হওয়ার কারণেই বাদ পড়ে ঐ স্তরের কোনো ব্যক্তি নিজে পুরুষ হলেও তার সম্পর্কের মাঝে কোনো মহিলা আসলে সে সাধারণ ওয়ারিছ থেকে বাদ পড়ে। যেহেতু নিজে মহিলা হওয়ার চেয়ে সম্পর্কের মাঝে মহিলা আসা বাদ পড়ার অধিক শক্তিশালী কারণ। যেমন বোনের ছেলে সাধারণ ওয়ারিছ নয় যদিও সে পুরুষ। কারণ, তার সম্পর্কের মাঝে মহিলা এসেছে।

১ম ও ২য় স্তরের বেশিরভাগ আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে মহিলা আসার কারণে বাদ পড়ে যায়। যেমন, মেয়ের ছেলে, মায়ের বাবা, দাদীর বাবা ইত্যাদি। এমনকি যারা কেবল মহিলা হওয়ার কারণে বাদ পড়ে না তাদের মধ্যেও অনেকে সম্পর্কের মাঝে মহিলা আসলে বাদ পড়ে যায়। যেমন, ছেলের মেয়ে বাদ পড়ে না যদিও



সে একজন মহিলা। কিন্তু মেয়ের মেয়ে হলে বাদ পড়ে যায় যেহেতু তার সাথে মৃতের সম্পর্কের মাঝে মহিলা পড়ে।

এখানে টিকে থাকে কেবল মা পক্ষের ভাই বোন ও দাদী/নানি। তাদের সম্পর্কের মাঝে মহিলা আসা সত্ত্বেও তারা সাধারণ ওয়ারিছ হিসেবে গণ্য হয়। এদের মাঝে ভাই-বোনেরা কখনই সাধারণ ওয়ারিছের বাইরে যাবীল আরাহম হিসেবে গণ্য হয় না। কিন্তু দাদী/নানিদের মধ্যে যাদের সম্পর্কের মাঝে একবার পুরুষ আসার পরে আবার মহিলা আসে তারা সাধারণ ওয়ারিছ থেকে বাদ পড়ে যাবীল আরাহম হিসেবে গণ্য হয়।

এই হচ্ছে মৃতের সাধারণ ওয়ারিছ ও যাবীল আরাহমদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এ হিসেবে আমরা বলতে পারি, মৃতের সাথে বংশ সম্পর্কে সম্পর্কিত যে কোনো ব্যক্তি হয়তো সাধারণ ওয়ারিছ অথবা যাবীল আরাহম বলে গণ্য হবে। তবে ব্যক্তি একই সাথে দুটোই হতে পারবে না।

যাবীল আরাহম কারা সে ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে নেওয়ার পর আমরা যাবীল আরাহমদের মাঝে মীরাছ কিভাবে বন্টন করা হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ।

### যাবীল আরাহমদের মাঝে সম্পত্তি বন্টন করার পদ্ধতি

অন্যান্য ওয়ারিছদের অনুপস্থিতিতে যাবীল আরাহমদের মাঝে মীরাছ বন্টন করার দুইটি পদ্ধতি আলেমেদের মাঝে গৃহীত হয়েছে। তা হলো,

ক) করাবা (قرابة) তথা নৈকট্য অনুযায়ী সম্পত্তি প্রদান।

এ পদ্ধতিতে যাবীল আরাহমের মধ্যে অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তিকে আসাবার মতো সম্পূর্ণ সম্পত্তি প্রদান করা হয়। যারা এ পদ্ধতিতে যাবীল আরাহমের মাঝে সম্পত্তি বন্টন করার মত দেন তাদের বলা হয় আহলুল করাবা (أهل القرابة)। আলী عليه السلام থেকে এই মত বর্ণিত আছে। হানাফী মাজাহবের আলেম-ওলামারা এই মত গ্রহণ করেছেন।

খ) তানযিল (تنزيل) তথা স্থলাভিষিক্তকরণ।

যাবীল আরাহমদের মাঝে যে যে যার মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত। তাকে ঐ ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত করে উপরে বর্ণিত ফারায়েজের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী সম্পত্তি বন্টন করা। যারা এ পদ্ধতিতে সম্পত্তি বন্টনের পক্ষে তাদের বলা হয় আহলুত তানযিল (تنزيل)। হাম্বলী মাজাহবের আলেমরা এই মত গ্রহণ করেছেন।

আল মাওয়ারদী رحمته বলেন,

وَذَهَبَ جُمُهورُ مُورِثِيهِمْ إِلَى التَّنْزِيلِ فَيَقُولُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةٍ مَنْ أَدْلَى بِهِ مِنَ الْوَرِثَةِ مِنْ عَصْبَةٍ أَوْ ذِي فَرْصٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ

যারা যাবীল আরহামকে মীরাছ দেওয়ার পক্ষে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ তানযীল তথা স্থলাভিষিক্ত করার মাধ্যমে মীরাছ প্রদান করেছেন। এর অর্থ হলো, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যে ওয়ারিছের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত তাকে তার স্থানে স্থলাভিষিক্ত করা। উমর, আলী, ইবনে মাসউদ প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম রাঃ এর প্রকাশ্য বক্তব্য থেকে এটাই বোঝা যায়। [হাবিল কাবীর]

ইমাম নাক্বী রাঃ আর-রওদাতে দুটি মত উল্লেখের পর বলেন,

{الْأَصْحُ الْأَقْبَسُ: مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ}

এর মধ্যে বেশি সঠিক ও বেশি যুক্তিসঙ্গত হলো, স্থলাভিষিক্ত করার মতটি।

প্রথমে আমরা দেখবো উভয় মতে যাবীল আরহামদের মাঝে সম্পত্তির বন্টন কিভাবে করা হয়।

### ক) করাবা (قراية) তথা নৈকট্য অনুযায়ী সম্পত্তি প্রদান।

এ পন্থায় মীরাছ বন্টন করা হয় অনেকটা আসাবাদের মীরাছের মতো। প্রথমেই ওয়ারিছদের চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়। তা হলো,

১. মৃতের বংশধরদের মধ্যে যাদের সম্পর্কের মাঝে মহিলা পড়ে। তথা তার মেয়ের ছেলে-মেয়ে ও ছেলের মেয়ের ছেলে-মেয়েরা এভাবে যত নিচে যায়।
২. মৃত ব্যক্তি নিজে যাদের বংশধর অর্থাৎ ঐ সকল দাদা-নানা ও দাদী-নানীরা যারা নানা কারণে সাধারণভাবে মৃতের ওয়ারিছ নয়, তাই যাবীল আরহাম হিসেবে গণ্য।
৩. মৃতের বাবা-মায়ের সন্তান তথা মৃতের ভাই-বোনদের বংশধরদের মধ্যে যাদের সম্পর্কের মাঝে মহিলা পড়ার কারণে মৃতের আসাবা হয় না।
৪. মৃত ব্যক্তি যেসব নারী পুরুষের বংশ ধর তথা তার দাদা-নানা, দাদী-নানী, তাদের বাবা-মা ইত্যাদি সকলের ছেলে-মেয়ে ও বংশধরদের মধ্যে যারা মৃতের সাথে সম্পর্কের মাঝে কোনো মহিলা পড়ার কারণে আসাবা হয় না তারা। সম্পর্কে তারা মৃতের চাচা-ফুফু, মামা-খালা ও তাদের সন্তানরা হতে পারে।

উপরে আমরা এই চারটি স্তরের বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করেছি। এখন তারা মীরাছ কোন পদ্ধতিতে পাবে সে ব্যাপারে আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ। মূল আলোচনা শুরু করার আগে আমরা এ বিষয়ে কিছু মূলনীতি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেবো যাতে পাঠক সহজে মূল আলোচনা বুঝতে পারেন। তারপর প্রতিটি

স্তরের যাবিল আরহামরা কিভাবে মীরাছ পায় তা বিস্তারিত উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবো। আর আল্লাহই তৌফিক দাতা।

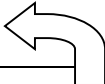
### প্রথম মূলনীতিঃ আগের স্তর আগে মীরাছ পাবে

এদের মধ্যে প্রথম মীরাছ পাবে প্রথম স্তর। তার পর দ্বিতীয় স্তর, তারপর তৃতীয় স্তর, তার পর চতুর্থ স্তর। আগের স্তরের সর্বশেষ ব্যক্তি জীবিত থাকা পর্যন্ত পরের স্তরের নিকটবর্তী ব্যক্তিও মীরাছ পাবে না। উদাহরণস্বরূপ, মৃতের মেয়ের মেয়ে তার মেয়ে তার মেয়ে এভাবে যতদূর যায় বেঁচে থাকলে তার বোনের মেয়ে মীরাছ পাবে না এবং বোনের মেয়ের মেয়ের মেয়ের মেয়ে এভাবে যতদূর যায় বেঁচে থাকা পর্যন্ত মৃতের ফুফু মীরাছ পাবে না। যদিও ফুফু সম্পর্কের দিক থেকে মৃতের অনেক নিকটে। চারটি স্তরের প্রতিটি স্তরের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। তার মধ্যে আগের স্তরের কেউ বেঁচে থাকলে সে যত দূরবর্তীই হোক পরের স্তরের কেউ মীরাছ পাবে না সে যত নিকটবর্তীই হোক।

ইমাম আবু হানীফা رحمہ اللہ থেকে বর্ণিত আছে, আগে পাবে দ্বিতীয় স্তর তার পর প্রথম স্তর। কিন্তু হানাফী মাজহাবের ফতোয়া ঐ মতটির উপরে যা আমরা উল্লেখ করেছি। ইমাম আবু হানীফা رحمہ اللہ থেকে এই মতটিও বর্ণিত আছে।

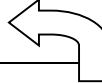
### দ্বিতীয় মূলনীতিঃ একই স্তরের অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি আগে মীরাছ পাবে

যদি উপরের স্তর সমূহের মধ্যে যে কোনো একটি স্তরে একাধিক ওয়ারিছ পাওয়া যায়, তবে লক্ষ্য করতে হবে তাদের মধ্যে কে মৃতের অধিক নিকটবর্তী আর কে দূরবর্তী। তাদের মধ্যে অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি মৃতের ওয়ারিছ হবে আর দূরবর্তী ব্যক্তি বঞ্চিত হবে। উদাহরণস্বরূপ,

মিরাছ	৪	৩	২	১		
✗	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	চাচা	৪র্থ	মৃত ব্যক্তির
✓		ছেলে	মেয়ে	ফুফু		
✗	ছেলে	ছেলে	মেয়ে	ভাই	৩য়	
✓		মেয়ে	ছেলে	বোন		
✓		তার বাবা	দাদী	বাবা	২য়	
✗	তার বাবা	মামীর মা	মামী	মা		
✗	ছেলে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	১ম	
✓		মেয়ে	ছেলে	মেয়ে		

ছকে মৃত ব্যক্তির নানা স্তরের আত্মীয়দের প্রদর্শন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা সাধারণভাবে মৃতের ওয়ারিছ হয় তাদের কেটে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তাদের সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। বাকী ওয়ারিছগণ মৃতের যাবীল আরহাম হিসেবে গণ্য। ছকে আমরা লম্বালম্বিভাবে একের পর এক চারটি স্তরের যাবীল আরহামদের দেখিয়েছি। প্রতিটি স্তরের ওয়ারিছদের পাশাপাশি ৪টি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম স্তরের কেউ বেঁচে থাকলে দ্বিতীয় স্তরের কেউ মিরাছ পাবে না। এমনকি যদি প্রথম স্তরের সর্বশেষ ওয়ারিছ বেঁচে থাকে তবু দ্বিতীয় স্তরের প্রথম ব্যক্তিও মিরাছ পাবে না। এভাবে দ্বিতীয় স্তরের সর্বশেষ ব্যক্তি বেঁচে থাকতেও তৃতীয় স্তরের প্রথম ব্যক্তি মিরাছ পাবে না। এভাবে চলবে। এখন দুই জন ব্যক্তি যদি লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত কোনো এক স্তরে অবস্থিত হয় এবং তার আগের কোনো স্তরে কেউ বেঁচে না থাকে তবে এই দুজন ব্যক্তির মধ্যে যে পাশাপাশিভাবে সাজানো স্তর গুলোর মধ্যে আগের স্তরে থাকবে সে আগে মিরাছ পাবে। সে নিজে পুরুষ কি মহিলা তা লক্ষ্য করা হবে না।

তৃতীয় মূলনীতিঃ একই স্তরে অবস্থিত দুজন যদি সমান নিকটবর্তী হয় তবে তাদের মধ্যে ওয়ারিছের সন্তান অগ্রাধিকার পাবে।

মিরাছ	৪	৩	২	১		
✓	মেয়ে	ছেলে	ছেলে	চাচা	৪র্থ	মৃত ব্যক্তি
✕	ছেলে	ছেলে	মেয়ে	ফুফু		
✓	মেয়ে	ছেলে	ছেলে	ভাই	৩য়	
✕	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	বোন		
✓?	তার বাবা	তার মা	দাদী	বাবা	২য়	
✕	তার বাবা	বাবা	নানী	মা		
✓		ছেলে	মেয়ে	ছেলে	১ম	
✕		মেয়ে	ছেলে	মেয়ে		

হুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, লম্বালম্বি অবস্থিত প্রতিটি স্তরে দুজন করে ওয়ারিছ রয়েছে যারা পাশাপাশি ভাবেও একই স্তরে অবস্থিত। তাদের মধ্যে যে সরাসরি কোনো ওয়ারিছের বংশধর সে অগ্রাধিকার পাবে। ১ম স্তরে আমরা দেখছি, ছেলের মেয়ের ছেলে ও মেয়ের ছেলের মেয়ে রয়েছে। উভয়ে মৃত ব্যক্তি থেকে তিন স্তর দূরে অবস্থিত। তাদের মধ্যে ছেলের মেয়ের ছেলে মীরাছ পাবে। কারণ সে যার সন্তান অর্থাৎ ছেলের মেয়ে মৃতের ওয়ারিছ।

দ্বিতীয় স্তরে আমরা দেখছি, বাবার মায়ের মায়ের বাবা এবং মায়ের মায়ের বাবার বাবা রয়েছে। তারা উভয়ে মৃত ব্যক্তি থেকে সমান দূরত্ব তথা ৪ নং স্তরে অবস্থিত। কিন্তু তাদের মধ্যে বাবার মায়ের মায়ের বাবার পরের স্তরে যিনি আছেন তথা মৃতের দাদীর মা একজন ওয়ারিছ তাই তিনি অগ্রাধিকার পাবেন। এই মাসালাটি অর্থাৎ দাদা-নানা ও দাদী-নানীর ক্ষেত্রে এভাবে ওয়ারিছের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে

অগ্রাধিকার পাবে কিনা সে ব্যাপারে হানাফী ওলামায়ে কিরাম দ্বিমত করেছেন। ফতোয়ায়ে আলোমগিরীতে লেখেন, এখানে ওয়ারিছের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার না পাওয়ার মতটিই সঠিক।

একারণে আমরা এই মূলনীতিতে লিখেছি, একই স্তরে এবং সমান দূরত্বে অবস্থিত দুজন ব্যক্তির মধ্যে যে ওয়ারিছের সন্তান সে অগ্রাধিকার পাবে। সন্তান বলার কারণে দাদা-নানা ও দাদী-নানীদের বিষয়টি এর বাইরে থেকে যাবে। যেহেতু এই স্তরে পরের জন আগের জনের সন্তান নয় বরং পিতা। উপরের উদাহরণে বাবার মায়ের মায়ের বাবা ওয়ারিছের সন্তান নন বরং ওয়ারিছের বাবা। তাই উপরের সূত্র তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

কিন্তু ছেলের মেয়ের ছেলে ওয়ারিছের সন্তান। এভাবে যাবীল আরহামদের চারটি স্তরের মধ্যে তিনটি স্তরে পাশাপাশি অবস্থিত ব্যক্তির একে অপরের সন্তান অতএব তাদের ক্ষেত্রে এই সূত্রটি প্রযোজ্য হবে। তাদের মধ্যে একই স্তরে অবস্থিত দুজন ব্যক্তির মধ্যে যে ওয়ারিছের সন্তান সে অগ্রাধিকার পাবে।

ছকে আমরা দেখছি, ৩য় স্তরে ভাইয়ের ছেলের ছেলের মেয়ে ও বোনের ছেলের মেয়ের ছেলে এই দুজন ব্যক্তি রয়েছে। তারা উভয়ে মৃত ব্যক্তি থেকে সমান দূরত্ব তথা চারটি স্তর পরে রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে ভাইয়ের ছেলের ছেলের মেয়ে নিজে ওয়ারিছ না হলেও ওয়ারিছের সন্তান তাই সে অগ্রাধিকার পাবে।

৪র্থ স্তরে আমরা দেখছি, চাচার ছেলের ছেলের মেয়ে ও ফুফুর মেয়ের ছেলের ছেলে রয়েছে। তারা উভয়ে মৃত ব্যক্তি থেকে সমান দূরত্ব তথা ৪ নং স্তরে অবস্থিত। কিন্তু চাচার ছেলের ছেলের মেয়ে মৃতের ওয়ারিছ তথা চাচার ছেলের ছেলের সন্তান তাই সে অগ্রাধিকার পাবে।

এভাবে ওয়ারিছের সন্তান অগ্রাধিকার পাওয়ার বিষয়টি প্রতিটি স্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেবল দ্বিতীয় স্তর তথা দাদা-নানা ও দাদী-নানীদের স্তর ছাড়া। তবে তাদের কারণে আমাদের মূলনীতি ভুল প্রমাণিত হয় না। যেহেতু তাদের মধ্যে ওয়ারিছের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি ওয়ারিছের সন্তান নয় বরং ওয়ারিছের পিতা।

**বিঃদ্রঃ** উভয়ে সমান দূরত্বে অবস্থিত হলে ওয়ারিছের সন্তানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কিন্তু ওয়ারিছের সন্তানের সন্তানকে নয়। উদাহরণস্বরূপ,

১	ছেলের	মেয়ের	মেয়ে		উপরের জন মীরাছ পাবে। কারণ উভয়ের দুরত্ব একই হলেও উপরের জন ওয়ারিছের সন্তান
	মেয়ের	ছেলের	ছেলে		
২	ছেলের	মেয়ের	ছেলের	মেয়ে	উভয়ে অংশ পাবে কারণ তাদের মাঝে কেউ ওয়ারিছের সন্তান নয়। যদিও উপরের জন ওয়ারিছের সন্তানের সন্তান
	মেয়ের	ছেলের	মেয়ের	মেয়ে	

ভাই-বোনদের ছেলে-মেয়ে ও চাচার ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ তাদের মধ্যে দুজন ব্যক্তির স্তর ও নৈকট্য একই হলে ওয়ারিছের সন্তান অগ্রাধিকার পাবে। তবে ওয়ারিছের সন্তানের সন্তান নয়।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। আর তা হলো, মৃতের পিতা-মাতার সন্তান তথা মৃতের ভাই-বোন এবং মৃতের দাদা-নানা ও দাদী-নানির সন্তান তথা মৃতের চাচা-ফুফু, মামা-খালার ক্ষেত্রে আপন ও সৎ পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণে তাদের মীরাছ এবং তাদের বংশধরদের মীরাছে প্রভাব পড়ে। অনেক সময় আপন আত্মীয় সৎ আত্মীয়ের আগে মীরাছ পায়। অনেক সময় আপন আত্মীয় বেশি পায়। এখন যদি দেখা যায়, একই স্তরে অবস্থিত দুইজন ব্যক্তির একজন মৃতের সৎ আত্মীয় কিন্তু ওয়ারিছের সন্তান আর অন্যজন আপন আত্মীয় কিন্তু ওয়ারিছের সন্তান নয়। তবে কে প্রাধান্য পাবে এ ব্যাপারে দ্বিমত আছে। সঠিক মত হলো, এ ক্ষেত্রে ওয়ারিছের সন্তানের তুলনায় আপন আত্মীয় আগে মীরাছ পাবে। এই বিষয়টি এবং এছাড়া আরও কিছু বিষয় রয়েছে যা বিস্তারিত আলোচনা ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। তাই নিচে প্রতিটি স্তর সম্পর্কে পৃথক পৃথক শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে যাবিল আরহামদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

### প্রথম স্তরঃ মৃতের বংশধরদের মাঝে মীরাছ বন্টন

উপরে আমরা বলেছি, প্রথম স্তরের কোনো একজন বেঁচে থাকতে অন্য স্তরের কেউ কোনো মীরাছ পাবে না। এটাও গত হয়েছে যে, প্রথম স্তরের দুজন ব্যক্তির মধ্যে যে কোনো একজন যদি মৃতের অধিক নিকটবর্তী হয় তবে সেই মীরাছ পাবে, দ্বিতীয়জন নয়। যদি উভয়ে সমান নিকটবর্তী হয় তবে তাদের মধ্যে যে ওয়ারিছের সন্তান সে মীরাছ পাবে আর অন্যজন বঞ্চিত হবে। যদি তাদের মধ্যে কেউ ওয়ারিছের সন্তান না হয় বা উভয়েই ওয়ারিছের সন্তান হয়। তবে তারা উভয়ে মৃতের সম্পত্তিতে অংশ পাবে। যদি উভয়ে মেয়ে হয় বা উভয়ে ছেলে হয় তাহলে সমানভাবে অংশ পাবে আর যদি ছেলে-মেয়ে মিশ্রিত হয় তবে ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ পাবে। উদাহরণস্বরূপ,

ক্র:নং	১	২	৩	৪	
১	মেয়ের	মেয়ের	ছেলের	ছেলে	যেহেতু এখানে কেউ বেশি নিকটবর্তী নয় এবং কেউ ওয়ারিছের সন্তান নয়। তাই উভয়ে মীরাছ পবে কিন্তু ছেলেটি মেয়েটির দ্বিগুন পাবে।
	মেয়ের	মেয়ের	মেয়ের	মেয়ে	
২	মেয়ের	ছেলে			যেহেতু এখানে কেউ বেশি নিকটবর্তী নয় এবং উভয়ে ওয়ারিছের সন্তান। তাই উভয়ে মীরাছ পবে কিন্তু ছেলেটি মেয়েটির দ্বিগুন পাবে।
	মেয়ের	মেয়ে			

এভাবে যাবীল আরহামদের অংশ দেওয়ার সময় যাদের অংশ দেওয়া হচ্ছে তাদের লিঙ্গ অনুযায়ী ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে বন্টন করতে হবে এতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু এখানে তাদের পূর্বপুরুষদের লিঙ্গ কি সেটা লক্ষ্য করা হবে কিনা সে ব্যাপারে দ্বিমত আছে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে যে মীরাছ পাচ্ছে তার উপরের স্তরে কে মহিলা আর কে পুরুষ তা বিবেচনা না করে কেবল নিচের স্তরে পুরুষকে মহিলার দ্বিগুন দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের মতে সর্বশেষ স্তরে পুরুষ ও মহিলার মাঝে যেমন পার্থক্য করা হবে তাদের উপরের কোনো স্তরে পুরুষ ও মহিলা থাকলে সেখানে পুরুষ মহিলার দ্বিগুন হিসেবে সম্পত্তি আগেই বন্টন করে নিতে হবে। এভাবে স্তরের পর স্তর যেখানেই পুরুষ ও মহিলার পার্থক্য হবে সেখানে বন্টন করতে করতে নিচের স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ,

স্তর	ওয়ারিছ	
১	মেয়ে	মেয়ে
২	মেয়ে	ছেলে
৩	মেয়ে	মেয়ে

উপরে দেখা যাচ্ছে, মৃতের মেয়ের মেয়ের মেয়ে এবং মেয়ের ছেলের মেয়ে রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে যারা ওয়ারিছ তারা উভয়ে মেয়ে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির সাথে তাদের সম্পর্কের মাঝে একজনের মেয়ে আছে অন্য জনের ছেলে আছে। দ্বিতীয় স্তরে এই বৈপরিত্ব ঘটেছে।

ইমাম আবু ইউসুফের মতে এই বৈপরিত্বকে ধার্তব্য করা হবে না। বরং নিচের স্তরের অবস্থা অনুযায়ী মীরাছ বন্টন করা হবে। এখানে যেহেতু নিচের স্তরে কেবলই মেয়ে তাই এ মতে তারা উভয়ে অর্ধেক করে সম্পত্তি



পাবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদের মতে প্রথম যেখানে বৈপরিত্ব ঘটেছে সেখানে ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে সম্পত্তি বন্টন করা হবে। পরে সেখানে যে যা পাবে তার বংশধররা সেই সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে। উপরের উদাহরণে ইমাম মুহাম্মদের মত অনুযায়ী বন্টন হবে নিম্নরূপ,

স্তর	ওয়ারিছ		
১	মেয়ে	মেয়ে	
২	মেয়ে $\frac{1}{3}$	ছেলে $\frac{2}{3}$	ছেলে মেয়ের দ্বিগুন
৩	মেয়ে $\frac{1}{3}$	মেয়ে $\frac{2}{3}$	পূর্বপুরুষের অংশ

দেখা যাচ্ছে, ইমাম আবু ইউসুফের মতে এক্ষেত্রে দুই মেয়ে অর্ধেক করে পাচ্ছিল। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদের মতে একজন মেয়ে তিন ভাগের এক ভাগ আর অন্য জন তার দ্বিগুন তথা তিন ভাগের ২ ভাগ পাচ্ছে। যেহেতু তাদের একজনের পূর্বের স্তরে মেয়ে আর অন্য জনের পূর্বের স্তরে ছেলে রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদের মতে এভাবে পূর্বের স্তরে পুরুষ ও মহিলা আছে কিনা সেটিও লক্ষ্য রাখা হবে।

ইমাম মুহাম্মদের মতে কেবল যে উপরের স্তরে সম্পদ বন্টন করা হবে তাই নয়। বরং উপরের স্তরে প্রথমে বন্টন করার পর যদি নিচে কোথাও আবারও বৈপরিত্ব দেখা দেয় তবে সেখানে পুনরায় সম্পত্তি বন্টন করতে হবে। এভাবে নিচ পর্যন্ত নেমে যেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ,

স্তর	ওয়ারিছগণ				
১	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে
২	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে	ছেলে
৩	মেয়ে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে
৪	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে

পাঠক ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন এখানে মৃতের পাঁচজন বংশধরের তালিকা পেশ করা হয়েছে। তারা হলো,

১. মেয়ের মেয়ের মেয়ের ছেলে
২. মেয়ের ছেলের মেয়ের মেয়ে

৩. মেয়ের মেয়ের ছেলের মেয়ে  
৪. মেয়ের মেয়ের মেয়ের ছেলে  
৫. মেয়ের ছেলের মেয়ের মেয়ে

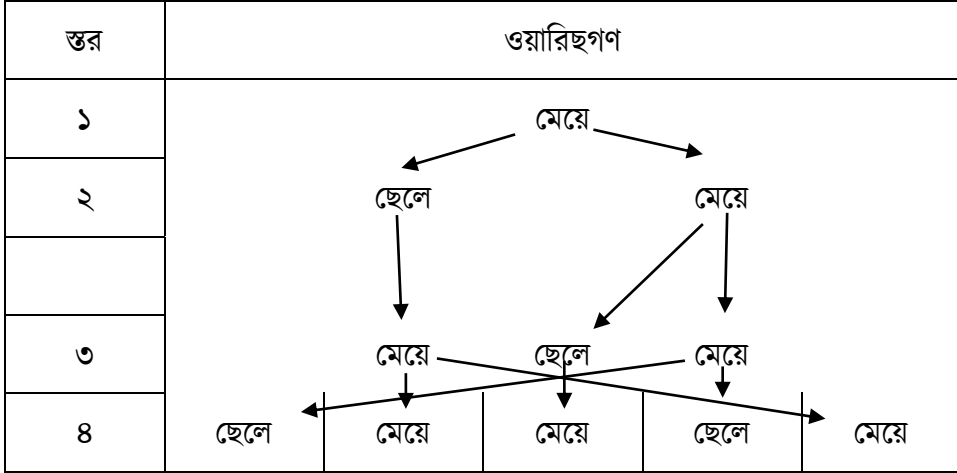
মৃতের সাথে এদের প্রত্যেকের বংশ লতিকা ছকে স্তরের পর স্তর দেখানো হয়েছে। আমরা দেখছি, প্রথম স্তরে পাঁচটি মেয়ে রয়েছে। অনেকে হয়তো ভাববে মৃত ব্যক্তির পাঁচটি মেয়ে ছিলো। এটা কিন্তু আবশ্যিক নয়। বরং এমনও হতে পারে যে, মৃত ব্যক্তির আসলে একটি মেয়ে ছিল। যে ২য় স্তরের ছেলে ও মেয়েদের জন্ম দেয়। নিচের ছকটি লক্ষ্য করি।

স্তর	ওয়ারিছগণ				
১	মেয়ে				
২	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে	ছেলে
৩	মেয়ে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে
৪	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে

২য় স্তরেও অতগুলো ছেলে ও মেয়ে ছিলো এটা আবশ্যিক নয়। বরং হতে পারে দ্বিতীয় স্তরে আসলে কেবল এক জন ছেলে আর এক জন মেয়ে ছিল যারা ৩য় স্তরের ছেলে মেয়েগুলোকে জন্ম দিয়েছে।

স্তর	ওয়ারিছগণ				
১	মেয়ে				
২	ছেলে				
৩	মেয়ে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে
৪	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে

একই কথা ৩য় স্তরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেহেতু এমন হতে পারে যে, ৩য় স্তরে আমরা যে পাঁচজন ছেলে-মেয়ে দেখছি তারা আসলে পাঁচজন নয় বরং তিন জন। ছেলের মেয়ে আর মেয়ের একটি ছেলে ও ১ টি মেয়ে।



এখন যদি বলা হয় মৃতের সাথে চতুর্থ স্তরের পাঁচ জনের সম্পর্ক কি তাহলে পর্যায়ক্রমে নিচের তথ্য গুলো বের হয়ে আসবে।

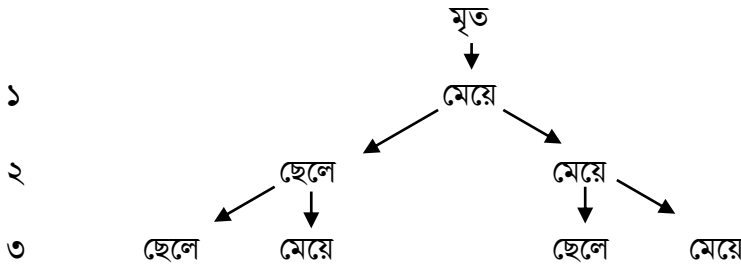
১. মেয়ের মেয়ের মেয়ের ছেলে
২. মেয়ের ছেলের মেয়ের মেয়ে
৩. মেয়ের মেয়ের ছেলের মেয়ে
৪. মেয়ের মেয়ের মেয়ের ছেলে
৫. মেয়ের ছেলের মেয়ের মেয়ে

দেখা যাচ্ছে, উপরে আমরা তাদের যে সম্পর্ক উল্লেখ করেছি তার সাথে হুবহু মিলে যায়। অতএব প্রথম ছকে পাঁচ জনের যে বংশ তালিকা পেশ করা হয়েছে। তার মাধ্যমে আসলে ঐ পাঁচ জনের সম্পর্ক কি সেটা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য প্রতিটি স্তরে কয়জন বাস্তবে ছিল তা উদ্দেশ্য নয়। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, মৃত ব্যক্তির নিচের স্তরের বংশধররা উপরের স্তরের একজনের বংশধর নাকি অনেকের সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। বরং তারা প্রত্যকে পৃথক পৃথক ব্যক্তি হিসেবে মৃতের সম্পত্তিতে অংশিদার। অতএব হিসাব করার সময় তাদের পৃথক পৃথক ব্যক্তি হিসেবে সম্পূর্ণ সম্পর্ক উল্লেখ করা হবে। যদি মৃতের একটি মাত্র মেয়ের দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে থাকে তবে বলা হবে, মৃতের তিন জন যাবিল আরহাম রয়েছে,

১. মেয়ের ছেলে ২. মেয়ের ছেলে ৩. মেয়ের মেয়ে

এভাবে প্রতিটি ব্যক্তির সম্পর্ক পৃথকভাবে সম্পূর্ণ উল্লেখ করা হবে। সে হিসেবে তার মেয়ের কথাও তিনবারই উল্লেখ করা হবে। এখানে তার মেয়ে তিনটি হওয়া শর্ত নয়। তবে তার যাবিল আরহাম তিনটি হবে এটাই উদ্দেশ্য।

যদি তার তিনটি মেয়ে থাকতো আর তাদের দুজনের একটি করে ছেলে আর অন্য জনের একটি মেয়ে থাকতো। তখনও ঐ তিন-জনের পরিচয় একইভাবে দেওয়া হতো। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার মেয়ে তিনটিও হতে পারে তার কমও হতে পারে। যাই হোক, প্রতিটি ব্যক্তির বংশ তালিকা হিসাবের সময় ছকে সম্পূর্ণ উল্লেখ করতে হবে। একই পিতা-মাতার দুই সন্তানকেও ছকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হবে এবং মৃতের সাথে তাদের উভয়ের সম্পর্ক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হবে। এভাবে উল্লেখ করার পর যে স্তরে যতজন ব্যক্তি হয় হিসাবের সময় সেই সংখ্যাটিই গ্রহণ করা হবে বাস্তবে তাদের সংখ্যা কতো তা তালিশ করার প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ, মৃতের একমাত্র মেয়ের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। তাদের প্রত্যেকের একটি করে ছেলে ও একটি করে মেয়ে আছে।



হিসাবের সময় ছকে এদের উল্লেখ করতে হবে এভাবে।

স্তর	মৃত			
১	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে
২	ছেলে	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে
৩	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে

ছকে আমরা দেখছি ১ম স্তরে চারটি মেয়ে, ২য় স্তরে দুইটি ছেলে দুইটি মেয়ে, ৩য় স্তরে দুইটি ছেলে ২ টি মেয়ে। এই সংখ্যা ধরে নিয়েই হিসাব করতে হবে। অথচ বাস্তবে ১ম স্তরে একটিমাত্র মেয়ে আর ২য় স্তরে

কেবল একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে। এটা বুঝে নেওয়ার পর আমরা প্রথম ছকটি আবার উল্লেখ করবো।

স্তর	ওয়ারিছগণ				
১	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে
২	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে	ছেলে
৩	মেয়ে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে
৪	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
সারি	১	২	৩	৪	৫

আমরা বলেছি, ইমাম মুহাম্মদের মতে যাবিল আরহামদের উপরের স্তরে নারী ও পুরুষ দুই রকম থাকলে সেখানে ছেলে-মেয়ের দ্বিগুন হিসাবে বন্টন করে নিতে হবে। এখানে আমরা দেখছি, ১ম স্তরে সকলে মেয়ে। অতএব সেখানে কোনো বৈপরিত্ব নেই। তাই আলাদা হিসাবের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ২য় স্তরে ছেলে-মেয়ে উভয়ে রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদের মতে এখানে হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন রয়েছে।

এখানে হিসাব করার জন্য ওয়ারিছদের সারিগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ২য় স্তরের ছেলেরা একদিকে আর মেয়েরা অন্য দিকে পড়ে। উপরের ছকটির ৫ ও ২ নং সারি রাখতে হবে এক দিকে আর ১, ৩ ও ৪ নং সারি অন্য দিকে। নিচে সাজিয়ে দেখানো হলো।

স্তর	ওয়ারিছগণ				
১	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে
২	ছেলে $\frac{২}{৭}$	ছেলে $\frac{২}{৭}$	মেয়ে $\frac{১}{৭}$	মেয়ে $\frac{১}{৭}$	মেয়ে $\frac{১}{৭}$
৩	মেয়ে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে
৪	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	ছেলে	ছেলে
সারি	৫	২	৩	৪	১

আমরা ৫ নং সারিটিকে তুলে ১ নং আর ১ নং সারিটিকে তুলে পাঁচ নং এ বসিয়ে দিয়েছি। এভাবে ২য় সারির ছেলেরা এক দিকে আর মেয়েরা অন্য দিকে চলে গেছে। এখন আমরা ২য় স্তর থেকে শুরু করে নিচ পর্যন্ত দাগ টেনে ছেলে ও মেয়েদের সারিগুলো বিভক্ত করেছি। এখন সম্পত্তিকে ৭ ভাগে ভাগ করে দ্বিতীয় স্তরে ২ টি ছেলে ও তিনটি মেয়ের মাঝে সম্পত্তি বন্টন করলে দুইটি ছেলে পায় ৭ ভাগের ২ ভাগ করে মোট ৪ ভাগ। আর তিনটি মেয়ে পায় ৭ ভাগের ১ ভাগ করে।

এখন নিয়ম হলো, এভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত করার পর দুই ভাগকে আর এক করা যাবে না। বরং লম্বা দাগের দুই পাশের হিসাব এখন পৃথকভাবে করা হবে। এখানে হিসাবের পদ্ধতি হলো, লম্বা দাগের মাধ্যমে বিভক্ত প্রতিটি ভাগের সবার প্রাপ্য অংশ যোগ করে মোট যা দাড়ায় সেটা নিয়ে স্তরের পর স্তর নেমে যেতে হবে। যদি কোনো স্তরে ছেলে ও মেয়ে লিঙ্গ ভেদ দেখা যায় তবে সেখানে ঐ সম্পত্তি আবার ভাগ করা হবে। আর যদি কোনো লিঙ্গভেদ দেখা না যায় তবে সম্পত্তি একেবারে নিচের স্তরে চলে যাবে এবং ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে বন্টন করা হবে।

উপরের উদাহরণে আমরা যদি প্রথমে লম্বা দাগের ডান পাশের হিসাবটি আগে সম্পন্ন করি তবে দেখবো, সেখানে তিনটি মেয়ের মোট অংশ হলো ৭ ভাগের তিন ভাগ। যেহেতু তারা প্রত্যেকে সাত ভাগের এক ভাগ ( $\frac{1}{7}$ ) করে মোট সাত ভাগের ৩ ভাগ ( $\frac{3}{7}$ ) সম্পত্তি লাভ করেছে। এখন যদি আমরা এ সম্পত্তি নিয়ে নিচের দিকে নামতে থাকি এবং লক্ষ্য করি নিচের কোনো স্তরে বিপরীত লিঙ্গের উপস্থিতি আছে কিনা তবে দেখবো ঠিক তার পরের স্তরে বিপরীত লিঙ্গের উপস্থিতি রয়েছে। যেহেতু সেখানে একটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে রয়েছে। এখন আমরা তাদের মাঝে সম্পত্তি বন্টন করবো। লক্ষণীয় যে, লম্বা দাগের এই পাশের কেউ ঐ ভাগাভাগিতে অংশ গ্রহণ করবে না যেহেতু তাদের আগের বন্টনের মাধ্যমে পৃথক করে ফেলা হয়েছে। এখানে ভাগ হবে কেবল দাগের ডান পাশের তিন জনের মধ্যে। এখানে ভাগ করার নিয়ম হুবহু আগের মতো। অর্থাৎ প্রথমে ছেলে ও মেয়েদের একপাশে সাজাতে হবে। পরে তাদের মাঝে দাগ দিয়ে ঐ স্তর থেকে নিচের স্তর পর্যন্ত বিভক্ত করে নিতে হবে। যেহেতু এই হিসাবের পর উভয় দলকে আর এক সাথে হিসাব করা হবে না। বরং এর পর থেকে প্রতিটি দলকে আলাদাভাবে হিসাব করা হবে।

স্তর	ওয়ারিছগণ				
১	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে
২	ছেলে $\frac{২}{৭}$	ছেলে $\frac{২}{৭}$	মেয়ে $\frac{১}{৭}$	মেয়ে $\frac{১}{৭}$	মেয়ে $\frac{১}{৭}$
৩	মেয়ে	মেয়ে	ছেলে $\frac{৬}{১২}$	মেয়ে $\frac{৩}{১২}$	মেয়ে $\frac{৩}{১২}$
৪	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে $\frac{৬}{১২}$	ছেলে $\frac{৩}{১২}$	ছেলে $\frac{৩}{১২}$
সারি	৫	২	৩	৪	১

এখন উপর থেকে আমরা সম্পত্তি পেয়েছি ৭ ভাগের ৩ ভাগ। অর্থাৎ মূল সম্পত্তি ২৮ ভাগে ভাগ করা হলে তার ১২ ভাগ। এই ১২ ভাগ সম্পত্তিকে ১ ছেলে আর ২ মেয়ের মধ্যে ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে বন্টন করা হবে। সেক্ষেত্রে ছেলেটি পাবে ৬ ভাগ আর মেয়ে দুটি পাবে ৩ ভাগ করে মোট ছয় ভাগ। পরে ঐ ছেলেটির সম্পত্তি নিচের স্তরের মেয়েটি সম্পূর্ণ পাবে। যেহেতু দাগের ঐ পাশে আর কোনো ওয়ারিছ নেই। কিন্তু মেয়ে দুটির সম্পত্তি যোগ করে ১২ ভাগের ৬ ভাগ সম্পত্তি তাদের নিচের স্তরের দুটি ছেলের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হবে। ফলে তারা ১২ ভাগের ৩ ভাগ করে পাবে। যদি তাদের মধ্যে একজন মেয়ে হতো আর একজন ছেলে হতো তবে ছেলেটি মেয়েটির দ্বিগুণ তথা ১২ ভাগের ৪ ভাগ আর মেয়েটি ১২ ভাগের দুই ভাগ পেতো।

২য় স্তরে যে লম্বা দাগটি দেওয়া হয়েছিল তার বাম পাশের হিসাব এখনও বাকী রয়েছে।

সেখানে দুইটি ছেলের প্রাপ্য অংশ যোগ করলে দাড়ায় মূল সম্পত্তির ৭ ভাগের ৪ ভাগ অর্থাৎ ২৮ ভাগের ১৬ ভাগ। এখন এই সম্পত্তি নিয়ে একের পর এক নিচের স্তরে নামতে থাকলে দেখা যায় লম্বা দাগের বাম পাশের ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো স্তরে লিঙ্গভেদ নেই। অতএব সম্পত্তি মাঝে কোথাও বন্টন করার প্রয়োজন দেখা দেয় না। বরং পুরা সম্পত্তি নিচের স্তরে চলে যায় এবং নিজের স্তরের ওয়ারিছদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়।

স্তর	ওয়ারিছগণ				
১	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে
২	ছেলে $\frac{২}{৭}$	ছেলে $\frac{২}{৭}$	মেয়ে $\frac{১}{৭}$	মেয়ে $\frac{১}{৭}$	মেয়ে $\frac{১}{৭}$
৩	মেয়ে	মেয়ে	ছেলে $\frac{৬}{১২}$	মেয়ে $\frac{৩}{১২}$	মেয়ে $\frac{৩}{১২}$
৪	মেয়ে $\frac{২}{৭}$	মেয়ে $\frac{২}{৭}$	মেয়ে $\frac{৬}{১২}$	ছেলে $\frac{৩}{১২}$	ছেলে $\frac{৩}{১২}$
সারি	৫	২	৩	৪	১

সে হিসেবে দুইটি মেয়ে ৭ ভাগের ২ ভাগ তথা ২৮ ভাগের ৮ ভাগ করে পায়। যদি তাদের মধ্যে একটি ছেলে আর অন্যটি মেয়ে হতো তবে ১৬ টি ভাগের মধ্যে ছেলেটি মেয়েটির দ্বিগুন হিসেবে অংশ পেতো।

এই হলো এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদের মত। ইমাম আবু ইউসুফের মতে এখানে এত কষ্টের কোনো প্রয়োজন নেই। কেবল সম্পূর্ণ সম্পত্তি নিচের স্তরের ছেলে ও মেয়েদের মাঝে ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুন হিসাবে বন্টন করে দিলেই হলো। সেক্ষেত্রে সম্পত্তির ২৮ ভাগের মধ্যে নিচের স্তরের প্রতিটি ছেলে পায় ৮ ভাগ করে আর মেয়েরা পায় ৪ ভাগ করে।

দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে তার মতটি অত্যাধিক সহজ। একারণে অনেক হানাফী আলেম এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। তবে হানাফী মাজহাবের ফতোয়ার যোগ্য মত হলো ইমাম মুহাম্মদের মত। যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি। নিচে আরও কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো,

\* মাসয়ালাঃ মেয়ের মেয়ের মেয়ে, মেয়ের ছেলের মেয়ে।

১ম স্তর	মেয়ে	মেয়ে
২য় স্তর	মেয়ে $\frac{১}{৩}$	ছেলে $\frac{২}{৩}$
৩য় স্তর	মেয়ে $\frac{১}{৩}$	মেয়ে $\frac{২}{৩}$

দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় স্তরে বিপরীত লিঙ্গের উপস্থিতি রয়েছে তাই সেখানে ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে বন্টন করা হয়েছে এবং সেখান থেকে নিচ পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত করে ফেলা হয়েছে। ফলে ২য় স্তরের



ছেলেটি যা পেয়েছে তা ঐ সারির নিচের স্তরের মেয়ে পেয়ে যাচ্ছে। আর ২য় স্তরের মেয়েটি যা পেয়েছে তা ঐ সারির নিচের স্তরের মেয়েটি পাচ্ছে। এভাবে নিচের স্তরের মেয়ে দুটির একজন অপরের দ্বিগুন পাচ্ছে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে যেহেতু কেবল নিচের স্তরে বিপরীত লিঙ্গ হলে বিবেচনা করা হয় উপরের স্তরে এমন হলে বিবেচনা করা হয় না। তাই এখানে তার মতে ৩য় স্তরের মেয়ে দুটি সমান সমান অংশ পেতো। যেহেতু তারা উভয়ে মেয়ে।

\* মাসয়ালাঃ মেয়ের মেয়ের ছেলে-মেয়ে, মেয়ের ছেলের ছেলে-মেয়ে

উল্লেখ্য যে, এখানে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকের সম্পর্ক আলাদাভাবে বললে দাড়াবে এমন, মেয়ের মেয়ের ছেলে, মেয়ের মেয়ের মেয়ে, মেয়ের ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলের মেয়ে। উপরে আমরা বলেছি যে, ছকে এভাবেই লিখতে হবে।

১ম স্তর	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে
২য় স্তর	মেয়ে $\frac{1}{6}$	মেয়ে $\frac{1}{6}$	ছেলে $\frac{2}{6}$	ছেলে $\frac{2}{6}$
৩য় স্তর	ছেলে $\frac{8}{18}$	মেয়ে $\frac{2}{18}$	ছেলে $\frac{8}{18}$	মেয়ে $\frac{8}{18}$

আমরা দেখছি, এখানে মোট চারটি সারি রয়েছে। প্রথম সারিতে কোনো বিপরীত লিঙ্গ নেই। দ্বিতীয় সারিতে বিপরীত লিঙ্গের উপস্থিতি রয়েছে। একারণে আমরা মেয়েদের এক দিকে আর ছেলেদের এক দিকে রেখে চারটি সারি সাজিয়েছি। উভয় দলের মাঝে লম্বা দাগ দিয়ে বিভক্ত করেছি।

এখন ২য় স্তরে ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে ভাগ করলে প্রতিটি ছেলে পায় ৬ ভাগের ২ ভাগ তথা ১৮ ভাগের ৬ ভাগ। আর প্রতিটি মেয়ে পায় ৬ ভাগের ১ ভাগ তথা ১৮ ভাগের ৩ ভাগ করে। এখন লম্বা দাগের বাম পাশের মেয়েরা যা পায় তা যোগ করলে দাড়ায় ৬ ভাগের ২ ভাগ = ১৮ ভাগের ৬ ভাগ। এই অংশ ৩য় স্তরে ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে বন্টন করলে ছেলেটি পায় ৪ ভাগ আর মেয়েটি পায় ২ ভাগ।

লম্বা দাগের ডান দিকের দুটি ছেলের অংশ যোগ করলে দাড়ায় ৬ ভাগের ৪ ভাগ তথা ১৮ ভাগের ১২ ভাগ। এই অংশ তাদের নিচের স্তরে ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে বন্টন করলে ছেলেটি পায় ৮ ভাগ আর মেয়েটি ৪ ভাগ।

ইমাম আবু ইউসুফের মতে উপরের স্তরে বিপরীত লিঙ্গকে বিবেচনা না করে কেবল নিজের স্তরে ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে বন্টন করা হলে নিচের স্তরের প্রতিটি মেয়ে পেতে ৬ ভাগের ১ ভাগ তথা ১৮ ভাগের তিন ভাগ করে। আর প্রতিটি ছেলে পেতো ৬ ভাগের ২ ভাগ তথা ১৮ ভাগের ৬ ভাগ করে।

\* মাসয়ালাঃ মেয়ের ছেলের দুইটি মেয়ে ও মেয়ের মেয়ের একটি ছেলে

এখানে মোট ওয়ারিছ তিনজন। মেয়ের ছেলের মেয়ে, মেয়ের ছেলের মেয়ে এবং মেয়ের মেয়ের মেয়ে।

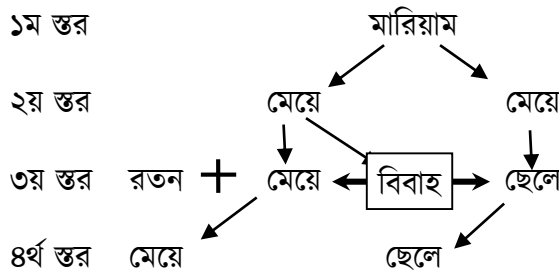
১ম স্তর	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে
২য় স্তর	ছেলে $\frac{2}{4}$	ছেলে $\frac{2}{4}$	মেয়ে $\frac{1}{4}$
৩য় স্তর	মেয়ে $\frac{2}{4}$	মেয়ে $\frac{2}{4}$	মেয়ে $\frac{1}{4}$

হুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রথম স্তরে কোনো লিঙ্গ বৈষম্য নেই। ২য় স্তরে আছে। তাই ২য় স্তরে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা করে সাজিয়ে মাঝে লম্বা দাগ টেনে বিভক্ত করা হয়েছে। এখন ২য় স্তরের ছেলেরা পায় ৫ ভাগের ২ ভাগ করে। আর মেয়েটি পায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এখন দাগের এপাশের ছেলেরা মোট পায় ৫ ভাগের চার ভাগ। যা তাদের নিচের স্তরের মেয়েদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেওয়া হয়। ফলে তারা প্রত্যেকে ৫ ভাগের দুই ভাগ করে পায়।

এখন দাগের ঐ পাশের মেয়েটি পাঁচ ভাগের এক ভাগ পায়। যা তার নিচের স্তরের মেয়েটি গ্রহন করে। এভাবে বাম দিকের প্রতিটি মেয়ে ৫ ভাগের ২ ভাগ করে পায় আর ডান দিকের মেয়েটি ৫ ভাগের ১ ভাগ পায়। তাদের উপরের স্তরে বিপরীত লিঙ্গ থাকার কারণে এমন হয়। ইমাম আবু ইউসুফের মতে ৩য় স্তরের প্রতিটি মেয়ে মৃতের সম্পত্তিতে সমান ভাবে অংশ পাবে। যেহেতু তার মতে উপরের স্তরে বিপরীত লিঙ্গের উপস্থিতি ধার্তব্য নয়।

এসব উদাহরণের মাধ্যমে উপর ও নিচের স্তরের নারী ও পুরুষদের মাঝে কিভাবে সম্পত্তি বন্টন করা হবে আশা করি পাঠক তা বুঝে নিয়েছেন।

অনেক সময় দেখা যায়, নিচের স্তরের কোনো একজন ছেলে বা মেয়ে দুই দিক থেকে মৃতের সাথে সম্পর্কিত। উপরে আমরা কোনো একজন মহিলা দুই দিক থেকে কোনো ব্যক্তির দাদী বা নানী প্রমাণিত হওয়ার উদাহরণ দিয়েছি। এখানে হুবহু সেই উদাহরণটি স্মরণ করলেই দুই দিক থেকে নাতনী কিভাবে প্রমাণিত হয় সেটিও বোঝা যাবে।



এখানে আমরা দেখছি, মারিয়াম নামের মহিলাটির দুটি মেয়ে রয়েছে। তাদের একজনের একটি মেয়ে অন্য জনের একটি ছেলে রয়েছে। ধরে নিই, ৩য় স্তরের এই ছেলে ও মেয়ে একে অপরকে বিবাহ করল এবং তাদের একটি ছেলে হলো। মেয়েটি রতন নামের এক ছেলেকে পূর্বে বিবাহ করেছিল। যার ঔরসে তার একটি মেয়ে আছে। এভাবে আমরা ৪র্থ স্তরে একটি ছেলে একটি মেয়ে পাচ্ছি। কিন্তু ছেলেটি মারিয়ামের সাথে দুই দিক থেকে সম্পর্কিত। একদিকে সে মারিয়ামের মেয়ের ছেলের ছেলে অন্য দিকে সে মারিয়ামের মেয়ের মেয়ের ছেলে। ৪র্থ স্তরের মেয়েটি কেবল এক দিকে থেকে মারিয়ামের সাথে সম্পর্কিত। সে তার মেয়ের মেয়ের মেয়ে। এভাবে দুই দিক থেকে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে যাবীল আরহামের ক্ষেত্রে দুই দিক থেকে অংশ দেওয়ার ব্যাপারে হানাফী আলেমদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। এমনকি ইমাম আবু ইউসুফ যদিও দুই দিক থেকে সম্পর্কিত দাদী/নানীকে দুই দিক থেকে অংশ দেওয়ার পক্ষে নন কিন্তু এখানে দুই দিক থেকে অংশ দেওয়ার ব্যাপারে তিনিও একমত হয়েছেন।

এখানে হিসাব করার নিয়ম হলো, দুই দিক থেকে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে দুই জন ব্যক্তি ধরা। উপরে আমরা বলেছি, হিসাব করার সময় প্রতিটি সম্পর্কে পৃথকভাবে গণনা করতে হবে, বাস্তবে সম্পর্কে উল্লেখিত ব্যক্তির একই ব্যক্তি হোক বা একাধিক ব্যক্তি হোক। এখানে সেই একই পন্থা অবলম্বন করা হবে। সে হিসেবে মারিয়ামের ওয়ারিছ হচ্ছে তিন জন। তার মেয়ের মেয়ের মেয়ে, মেয়ের মেয়ের ছেলে, মেয়ের ছেলের ছেলে। এভাবে পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে যদিও বাস্তবে তাদের সংখ্যা দুই। যেহেতু এখানে সম্পর্কই বিবেচনার বিষয় বাস্তব সংখ্যা নয়। এখন তাদের মীরাছের হিসাব হবে নিম্নরূপ,

১ম স্তর	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে
২য় স্তর	মেয়ে $\frac{1}{8}$	মেয়ে $\frac{1}{8}$	ছেলে $\frac{2}{8}$
৩য় স্তর	মেয়ে $\frac{2}{12}$	ছেলে $\frac{8}{12}$	ছেলে $\frac{6}{12}$

ছকে দেখা যাচ্ছে, ৩য় স্তরের দুটি ছেলেকে একটি ঘরের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ তারা দুজনে আসলে একই ব্যক্তি। কিন্তু হিসাবের সুবিধার্থে তাদের দুজন ধরে নেওয়া হয়েছে। হিসাবে এই দুজন যা পায় সেটাই দুই দিক থেকে সম্পর্কিত ছেলেটির প্রাপ্য অংশ। এখন আমরা দেখছি, ২য় স্তরে বিপরীত লীঙ্গের উপস্থিতি রয়েছে। তাই সেখানে ছেলে ও মেয়েদের পৃথকভাবে সাজিয়ে মাঝে দাগ টেনে বিভক্ত করা হয়েছে। এখন দ্বিতীয় স্তরের ছেলেটি সম্পত্তির ৪ ভাগের ২ ভাগ তথা মূল সম্পত্তির অর্ধেক পায়। মূল সম্পত্তিকে ১২ ভাগে ভাগ করা হলে ছেলেটি পায় ৬ ভাগ। আর মেয়ে দুটি পায় ৪ ভাগের এক ভাগ করে মোট দুই ভাগ তথা বারো ভাগের ৬ ভাগ। ঐ ৬ টি ভাগকে ৩য় স্তরের ছেলে মেয়েদের মাঝে বন্টন করা হলে মেয়েটি পায় তার ৬ ভাগের মধ্যে ২ ভাগ আর ছেলেটি ৪ ভাগ।

দাগের ঐ পাশের ছেলেটির অংশ তথা ১২ ভাগের ৬ ভাগ তার নিচের স্তরের ছেলেটি সরাসরি পেয়ে যায়। যেহেতু সেখানে আর কোনো ওয়ারিছ নেই। এখন যেহেতু তৃতীয় স্তরের দুটি ছেলে আসলে একই ব্যক্তি তাই তার অংশ দাড়ায় ১২ ভাগের ১০ (৬+৪=১০) ভাগ। হিসাব করলে দেখা যায়, মেয়েটি পাচ্ছে ছয় ভাগের এক ভাগ আর ছেলেটি পাচ্ছে ৬ ভাগের পাঁচ ভাগ।

ইমাম আবু ইউসুফের মতে এখানে দুই দিক থেকে সম্পর্কিত ছেলেটি অংশ পাবে ঠিকই কিন্তু তার পূর্বপুরুষদের অংশ অনুযায়ী নয়। বরং কেবল নিচের স্তরের নারী-পুরুষদের অংশ অনুযায়ী। সেক্ষেত্রে তাকে ঐভাবে দুইজন ছেলে ধরে নিয়ে ৩য় স্তরের মেয়েটির সাথে ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে অংশ দেওয়া হবে। এভাবে হিসাব করলে ছেলেটি পাঁচ ভাগের ৪ ভাগ আর মেয়েটি ৫ ভাগের এক ভাগ পাবে।

এই আলোচনার মাধ্যমে যাবীল আরহামদের প্রথম প্রকার তথা মৃতের বংশধরদের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ শেষ হলো। আর আল্লাহরই প্রসংশা। এখন আমরা অন্যান্য যাবীল আরহামদের মীরাছ সম্পর্কে আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ।

### দ্বিতীয় স্তরঃ মৃত যাদের বংশধর তথা দাদা-নানা ও দাদী-নানীদের মীরাছ।

যাবিল আরহাম সম্পর্কে পূর্বে আমরা সেসব সাধারণ মূলনীতি উল্লেখ করেছি এখানে সেগুলো প্রযোজ্য হবে। প্রথমত, এদের মধ্যে মৃতের অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি মৃতের সম্পত্তির হকদার হবে। সে নিজে মহিলা বা পুরুষ যাই হোক। অথবা তার সম্পর্ক বাবার দিকের হোক বা মায়ের দিকের হোক। উদাহরণ স্বরূপ, মৃতের মায়ের বাবা মৃতের দাদীর বাবা অপেক্ষা বেশি নিকটবর্তী তাই সে আগে সম্পত্তি পাবে।

নৈকট্যের স্তর	মৃত		
১	মায়ের	মায়ের	বাবার
২	বাবা	মায়ের	মায়ের
৩		বাবা	বাবা
মীরাছ	✓	×	×

যদি নৈকট্যের স্তর একই হয় তবে ওয়ারিছের মাধ্যমে সম্পর্কিত ব্যক্তি আগে অগ্রাধিকার পাবে কিনা সে ব্যাপারে দ্বিমত আছে। সঠিক মতে এক্ষেত্রে ওয়ারিছের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি অগ্রাধিকার পাবে না। উদাহরণস্বরূপ,

মায়ের > মায়ের > বাবা

মায়ের > বাবার > বাবা

উভয়ে সমান হকদার যদিও প্রথম জনের আগের জন মৃতের ওয়ারিছ। কারণ, এক্ষেত্রে আগের জন ওয়ারিছ হওয়ার বিষয়টি বিবেচনার যোগ্য নয়। এ বিষয়ে অবশ্য পূর্বে আলোচনা গত হয়েছে।

এভাবে সমান দুরূহে অবস্থিত সকল দাদা-নানা ও দাদী-নানীকে মৃতের সম্পত্তিতে ছেলেদের মেয়েদের দ্বিগুন হিসেবে অংশ প্রদান করা হবে। তবে এক্ষেত্রে আগের মতো উপরের স্তরে বিপরীত লিঙ্গের উপস্থিতি আছে কিনা তা লক্ষ্য করা হবে। এক্ষেত্রে উপরের স্তরে বিপরীত লিঙ্গ আছে কিনা সেটা লক্ষ্য করার ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফও একমত হয়েছেন। যদিও তিনি প্রথম প্রকারের যাবিল আরহামদের ক্ষেত্রে এটা বিবেচনা করেননি।

যাই হোক, বিপরীত লিঙ্গ থাকলে সেখানে ছেলে মেয়ে বিভক্ত করে নিয়ে ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুন হিসেবে বন্টন করার পর আবার নিচের স্তরে সম্পত্তি বন্টন করা হবে। এখানে হিসাবের পদ্ধতি হুবহু আগের মতোই। তবে একটি পার্থক্য রয়েছে যা আমরা নিচে উল্লেখ করবো।

স্তর	মৃত ব্যক্তি			
১	বাবা	বাবা	মা	মা
২	বাবা	মা	বাবা	মা
৩	মা	বাবা	মা	বাবা
৪	বাবা	বাবা	বাবা	বাবা
সারি	১	২	৩	৪

ছকে দেখা যাচ্ছে, প্রথম সারিতেই বিপরীত লিঙ্গের উপস্থিতি রয়েছে। তাই আমরা ছেলেদের এক দিকে আর মেয়েদের অন্য দিকে রেখে সাজিয়েছি এবং তাদের মাঝে লম্বালম্বি দাগ টেনে বিভক্ত করে দিয়েছি।

এখন মৃতের ছেলে-মেয়েদের মীরাছের পদ্ধতির সাথে পার্থক্য হলো, ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে উপরের স্তরে প্রতিটি ছেলে ও মেয়েকে পৃথক পৃথক ব্যক্তি ধরে নিয়ে প্রতিটি ছেলেকে প্রতিটি মেয়ের দ্বিগুন অংশ দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে যে স্তরে হিসাব হবে সে স্তরে উল্লেখিত সকল ছেলেকে একটি ছেলে এবং সকল মেয়েকে একটি মেয়ে ধরে নিয়ে পুরুষকে মহিলার দ্বিগুন অংশ দেওয়া হবে। উপরে ছকে আমরা দেখছি, লম্বা দাগের দুই পাশে দুইটি করে ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। এরা আসলে মৃতের বাবা ও মা। কিন্তু মৃতের বাবা এবং মা

আসলে একজনই, দুইজন নয়। তাই প্রথম স্তরে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ধরা হবে, দুই জন নয়। অর্থাৎ এখানে বাস্তব সংখ্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, ছকে উল্লেখিত সংখ্যাকে নয়। অথচ ছেলে মেয়েদের মীরাছের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ছকে উল্লেখিত সংখ্যাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বাস্তব সংখ্যাকে নয়। নিচে ছকের মাধ্যমে উভয় হিসাবের পার্থক্য দেখানো হলো,

স্তর	মৃত ব্যক্তি		
১	বাবা $\frac{1}{2}$	মা $\frac{1}{8}$	মা $\frac{1}{8}$
২	মা	বাবা	মা
৩	বাবা	মা	বাবা
৪	বাবা	বাবা	বাবা
সারি	২	৩	৪

দেখা যাচ্ছে, মৃতের তিন জন যাবীল আরহাম রয়েছে। তার বাবার মায়ের বাবার বাবা, মায়ের বাবার মায়ের বাবা এবং মায়ের মায়ের বাবার বাবা। প্রথম স্তরে প্রতিটি নারী ও পুরুষকে একজন হিসাবে গননা করে প্রতিটি পুরুষকে নারীর দ্বিগুন দিলে পুরুষের সারিতে অর্ধেক সম্পদ আসে আর মহিলার সারিতে যায় অর্ধেক। কিন্তু আসলে এখানে নারী বা পুরুষের সংখ্যা ছকে যাই উল্লেখ থাক হিসাবের সময় এক ধরতে হবে। সে হিসেবে পুরুষের সারিতে আসে তিন ভাগের দুই ভাগ আর মহিলার সারিতে যায় তিন ভাগের এক ভাগ। এবার নিচের ছকটি লক্ষ্য করি।

স্তর	মৃত ব্যক্তি		
১	বাবা $\frac{2}{5}$	বাবা $\frac{2}{5}$	মা $\frac{1}{5}$
২	বাবা	মা	বাবা
৩	মা	বাবা	মা
৪	বাবা	বাবা	বাবা
সারি	১	২	৩

এখানে যদি প্রথম স্তরের নারী ও পুরুষদের উল্লেখিত সংখ্যা হিসেব করে প্রতিটি পুরুষকে প্রতিটি মহিলার দ্বিগুন দেওয়া হয় তাহলে ছেলের সারিতে মোট সম্পদ আসে পাঁচ ভাগের চার ভাগ। আর মহিলার সারিতে যায় ৫ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু এখানে হিসাব হবে আসলে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা ধরে। সে হিসেবে

ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ গ্রহণ করলে পুরুষের সারিতে আসে তিন ভাগের ২ ভাগ আর মহিলার সারিতে ৩ ভাগের ১ ভাগ। দেখা যাচ্ছে, ছকে উল্লেখিত নারী পুরুষের সংখ্যা যাই হোক হিসাবের সময় পুরুষদের অংশ ৩ ভাগের দুই ভাগ আর মেয়েদের ভাগে ৩ ভাগের ১ ভাগ পড়বে।

অতএব মোদা কথা হলো, এখানে নারী ও পুরুষদের দাগ টেনে বিভক্ত করার পর পুরুষের স্তরকে নারীদের স্তরের দ্বিগুণ দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে নারী বা পুরুষের বাস্তব সংখ্যা কত, আর ছকে উল্লেখিত সংখ্যা কত অথবা তাদের কয়জনকে কত জন হিসেবে গণ্য করতে হবে ইত্যাদি কোনো কিছু সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। কেবল এতটুকু মনে রাখতে হবে যে, ছেলের সারিতে মেয়ের সারির দ্বিগুণ প্রদান করতে হবে। এটিই হলো একমাত্র পার্থক্য। এটা মনে রাখলে আর সব হিসাব সহজ হয়ে যাবে।

এখন আমরা উপরের হিসাবের দিকে মনোযোগ দেবো।

স্তর	মৃত ব্যক্তি $\frac{২}{৩} = \frac{৬}{৯}$		মৃত ব্যক্তি $\frac{১}{৩} = \frac{৩}{৯}$	
১	বাবা	বাবা	মা	মা
২	বাবা = ৪	মা = ২	বাবা = ২	মা = ১
৩	মা	বাবা	মা	বাবা
৪	বাবা = ৪	বাবা = ২	বাবা = ২	বাবা = ১
সারি	১	২	৩	৪

এখন প্রথম সারিতে বিপরীত লিঙ্গের উপস্থিতির কারণে সেখানে নারী ও পুরুষদের সারিকে দুটি ভাগে ভাগ করে পুরুষের সারিতে ৩ ভাগের দুই ভাগ আর নারীদের সারিতে ৩ ভাগের ১ ভাগ প্রদান করা হবে। ঐ সম্পদ নিয়ে একের পর এক নিচে নেমে আসতে হবে এবং যেখানেই বিপরীত লিঙ্গ দেখা যাবে সেখানে উপরোক্ত নিয়মে বন্টন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, একবার হিসাবের মাধ্যমে বিভক্ত হয়ে যাওয়া দুটি অংশকে আর একত্রে হিসাব করা হবে না। বরং আলাদা আলাদা হিসাব করা হবে। উপরে আমরা দেখছি ১ম স্তরে হিসাবের মাধ্যমে ডানে দুইটি সারি আর বাবে দুইটি সারি লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। এখন এই দুই ভাগ পৃথকভাবে হিসাব করা হবে।

বাম দিকে পুরুষদের সারিতে প্রাপ্ত ৩ ভাগের ২ ভাগ তথা ৯ ভাগের ৬ ভাগ সম্পত্তি ঠিক নিচের স্তরে বিপরীত লিঙ্গের উপস্থিতির কারণে সেখানে পুরুষের সারি মেয়েদের সারির দ্বিগুণ হিসেবে বন্টন করা হবে।

সেক্ষেত্রে ২য় স্তরের পুরুষটি পাবে ঐ ৬ ভাগের মধ্যে ৪ ভাগ। আর মহিলাটি পাবে ২ ভাগ। এরপর যেহেতু প্রতিটি সারি লম্বা দাগের মাধ্যমে বিভক্ত হয়ে গেছে ফলে একটি সারির সাথে অন্যটিকে মিলিয়ে হিসাব করা হবে না। বরং ঐ সম্পত্তি একেবারে নিচের স্তরে নেমে আসবে। সেক্ষেত্রে ৪র্থ স্তরে প্রথম পুরুষটি পাবে ৪ ভাগ আর ২য় পুরুষটি পাবে ২ ভাগ।

ডান দিকে মহিলাদের সারিতে প্রাপ্ত তিন ভাগের এক ভাগ তথা ৯ ভাগের ৩ ভাগ সম্পত্তি ঠিক তার নিচের স্তরে বন্টন করা হবে। যেহেতু সেখানে বিপরীত লিঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ঐ স্তরের পুরুষের সারিতে আসবে ২ ভাগ আর মহিলার সারিতে ১ ভাগ। এর পর যেহেতু প্রত্যেকটি সারি পরস্পরের সাথে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাই আর কোনো হিসাবের প্রয়োজন নেই। বরং প্রতিটি সারিতে প্রাপ্ত সম্পদ সরাসরি নিচের স্তরে পৌঁছাবে। সে হিসেবে ৪র্থ স্তরের ৩ নং পুরুষটি পাবে ২ ভাগ আর ৪ নং পুরুষটি পাবে ১ ভাগ।

নিচে কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা হলো।

স্তর	$\frac{2}{3} = \frac{18}{27}$	মৃত ব্যক্তি	$\frac{1}{3} = \frac{9}{27}$
১	বাবা	মা	মা
২	মা	বাবা $\frac{6}{27}$	মা $\frac{9}{27}$
৩	বাবা	মা	বাবা
৪	মা = $\frac{18}{27}$	মা = $\frac{2}{27}$	মা = $\frac{9}{27}$

দেখা যাচ্ছে, প্রথম স্তরে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা করে পুরুষের স্তরকে ৩ ভাগের ২ ভাগ প্রদান করা হয়েছে। আর মহিলার স্তরকে ৩ ভাগের এক ভাগ প্রদান করা হয়েছে। পুরুষের সারিতে অন্য কোনো সারি না থাকাই সম্পত্তি সরাসরি নিচের স্তরে নেমে এসেছে। সে হিসেবে ৪ নং স্তরের মা পাচ্ছে সম্পত্তির ৩ ভাগের দুই ভাগ তথা ২৭ ভাগের ১৮ ভাগ। মহিলাদের সারিতে কয়েকটি সারি রয়েছে। যাদের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গও আছে। একারণে মেয়েদের সারিতে প্রাপ্ত সম্পত্তি তথা ৩ ভাগের ১ ভাগ আবার পরের স্তরে ভাগ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, পরের স্তরে ছেলে-মেয়েদের আলাদা করে মহিলার সারিতে ৩ ভাগের ১ ভাগ = ২৭ ভাগের ৩ ভাগ প্রদান করা হয়েছে। আর পুরুষদের সারিতে ৩ ভাগের দুই ভাগ = ২৭ ভাগের ৬ ভাগ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে ভাগ করার মাধ্যমে মহিলার সারিটি এক হয়ে পড়েছে ফলে সেখানে আর কোনো হিসাব-নিকাশ না করে সরাসরি নিচের স্তরের মহিলাটি উপরের স্তরের মহিলার অংশ তথা ২৭ ভাগের ৩ ভাগ পেয়ে যায়। মহিলার স্থানে এখানে পুরুষ হলেও একই অংশ পেতো। যেহেতু উপর থেকে যা আসছে তার চেয়ে বেশি পাওয়ার এখানে সুযোগ নেই। পুরুষদের সারিতে মাঝে কোনো বিপরীত লিঙ্গ



না থাকাই কোনো হিসাব নিকাশ না করে সম্পত্তি সরাসরি নিচের স্তরে চলে এসেছে। কিন্তু নিচের স্তরে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা থাকায় উক্ত সম্পত্তি তাদের মাঝে পুরুষ মহিলার দ্বিগুন হিসেবে বন্টন করা হয়েছে।

আসা করি এর মাধ্যমে পাঠক হিসাবটি সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিয়েছে।

### তৃতীয় স্তরঃ মৃতের আপন ও সৎ ভাই-বোনদের বংশধরদের মীরাছ

ভাই বোন তির প্রকার হয়।

১. আপন ভাই-বোন

২. বাবাপক্ষের ভাই বোন

৩. মা পক্ষের ভাই বোন।

এখন এদের বংশধরদের মধ্যে যারা যাবীল আরহাম তাদের মীরাছ বন্টনের নিয়ম সম্পর্কে প্রথম কথা হলো, বেশি নিকটবর্তী ব্যক্তি আগে মৃতের সম্পত্তিতে অংশ পাবে সে যে পক্ষেরই হোক এবং ভাই বা বোন যারই সন্তান হোক। উদাহরণস্বরূপ,

১	আপন ভাই	বাবা পক্ষের ভাই	মা পক্ষের বোন
২	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
৩	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে
৪	মেয়ে	ছেলে	
মীরাছ	×	×	✓

যদি নৈকট্যের দিক থেকে একাধিক ব্যক্তি সমান দূরত্বে অবস্থান করে তবে তারা উপরের তিনটি প্রকারের মধ্যে কোন প্রকারের ভাই-বোনদের সন্তান তার উপরে ফলাফল নির্ভর করে। নিচে পৃথকভাবে তার বর্ণনা দেওয়া হলো।

ক) যদি তারা সকলেই আপন ভাই-বোনদের সন্তান হয় তবে তাদের অবস্থা হুবহু মৃতের নিজের ছেলে-মেয়েদের বংশধরদের অনুরূপ। যা আমরা প্রথম প্রকারের যাবীল আরহামদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাদের মধ্য যদি কেউ ওয়ারিছের সন্তান হয় তবে সে অগ্রাধিকার পাবে। যেমন, ছেলের ছেলের মেয়ে ও ছেলের মেয়ের মেয়ের মধ্যে ছেলের ছেলের মেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। যেহেতু সে ওয়ারিছের সন্তান।

যদি তাদের মধ্যে কেউ ওয়ারিছের সন্তান না হয় বা উভয়ে ওয়ারিছের সন্তান হয় তবে তারা উভয়ে মৃতের সম্পত্তিতে ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে অংশ পাবে। এক্ষেত্রে কেবল নিচের স্তরের ছেলে ও মেয়েদের মাঝে বন্টন করা হবে নাকি উপরের স্তরের পূর্বপুরুষদের মাঝে নারী ও পুরুষ দূরকম থাকলে সেখানেও বন্টন করতে হবে সে ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মাদ রা ও ইমাম আবু ইউসুফ রা যে দ্বিমত করেছেন সেটিও এখানে প্রযোজ্য। আমরা বলেছি, এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদের মতটিই হানাফী ওলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ উপরের স্তরে নারী-পুরুষে ভেদ থাকলে সেখানে পুরুষ মহিলার দ্বিগুন হিসেবে বন্টন করে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ,

স্তর	মৃত ব্যক্তি		
১	ভাই $\frac{১}{১৫}$	ভাই $\frac{১}{১৫}$	বোন $\frac{১}{১৫}$
২	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে
৩	ছেলে $\frac{১}{১৫}$	মেয়ে $\frac{১}{১৫}$	মেয়ে $\frac{১}{১৫}$

দেখা যাচ্ছে, প্রথম স্তরেই লিঙ্গ ভেদ রয়েছে। তাই এখানে ছেলেদের একদিকে আর মেয়েদের এক দিকে রাখা হয়েছে। পরে মূল সম্পত্তি তাদের মাঝে ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে বন্টন করা হয়েছে। ফলে ছেলেরা পাচ্ছে ৫ ভাগের ২ ভাগ তথা ১৫ ভাগের ৬ ভাগ করে। আর মেয়েটি পাচ্ছে ৫ ভাগের ১ ভাগ তথা ১৫ ভাগের ৩ ভাগ। এখান ছেলেদের অংশ যোগ করলে দাঁড়ায় ১৫ ভাগের ১২ ভাগ। যা নিচের স্তরের ছেলে ও মেয়ের মাঝে ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে বন্টন করলে ছেলেটি পায় ৮ ভাগ আর মেয়েটি পায় ৪ ভাগ। লম্বা দাগের ঐ পাশের বোনের অংশ তথা ১৫ ভাগের ৩ ভাগ সরাসরি নিচের স্তরের মেয়েটি লাভ করে।

ইমাম আবু ইউসুফ রা সরাসরি নিচের স্তরে ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে বন্টন করেন। সেক্ষেত্রে সম্পত্তির চার ভাগের ২ ভাগ পায় নিচের স্তরের ছেলেটি আর মেয়েদুটি পায় ১ ভাগ করে।

খ) যদি তারা সকলেই বাবা পক্ষের ভাই-বোনের বংশধর হয় তবে তার মিরাহ্ হুবহু আপন ভাই-বোনদের বংশধরদের মতো হবে যদি কোনো আপন ভাই-বোনের বংশধর না থাকে।

গ) যদি তারা সকলে মা পক্ষের ভাই-বোনের বংশধর হয় তবে তারা নারী পুরুষ সমান হিসেবে অংশ পাবে। যেহেতু মা পক্ষের ভাই-বোনরা নিজেরাই নারী পুরুষ সমান হিসেবে মীরাছ পায়। এটিই হানাফী মাজহাবের গ্রহণযোগ্য ফতোয়া। তবে ইমাম আবু ইউসুফ رحمہ اللہ থেকে এ বিষয়ে একটি বিরল মত বর্ণিত আছে যে, মা পক্ষের ভাই-বোনদের সন্তানরাও পুরুষ মহিলার দ্বিগুন পাবে। এক্ষেত্রে সঠিক মত আগেরটি। অতএব মা পক্ষীয় ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে উপরে যত হিসাব নিকাশ করা হয়েছে তার প্রয়োজন নেই। বরং ছেলে মেয়ে সবাইকে সমানভাবে অংশ বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

উদাহরণস্বরূপ, মা পক্ষীয় ভাইয়ের মেয়ে এবং মা পক্ষীয় বোনের ছেলে থাকলে সম্পত্তি তাদের মাঝে হাফ হাফ করে ভাগ করে দেওয়া হবে।

ঘ) এখন যদি দেখা যায়, তিন প্রকারের ভাই-বোনদের কিছু বংশধর বেঁচে আছে এবং তারা প্রত্যেকে মৃতের সমান নিকটবর্তী। তবে তাদের মধ্যে মৃতের ওয়ারিছ অগ্রাধিকার পাবে। উদাহরণস্বরূপ,

স্তর	মৃত ব্যক্তি	
১	আপন ভাই	বাবা পক্ষের ভাই
২	মেয়ে	ছেলে
৩	ছেলে	মেয়ে
মীরাছ	×	✓


দেখা যাচ্ছে, বাবা পক্ষের ভাইয়ের ছেলের মেয়ে আপন ভাইয়ের মেয়ের মেয়ের চেয়ে অগ্রাধিকার পাচ্ছে যেহেতু সে ওয়ারিছের সন্তান।

বিঃদ্রঃ এমন কখনও সম্ভব নয় যে, একই স্তরের মা পক্ষের ভাই-বোনদের সন্তানরা ওয়ারিছের সন্তান হবে অথচ আপন বা বাবা পক্ষের ভাইবোনদের সন্তানরা ওয়ারিছের সন্তান হবে না। বরং তিন প্রকার ভাই-বোনদের মধ্যে একই স্তরে ওয়ারিছের সন্তান হলে আপন বা বাবা পক্ষের ভাইদের সন্তানরাই হতে পারে, মা পক্ষের ভাই-বোনদের সন্তানরা নয়। একই ভাবে ভাই-বোনদের বংশধরদের মধ্যে একই স্তরে ভাই বা ভাইয়ের ছেলের সন্তান ওয়ারিছের সন্তান হবে না কিন্তু বোন বা বোনের ছেলে-মেয়ের সন্তান ওয়ারিছের সন্তান হবে এটিও সম্ভব নয়। নিচের ছকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো,

স্তর	আপন				বাবা পক্ষের				মা পক্ষের			
১ম	ভাই		বোন		ভাই		বোন		ভাই		বোন	
২য়	ছে	মে	ছে	মে	ছে	মে	ছে	মে	ছে	মে	ছে	মে
৩য়	মে	মে	ছে	মে	মে	মে	ছে	মে	ছে	মে	ছে	মে

ছকে দেখা যাচ্ছে, ১ম স্তরে সকল প্রকার ভাই-বোনেরা মৃতের ওয়ারিছ। অতএব ২য় স্তরের প্রতিটি ছেলে-মেয়ে ওয়ারিছের সন্তান। কিন্তু ভাই-বোনদের বংশধরদের মধ্যে কেউ মৃতের ওয়ারিছ নয়। কেবল আপন ও বাবা পক্ষের ভাই এর ছেলে সন্তানরা ছাড়া। একারণে ৩য় স্তরে কেউ ওয়ারিছের সন্তান বলে গণ্য নয়। কেবল আপন বা বাবা পক্ষের ভাইয়ের ছেলের মেয়ে ছাড়া। এ হিসেব বলা যায়, মা পক্ষের ভাই-বোনের বংশধরা কেবল ২য় স্তরে ওয়ারিছের সন্তান বলে গণ্য হতে পারে তার পরের কোনো স্তরে নয়। কিন্তু ২য় স্তরে অন্য সকল ভাই-বোনদের সন্তানরাই মৃতের ওয়ারিছের সন্তান অতএব ওয়ারিছের সন্তান হওয়ার কারণে একানে আর অগ্রাধিকার পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ মা পক্ষের ভাই-বোনদের বংশধররা ওয়ারিছের সন্তান হওয়ার দিক থেকে আপন বা বাবা পক্ষের ভাই-বোনদের বংশধরদের কখনই পরাজিত করতে সক্ষম হবে না।

একইভাবে আমরা দেখছি, আপন বা বাবাপক্ষের বোনের বংশধররা কেবল ২য় স্তরে ওয়ারিছের সন্তান হিসেবে গণ্য হয় তার পরের কোনো স্তরে নয়। কিন্তু ২য় স্তরের অন্য সকলেই ওয়ারিছের সন্তান হিসেবেই গণ্য। তাই মা পক্ষীয় বোনদের মতোই এখানে ওয়ারিছের সন্তান হয়ে তাদের কোনো লাভ হচ্ছে না। এ হিসেবে বলা যায়, মা পক্ষীয় ভাই-বোনদের বংশধরদের মতোই আপন ও বাবাপক্ষীয় বোনের বংশধররাও আপন ও বাবা পক্ষের ভাইয়ের বংশধরদের আগে ওয়ারিছের সন্তান বলে গণ্য হতে পারে না। তাই এদিক থেকে তারা কখনই প্রাধান্য পাবে না। বরং ওয়ারিছের সন্তান হওয়ার কারণে প্রাধান্য পেতে পারে কেবল আপন ও বাবা পক্ষের ভাইয়ের সন্তান, তাদের ছেলের সন্তান এভাবে যতদূর যায়। এখন যেহেতু আপন ও বাবা পক্ষীয় ভাই ও তাদের ছেলেরা মৃতের আসাবা হিসেবে গণ্য। তাই এমনও বলা যায় যে, ভাই-বোনদের বংশধরদের ক্ষেত্রে কেবল আসাবার সন্তানরা ওয়ারিছের সন্তান হওয়ার কারণে প্রাধান্য পেতে পারে। যারা আসাবা নয় যেমন মা পক্ষের ভাই-বোন বা আপন ও বাবা পক্ষের বোন তাদের সন্তানরা নয়।

একারণে অনেক হানাফী আলেম এখানে ওয়ারিছের সন্তান প্রাধান্য পাবে এভাবে না বলে আসাবার সন্তান প্রাধান্য পাবে এভাবে বলেছেন। সীরাজির লেখক  এভাবে বলেছেন। এতে অনেকে মনে করতে পারে হয়তো আসাবার সন্তান অন্য ওয়ারিছদের সন্তানের আগে মীরাছ পাবে। অর্থাৎ ভাইয়ের মেয়ে বোনের মেয়ের আগে মীরাছ পাবে। যেহেতু ভাইয়ের মেয়ে আসাবার সন্তান। কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়। আসলে তাদের

কথার উদ্দেশ্য হলো, দুজনের মধ্যে যে ওয়ারিছের সন্তান সে আগে মীরাছ পাবে কিন্তু আসাবার সন্তান ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে এভাবে আগে ওয়ারিছের সন্তান হওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা বলেছেন, আসাবার সন্তান আগে মীরাছ পাবে। এর অর্থ এই নয় যে, যদি একজন আসাবার সন্তান হয় আর অন্য জন সাধারণ ওয়ারিছের সন্তান হয় তবে আসাবার সন্তান প্রাধান্য পাবে। বরং সেখানে উভয়ে ওয়ারিছের সন্তান হওয়ার কারণে উভয়ে মিলে সম্পত্তিতে অংশ পাবে। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। যেমনটি পরবর্তীতে প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

এক্ষেত্রে আসাবার সন্তান বলা কারণে এমন জটিলতার সৃষ্টি হয়। বিধাই ফতোয়া আলোমগিরি ও অন্যান্য গ্রন্থে এখানে ওয়ারিছের সন্তান বলা হয়েছে। এভাবে বলাই অধিক সঠিক। যেহেতু এখানে মূল বিষয় হলো আসাবা বা অন্য যে কেউ ওয়ারিছের সন্তান হলে তাকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। কিন্তু আসাবার সন্তান ছাড়া অন্যরা এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে না। বিধাই তারা এ হিসেবে অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। এমনতো কখনওই হচ্ছে না যে, আসাবার সন্তান ছাড়া অন্যরা আগে ওয়ারিছের সন্তান বলে গণ্য হওয়া সত্ত্বেও মীরাছ পাচ্ছে না। বরং আসলে তারা আগে ওয়ারিছের সন্তান বলে গণ্যই হচ্ছে না। ওয়ারিছের সন্তান হলে তাদের অংশ দেওয়া হতো। অতএব, বিভিন্ন পক্ষের ভাই-বোনদের বংশধরদের মধ্যে একই স্তরের একাধিক ব্যক্তি থাকলে তাদের মধ্যে যে ওয়ারিছের সন্তান সে প্রাধান্য পাবে। সে আসাবার সন্তান হোক বা যাই হোক। এটাই এখানে সুস্পষ্ট মূলনীতি।

এখন যদি দেখা যায়, বিভিন্ন পক্ষের ভাই-বোনদের বংশধরদের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তি একই স্তরে অবস্থিত এবং তারা কেউই ওয়ারিছের সন্তান নয় বা তারা সকলে ওয়ারিছের সন্তান। তাহলে সম্পত্তি কিভাবে বন্টন করা হবে সে ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ রহিমুল্লাহ ও ইমাম আবু ইউসুফ রহিমুল্লাহ দ্বিমত করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফের মতে এখানে,

আপন > বাবা পক্ষ > মা পক্ষ

এই হিসেবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অর্থাৎ আপন ভাই-বোনদের বংশধররা আগে মীরাছ পাবে, তারা না থাকলে বাবা পক্ষের ভাই-বোনদের বংশধররা, তারা না থাকলে মা পক্ষের ভাই-বোনদের বংশধররা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার মতে একই সাথে উভয় প্রকার ভাই-বোনদের বংশধররা কখনই মীরাছ পাবে না। বরং হয়তো আপন, নয়তো বাবা পক্ষ, তা না হলে মা পক্ষ। এভাবে একই সময়ে কেবল একটি পক্ষের বংশধররা মীরাছ পাবে।

ইমাম মুহাম্মদ রহিমুল্লাহ এ ব্যাপারে তার সাথে দ্বিমত করেছেন। তিনি এখানে আপন, বাবা পক্ষ ও মা পক্ষ এই তিন প্রকারের ভাই-বোনেরা বেঁচে থাকলে যেভাবে একই সাথে মীরাছ পায়, কিন্তু কেউ কম পায় কেউ বেশি পায়, এক্ষেত্রে তাদের বংশধররা সেভাবে মীরাছ পাবে এমন বলেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, তিনপক্ষের তিনটি বোনের একটি করে মেয়ে আছে।

১	আপন বোন	বাবা পক্ষের বোন	মা পক্ষের বোন
২	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে
মীরাছ	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

অর্থাৎ উপরের স্তরের তিনটি বোন বেঁচে থাকলে যে নিয়মে অংশ পেতো এখানে তাদের বংশধরেরা সেই নিয়মে অংশ পাবে। পরে রদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্পত্তি তাদের অংশ অনুযায়ী বন্টন করা হবে।

ইমাম আবু ইউসুফের মতে এখানে আপন বোনের মেয়েটি সকল সম্পত্তির মালিক হবে। যেহেতু তাকে আপন হওয়ার কারণে প্রাধান্য দেওয়া হবে। সে না থাকলে বাবা পক্ষের বোনের মেয়েটি পেতো। সেও না থাকলে সর্বশেষে মা পক্ষের বোনের মেয়েটি পেতো।

উপরের উদাহরণে বোনের স্থানে ভাই হলে,

১	আপন ভাই	বাবা পক্ষের ভাই	মা পক্ষের ভাই
২	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে
মীরাছ	বাকী অংশ	০	$\frac{1}{6}$

ইমাম মুহাম্মদের মতে মা পক্ষের ভাইয়ের মেয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করবে। আর আপন ভাইয়ের মেয়ে সম্পত্তির বাকী অংশ গ্রহণ করবে। বাবা পক্ষের ভাইয়ের মেয়ে এক্ষেত্রে বঞ্চিত হবে। যেহেতু আপন ভাই নিজে আসাবা হয় তাই তার মেয়ে সেই অংশ গ্রহণ করবে।

ইমাম আবু ইউসুফের মতে সম্পূর্ণ সম্পত্তি আপন ভাইয়ের মেয়ে দখল করবে। নিচে আরো কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো,

১	বাবা পক্ষের বোন	মা পক্ষের বোন	মন্তব্য
২	মেয়ে	মেয়ে	
ইমাম মুহাম্মদ	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	রদের মাধ্যমে উভয়ে সম্পূর্ণ সম্পত্তি পাবে
ইমাম আবু ইউসুফ	সম্পূর্ণ সম্পত্তি	০	

১	আপন বোন	আপন বোন	মা পক্ষের বোন	মন্তব্য
২	ছেলে	ছেলে	মেয়ে	
ইমাম মুহাম্মদ	উভয়ে মিলে দুই বোনের অংশ তথা $\frac{2}{3}$ পাবে		$\frac{1}{6}$	রদের মাধ্যমে সকলে সম্পূর্ণ সম্পত্তি পাবে
ইমাম আবু ইউসুফ	সম্পূর্ণ সম্পত্তি		০	

ইবনে আবেদীন رحمہ اللہ তার হাশিয়াতে এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদের মতটি সম্পর্কে বলেন, ( وهو الظاهر من قول ) “ইমাম আবু হানিফার প্রকশ্য মত এটাই।” (أبي حنيفة)

ভাই-বোনদের বংশধরদের মীরাছের অবস্থা এই। আসা করি এই আলোচনার মাধ্যমে পাঠক বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিয়েছেন।

### চতুর্থ স্তরঃ তথা চাচা-ফুফু, মামা-খালা ও তাদের বংশধরদের মীরাছ

উপরে আমরা মৃতের বাবা-মায়ের সন্তান তথা তার আপন ও সৎ ভাই-বোন ও তাদের বংশধরদের মীরাছ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন আমরা আলোচনা করবো মৃতের বাবা-মায়ের বাবা-মা তথা তার দাদা-দাদী ও নানা-নানীদের সন্তান ও তাদের বংশধরদের সম্পর্কে। অন্য কথায়, মৃতের বাবা-মায়ের ভাই-বোন তথা মৃতের চাচা-ফুফু ও মামা-খালা ও তাদের বংশধরদের সম্পর্কে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মৃতের নিজের ভাই-বোন যেমন আপন সৎ ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত তার বাবা-মায়ের ভাই-বোনও আপন, বাবা পক্ষীয় ও মা পক্ষীয় এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। সে হিসেবে মৃতের তিন প্রকার চাচা-ফুফু ও মামা-খালা থাকতে পারে। নিচের ছকটির মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

	১	২	নানা-নানী ও দাদা-দাদীর বিভিন্ন পক্ষের সন্তান	মৃতের সাথে সম্পর্ক
মৃত	মা	নানী	নানীর অন্য ঘরের সন্তান	মায়ের মা পক্ষের ভাই/বোন
		নানা	নানা-নানীর সন্তান	মায়ের আপন ভাই/বোন
		নানার	নানার অন্য ঘরের সন্তান	মায়ের বাবা পক্ষের ভাই/বোন
	বাবা	দাদী	দাদীর অন্য ঘরের সন্তান	বাবার মা পক্ষের ভাই/বোন
		দাদা	দাদা-দাদীর সন্তান	বাবার আপন ভাই/বোন
		দাদার	দাদার অন্য পক্ষের সন্তান	বাবার বাবা পক্ষের ভাই/বোন

ছকে মৃতের পূর্বপুরুষদের ২য় স্তর পর্যন্ত প্রদর্শন করা হয়েছে এবং ঐ স্তরের প্রতিটি পূর্বপুরুষ থেকে কিভাবে মৃতের বাবা ও মায়ের আপন ও সৎ ভাই বোন থাকতে পারে তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে মৃতের নানা-নানী ও দাদা-দাদীর বাবা-মা, তাদের বাবা-মা ইত্যাদি যত উপরের স্তরে উঠা যাবে প্রতিটি স্তরের যে কোনো এক জোড়া নারী-পুরুষের মাধ্যমে এমন আপন ও সৎ আত্মীয় ও তাদের বংশধর থাকতে পারে। তারা মৃতের মায়ের বাবার সৎ ভাই, বাবার মায়ের বাবার আপন ভাই ইত্যাদি বিভিন্ন সম্পর্কে সম্পর্কিত। ছকে উল্লেখের সময় মৃতের মায়ের বাবার ছেলে এভাবে না বলে মৃতের মায়ের আপন ভাই এভাবে উল্লেখ করতে হবে যাতে আপন কি সৎ তা লেখা যায়।

এই অধ্যায়ে আমরা ঐসকল ব্যক্তি ও তাদের বংশধরদের মীরাছ সম্পর্কে আলোচনা করবো।



নিচের ছকটি লক্ষ করি।

স্তর		১	২	৩
		মা	মা	মা
			বাবা	বাবা
		মা	মা	মা
			বাবা	বাবা
		বাবা	মা	মা
			বাবা	বাবা
মৃত		মা	মা	মা
			বাবা	বাবা
		মা	মা	মা
			বাবা	বাবা
		বাবা	মা	মা
			বাবা	বাবা
		মা	মা	মা
			বাবা	বাবা
		মা	মা	মা
			বাবা	বাবা
		বাবা	মা	মা
			বাবা	বাবা

হকে আমরা দেখছি, মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা, তাদের পিতা-মাতা এভাবে ৪ টি স্তরের পূর্বপুরুষ দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম স্তরটি তার বাবা-মা। আর পরের সবগুলো স্তর তার দাদা-দাদী ও নানা-নানী হিসেবে গণ্য। হকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ৩ টি স্তরের দাদা-দাদী ও নানা-নানী দেখানো হয়েছে। ১ম স্তরে ৪ জন, ২য় স্তরে ৮ জন এবং ৩য় স্তরে ১৬ জন। এখন উপরে দেখানো পন্থায় প্রতি জোড়া দাদা-দাদী ও নানা-নানীর নানা পক্ষের সন্তান রয়েছে। যারা মৃতের আপন ও সং চাচা-ফুফু ও মামা-খালা হিসেবে গণ্য। ঐ সকল ব্যক্তিদের আবার ছেলে-মেয়ে তাদের ছেলে মেয়ে এভাবে নিচে যতদূর যায় বংশধর রয়েছে। এখন প্রথম স্তরের দাদা-দাদী ও নানা-নানীদের সন্তানরা আগে মীরাছ পাবে। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিচের ব্যক্তি উপস্থিত থাকা পর্যন্ত ২য় স্তরের দাদা-দাদী ও নানা-নানীদের সন্তানরা বা সন্তানের বংশধররা কিছুই পাবে না। এভাবে একের পর এক চলতে থাকবে। সে হিসেবে আমরা বলতে পারি, এদের মধ্যে দুইটি স্তর কখনও এক সাথে মীরাছ পাবে না। বরং মৃতের ওয়ারিছ হবে যে কোনো একটি স্তরের চাচা-ফুফু, মামা-খালা এবং তাদের বংশধররা। অতএব যে কোনো একটি স্তরের চাচা-ফুফু ও মামা-খালারা কিভাবে মীরাছ পাবে সেটা বুঝিয়ে দিলেই অন্য স্তরের সদস্যদের মীরাছও বন্টন করা সম্ভব। আলাদা করে প্রতিটি স্তর সম্পর্কে আলোচনা করা নিম্নপ্রয়োজন।

এখন এদের মীরাছ বন্টনের পদ্ধতি জানতে হলে প্রথমেই জেনে নিতে হবে যে, হকে এদের উল্লেখ করতে হবে নিম্নোক্ত পন্থায়,

ভাগ সমূহ		মৃত	
১ম	মৃতের পূর্বপুরুষ	মা	বাবা
		বাবা	মা
২য়	পূর্বপুরুষের ভাই-বোন	মা পক্ষের ভাই	আপন ভাই
৩য়	পূর্বপুরুষের ভাই-বোনদের বংশধর	মেয়ে	ছেলে
		ছেলে	মেয়ে

অর্থাৎ

মায়ের বাবার (মায়ের ছেলের) মেয়ের ছেলে এভাবে না বলে বলতে হবে,

মায়ের বাবার (মা পক্ষের ভাইয়ের) মেয়ের ছেলে

যেহেতু উপরের পন্থায় সৎ কি আপন তা উল্লেখ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এখানে সৎ ও আপনার উপর হিসাবের ফলাফল অনেকখানি নির্ভর করে।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। ছকে দেখা যাচ্ছে, মৃতের ছকে উল্লেখিত মৃতের মামা ও চাচা এবং তাদের বংশধরের সাথে মৃতের সম্পর্কের তালিকাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম হলো মৃতের পূর্ব পুরুষ তার পর মৃতের পূর্বপুরুষের ভাই/বোন এবং সবার শেষে মৃতের পূর্বপুরুষের ভাই-বোনের বংশধর। এখানে ১ম ভাগে মা-বাবা, দাদা-দাদী ও নানা-নানী তাদের বাবা-মা ইত্যাদি বেশ কিছু স্তর থাকতে পারে। ৩য় ভাগেও ছেলের মেয়ে তার মেয়ে এভাবে একের পর এক বহু স্তর থাকতে পারে। কিন্তু ২য় ভাগে কেবল একটিই স্তর থাকবে, মৃতের পূর্বপুরুষের আপন অথবা সৎ ভাই-বোন। তাদের ছেলে মেয়েরা ৩য় স্তরের মধ্যে পড়ে যাবে।

কোনো ব্যক্তির সম্পর্কের মাঝে আপন বা সৎ ভাই-বোনের উল্লেখ একবারই হতে পারে একাধিক বার নয়। কারো সম্পর্কের মাঝে ভাই-বোনদের কথা ২ বার উল্লেখ করা ভুল হবে। উদাহরণস্বরূপ,

মৃত ব্যক্তি				
স্তর	ভুল	সঠিক	ভুল	সঠিক
১	মায়ের	মায়ের	বাবার	বাবার
২	ভাইয়ের	বোনের	বোনের	বোনের
৩	বোনের	মেয়ে	ছেলের	মেয়ের
৪	মেয়ে		বোনের	মেয়ে
			মেয়ে	
মন্তব্য	মায়ের ভাইয়ের বোন আসলে মায়ের নিজের বোন		বোনের মেয়ের বোন আসলে বোনের আরেক মেয়ে	

দেখা যাচ্ছে, সম্পর্কের যে কোনো স্থানে ভাই-বোনদের একাধিকবার উল্লেখ করা আসলে অকারণে একটি স্তর বৃদ্ধি করা ছাড়া কিছু নয়। তাই হিসাবের সময় এভাবে ঘুরিয়ে না বলে সরাসরি কে কার ছেলে মেয়ে

বা কে কার ভাই-বোন তা উল্লেখ করা হবে। এভাবে উল্লেখ করা হলে ভাই-বোনদের উল্লেখ একবারের বেশি আসতে পারে না।

এটা গেলো তালিকা পদ্ধতির নিয়ম সম্পর্কে কিছু কথা। এখন আমরা দেখবো তালিকাতে উল্লেখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কারা মীরাছ পাবে তাদের বাছাই করার পদ্ধতি সম্পর্কে। এ বিষয়ে দুটি মূলনীতি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

ক) মৃতের পূর্বপুরুষদের মধ্যে আগের স্তরের পূর্বপুরুষের বংশধর বেঁচে থাকতে পরের স্তরের পূর্বপুরুষের বংশধররা মীরাছ পাবে না। যদিও তারা মৃতের অধিক নিকটে অবস্থিত হয়।

খ) একই স্তরের পূর্বপুরুষের বংশধরদের মধ্যে যে মৃতের বেশি নিকটবর্তী সে মীরাছ পাবে আর অন্যরা বঞ্চিত হবে।

এই দুটি মূলনীতির আলোকে আমরা ছকে উল্লেখিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা মৃতের অধিক দূরবর্তী স্তরের পূর্বপুরুষের বংশধর তাদের বাদ দিয়ে দেবো। একই ভাবে যারা মৃতের একই স্তরের পূর্বপুরুষের বংশধর তাদের মধ্যে যারা মৃতের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি দূরবর্তী তাদের বাদ দিয়ে অধিক নিকটবর্তীদের রাখবো। এভাবে বাছাই করার পর যদি কেবল একজন বাকী থেকে যায় তবে সম্পত্তি কোনো হিসাব নিকাশ ছাড়াই সে পেয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ,

স্তর	মৃত ব্যক্তি			
১	মায়ের	বাবার	মায়ের	বাবার
২	বাবার	আপন বোনের	বাবার	সৎ বোনের
৩	আপন বোনের	মেয়ের	মায়ের	মেয়ের
৪	মেয়ে	ছেলে	মায়ের	ছেলের
৫		✓	সৎ বোন	মেয়ে
	১	২	৩	৪

ছকে মৃতের বহু সংখ্যক চাচা-ফুফু ও মামা-খালা ও তাদের বংশধরদের তালিকা পেশ করা হয়েছে। এখন আমরা উল্লেখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কে মীরাছের বেশি হকদার তা বাছাই করবো। গোল চিহ্নের মাধ্যমে এদের

প্রত্যেকের পূর্বপুরুষের বংশধরদের স্তর দেখানো হয়েছে। প্রথম সারির ব্যক্তির পূর্বপুরুষের বংশধর শুরু হয়েছে ৩ নং স্তরে, ২ নং সারিতে ২ নং স্তরে, ৩ নং সারিতে ৫ নং স্তরে এবং ৪ নং সারিতে ২ নং স্তরে। এদের মধ্যে যার পূর্বপুরুষের স্তর মৃতের যত নিকটে সে মীরাছ পাওয়ার বেশি হকদার। আমরা দেখছি, ২ নং সারি ও ৪ নং সারির ব্যক্তিদ্বয়ের পূর্বপুরুষের বংশধর শুরু হয়েছে একই স্তরে। তাহলে তারা অন্যদের তুলনায় সম্পত্তির অধিক হকদার। এখন তাদের মধ্যে ২ নং সারির নিচের বংশধরটি মৃতের অধিক নিকটবর্তী, তাই মীরাছ সেই পাবে। যদি সে বেঁচে না থাকে তবে ৪ নং সারির নিচের স্তরের মেয়েটি মীরাছ পাবে। যেহেতু তার পূর্বপুরুষ মৃতের নিকটবর্তী। যদি সেও বেঁচে না থাকে তবে মীরাছ পাবে ১ নং সারির মেয়েটি। সেও বেঁচে না থাকলে ৩ নং সারির সৎ বোন।

দেখা যাচ্ছে, এদের মধ্যে যে কোনো দুই জন ব্যক্তি বেঁচে থাকলে তার মধ্যে যে কোনো একজন বিভিন্ন কারণে অগ্রাধিকার পেয়ে যায়। অতএব কোনো হিসাব নিকাশের প্রয়োজন নেই।

চিন্তা করলে দেখা যাবে, হিসাবের প্রয়োজন কেবল তখন হবে যখন মৃতের পূর্বপুরুষের বংশধরদের স্তর একই হয় আবার তাদের বংশধররা মৃতের সমান নিকটবর্তী হয়। উদাহরণস্বরূপ,

স্তর	পর্যায়	মৃত ব্যক্তি			
১	১	মায়ের	বাবার	মায়ের	বাবার
২		বাবার	মায়ের	বাবার	মায়ের
৩	২	আপন বোনের	আপন ভাইয়ের	সৎ বোনের	সৎ ভাইয়ের
৪		মেয়ের	ছেলের	মেয়ের	ছেলের
৫		মেয়ে	ছেলে	ছেলে	মেয়ে
		১	২	৩	৪

দেখা যাচ্ছে, এখানে মৃতের পূর্বপুরুষদের ভাই-বোনদের স্তর শুরু হয় একই লাইনে। তাদের বংশধররাও মৃতের সাথে সমান দূরত্বে অবস্থিত। এই ক্ষেত্রে তাদের মাঝে কাউকে প্রাধান্য দেওয়ার সুযোগ নেই। তাই হিসাব-নিকাশ করে প্রত্যেকের পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে।

এখানে হিসাব নিকাশ হবে দুইটি পর্যায়ে।

১ম পর্যায়ঃ প্রথমে মৃতের পূর্ব-পুরুষদের হিসাব সম্পন্ন করতে হবে। এ পর্যায়ে হিসাব হবে ছবছ ২য় প্রকারের যাবীল আরহাম তথা দাদা-দাদী ও নানা-নানীদের ব্যাপারে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী। অর্থাৎ এখানে প্রতিটি স্তরের পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক করে পুরুষের সারিতে  $\frac{2}{3}$  অংশ এবং মহিলার সারিতে  $\frac{1}{3}$  অংশ করে প্রদান করতে করতে নিচে নামতে হবে।

২য় পর্যায়ঃ তারপর পূর্বপুরুষদের বংশধর তথা মৃতের চাচা-ফুফু, মামা-খালা ও তাদের বংশধরদের স্তর। এখানে হিসাবে তিনটি কথা মনে রাখতে হবে

ক) প্রথমে আপন আগে, পরে বাবা পক্ষ, শেষে মা পক্ষ প্রাধান্য পাবে।

খ) তার পরে ওয়ারিছের সন্তান প্রাধান্য পাবে

গ) শেষে উপর থেকে নিচের সকল স্তরে পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ দেওয়া হবে।

নিচের ছকটি লক্ষ্য করি।

পর্যায়	প্রতিটি পর্যায়ের পৃথক নিয়মাবলী	মৃত ব্যক্তি	
১	উপর থেকে নিচে প্রতিটি স্তরে পুরুষের সারিতে মহিলাদের সারির দ্বিগুণ	মায়ের	বাবার
		বাবার	মায়ের
২	ক. প্রথমে আপন > বাবা > মা হিসেবে প্রাধান্য	আপন বোনের	আপন ভাইয়ের
	খ. তারপর ওয়ারিছের সন্তান হিসেবে প্রাধান্য	মেয়ের	ছেলের
	গ. শেষে উপর থেকে নিচে প্রতিটি স্তরে প্রতিটি পুরুষ মহিলার দ্বিগুণ হিসেবে বন্টন	মেয়ে	ছেলে

এই কয়টা বিষয় স্মরণ রাখলে খুব সহজেই চতুর্থ প্রকারের যাবীল আরহামদের মাঝে হানাকী মাজহাব অনুযায়ী সম্পত্তি বন্টন করা সম্ভব হবে। ইনশাআল্লাহ।

নিচে এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো,

\* মাসয়ালাঃ বাবার একটি করে খালা ও ফুফু এবং মায়ের একটি করে খালা ও ফুফু বেঁচে আছে।

পর্যায়	মৃত ব্যক্তি $\frac{২}{৩}=\frac{৬}{৯}$		মৃত ব্যক্তি $\frac{১}{৩}=\frac{৩}{৯}$	
	বাবা	বাবা $\frac{২}{৩}$	মা	মা $\frac{১}{৩}$
১	বাবা = ৪	মা=২	বাবা=২	মা=১
২	আপন বোন=৪	আপন বোন=২	আপন বোন=২	আপন বোন=১
সারি	১	২	৩	৪

দেখা যাচ্ছে, প্রথম পর্যায়ের পর পর দুটি স্তরে লিঙ্গভেদ রয়েছে। তাই দুটি স্তরেই হিসাব নিকাশ করে সমাধান করা হয়েছে। এভাবে হিসাব নিকাশের ফলে প্রতিটি সারি অন্যটি হতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে পরবর্তীতে আর কোনো হিসাব না করেই উপরের স্তরের ফলাফল নিচের স্তরের ব্যক্তিদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে।

\* মাসয়ালাঃ আপন ফুফুর ছেলে এবং আপন চাচার মেয়ে

পর্যায়	মৃত ব্যক্তি	
	বাবা	বাবা
১	আপন বোন	আপন ভাই
২	ছেলে = ০	মেয়ে=সম্পূর্ণ
সারি	১	২

এখানে আমরা দেখছি, প্রথম পর্যায়ে কোনো লীজ ভেদ নেই। তাই সেখানে কোনো হিসাব-নাকালের প্রয়োজন হয়নি। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম শর্ত তথা আপন বা সৎ এর দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। তাই সেকারণেও দুটি সারির মধ্যে কোনো বিভক্তি ঘটেনি। কিন্তু দ্বিতীয় শর্ত তথা ওয়ারিছের সন্তান হওয়ার দিক থেকে মেয়েটি ছেলেটি অপেক্ষা এগিয়ে। যেহেতু সে মৃতের বাবার ভাই তথা মৃতের চাচার সন্তান। একারণে সম্পূর্ণ সম্পত্তি সে পাচ্ছে।

\* মাসয়ালাঃ যদি এখানে মা পক্ষের ফুফুর ছেলে এবং মা পক্ষের চাচার মেয়ে হতো। তবে হিসাব হতো নিম্নরূপ,

পর্যায়	মৃত ব্যক্তি	
	বাবা	বাবা
১	মা পক্ষের বোন $\frac{1}{3}$	মা পক্ষের ভাই $\frac{2}{3}$
২	ছেলে = $\frac{1}{3}$	মেয়ে = $\frac{2}{3}$
সারি	১	২

মন্তব্যঃ ১ম পর্যায়ে কোনো হিসাবের প্রয়োজন নেই। যেহেতু কোনো লিঙ্গভেদ নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ে আপন ও সৎ এ কোনো পার্থক্য নেই। আবার কেউ ওয়ারিছের সন্তানও নয়। অতএব এসব দিক থেকে কেউ অগ্রাধিকার পায় না অতএব উভয়ে সম্পত্তিতে অংশ পাবে। কিন্তু তারা অংশ পাবে ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে। এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফের মতে উপরের স্তরের লিঙ্গভেদ ধার্তব্য নয়। বরং নিচের স্তরে ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুণ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে নিচের স্তরের ছেলেটি পায়  $\frac{2}{3}$  আর মেয়েটি পায়  $\frac{1}{3}$ । কিন্তু ইমাম মুহাম্মদের মতে ২য় স্তরের সর্বাপেক্ষা প্রথমে যেখানে নারী-পুরুষে পার্থক্য আছে সেখানে সম্পত্তি আগে বন্টন করতে হবে। এভাবে বন্টন করলে ফুফু পায়  $\frac{1}{3}$  আর চাচা পায়  $\frac{2}{3}$ । বন্টনের পর তাদের মাঝে বিভক্তি রেখা অংকন করা হয়। ফলে নিচের স্তরের ছেলে ও মেয়ে দুইটি সারিতে পৃথক হয়ে পড়ে। এখন তাদের আর একত্রে হিসাব করা হয় না। বরং তারা উপরের স্তরের পূর্বপুরুষরা যে অংশ পেয়েছে তাই গ্রহণ করে।



\* মাসয়ালাঃ আপন ফুফুর মেয়ে ও বাবা পক্ষের চাচার মেয়ে

পর্যায়	মৃত ব্যক্তি	
	বাবা	বাবা
১	আপন বোন	বাবা পক্ষের ভাই
২	মেয়ে = সম্পূর্ণ	মেয়ে=০
সারি	১	২

মন্তব্যঃ প্রথম পর্যায়ে লিঙ্গভেদ নেই। তাই কোনো হিসাবের প্রয়োজন হয়নি। ২য় পর্যায়ে আপন ও সৎ সম্পর্কের পার্থক্য রয়েছে। তাই আপন ও সৎ এর মাঝে বিভক্তি রেখা টেনে আপনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একারণে আপন ফুফুর মেয়েটি সম্পূর্ণ সম্পত্তি পেয়ে যাচ্ছে। আর সৎ চাচার মেয়ে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হচ্ছে।

পর্যায়	মৃত ব্যক্তি			
	মা	মা = $\frac{৩}{৯}$	বাবা	বাবা = $\frac{৬}{৯}$
১				
২	মা পক্ষের বোন=১	মা পক্ষের ভাই=২	আপন বোন=৬	বাবা পক্ষের বোন=০

মন্তব্যঃ প্রথম পর্যায়ে লিঙ্গভেদ থাকার কারণে সেখানে সম্পত্তি বন্টন করে মাঝে বিভক্তি রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে। পরে দাগের উভয় দিকের হিসাব আলাদা আলাদা ভাবে করা হয়েছে। একারণে দাগের ডান পাশের আপন বোন ঐ পাশের সৎ বোনকে বঞ্চিত করতে পারলেও বাম পাশের সৎ ভাই-বোনকে বঞ্চিত করতে পারে নি। আবার বাম পাশের ভাই ও বোন একই প্রকৃতির হওয়ার কারণে একে অপরকে বঞ্চিত করেনি। বরং ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে উভয়ে অংশ পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে মা পক্ষের ভাই-বোনরাও ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে অংশ পায়। অথচ ওয় স্তরে আমরা দেখেছি মা পক্ষের ভাই-বোনদের নারী-পুরুষ সমান অংশ দেওয়া হয়। এই পার্থক্যটি স্মরণ রাখতে হবে।

মাসয়ালাঃ আপন খালার ছেলে, আপন মামার মেয়ে।

পর্যায়	মৃত ব্যক্তি	
	মা	মা
১	আপন বোন $\frac{1}{3}$	আপন ভাই $\frac{2}{3}$
২	ছেলে = $\frac{1}{3}$	মেয়ে = $\frac{2}{3}$
সারি	১	২

মন্তব্যঃ এক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে লিঙ্গভেদ নেই, তাই হিসাবের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ে আপন-সৎ এ কোনো পার্থক্য নেই, ওয়ারিছের সন্তানও নেই। তাই এ দিকে থেকে কেউ প্রাধান্য পাচ্ছে না। অতএব উপস্থিত দুজন ব্যক্তিই মীরাছ পাবে। কিন্তু ছেলে পাবে মেয়ের দ্বিগুন। ইমাম আবু ইউসুফের মতে উপরের স্তরের নারী-পুরুষের পার্থক্য বিবেচনা করা হবে না। তাই তিনি এখানে নিচের স্তরের ছেলেটিকে তিন ভাগের ২ ভাগ আর মেয়েটি তিন ভাগের এক ভাগ প্রদান করেন। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদের মতে উপরের স্তরের নারী-পুরুষের পার্থক্য বিবেচনা করা হবে। তাই তিনি ২য় পর্যায়ের প্রথম যেখানে নারী-পুরুষে পার্থক্য ঘটেছে সেখানে সম্পত্তি আগে বন্টন করেন। এ নিয়মে বন্টন করলে এখানে ফলাফল হয় উল্টো। অর্থাৎ নিচের ছেলেটি পায়  $\frac{1}{3}$  আর মেয়েটি পায়  $\frac{2}{3}$ ।

আসা করি উল্লেখিত উদাহরণসমূহের মাধ্যমে বিষয়টি পাঠকের নিকট সুস্পষ্ট হবে।

এ আলোচনার মাধ্যমে যাবীল আরহামদের মীরাছ সম্পর্কে আহলুল কুরাবা তথা হানাফী মাজাহাবের মতামতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এখন আমরা দেখবো এ সম্পর্কে আহলুত তানযিল তথা হাম্বলী মাজাহাবের মতামতের ব্যাখ্যা।

### খ) তানযিল (تنزيل) তথা স্থলাভিষিক্ত করার মাধ্যমে বন্টনের ব্যাখ্যা।

এ পন্থায় যাবীল আরহামদের মাঝে সম্পত্তি বন্টনের নিয়মটি অত্যন্ত সহজ। কেবল প্রথমে আমাদের জেনে নিতে হবে কাকে কার স্থানে বসানো হবে।

#### কে কার স্থলাভিষিক্ত হবে?

এটা জানার পদ্ধতি হলো, মৃতের সকল যাবীল আরহামকে মৃতের সাথে তার বংশ সম্পর্কের তালিকায় সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী ওয়ারিছের স্থানে বসানো হবে। নিচের ছকের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

	মৃত					
১	মা	বাবা	ছেলে	মেয়ে	ভাই	বোন
২	ভাই/বোন	ভাই/বোন	ছেলে	ছেলে	ছেলে	ছেলে
৩			মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে
৪			মেয়ে	মেয়ে	ছেলে	ছেলে
	১	২	৩	৪	৫	৬

দেখা যাচ্ছে, মৃতের মায়ের ভাই/বোন তথা মৃতের খালা ও মামারা মৃতের মা বলে গণ্য হবে। মৃতের বাবার ভাই/বোন তথা মৃতের চাচা ও ফুফুরা মৃতের বাবা বলে গণ্য হবে। বাবার ভাই বলতে এখানে বাবার মা পক্ষীয় ভাই উদ্দেশ্য। যেহেতু বাবার আপন বা বাবা পক্ষীয় ভাই আসাবা হিসেবে মৃতের ওয়ারিছ, যাবিল আরহাম নয়। মৃতের ছেলের ছেলের মেয়ের মেয়ে মৃতের ছেলের ছেলের মেয়ে হিসেবে গণ্য। যেহেতু ঐ তালিকায় সেই তার নিকটবর্তী ওয়ারিছ। মৃতের মেয়ের ছেলের মেয়ের মেয়ে মৃতের মেয়ে হিসেবে গণ্য। যেহেতু ঐ তালিকায় তার পরে আর কোনো ওয়ারিছ নেই। মৃতের ভাইয়ের ছেলের মেয়ের ছেলে তার ভাইয়ের ছেলে হিসেবে গণ্য এবং মৃতের বোনের ছেলের মেয়ের ছেলে তার বোন হিসেবে গণ্য।

এভাবে যাবিল আরাহমেদর বংশতালিকায় যে ওয়ারিছ তার দিকে সর্বাপেক্ষা বেশি নিকটবর্তী তাকে তার স্থানে বাসানো হবে। এ হিসেবে কাকে কার স্থানে বসাতে হবে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জেনে নেওয়া সম্ভব। একারণে এসব ব্যাপারে তেমন কোনো দ্বিমত নেই। তবে খালা ও ফুফুর ক্ষেত্রে কিছুটা দ্বিমত রয়েছে।

ফুফুর ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেছে তাকে দাদা ধরতে হবে, কেউ বলেছে চাচা ধরতে হবে, কেউ বলেছে দাদী ধরতে হবে। তবে সঠিক মত হলো তাকে বাবা ধরতে হবে। খালার ক্ষেত্রে কেউ বলেছে তাকে নানি ধরতে হবে। কিন্তু তার ব্যাপারেও সঠিক মত হলো তাকে মা ধরতে হবে।

আসা করি এই আলোচনার মাধ্যমে কাকে কোন স্থানে বসাতে হবে পাঠক সেটা বুঝে নিয়েছেন।

### যাবিল আরহামদের বিভিন্ন বিভাগ

এখন আমরা দেখবো, তানযীলের নিয়মে মৃতের যাবিল আরহামদের কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। উপরে করাবার নিয়মেও আমরা দেখেছি মৃতের যাবিল আরহামদের চারটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে। মৃতের নিজের বংশধর, মৃতের পূর্বপুরুষ, মৃতের ভাই-বোনদের বংশধর ও মৃতের পূর্বপুরুষদের বংশধর তথা তার চাচা-

ফুফু, মামা-খালা ও তাদের ছেলে-মেয়ে। তানযীলের নিয়মে গ্রুপগুলো এরই কাছাকাছি তবে কিছুটা ফারাক রয়েছে।

প্রথমত, যাবীল আরহামদের কয়টি গ্রুপে বিভক্ত করা হবে তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। কেউ বলেছে পাঁচটি গ্রুপে বিভক্ত করা হবে। তা হলো,

১) মৃতের বংশধর

২) মৃতের পিতৃকুল

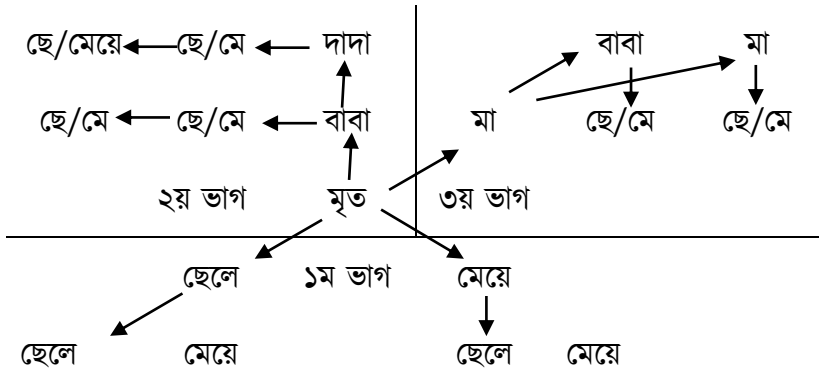
৩) মৃতের মাতৃকুল

৪) মৃতের ভাই-বোনদের বংশধর

৫) মৃতের চাচাতো বোন ও তাদের ছেলে-মেয়েরা

কেউ আবার বিভক্ত করেছেন চারটি ভাগে। তারা শেষের বিভাগটিকে ২য় বিভাগের মধ্যে গণ্য করেছেন। তবে ইবনে কুদামার মতে বিভাগ হওয়া উচিত তিনটি। তিনি শেষের দুটি বিভাগকে বাদ দিয়েছেন। যেহেতু ৪ ও ৫ নং বিভাগকে আলাদা বিভাগ গণনা করলে হিসাবে কিছু গরমিল হয়। যা আমরা একটু পরে উল্লেখ করবো। তার মতে ৪ নং ও ৫ নং বিভাগ পিতৃকুলের মধ্যে গণ্য হবে।

প্রথমে ৩ টি বিভাগকে ভালোমতো বুঝে নেওয়ার জন্য নিচের ছকটি লক্ষ্য করি।



ছকের বিষয়বস্তু অত্যন্ত স্পষ্ট। মৃতের ছেলে ও মেয়ের দিক থেকে যারা মৃতের সাথে সম্পর্কিত তারা ১ম ভাগ। যারা মৃতের বাবার সাথে সম্পর্কিত যেমন, বাবার ছেলে-মেয়ে তথা মৃতের নিজের ভাই-বোনদের সন্তানরা এবং মৃতের দাদা, তার বাবা ইত্যাদি যে কোনো পূর্ব পুরুষের সন্তানরা, ওয়ারিছ নয় এমন দাদা-

দাদী ইত্যাদি সকলে ২য় ভাগের মধ্য অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া যারা মৃতের মায়ের দিক থেকে মৃতের সাথে সম্পর্কিত যেমন, মৃতের মায়ের বাবা-মা, তার বাবা-মা ইত্যাদি পূর্বপুরুষদের মধ্যে যারা মৃতের ওয়ারিছ নয় ঐ সকল নানা-নানী, মায়ের ছেলে-মেয়ে তথা মৃতের মা পক্ষীয় ভাই-বোনদের বংশধর এবং মৃতের মায়ের চাচা-ফুফু, মামা-খালা ও তাদের বংশধর ইত্যাদি সকলে ৩য় ভাগের মধ্যে গণ্য।

বিঃদ্রঃ হাম্বালী মাহজাবের প্রকাশ্য মতে মৃতের মা পক্ষের ভাই-বোনেরা ২য় বিভাগ তথা বাবার দিকে পড়বে। যদিও মা পক্ষের ভাই-বোনদের সাথে পিতার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এভাবে মা পক্ষের ভাই-বোনদের পিতার ভাগে না ফেললে কিছু সমস্যা থেকে যায় যা আমরা পরে আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ।

এবিষয়ে জেনে নেওয়ার পর আমরা তানযিলের নিয়মে হিসাবের মূলনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাতে প্রবেশ করবো। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

### প্রথম মূলনীতিঃ একজন থাকলে সমস্ত সম্পত্তি পাবে।

মনে করি, মৃতের কেবল নানা বেঁচে আছে অন্য কোনো ওয়ারিছ নেই। এখন হিসাবের সময় নানাকে মা ধরতে হবে। সে হিসেবে নানা তিন ভাগের এক ভাগ সম্পত্তি পায়। কিন্তু যেহেতু এই মাসয়ালায় অন্য কোনো ওয়ারিছ নেই তাই রদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্পত্তি নানাকে প্রদান করা হবে। মা থাকলেও এখানে একই ঘটনা ঘটতো। মোটকথা, নানা এখানে পরিপূর্ণভাবে মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এভাবে যাবীল আরহামদের মধ্যে অন্য যে কেউ যদি একাই বেঁচে থাকে তবে সম্পূর্ণ সম্পত্তি দখল করবে। সে যে ভাগেরই হোক।

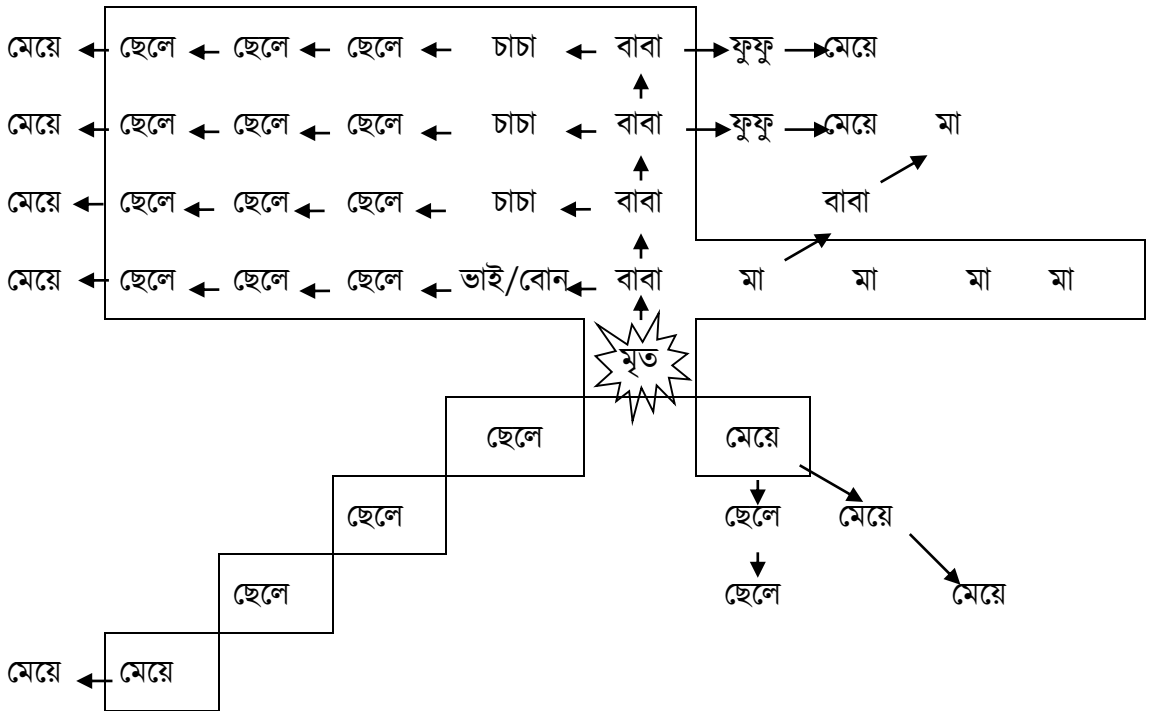
### দ্বিতীয় মূলনীতিঃ ওয়ারিছের অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি মীরাছ পাবে

আহলুল করাবাদের মতামত বিশ্লেষণের সময় আমরা দেখেছি, মৃত ব্যক্তির যাবীল আরহামদের বিভিন্ন প্রকারের বিভক্ত করার পর একই প্রকারের দুইজন ব্যক্তির মধ্যে মৃতের অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি আগে মীরাছ পাবে এমন বলা হয়েছে। যদি উভয়ে মৃতের সমান নিকটবর্তী হয় তবে যে ওয়ারিছের সন্তান তাকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে তাদের মতে ওয়ারিছের সন্তানের সন্তান কোনো প্রাধান্য পাবে না। আহলুত তানযিল এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, নৈকট্যের বিচার হবে সর্বশেষ ওয়ারিছের সাথে মৃত ব্যক্তির সাথে নয়। উদাহরণস্বরূপ, ছেলের ছেলের ছেলের ছেলের মেয়ের মেয়ে এবং মেয়ের মেয়ের মেয়ে বেঁচে থাকলে আললু করাবা মেয়ের মেয়ের মেয়েকে সম্পত্তি প্রদান করে থাকে। যেহেতু সে মৃতের অধিক নিকটবর্তী। কিন্তু আহলুত তানযিল প্রদান করে প্রথমজনকে। যেহেতু সে ওয়ারিছের অধিক নিকটবর্তী। নিচে কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

ক্র: নং	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	মৃতের দুরত্ব	ওয়ারিছের দুরত্ব
১	ছেলের	ছেলের	ছেলের	ছেলের	ছেলের	মেয়ের	মেয়ে	৭ ঘর	১ ঘর
২	ছেলের	ছেলের	ছেলের	ছেলের	মেয়ের	মেয়ের	মেয়ে	৭ ঘর	২ ঘর
৩	মেয়ের	মেয়ের	মেয়ে					৩ ঘর	২ ঘর
৪	মায়ের	মায়ের	মায়ের	মায়ের	মায়ের	মায়ের	বাবা	৭ ঘর	১ ঘর
৫	মায়ের	মায়ের	মায়ের	মায়ের	মায়ের	বাবার	মা	৭ ঘর	২ ঘর
৬	মায়ের	বাবার	মা					৩ ঘর	২ ঘর

ছকে আমরা মৃত ব্যক্তির সন্তান ও পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছি। আমরা দেখছি, মৃত ব্যক্তি থেকে বহু দূরে হওয়া সত্ত্বেও অনেকে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছের নিকটবর্তী হতে পারে। আহলুল ক্বরাবাদের নিকট মৃত ব্যক্তির সাথে নৈকট্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাদের কাছে ওয়ারিছের সাথে নৈকট্য কেবল তখন গুরুত্বপূর্ণ হয় যখন দুইজন ব্যক্তি মৃতের সাথে একই দুরত্বে অবস্থিত হয় সেক্ষেত্রেও মৃতের পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে তারা এ নৈকট্যকে ধার্তব্য করেন না তাছাড়া তারা কেবল ওয়ারিছের সন্তানকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন সন্তানের সন্তানকে নয়। কিন্তু আহলুত তানযিল মৃতের সাথে নৈকট্যের পরিবর্তে ওয়ারিছের সাথে নৈকট্যকে সর্বাবস্থায় গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এভাবে মৃতের সাথে নৈকট্যকে ধার্তব্য করার তুলনায় ওয়ারিছের সাথে নৈকট্যকে ধার্তব্য করার বিষয়টি অধিক যৌক্তিক। এর ব্যাখ্যা হলো, যাবীল আরহামদের মীরাছের পদ্ধতির ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে কিছুই বলা হয়নি। কুরআন হাদীসে কেবল মৃতের সাধারণ ওয়ারিছদের মীরাছের পদ্ধতি কেমন হবে সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এখন সাধারণ ওয়ারিছদের মীরাছ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে যা বলা হয়েছে তার উপর কিয়াস করেই যাবীল আরহামদের মীরাছ বন্টন করতে হবে। যাবীল আরহামদের মধ্যে কে সম্পত্তির বেশি হকদার বা কার কতটুকু প্রাপ্য সাধারণ ওয়ারিছদের মীরাছের পদ্ধতি থেকেই আমাদের আবিষ্কার করতে হবে। এখন সাধারণ ওয়ারিছদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, যে মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী সে বেশি হকদার এ মূলনীতি গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু মেয়ের ছেলে সম্পত্তি পায় না। অথচ ছেলের ছেলের ছেলের ছেলের মেয়ে সম্পত্তি পেয়ে যায়। একইভাবে মায়ের বাবা সম্পত্তি পায় না অথচ মায়ের মায়ের মায়ের মা সম্পত্তি পেয়ে যায়। সে হিসেবে বলা যায়, মেয়ের মেয়ের তুলনায় ছেলের ছেলের ছেলের ছেলের মেয়ে সম্পত্তি পাওয়ার

দিক থেকে মৃতের অধিক নিকটবর্তী। একই কথা মায়ের বাবা এবং মায়ের মায়ের মায়ের মায়ের মা সম্পর্কে বলা যায়। তাহলে মৃত ব্যক্তি থেকে নিকটে হলেই মীরাছ পাওয়ার অধিক হকদার হবে একথা সঠিক নয়। এখন সাধারণ নিয়মে যতদূর পর্যন্ত মৃতর সম্পত্তি পৌঁছায় সেটাকে ওয়ারিছদের সীমানা এবং যাবীল আরহামদের সেই সীমানার বাইরে গণ্য করলে ঐ সীমানার অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তিই সম্পত্তির অধিক হকদার প্রমাণিত হয়। যদিও সে মৃত ব্যক্তি থেকে দূরে অবস্থিত হয়। নিচের ছকটি লক্ষ্য করি।



ছকে মৃতের সাধারণ ওয়ারিছ ও যাবীল আরহামদের নমুনা পেশ করা হয়েছে। মানচিত্রের মতো সীমানা অংকন করে সাধারণ ওয়ারিছদের তার ভিতরে রাখা হয়েছে আর যাবীল আরহামদের রাখা হয়েছে সীমানার বাইরে। এর মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের বর্ণনা মতে সাধারণ অবস্থায় কারা মৃতের সম্পত্তি পায় তাদের এবং কারা সাধারণ অবস্থায় পায় না, বরং তারা মৃতের যাবীল আরহাম তা দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, যাবীল আরহামদের অনেকেই মৃত থেকে বহু দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও সম্পত্তির সীমানার খুব নিকটে অবস্থান করছে। কারণ, তার বংশ তালিকায় বহু দূর পর্যন্ত মৃতের ওয়ারিছ রয়েছে। অন্য কথায়, মৃতের সম্পত্তি তার নাকের ডগায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু অশ্লের জন্য হাতছাড়া হয়েছে। বিপরীতে এমন অনেকে রয়েছে যারা

মৃতের নিকটবর্তী কিন্তু সম্পত্তির সীমানা হতে বেশ দূরে। যেহেতু তার বংশ লতিকায় ওয়ারিছের উপস্থিতি অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এ হিসেবে বলা যায়, মৃতের নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও অনেকে সম্পত্তির সীমানা হতে দূরে এবং মৃত থেকে দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও অনেকে সম্পত্তির সীমানা হতে নিকট অবস্থান করতে পারে। এখন সম্পত্তি পাওয়ার কে বেশি হকদার তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সাথে নৈকট্যের হিসাব না করে সম্পত্তি হতে কে কত দূরে সেটা হিসাব করাই অধিক যৌক্তিক। সে হিসেবে বলা যায়, সর্বশেষ ওয়ারিশ থেকে যে নিকটে অবস্থান করছে তাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

এখন যারা স্থলাভিষিক্তকরনের মাধ্যমে যাবীল আরহামদের মাঝে সম্পত্তি বন্টনের পক্ষে রায় দিয়েছেন তারা অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে ৪ টি মতে বিভক্ত হয়েছেন।

১. দুরূত্ব ও নৈকট্যের ভিত্তিতে কাউকে প্রাধান্য না দেওয়া। এটা নায়ীম রাঃ এবং মুহাম্মদ ইবনে সালামের মত। তাদের মতে ফুফু এবং ফুফুর মেয়ে মৃতের সম্পত্তিতে অর্ধেক করে অংশ পাবে। মা ও মেয়ের মাঝে এই সমবন্টন যে মীরাছের নিয়ম-কানূনের আলোকে পুরোপুরি অযৌক্তিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

২. উপরে যেসব বিভাগের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এসব বিভাগের মধ্যে কোনো একটি বিভাগে অবস্থিত দুইজন ব্যক্তির মধ্যে অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে দূরবর্তী ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা হবে। কিন্তু একটি বিভাগের নিকটবর্তী ব্যক্তি অন্য বিভাগের দূরবর্তী ব্যক্তিকে বঞ্চিত করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ,

মৃত ব্যক্তি									
বিভাগ	১ম বিভাগ			২য় বিভাগ			৩য় বিভাগ		
১	মেয়ে	মেয়ে	ছেলের মেয়ে	বাবা	ভাই	বাবা	মা	মা	মা
২	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	বোন	মেয়ে	ভাই	বোন	ভাই	বাবা
৩	ছেলে			মেয়ে		মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মা
মীরাছ	×	✓	✓	×	✓	×	✓	✓	✓

ছকে দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি বিভাগে বিভিন্ন দুরূত্বের যাবীল আরাহমরা রয়েছে। আমরা দেখছি, প্রতিটি বিভাগের অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি বাকীদের বঞ্চিত করেছে। কিন্তু ৩য় বিভাগে সকলে একই স্তরের হওয়ার কারণে



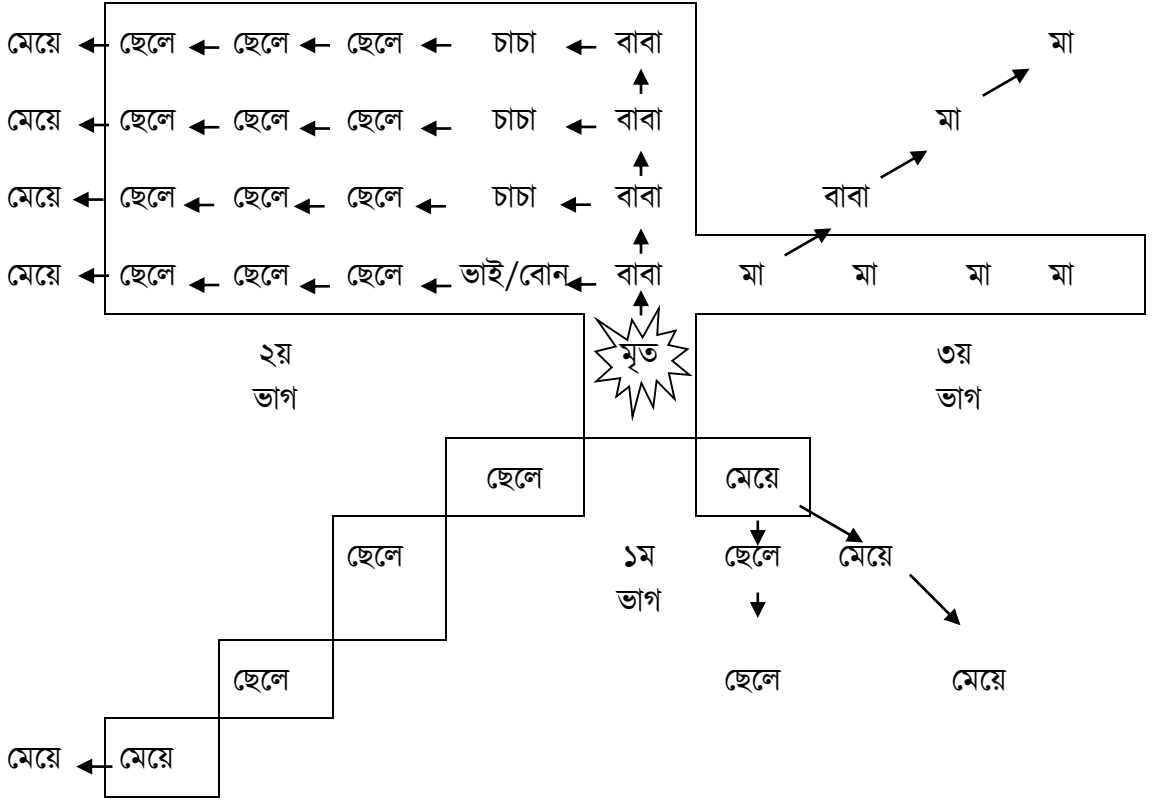
তাদের কেউ বঞ্চিত হয়নি। অন্য স্তরের নিকটবর্তী ব্যক্তি তাদের বঞ্চিত করতে পারেনি। এই মতটি হাম্বালী মাজহাবের গ্রহণযোগ্য মত।

৩. বিভাগের পার্থক্য ছাড়াই যেকোনো নিকটবর্তী ব্যক্তি যে কোনো দূরবর্তী ব্যক্তিকে বঞ্চিত করবে। ইবনে কুদামা رحمہ اللہ আল মুগনীতে বলেন, যারা তানযীলের মাধ্যমে মীরাছ বন্টনের পক্ষে তাদের বেশিরভাগ এই মত দিয়েছেন। এই মতে বিষয়টা দাড়াবে নিম্নরূপ,

	মৃত ব্যক্তি								
বিভাগ	১ম বিভাগ			২য় বিভাগ			৩য় বিভাগ		
১	মেয়ে	মেয়ে	ছেলের মেয়ে	বাবা	ভাই	বাবা	মা	মা	মা
২	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	বোন	মেয়ে	ভাই	বোন	ভাই	বাবা
৩	ছেলে			মেয়ে		মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মা
মীরাছ	×	✓	✓	×	✓	×	×	×	×

এই ছকে দেখা যাচ্ছে, ৩য় বিভাগের যাবীল আরাহামরাও মীরাছ পায় না। কারণ, অন্য বিভাগের নিকটবর্তী ওয়ারিছ তাদের বঞ্চিত করেছে।

সুস্পষ্ট বিশ্লেষণে এই মতটিই সঠিক প্রমাণিত হয়। কারণ, উপরে আমরা বলেছি মৃতের সম্পত্তি যে ওয়ারিছ পর্যন্ত পৌছায় তার নিকটে যারা অবস্থান করে তারা সম্পত্তির কাছাকাছি অবস্থান করার কারণে সম্পত্তিতে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। যে ওয়ারিছ থেকে দূরে অবস্থান করছে সে যে বিভাগেরই হোক সম্পত্তি থেকে দূরেই অবস্থান করে। তাই তাকে বঞ্চিত করা উচিত। সম্পত্তির মানচিত্রের দিকে আরেকবার লক্ষ্য করি।



এখানে আমরা ৩টি বিভাগের যাবীল আরহামদের দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১ম বিভাগের মৃতের ছেলের ছেলের ছেলের মেয়ের মেয়ে সম্পত্তি থেকে ১ ঘর দূরে। ১ম বিভাগের অন্য ২ জন যাবীল আরহাম তথা মৃতের মেয়ের ছেলের ছেলে এবং মেয়ের মেয়ের মেয়ে সম্পত্তি হতে ২ ঘর দূরে অবস্থিত। একারণে তারা বঞ্চিত হয়। এখন ৩য় বিভাগের একজন যাবীল আরহাম তথা মায়ের বাবার মায়ের মা সম্পত্তি হতে ৩ ঘর দূরে অবস্থিত। ৩য় বিভাগে অন্য কোনো ওয়ারিছ নেই। এখন যদি এক বিভাগের নিকটবর্তী ওয়ারিছের মাধ্যমে অন্য বিভাগের দূরবর্তী ওয়ারিছকে বঞ্চিত করা না হয় তবে ৩য় বিভাগে যে আছে সে বঞ্চিত হয় না। যদিও সে প্রথম বিভাগে যারা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের চেয়ে দূরের স্তরের ওয়ারিছ। কেবল তাই নয়। এ নিয়মে অনেক সময় দূরবর্তী ওয়ারিছ নিকটবর্তী ওয়ারিছকে বঞ্চিত করে। একারণে ইবনে কুদামা رحمہ اللہ কিছু বিভাগকে বাতিল করেছেন।

উপরে আমরা বলেছি, কেউ কেউ ৫ টি বিভাগের কথা বলেছেন। কেউ বলেছেন ৪ টি। কিন্তু ইবনে কুদামা رحمہ বিভাগ তিনটি হওয়ার মতকে গ্রহণ করেছেন। কারণ, বিভাগ ৪ টি বা পাঁচটি হলে কিছু সমস্যা হয়। এখানে সে সমস্যার ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার।

যদি বিভাগ পাঁচটি হয় এবং বাবা ও চাচার বিভাগকে আলাদা করা হয় সেক্ষেত্রে মৃতের আপন চাচার মেয়ে আর মা পক্ষের চাচার মেয়ে থাকলে আপন চাচার মেয়ের বদলে মা পক্ষের চাচার মেয়ে সম্পত্তি পেয়ে যায়। কারণ, আপন চাচার মেয়ে মৃতের চাচা হিসেবে গণ্য হয় যেহেতু আপন চাচা নিজেই একজন ওয়ারিছ। কিন্তু মা পক্ষের চাচার মেয়ে মৃতের বাবা হিসেবে গণ্য হয়। যেহেতু মা পক্ষের চাচা নিজে ওয়ারিছ নয়। এখন উভয়ের হিসাব হবে নিম্নরূপ,

স্তর	মৃত	
১	আপন চাচা	বাবা
২	মেয়ে	মা পক্ষের ভাই
৩		মেয়ে

দেখা যাচ্ছে, আপন চাচার মেয়ে ওয়ারিছ থেকে ১ স্তর দূরে আর সৎ চাচার মেয়ে দুই স্তর দূরে অবস্থিত। এখন চাচাদের বিভাগ আলাদা হলে আপন চাচার মেয়ে নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও সৎ চাচার মেয়েকে ফেলতে পারে না। যেহেতু এক বিভাগের নিকটবর্তী কেউ অন্য বিভাগের দূরবর্তীকে ফেলতে পারে না। সেক্ষেত্রে উভয়ে হিসাবে টিকে যায়। এখন মা পক্ষের চাচার মেয়ে যেহেতু হিসাবের সময় বাবা হিসেবে গণ্য হয় আর আপন চাচার মেয়ে গণ্য হয় চাচা হিসেবে। কিন্তু বাবা বেঁচে থাকতে চাচা কিছুই পায় না। তাই হিসাবের শেষ ফলাফলে আপন চাচার মেয়ে কিছুই পায় না। বলা বাহুল্য যে, এভাবে আপন চাচার মেয়েকে বাতিল করে সৎ চাচার মেয়ে সম্পত্তি পাওয়ার বিষয়টি পুরোপুরি অবাস্তব। এখন যদি চাচা ও বাবা উভকে একই বিভাগের মধ্যে গণ্য করা হয় তবে আপন চাচা নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সৎ চাচার মেয়েকে বঞ্চিত করে। হিসাব এমনই হওয়া উচিত। একারণে ইবনে কুদামা رحمہ চাচাদের বিভাগকে আলাদা গননা না করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

বাবা ও ভাইদের বিভাগ আলাদা গননা করলে অনুরূপ গরমিল হয়। উদাহরণস্বরূপ, মৃতের ফুফুর বা সৎ চাচার মেয়ের মেয়ে এবং মৃতের আপন ভাই বা বোনের মেয়ে থাকলে ফুফুর মেয়ের মেয়ে মীরাছ পেয়ে যায়।

স্তর	মৃত	
১	আপন ভাই	বাবা
২	মেয়ে	বোন/মা পক্ষের ভাই
৩		মেয়ে

এখানে যদি ভাই ও বাবাকে আলাদা বিভাগ হিসেবে গণ্য করা হয় তবে ভাইয়ের মেয়ে নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও ফুফু বা সৎ চাচার মেয়েকে বঞ্চিত করতে পারে না। উল্টো হিসাবে সময় সৎ চাচার মেয়ে বাবা হিসেবে গণ্য হয়ে আপন ভাইয়ের মেয়েকে বঞ্চিত করে। একারণে ইবনে কুদামা رحمہ ভাই ও বাবাকে একই বিভাগের মধ্যে গণ্য করেছেন। যাতে ভাইয়ের মেয়ে নিকটবর্তী হওয়ার কারণে ফুফু বা সৎ চাচার মেয়েকে বঞ্চিত করতে পারে।

দেখা যাচ্ছে, যাবীল আরহামদের বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে একটি বিভাগের নিকটবর্তী ব্যক্তি অন্য বিভাগের দূরবর্তী ব্যক্তিকে বঞ্চিত করতে পারবে না এমন মত দিলে অনেক সময় অন্য স্তরের দূরবর্তী ব্যক্তি নিকটবর্তী ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইবনে কুদামা رحمہ বেশ কিছু বিভাগকে বাতিল করে বিভাগের সংখ্যা ৫ টি থেকে ৩ টিতে নামিয়ে এনেছেন।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তার এ প্রস্তাব পুরোপুরি যৌক্তিক নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি মৃতের ফুফুর মেয়ের মেয়ের মেয়ের মেয়ে এবং মৃতের মা পক্ষের ভাই বা বোনের মেয়ে থাকে তবে হয়তো মা পক্ষের ভাই-বোনদের ছেলে-মেয়েদের বাবার বিভাগে গণ্য করা হবে অথবা ফুফুর মেয়ের মেয়ের মেয়ের মেয়ে মা পক্ষের ভাই-বোনের মেয়েকে বঞ্চিত করবে। বলা বাহুল্য যে, দুটির যেটিই করা হোক তা যুক্তিবিরুদ্ধ হবে। কেননা, মা পক্ষের বোনের সাথে বাবার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই তাকে তার সাথে এক বিভাগে গণ্য করা উচিত নয়। আবার ফুফু নিজে যেহেতু মা পক্ষের বোনদের বঞ্চিত করে না, তাই ফুফুর মেয়ের মা পক্ষের ভাই-বোনের মেয়েকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। ফুফুর মেয়ের মেয়ের মেয়ে হলে তো বিষয়টি আরও বেশী অসম্ভব।

তাছাড়া এভাবে তিনটি বিভাগ গণনা করা হলেও অনেক সময় মৃতের নিকটবর্তী এবং ওয়ারিছের নিকটবর্তী অনেকে উভয় দিক থেকে দূরবর্তীদের নিকট বঞ্চিত হয়।

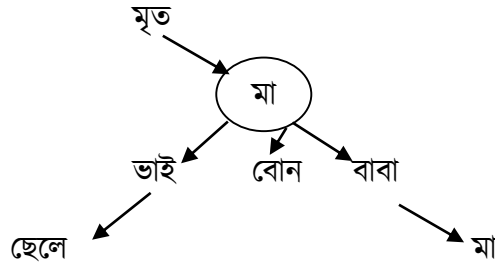
উদাহরণস্বরূপ, মৃতের মেয়ের মেয়ের মেয়ের মেয়ে এভাবে যতদূর যায় মৃতের মা পক্ষের বোনের মেয়েকে বঞ্চিত করে। অথচ মা পক্ষের বোন মৃতের যেমন নিকটে তেমনি সর্বশেষ ওয়ারিছ থেকেও নিকটে। অর্থাৎ সে সম্পত্তির খুব কাছে অবস্থান করা সত্ত্বেও বহু দূরের ব্যক্তি তাকে বঞ্চিত করে। একারণে কেউ কেউ

বলেছেন, এভাবে দূরের ব্যক্তি যখন নিকটবর্তী ব্যক্তিকে বঞ্চিত করার অবস্থা হয় তখন নিকটবর্তীকে বাদ না দিয়ে উল্টো দূরবর্তী ব্যক্তিকেই বাদ দেওয়া হবে।

দেখা যাচ্ছে, বিভাগ গননা করলে একের পর এক সমস্যা থেকেই যায়।

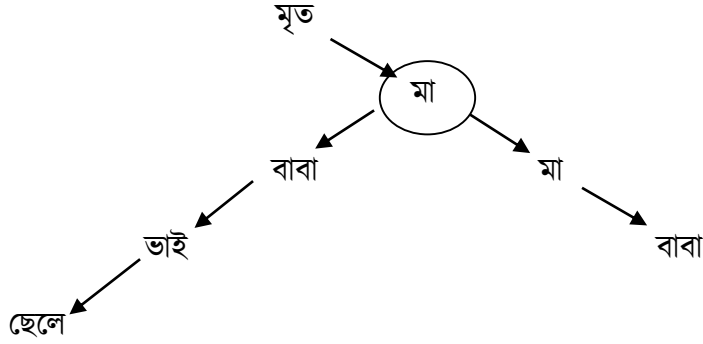
অতএব, এখানে সমাধানের সহজ উপাই হলো, কোনো বিভাগ গননা না করে সরাসরি সকল যাবীল আরহামকে হিসাবের ছকে উল্লেখ করা এবং তাদের মাধ্যে যে কেউ নিকটবর্তী তাকে প্রাধান্য দেওয়া আর দূরবর্তীকে বঞ্চিত করা। এটিই আহলুত তানযীলের মধ্যে বেশিরভাগের মত। আর এটিই সঠিক। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

৪. নাখয়ী, শারিক رحمہ اللہ প্রমুখ আলেম থেকে দ্বিমত বর্ণিত আছে। তারা বলেছেন, যে ওয়ারিছের মাধ্যমে এরা মৃতের সাথে সম্পর্কিত ঐ ওয়ারিছ মারা গেলে তার সম্পত্তি যেভাবে বন্টন করা হয় এখানে সেভাবে বন্টন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে যদি মৃতের খালা এবং মামার ছেলে এবং মায়ের বাবার মা থাকে তবে মা মারা গেলে সম্পত্তি যেভাবে বন্টন করতে হতো সেভাবে বন্টন করা হবে। সেক্ষেত্রে খালা মায়ের বোন হিসেবে অর্ধেক সম্পত্তি পায়, মায়ের বাবার মা মায়ের দাদী হিসেবে ছয় ভাগের এক ভাগ পায়। আর মায়ের ভাইয়ের ছেলে মায়ের আসাবা হিসেবে বাকী সম্পত্তি গ্রহণ করে।



দেখা যাচ্ছে, তাদের হিসাবে অনেক সময় এমনকি একই বিভাগের দূরবর্তী ব্যক্তি নিকটবর্তী ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে সম্পত্তি দখল করতে পারে।

ইবনে কুদামা رحمہ اللہ এই মতটি খন্ডায়ন করে বলেন, এই পদ্ধতি যে সব জায়গায় প্রযোজ্য নয় সে ব্যাপারে আহলুত তানযিল একমত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, মৃতের মায়ের চাচার ছেলে এবং তার মায়ের মায়ের বাবা বেঁচে থাকলে অবস্থা হয় নিম্নরূপ,



এই মাসয়ালায় যদি মাকে মৃত ধরে নেওয়া হয় তবে মায়ের চাচার ছেলে মায়ের আসাবা হয়ে সম্পূর্ণ সম্পত্তির মালিক হয়। আর মায়ের মায়ের বাবা কোনো সম্পত্তি পায় না। যেহেতু তার সাথে মায়ের সম্পর্কের মাঝে একজন মহিলা পড়ছে।

কিন্তু ইবনে কুদামা رحمہ اللہ বলেন, এই মাসয়ালায় সকলে একমত যে, এখানে মায়ের বাবা সকল সম্পত্তির মালিক হবে। যেহেতু সে অধিক নিকটবর্তী।

এ থেকে বোঝা যায়, যাবীল আরহামদের মাঝে সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে নিকটবর্তীর মাধ্যমে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করার মতটিই মোটামুটিভাবে সকল আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

**তৃতীয় মূলনীতিঃ** যাবীল আরহামরা যেসব ওয়ারিছের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত প্রথমে মীরাছের নিয়মে তাদের মাঝে সম্পদ বন্টন করা হবে। পরে তারা যে যতটুকু পায় তা তাদের সাথে সম্পর্কিত যাবীল আরহামদের মাঝে মীরাছের নিয়মে বন্টন করা হবে।

উপরে আমরা দেখেছি কিছু আলেম বলেছেন, একই ওয়ারিছের সাথে সম্পর্কিত যাবীল আরহামদের মাঝে সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির সাথে তারা সম্পর্কিত ঐ ব্যক্তিকে মৃত ব্যক্তি ধরে নিয়ে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে। সেক্ষেত্রে মৃতের মায়ের বাবার মা আর মৃতের মায়ের চাচার ছেলের মাঝে মৃতের মায়ের মায়ের বাবা বঞ্চিত হয়ে মৃতের মায়ের চাচার ছেলে মীরাছ পায়। যেহেতু মাকে মৃত ধরে নেওয়া হলে মায়ের চাচার ছেলে তার আসাবা হয়। আর মায়ের বাবার মা ওয়ারিছ হিসেবেই গণ্য হয় না। যদিও মৃতের মায়ের চাচার ছেলে অপেক্ষা মৃতের মায়ের বাবার মা মৃতের অধিক নিকটবর্তী। উপরে আমরা দেখেছি এ মত সঠিক নয়। বরং সঠিক মত হলো, অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তিকে সম্পত্তিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এখন যদি দেখা যায় উভয়ে সমান নিকটবর্তী তখন উপরোক্ত নিয়মে তারা যার সাথে সম্পর্কিত তাকে মৃত ধরে নিয়ে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে। এভাবে মীরাছের নিয়মে যে যতটুকু পায় কম-বেশি যা-ই হোক তাকে তাই প্রদান করা হবে। এমনকি যে বঞ্চিত হয় সে বঞ্চিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি মৃতের মায়ের বাবা

এবং মৃতের মায়ের ভাই-বোন বেঁচে থাকে। তবে তারা সকলে মৃতের মায়ের সাথে সমান দূরত্বে অবস্থিত। তাই তাদের মধ্যে মীরাছের নিয়মে সম্পদ বন্টন করা হবে। এখানে ধরে নেওয়া হবে মায়ের সম্পত্তি বন্টন করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে মায়ের বাবা সম্পত্তি পাবে। যেহেতু বাবা বেচে থাকলে ভাই-বোন কিছুই পায় না। যদি এখানে মৃতের মায়ের ভাই-বোনের সাথে মৃতের মায়ের বাবার বাবা বেঁচে থাকতো তবে সম্পত্তি পেতো মৃতের মায়ের ভাই-বোন। যেহেতু এক্ষেত্রে মায়ের ভাই-বোন মায়ের বাবার বাবা অপেক্ষা মায়ের অধিক নিকটবর্তী। উপরের মতটিতে এক্ষেত্রেও মা-কে মৃত ধরে নিয়ে সম্পত্তি বন্টন করা হবে। তাই মায়ের বাবার বাবা মায়ের ভাই-বোনদের বঞ্চিত করবে।

তাহলে উভয় মতের মধ্যে পার্থক্য হলো, একটি মতে দুরূহকে ধার্তব্য না করেই মা-কে মৃত ধরে নিয়ে সম্পত্তি বন্টন করা। আর অন্য মতে প্রথমে দুরূহের পার্থক্য বিবেচনা করে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যদি দুরূহের হিসাবে সবাই সমান হয় তখন মাকে মৃত ধরে নিয়ে তার ওয়ারিছদের মাঝে মীরাছের সম্পত্তি বন্টন করা হবে। আশা করি পাঠক পার্থক্যটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে।

পরবর্তীতে আমরা হিসাব কিভাবে করতে হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা উল্লেখ করবো। ইনশাআল্লাহ।

**চতুর্থ মূলনীতিঃ** কয়েকজন ব্যক্তির দুরূহ সমান হলে, সম্পত্তি সরাসরি তারা না পেয়ে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি স্তরের পূর্বপুরুষদের প্রদান করা হবে। এভাবে নিচের স্তরে যতটুকু পৌঁছায় তা ঐ ব্যক্তি গ্রহণ করবে।

উপরে আমরা আহলুল করাবার মতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেখেছি, দাদা-দাদী ও নানা-নানীদের মীরাছের ক্ষেত্রে উপরের স্তরে নারী-পুরুষে বৈপরীত্ব থাকলে সেখানে আগে হিসাব চুকিয়ে নিয়ে পর্যায়ক্রমে নিচে নেমে আসতে হবে। মৃতের ভাই-বোন ও চাচা-ফুফুদের ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও ইমাম মুহাম্মদের মতে হিসাব এভাবেই সম্পন্ন করতে হবে। তানযীলের নিয়মে বিষয়টা এরই কাছাকাছি। তবে কিছুটা বৈপরীত্ব রয়েছে। নিচে বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো।

### তালিকা প্রস্তুত করা

প্রথমেই জানার বিষয় হলো, এখানে তালিকা প্রস্তুত করতে হবে বাস্তব সম্মতভাবে। অর্থাৎ যে স্তরে বাস্তবে যত জন ব্যক্তি আছে তত জনই উল্লেখ করতে হবে এবং তাদের কে কার সাথে সম্পর্কিত সেটিও ছকে উল্লেখ থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ,

স্তর	মৃত				
১	মেয়ে			মেয়ে	
২	ছেলে		মেয়ে	ছেলে	ছেলে
৩	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে

ছকে দেখা যাচ্ছে, মৃতের তিন স্তরের বংশধরদের তালিকা পেশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্রাবার নীতি অনুযায়ী নিচের প্রতিটি ব্যক্তির বিস্তারিত সম্পর্ক উল্লেখ করে পৃথক পৃথক সারি তৈরী না করে মৃত ব্যক্তির কতজন সন্তান এবং তাদের কতটি সন্তান এভাবে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে মৃত ব্যক্তির দুটি মেয়ে ছিলো যাদের একটি করে ছেলে ও মেয়ে ছিলো প্রথম মেয়েটির ছেলের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জীবিত আছে অন্যদের কেবল একটি করে মেয়ে জীবিত আছে। এভাবে ছক প্রস্তুত করতে হবে।

যেহেতু তানযীলের নিয়মে সর্বশেষ ওয়ারিছ থেকে নৈকট্য ও দুরত্ব হিসাব করা হয়, মৃত ব্যক্তি থেকে নয় তাই ছকে প্রথম স্তরে সরাসরি সর্বশেষ ওয়ারিছের নাম উল্লেখ করতে হবে। মৃত ব্যক্তি থেকে ঐ ওয়ারিছের বিস্তারিত সম্পর্ক উল্লেখ করার দরকার নেই। উদাহরণস্বরূপ, মৃতের আপন মামার একটি ছেলে, বাবা পক্ষের বোনের ছেলের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, আপন চাচার একটি মেয়ে এবং তার আপন ফুফুর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে বেঁচে আছে। ছক হবে নিম্নরূপ,

স্তর	মৃত					
১ম	আপন চাচা	বাবা		বাবা পক্ষের বোন		মা
২য়	মেয়ে	আপন বোন		ছেলে		আপন ভাই
৩য়		ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে

ছকে দেখা যাচ্ছে, ১ম স্তরে সরাসরি যাবিল আরহামরা যে ওয়ারিছের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত তার নাম লেখা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি থেকে ঐ ওয়ারিছ কার মাধ্যমে সম্পর্কিত তা লেখা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, আপন চাচার মেয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় হলো বাবার আপন ভাইয়ের মেয়ে। কিন্তু ছকে বাবার কথা লেখা হয়নি। যেহেতু চাচা নিজেই একজন ওয়ারিছ। কিন্তু ফুফুর ক্ষেত্রে প্রথমে বাবা লেখা হয়েছে। যেহেতু ফুফু ওয়ারিছ নয়। এভাবে ছকে প্রথম স্তরে সর্বশেষ ওয়ারিছের নাম লিখতে হবে। ঐ ওয়ারিছের বিস্তারিত সম্পর্ক লেখার



দরকার নেই। এভাবে ছক প্রস্তুত করার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি, চাচার মেয়ে ওয়ারিছ থেকে ১ স্তর দুরত্বে অবস্থান করছে। আর ফুফু ও মামার ছেলে-মেয়েরা এক স্তর বেশি দুরত্বে রয়েছে। এখন যদি বিভাগ গননা না করা হয় তবে চাচার মেয়ে ছাড়া বাকীরা ছক থেকে বাদ পড়ে যাবে। যেহেতু অধিক নিকটবর্তী যাবীল আরাহামদের কারণে তারা বঞ্চিত হবে।

আর যদি বিভাগ গননা করা হয় তবে কয়টি বিভাগ গননা করা হবে তার উপর ফলাফল নির্ভর করবে। যেহেতু সে মতে এক বিভাগের নিকটবর্তী ব্যক্তি অন্য বিভাগের দূরবর্তী ব্যক্তিকে বঞ্চিত করতে পারে না। যদি ৫ টি বিভাগ গননা করা হয় তবে এখানে যারা আছে দুরত্ব ও নৈকট্যের ভিত্তিতে কেউই বঞ্চিত হবে না। তবে পরবর্তীতে হিসাবের সময় ফুফুর মেয়ের কারণে চাচার মেয়ে বঞ্চিত হবে। যেহেতু ফুফুর মেয়ে বাবা হিসেবে গণ্য আর চাচার মেয়ে চাচা হিসেবে গণ্য। উপরে আমরা বলেছি, ঠিক একারণেই ইবনে কুদামা ۞ ৫ টি বিভাগ গননা না করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি চাচা ও বাবাকে একই বিভাগে রাখার কথা বলেছেন। সেক্ষেত্রে চাচার মেয়ে নিকটে অবস্থানের কারণে ফুফুর মেয়েকে বঞ্চিত করে।

এভাবে ৪ টি বিভাগ গননা করা হলে নৈকট্যের কারণে কেবল চাচার মেয়ে ফুফুর মেয়েকে বঞ্চিত করে। আর কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না। কিন্তু পরবর্তীতে হিসাবের সময় ফুফুর মেয়ে বোনের ছেলে-মেয়েকে বঞ্চিত করে। যেহেতু ফুফুর মেয়ে বাবা হিসেবে গণ্য আর বাবা বেঁচে থাকতে বোন অংশ পায় না। এ সমস্যা নিরসনের জন্য ইবনে কুদামা ۞ ভাই-বোনদের আলাদা একটি বিভাগে না রেখে বাবার সাথে মিলিয়ে একই বিভাগে রেখেছেন। উপরে আমরা বলেছি, এক্ষেত্রে মা পক্ষের ভাই-বোনদের বাবার বিভাগে রাখা হয় যা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। তা না করলে আবার একই সমস্যা ঘটে। অর্থাৎ ফুফুর মেয়ের মেয়ের মেয়ে এভাবে যতদূর যায় বাবা হিসেবে গণ্য হয়ে বোনের মেয়েকে বঞ্চিত করে। অথচ বোনের মেয়ে সম্পত্তির অধিক নিকটবর্তী। তাই আমরা বলেছি, কোনো বিভাগ গননা না করে যে কেউ নিকটবর্তী তাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং যারা দূরবর্তী তাদের বঞ্চিত করাই সঠিক মত। আর আল্লাহই ভাল জানেন। তবে এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো, সঠিক নিয়মে ছক প্রস্তুত করার পর যে বিভাগ গননা করার পক্ষে সে বিভাগ গননা করেও হিসাব করতে পারে, যে গননা না করার পক্ষে সে বিভাগ গননা না করেও হিসাব করতে পারে। তবে যে বিভাগ গননা করতে চায় সে একই বিভাগের যাবীল আরাহামদের ছকে এক পাশে রাখলে বেশি সুবিধা হবে। যেভাবে আমরা চাচা, বাবা ও ভাইকে একপাশে রেখেছি আর মাকে রেখেছি অন্য পাশে।

ছক প্রস্তুতের সময় আরও কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। তা হলো,

ক) ভাই-বোন ও চাচা লেখার সময় আপন, বাবা পক্ষীয় নাকি মা পক্ষীয় তা উল্লেখ করতে হবে। যেহেতু তারা নিজেরাই ওয়ারিছ তাই ছকে সরাসরি তাদের নাম উল্লেখ করা হবে। মামা ও খালার পরিচয় লেখার সময় মায়ের আপন ভাই/বোন বা মায়ের মা অথবা বাবা পক্ষীয় ভাই/বোন এভাবে লিখতে হবে। সেক্ষেত্রে

ছকে প্রথমে মা, পরে আপন ভাই বা বোন অথবা মা পক্ষের ভাই বা বোন এভাবে উল্লেখ করতে হবে। যেহেতু তারা নিজে ওয়ারিছ নয়। তাই ছকে সরাসরি তাদের নাম আসবে না। বরং মায়ের মাধ্যমে তাদের পরিচয় ভুলে ধরা হবে। মা পক্ষের চাচা অর্থাৎ দাদীর অন্য ঘরের ছেলে যেহেতু মৃতের আসাবা তথা ওয়ারিছ নয় তাই তার পরিচয়ের ক্ষেত্রেও বাবার মা পক্ষের ভাই এভাবে লিখতে হবে। সেক্ষেত্রে ছকে প্রথমে বাবা, পরে মা পক্ষের ভাই এভাবে উল্লেখ করতে হবে। মৃতের ফুফু যেহেতু নিজে ওয়ারিছ নয় তাই বাবার বোন হিসেবে ছকে তাকে পরিচয় করা হবে। সেক্ষেত্রে আপন বোন কি সৎ বোন তা উল্লেখ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি উপরোক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের একটি করে মেয়ে থাকে তবে ছকে উল্লেখ করতে হবে এভাবে,

বাবা	আপন চাচা	বাবা	ভাই	মা	মা
আপন বোন	মেয়ে	মা পক্ষের ভাই	মেয়ে	আপন বোন	আপন ভাই
মেয়ে		মেয়ে		মেয়ে	মেয়ে

খ) ছেলের ছেলের ছেলের মেয়ে নিজেই ওয়ারিছ তাই তাকে ছকে প্রথমে উল্লেখ করতে হবে কিন্তু ছকে কেবল ছেলের মেয়ে লিখলে হবে না যেহেতু সেক্ষেত্রে তথ্যটি ভুল হয়ে যায়। বরং ছেলের ছেলের ছেলের মেয়ে এভাবেই লিখতে হবে। সংক্ষেপে বলার স্বার্থে ৩ নং ছেলের মেয়ে বা আরও সংক্ষেপে ছেলে (৩) মেয়ে এভাবে লেখা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি মৃতের নিজের ছেলের মেয়ের মেয়ে, ছেলের ছেলের মেয়ের মেয়ে, ছেলের ছেলের ছেলের মেয়ের মেয়ে এই তিনটি বংশধর থাকে থাকে তবে ছকে লিখতে হবে এভাবে,

১	ছেলে (১) মেয়ে	ছেলে (২) মেয়ে	ছেলে (৩) মেয়ে
২	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে

দেখা যাচ্ছে তিনজনই ওয়ারিছ থেকে সমান দূরত্বে। তাই কেউ কাউকে নৈকট্যের কারণে বঞ্চিত করতে পারে না কিন্তু হিসাবে সময় তারা ছেলের নাম্বার অনুযায়ী প্রাধান্য পায়। নিজের ছেলের মেয়ে তথা ছেলে (১) এর মেয়ের মেয়ে অর্ধেক সম্পত্তি পায়, ছেলে (২) এর মেয়ের মেয়েটি পায় হয় ভাগের এক ভাগ আর ছেলে (৩) এর মেয়ের মেয়েটি কিছুই পায় না। যদি ছেলে (১) এর মেয়ের মেয়েটি না থাকতো তবে ছেলে (২) এর মেয়ের মেয়েটি তার স্থানে বসে অর্ধেক সম্পত্তি পেতো আর ছেলে (৩) এর মেয়ের মেয়েটি পেতো হয় ভাগের এক ভাগ। পূর্বে ছেলে-মেয়েদের মীরাছ সম্পর্কে আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে। আশা করি পাঠক তা স্মরণ রেখেছেন। এই পার্থক্যের কারণে কত নং ছেলে তা ছকে উল্লেখ করতে হবে।

গ) ছেলের মতোই দাদী/নানিকে ওয়ারিছ হিসেবে ছকে উল্লেখের সময় পাশে নং উল্লেখ করতে হবে। যেহেতু মৃতের বাবা-মায়ের মা যেমন তার দাদী/নানি হিসেবে গণ্য তেমনি তার বাবার বাবার মা এবং মায়ের মায়ের মা এভাবে যতদূর যায় তার দাদী/নানী হিসেবে গণ্য। তাদের মধ্যে আগের জন থাকতে পরের জন মীরাছ পায় না। এখন ছকে উল্লেখের সময় প্রথম স্তরের দাদী-নানীকে কেবল দাদী/নানী অথবা দাদী/নানী (১) বলে উল্লেখ করতে হবে। আর বাকী সকল দাদী/নানীর পাশে ২,৩,৪ এভাবে নং উল্লেখ করতে হবে। যাতে বোঝা যায় তাদের মধ্যে কে কার আগে মীরাছ পাবে।

উদাহরনস্বরূপ, মৃতের নিম্নোক্ত যাবীল আরহামরা বেঁচে আছে।

- বাবার মায়ের বাবা,
- বাবার বাবার মায়ের বাবা
- বাবার মায়ের মায়ের বাবা
- মায়ের মায়ের বাবা
- মায়ের মায়ের মায়ের বাবা

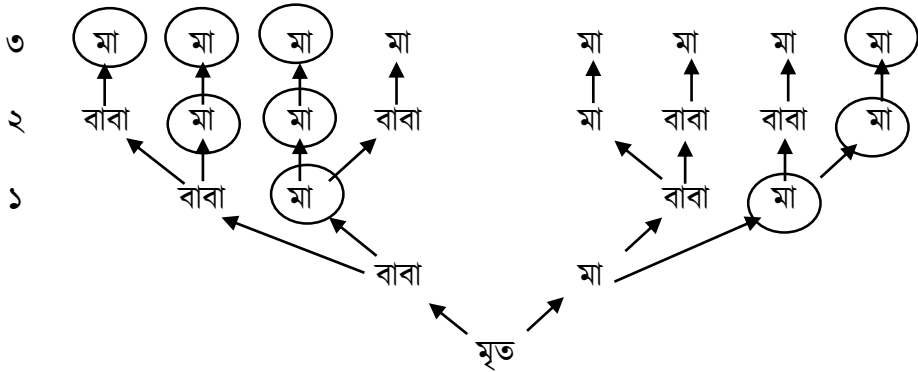
এদের তালিকা হবে নিম্নরূপ

স্তর	মৃত				
১ম	দাদী/নানী (১)	দাদী/নানী (২)	দাদী/নানী (২)	দাদী/নানী (১)	দাদী/নানী (২)
২য়	বাবা	বাবা	বাবা	বাবা	বাবা

দেখা যাচ্ছে, ১ম স্তরে দাদী/নানীদের পাশে তাদের নং উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ১ নং দাদী/নানীর উপস্থিতিতে বাকীরা কিছুই পাবে না। যদি একই নং এর দুজন থাকে তবে উভয়ে সমান ভাগ পাবে।

কত নং দাদী/নানী তা বোঝায় সহজ উপায় হলো, যেসব দাদী/নানী মৃতের ওয়ারিছ হয় তাদের পূর্বে কয়টি স্তর আছে তথা কয়বার বাবা ও মা কথাটি উল্লেখ আছে তা লক্ষ্য রাখা। পূর্বে সঠিক দাদী/নানী কারা সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেটা স্মরণ রাখলে এ আলোচনা সহজেই পাঠকের বোধগম্য হবে বলে আশা করি। তারপরও দাদী/নানীর ছকটি আমি এখানে আরেকবার উল্লেখ করছি।

স্তর



ছকে দাদী/নানীদের যে স্তর দেখানো হয়েছে এটিই তাদের নামের পাশে নং হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

ঘ) দাদার ক্ষেত্রেও অনুরূপ কথা প্রযোজ্য। মৃতের নিজের দাদাকে কেবল দাদা বা দাদা (১) এবং তার দাদার বাবাকে দাদা (২), তার বাবাকে দাদা (৩) এভাবে লিখতে হবে।

ঙ) চাচাদের অবস্থা এরকমই। যে চাচা যত নং দাদার সন্তান তাকে তত নং চাচা হিসেবে লিখতে হবে। যদি মৃতের প্রথম দাদার সন্তান হয় তবে কেবল চাচা বা চাচা (১) লিখতে হবে। দ্বিতীয় দাদার সন্তান হলে চাচা (২), তৃতীয় দাদার সন্তান হলে চাচা (৩) এভাবে চলতে থাকবে।

চ) চাচার ছেলের ছেলের ছেলের মেয়ে হলে প্রথম স্তরে চাচা (১) ছেলে (৩) এবং তার পরের স্তরে মেয়ে এভাবে লিখতে হবে। যাতে বোঝা যায় কে অগ্রাধিকার পাবে।

সেই সাথে তালিকাতে কে কার ছেলে বা মেয়ে তা বোঝার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যা আমরা পূর্বেও বলেছি।

এই হলো তালিকা প্রস্তুতের নিয়মাবলী। এখন হিসাব নিকাশের পালা।

যাবীল আরহামদের মীরাছের হিসাব

উপরে আমরা বলেছি, দুর্বতীকে বাদ দেওয়ার পর অধিক নিকটবর্তী যেসব যাবীল আরহাম অবশিষ্ট থাকে তাদের মাঝে মীরাছের নিয়মে সম্পত্তি বন্টন করা হবে। সেক্ষেত্রে প্রথম স্তর থেকে হিসাব শুরু করা হবে এবং পরপর প্রতিটি স্তরে আগের স্তরের লোকদের মৃত ধরে নিয়ে তার বংশধরদের মাঝে মীরাছ বন্টন করা হবে। মীরাছে অন্য সকল নিয়মই এখানে প্রযোজ্য হবে। কেবল ছেলেদের মেয়েদের দ্বিগুণ দেওয়া হবে কিনা এ ব্যাপারে দ্বিমত আছে। হাম্বালী মাজাহাবের নিকট সঠিক মত হলো, ছেলে ও মেয়ে সমান দেওয়া হবে। যেহেতু এখানে সকলে মা পক্ষের আত্মীয় তাই তাদের মধ্যে ছেলে মেয়েতে কোনো পার্থক্য করা হবে না। তবে আহলুত তানযিলের মধ্যে বেশিরভাগ আলেম বলেছেন, ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ পাবে। কেবল মা

পক্ষের ভাই-বোনদের সন্তানেরা ছেলে মেয়ে সমান পাবে। যেহেতু তারা নিজেরাই ছেলে মেয়ের সমান পেয়ে থাকে। কেউ কেউ অবশ্য মা পক্ষের ভাইদের সন্তানদের মধ্যেও ছেলে মেয়ের দ্বিগুন পাবে এমন বলেছেন।

এক্ষেত্রে এই মতটিই সঠিক মনে হয়। যেহেতু এখানে সম্পত্তি বন্টন করা হচ্ছে আগের স্তরের ব্যক্তিদের মৃত ধরে নিয়ে। মা পক্ষের ভাই-বোনদের বংশধররা মৃতের মা পক্ষের ভাই-বোন হিসেবে তার সম্পত্তিতে অংশ পাচ্ছে না। বরং মা পক্ষের ভাই-বোনদের জীবিত ধরে নিয়ে প্রথমে তাদের সম্পত্তি প্রদান করা হয়। পরে আবার তাদের মৃত ধরে নিয়ে তাদের ছেলে মেয়েদের মাঝে সম্পত্তি বন্টন করা হয়। বলা বাহুল্য যে, তাদের মৃত ধরে নিলে তাদের সন্তানরা মীরাছের হিসাবে ছেলে মেয়ের দ্বিগুনই পায়। অতএব তাই প্রদান করা হবে।

এমনকি যদি মা পক্ষের বোনের একটি ছেলে একটি মেয়ে থাকে এবং তার ছেলের একটি ছেলে মেয়ে আর মেয়ের কেবল একটি মেয়ে থাকে তবে নিচের স্তরের ছেলে-মেয়েরা সরাসরি মৃতের নিকট থেকে তো নয়ই এমনকি সরাসরি মা পক্ষের ভাই-বোনদের নিকট হতেও সম্পত্তি পায় না। বরং মৃতের সম্পত্তি প্রথমে মা পক্ষের ভাইবোনদের মাঝে বন্টন করা হয়। পরে তাদের ছেলে-মেয়েদের মাঝে, তার পর তাদের ছেলে মেয়েদের মাঝে। নিচের ছকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো,

স্তর	মৃত		
১	মা পক্ষের বোন		
২	ছেলে		মেয়ে
৩	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে

এখন যারা এখানে ছেলেকে মেয়ের সমান দেওয়ার পক্ষে তাদের মতেও সরাসরি নিচের স্তরে সম্পত্তি বন্টন করা হয় না। বরং প্রথমে মা পক্ষের বোন পায়, পরে তার ছেলে মেয়েদের মাঝে অর্ধেক করে ভাগ করে দেওয়া হয়। পরে মেয়ের মেয়েটি সরাসরি তার মায়ের ভাগ তথা অর্ধেক গ্রহণ করে আর ছেলের ছেলে-মেয়েরা তাদের বাবার ভাগ নিজেদের মাঝে দুই ভাগ করে নেয়। যদি সম্পত্তি এখানে সরাসরি মৃত ব্যক্তি বা এমনকি সরাসরি মা পক্ষের বোনের নিকট হতে নিচের স্তরে পৌছাতো তবে নিচের স্তরের ছেলে-মেয়েরা কে কার ছেলে এটা বিবেচনা না করেই সবাই সমান ভাগ পেতো। যেভাবে মৃতের ছেলের ছেলে-মেয়েরা পায়। নিচের ছকের দিকে লক্ষ্য করি।

স্তর	মৃত		
১	ছেলে		
২	ছেলে		মেয়ে
৩	ছেলে	মেয়ে	মেয়ে

এখানে প্রথমে ছেলেকে সব সম্পত্তি দেওয়ার পরে পরবর্তী স্তরের ছেলেটিকে  $\frac{2}{3}$  ভাগ এবং মেয়েটি  $\frac{1}{3}$  ভাগ দিয়ে উক্ত  $\frac{1}{3}$  ভাগ মেয়ের মেয়েকে এবং  $\frac{2}{3}$  ভাগের মধ্যে দ্বিগুন ছেলের ছেলেকে আর ১ গুন ছেলের মেয়েকে প্রদান করা হয় না। বরং নিচের স্তরের সকল ছেলে-মেয়েকে সরাসরি মৃতের ছেলে-মেয়ে ধরে নিয়ে ছেলেকে মেয়ে দ্বিগুন দেওয়া হয়। সে হিসেবে নিচের স্তরের ছেলেটি পায় অর্ধেক তথা  $\frac{1}{2}$  আর মেয়ে দুটি পায় চার ভাগের এক ভাগ  $\frac{1}{4}$  করে। এই হলো সরাসরি মৃতের কাছ থেকে সম্পত্তি গ্রহণ করার পদ্ধতি।

যাবীল আরহামদের মাঝে সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে হানাফী মাজহাব এই পদ্ধতিই অনুসরণ করে। তাই তারা মা পক্ষীয় বোনদের বংশধরদের সমান অংশ দিলে সেটা যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। কিন্তু তানযীলের পদ্ধতিতে যেহেতু মৃত থেকে বা মৃতের পরবর্তী কোন ওয়ারিছ থেকে সম্পত্তি সরাসরি নিচের স্তরে পৌঁছায় না বরং একের পর এক প্রতিটি স্তরে সম্পত্তি বন্টন করতে হয় এবং আগের স্তরের ওয়ারিছকে মৃত ধরে নিয়ে আগের স্তরের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে পরের স্তরের মাঝে সম্পত্তি বন্টন করা হয়। তাই এখানে পূর্বের কোনো ওয়ারিছ ছেলে-মেয়ে সমান পায় সে হিসাব মনে রেখে নিচের স্তরের কোনো ওয়ারিছের ছেলে-মেয়েদের মাঝে সম্পত্তি সমানভাবে বন্টন করা সঠিক মত নয়। বরং এখানে পরের স্তর যেহেতু আগের স্তরের ছেলে-মেয়ে তাই ছেলে-মেয়েরা যেভাবে পিতা-মাতার সম্পত্তিতে অংশ পায় সেভাবেই অংশ দিতে হবে। তথা ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুন দিতে হবে। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

এসব বিষয়ে অবগত হওয়ার পর কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে যাবীল আরহামদের মাঝে সম্পত্তি বন্টনের পদ্ধতি দেখিয়ে দেওয়া হলো।

## তানযীলের নিয়মে যাবীল আরহামদের মাঝে সম্পত্তি বন্টনের উদাহরণ

মাসয়ালাঃ মেয়ের মেয়ের মেয়ে, মেয়ের মেয়ের মেয়ের মেয়ে, আপন ভাইয়ের মেয়ে

স্তর	মৃত		
১	মেয়ে	মেয়ে	আপন ভাই
২	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে
৩	মেয়ে	মেয়ে	
৪		মেয়ে	

ফলাফলঃ যারা বিভাগ গননা করে তাদের মতে প্রথম মেয়েটি  $\frac{1}{2}$  ভাইয়ের মেয়েটি  $\frac{1}{2}$ । বিভাগ গননা না করলে কেবল ভাইয়ের মেয়ে সম্পূর্ণ সম্পত্তির মালিক হবে।

মাসয়ালাঃ মামার মেয়ে, ফুফুর মেয়ে আর চাচার মেয়ে

স্তর	মৃত		
১.	বাবা	চাচা	মা
২.	বোন	মেয়ে	ভাই
৩.	মেয়ে		মেয়ে

ফলাফলঃ বিভাগ গননা না করলে চাচার মেয়ে সম্পূর্ণ সম্পত্তি পেয়ে যাবো। যেহেতু সেক্ষেত্রে সে নিকটবর্তী হওয়ার কারণে অন্য দুইজনকে বঞ্চিত করবে। আর বিভাগ গননা করলে এক বিভাগের নিকটবর্তী ব্যক্তি অণ্য বিভাগের দূরবর্তী ব্যক্তিকে বঞ্চিত করতে পারবে না। তখন চাচার মেয়ে কেবল ফুফুর মেয়েকে বঞ্চিত করে (যদি চাচা ও বাবাকে এক বিভাগে ধরা হয়)। সেক্ষেত্রে মা তিন ভাগের এক ভাগ আর বাকী সম্পত্তি তথা তিন ভাগের দুই ভাগ চাচা পায়। পরে মায়ের সম্পত্তি তার ভাই এবং ভাই থেকে ভাইয়ের মেয়ে পর্যন্ত পৌঁছায়। আর চাচার সম্পত্তি মেয়ে পায়।

মাসয়ালাঃ চাচার মেয়ে ও ফুফু

স্তর	মৃত	
১.	বাবা	চাচা
২.	বোন	মেয়ে

ফলাফলঃ এখানে সকলে সমান দূরত্বে অবস্থিত তাই দূরত্বের বিচারে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না। তবে হিসাবের সময় ফুফু বাবা হিসেবে গণ্য হয়ে চাচার মেয়েকে বঞ্চিত করে যেহেতু বাবা বেঁচে থাকলে চাচা কিছুই পায় না।

মাসয়ালাঃ মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ের মেয়ে

স্তর	মৃত	
১.	ছেলের মেয়ে	মেয়ে
২.	মেয়ে	মেয়ে

দেখা যাচ্ছে, ছেলের মেয়ের মেয়ে ও মেয়ের মেয়ের স্তর একই। অতএব তারা একে অপরকে বঞ্চিত করে না। এখন উপরের স্তর থেকে হিসাব শুরু করলে মেয়ে পায় সম্পত্তির অর্ধেক, ছেলের মেয়ে পায় ছয় ভাগের এক ভাগ। এভাবে ৩ ভাগের ২ ভাগ পূর্ণ করা হয়। পরে রদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্পত্তি তাদের প্রদান করা হলে মেয়ে পায় তিন ভাগের ২ ভাগ, আর ছেলের মেয়ে পায় ৩ ভাগের ১ ভাগ। পরে উপরের স্তরে যে যা পেয়েছে তা নিচের স্তরে তাদের বংশধরেরা গ্রহণ করে। সে হিসেবে ছেলের মেয়ের মেয়েটি পায় ৩ ভাগের ১ ভাগ আর মেয়ের মেয়ে পায় ৩ ভাগের ২ ভাগ।

মাসয়ালাঃ বোনের ছেলে, মা পক্ষের চাচার ছেলে

স্তর	মৃত	
১.	বোন	বাবা
২.	ছেলে	মা পক্ষের ভাই
৩.		ছেলে



যারা বিভাগ গননা করে না অথবা বাবা ও ভাই-বোনদের একই বিভাগে গণ্য করে তাদের মতে বোনের ছেলে নৈকট্যের কারণে মা পক্ষের চাচার ছেলেকে বঞ্চিত করবে যারা ভাই-বোন ও বাবার বিভাগ আলাদা গননা করে তাদের মতে উভয়ে হিসেবে টিকে যাবে কিন্তু পরবর্তীতে চাচার মেয়ে বাবা হিসেবে গণ্য হয়ে বোনের ছেলেকে বঞ্চিত করবে।

মাসয়ালাঃ মেয়ের মেয়ের মেয়ে, মায়ের বাবার মা

স্তর	মৃত	
১.	মেয়ে	মা
২.	মেয়ে	বাবা
৩.	মেয়ে	মা

দেখা যাচ্ছে, উভয়ে সমান দূরত্বে অবস্থিত তাই উভয়কে ছকে রেখে হিসাব শুরু করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রথম স্তর থেকে হিসাব করতে করতে নিচে নামতে হবে। প্রথমে মেয়ে পাবে অর্ধেক, মা পাবে ৬ ভাগের এক ভাগ। রদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্পত্তি প্রদান করা হলে সম্পত্তির চার ভাগের ৩ ভাগ পায় মেয়ে, ১ ভাগ পায় মা। এখন যেহেতু উপরের স্তরের প্রতিটি ব্যক্তির নিচের স্তরে একটি মাত্র ওয়ারিছ রয়েছে তাই আর কোনো হিসাব নিকাশ ছাড়াই সম্পত্তি ক্রমে নিচের স্তরে নেমে আসে। এ হিসেবে মেয়ের মেয়ের মেয়ে ৪ ভাগের ৩ ভাগ পায়। আর মায়ের বাবার মা ৪ ভাগের ১ ভাগ পায়।

### স্বামী/স্ত্রীর সাথে যাবীল আরহামদের মীরাছ বন্টনের উদাহরণ

উপরে আমরা বলেছি, স্বামী/স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কোনো ওয়ারিছের উপস্থিতিতে যাবীল আরহাম মীরাছ পায় না। এখন যদি মৃতের স্বামী বা স্ত্রী বেঁচে থাকে তবে আগে তাদের সম্পত্তি প্রদান করা হবে। সেক্ষেত্রে স্বামী পাবে অর্ধেক, আর স্ত্রী হলে পাবে চার ভাগের এক ভাগ। যেহেতু মৃতের কোনো সন্তান নেই। এরপর বাকী সম্পত্তিকে সম্পূর্ণ সম্পত্তি ধরে যাবীল আরহামদের মধ্যে আগের নিয়মে বন্টন করতে হবে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল رحمہ اللہ ও বেশিরভাগ আলেমের মত এটাই। তবে ইয়াহিয়া رحمہ اللہ এবং দরার رحمہ اللہ বলেছেন, প্রথমে যাবীল আরহামদের সাথে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বন্টন করে নেওয়ার পরে মূল সম্পত্তি থেকে স্বামীকে অর্ধেক আর স্ত্রীকে চার ভাগের এক ভাগ প্রদান করা হবে। পরে অবশিষ্ট সম্পত্তি হতে অন্যান্য যাবীল আরহামদের অংশ প্রদান করা হবে। নিচে একটি উদাহরণের মাধ্যমে উভয় মতের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়া হলো।

মাসয়ালাঃ মেয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, স্বামী

স্তর	মৃত		
১.	স্বামী	মেয়ে	বোন
২.		মেয়ে	মেয়ে

আহমাদ ইবনে হাম্বল رحمہ اللہ ও বেশিরভাগ আলেমের মতে এখানে স্বামীকে প্রথমে অর্ধেক প্রদান করার পর বাকী সম্পত্তি থেকে মেয়ের মেয়েকে অর্ধেক আর বোনের মেয়েকে অর্ধেক প্রদান করা হবে। সে হিসেবে মেয়ের মেয়ে এবং বোনের মেয়ে চার ভাগের এক ভাগ ( $\frac{1}{4}$ ) করে অংশ পাবে। ইয়াহিয়া رحمہ اللہ এবং দরারের মতে, প্রথমে মেয়ের মেয়েকে মেয়ে এবং বোনের মেয়েকে বোন ধরে নিয়ে তাদের সাথে মৃতের স্বামীকে মিলিয়ে হিসাব সম্পন্ন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে স্বামী পাবে চার ভাগের ১ ভাগ ( $\frac{1}{4}$ )। যেহেতু মৃতের সন্তান রয়েছে। মেয়ে পাবে অর্ধেক তথা ৪ ভাগের ২ ভাগ। আরও একটি ভাগ বাকী থাকে যা বোন পাবে। এখন স্বামীকে সম্পূর্ণ সম্পত্তির অর্ধেক প্রদান করা হবে। যেহেতু বাস্তবে এখানে মৃতের কোনো সন্তান নেই। পরে বাকী সম্পত্তিকে তিন ভাগে ভাগ করে মেয়ের মেয়েকে ২ ভাগ আর বোনের মেয়েকে ১ ভাগ প্রদান করা হবে।

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে বাস্তবে মেয়ে ও বোন কতটুকু পেতো সেটা হিসাব করে মেয়ের মেয়ে ও বোনের মেয়েকে সেই অনুপাতে প্রদান করা হচ্ছে।

বেশিরভাগ আলেম এ মত গ্রহণ করেননি। যেহেতু স্বামী-স্ত্রীকে অংশ দেওয়ার পর যে সম্পত্তি বাকী থাকে ঐ সম্পত্তিই যাবীল আরহামদের মাঝে বন্টন করা হয়। অতএব তার মধ্যে আবার স্বামী-স্ত্রীকে টেনে আনার কোনো দরকার পড়ে না। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

মাসয়ালাঃ স্বামী, মেয়ের মেয়ে, খালা, চাচার মেয়ে

স্তর	মৃত			
১.	স্বামী	মেয়ে	চাচা	মা
২.		মেয়ে	মেয়ে	বোন

বেশিরভাগ আলেমের মতে স্বামীকে অর্ধেক প্রদান করার পর বাকী সম্পত্তিতে মেয়ের মেয়ে পাবে অর্ধেক, মায়ের বোন তথা খালা ছয় ভাগের এক ভাগ, চাচার মেয়ে পাবে বাকী সম্পত্তি তথা ৩ ভাগের এক ভাগ।

সেক্ষেত্রে সম্পত্তিকে ১২ ভাগে ভাগ করলে স্বামী পায় ছয় ৬ ভাগ, পরে বাকী ছয় ভাগের মধ্যে মেয়ের মেয়ে পায় ৩ ভাগ, খালা পায় ১ ভাগ আর চাচার মেয়ে পায় ২ ভাগ। দেখা যাচ্ছে এ হিসাবে চাচার মেয়ে খালার চেয়ে বেশি পায়।

ইয়াহিয়া ও দরাদের মতে, প্রথমে হিসাবের সময় স্বামী পাবে  $\frac{1}{8}$  তথা ১২ ভাগের ৩ ভাগ, মেয়ের মেয়ে  $\frac{1}{2}$  তথা ১২ ভাগের ৬ ভাগ, খালা  $\frac{1}{6}$  তথা ১২ ভাগের ২ ভাগ, চাচার মেয়ে বাকী অংশ তথা ১২ ভাগের এক ভাগ। পরে স্বামীকে মূল সম্পত্তির অর্ধেক তথা ৬ ভাগ প্রদান করা হবে। পরে বাকী সম্পত্তি তথা ছয় ভাগকে বাকী ওয়ারিহদের মোট অংশ মোতাবেক ভাগ করে প্রত্যেকের অংশ বুঝিয়ে দেওয়া হবে। মেয়ের মেয়ে, চাচার মেয়ে ও খালার অংশের যোগ ফল হলো,  $(৬+২+১=৯)$  নয়। বাকী ছয় ভাগকে ৯ ভাগে ভাগ করে প্রত্যেককে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হবে। যদি ৭২ থেকে হিসাব করা হয় তবে উপরোক্ত পন্থায় হিসাবের পর স্বামীকে মূল সম্পত্তির অর্ধেক তথা ৩৬ প্রদান করার পর বাকী অর্ধেক তথা ৩৬ ভাগের মধ্যে মেয়ের মেয়ে পায় ৯ ভাগের ৬ ভাগ তথা ৩৬ ভাগের ২৪ ভাগ, খালা পায় ৯ ভাগের ২ ভাগ তথা ৩৬ ভাগের ৮ ভাগ, চাচার মেয়ে পায় ৯ ভাগের এক ভাগ তথা ৪ ভাগ। অর্থাৎ এ হিসেবে চাচার মেয়ে খালার চেয়ে কম পায়।

এখানে স্বামী জায়গায় স্ত্রী হলে, প্রথম মতে স্ত্রীকে চার ভাগের এক ভাগ তথা ৮ ভাগের ২ ভাগ প্রদানের পর যা থাকে তথা ৬ ভাগের মধ্যে ৩ ভাগ মেয়ের মেয়ে ১ ভাগ খালা এবং ২ ভাগ চাচার মেয়ে পায়।

দ্বিতীয় মতে প্রথমে স্ত্রী  $\frac{1}{4}$  তথা ২৪ ভাগের ৩ ভাগ, মেয়ের মেয়ে অর্ধেক তথা ১২ ভাগ, খালা  $\frac{1}{6}$  তথা ৪ ভাগ, চাচার মেয়ে বাকী সম্পত্তি তথা ৫ ভাগ গ্রহণ করে। পরে স্ত্রীকে মূল সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ তথা ২৪ ভাগের ৬ ভাগ প্রদান করা হয়। বাকী ১৮ ভাগকে ২১ ভাগে ভাগ করে যাবীল আরহামদের অংশ অনুপাতে বন্টন করা হয়।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, এক্ষেত্রে বেশিরভাগ আলেমের মতই অধিক যুক্তিসঙ্গত এবং অধিক সহজ। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

### ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুন বা সমান দেওয়া সম্পর্কিত উদাহরণ

পূর্বে আমরা বলেছি, যাবীল আরহামদের মাঝে সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুন দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে দ্বিমত আছে। হাম্বালী মাজাহাবে সঠিক মত হলো, ছেলেকে মেয়ের সমান দেওয়া হবে। কিন্তু তানযীলের পদ্ধতির অনুসারী বেশিরভাগ আলেমের মেতে ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুন দেওয়া হবে কেবল মা পক্ষীয় ভাই-বোনদের সন্তানরা ছাড়া। তাদের সমান দেওয়া হবে। যেহেতু তাদের পিতা-মাতা সমানই পায়। তবে কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সন্তানরাও ছেলে মেয়ের দ্বিগুন পাবে। আমরা বলেছি, এই মতটিই সঠিক। যেহেতু তানযীলের নিয়মে মা পক্ষের ভাই-বোনদের ছেলে-মেয়েরা সম্পদ সরাসরি মৃত ব্যক্তি থেকে গ্রহণ করে না। বরং তাদের উপরের স্তরে যে বা যারা আছে তাদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে নিচের স্তরে যারা

## কুরআন-হাদীস ও চার মাযহাবের মতামতের আলোকে

আছে তারা সম্পদ গ্রহণ করে। সে হিসেবে মা পক্ষের ভাই-বোনদের সন্তানরা তাদের সন্তান হিসেবে সম্পদ পায়। আর সন্তানদের মধ্যে ছেলে মেয়ের দ্বিগুণই পায়, সমান নয়। অতএব কিয়াসের দাবী হলো, যাবীল আরহামদের মাছে সম্পদ বন্টনের সময় ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুণ দেওয়া। এখানে আমরা এ বিষয়ক কিছু উদাহরণ পেশ করছি।

মাসয়ালাঃ একই মেয়ের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে বা একই বোনের একটি মেয়ে ও একটি ছেলে

স্তর	মৃত ব্যক্তি			
১	মেয়ে $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$		বোন $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$	
২	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
সমান দিলে	$\frac{1}{8} = \frac{6}{48}$	$\frac{1}{8} = \frac{6}{48}$	$\frac{1}{8} = \frac{6}{48}$	$\frac{1}{8} = \frac{6}{48}$
দ্বিগুণ দিলে	$\frac{8}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{8}{12}$	$\frac{2}{12}$

এখানে একজন মৃত ব্যক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যার একটি মেয়ে ছিলো, এখন ঐ মেয়ের একটি ছেলে ও মেয়ে বেঁচে আছে। এছাড়া একটি বোন ছিল যার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে বেঁচে আছে। হিসাবের প্রথমেই মেয়ে ও বোন সম্পত্তির অর্ধেক করে পেয়ে যায়। পরে তাদের সন্তানদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হলে ছেলে ও মেয়ে সকলে  $\frac{1}{8}$  করে পায়। কিন্তু ছেলেদের মেয়েদের দ্বিগুণ দেওয়া হলে ছেলেরা ১২ ভাগের ৪ ভাগ আর মেয়েরা ১২ ভাগের দুই ভাগ করে পায়।

### আপন ও সৎ ভাই-বোনদের হিসাব সম্পর্কিত উদাহরণ

মাসয়ালাঃ আপন বোনের দুই ছেলে দুই মেয়ে, বাবা পক্ষের বোনের তিন ছেলে তিন মেয়ে, মা পক্ষের বোনের চার ছেলে চার মেয়ে

স্তর	মৃত ব্যক্তি																	
১	আপন বোন ১/২				বাবা পক্ষের বোন ১/৬						মা পক্ষের বোন ১/৬							
২	ছে	ছে	মে	মে	ছে	ছে	ছে	মে	মে	মে	ছে	ছে	ছে	ছে	মে	মে	মে	মে

প্রথমে অংশ হিসাবে আপন বোন পায় অর্ধেক, বাবা পক্ষের বোন ছয় ভাগের ১ ভাগ আর মা পক্ষের বোন ছয় ভাগের এক ভাগ। পরে রদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্পত্তির ৫ ভাগের ৩ ভাগ আপন বোন আর ১ ভাগ করে অপর দুই বোন গ্রহণ করে। পরে তাদের প্রত্যেকে যা পেয়েছে তা তাদের সন্তানদের মাঝে বন্টন করা হবে। সেক্ষেত্রে ছেলেকে মেয়ের সমান দিলে আপন বোনের অংশ ৪ ভাগে ভাগ করে চার ছেলে-মেয়েকে বুঝিয়ে দিতে হবে। অন্য বোনদের অংশ তাদের সন্তানদের সংখ্যা অনুযায়ী ভাগ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। দ্বিগুন দিলে তাদের ছেলেকে ২ টি মেয়ে ধরে আপন বোনের অংশ ৬ ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ছেলেকে ২ ভাগ আর মেয়েকে ১ ভাগ প্রদান করতে হবে। বাবা পক্ষের বোনের সন্তানদের ব্যাপারেও তাই। তবে মা পক্ষের বোনদের সন্তানদের ব্যাপারে বেশিরভাগ আলেম বলেছেন, সমান দেওয়া হবে। কেউ কেউ বলেছেন, ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুন দেওয়া হবে। আমরা বলেছি এই মতটি অধিক যৌক্তিক। এ হিসেবে তাদের ব্যাপারটিও অনুরূপ হবে।

মাসয়ালাঃ মেয়ের ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ের ছেলে

স্তর	মৃত	
১.	মেয়ে $\frac{1}{2}$	মেয়ে $\frac{1}{2}$
২.	ছেলে	মেয়ে
৩	মেয়ে $\frac{1}{2}$	ছেলে $\frac{1}{2}$

এভাবে দুই মেয়ের সন্তান হলে সবার মতে ফলাফল এমনই হবে। তবে একই মেয়ের সন্তান হলে হিসাব হবে নিম্নরূপ,

স্তর	মৃত	
১.	মেয়ে	
২.	ছেলে $\frac{2}{3}$ বা $\frac{1}{2}$	মেয়ে $\frac{1}{3}$ বা $\frac{1}{2}$
৩	মেয়ে $\frac{2}{3}$ বা $\frac{1}{2}$	ছেলে $\frac{1}{3}$ বা $\frac{1}{2}$

যদি ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুন দেওয়া হয় তবে প্রথম স্তরের মেয়ের অংশ ২য় স্তরের ছেলে  $\frac{2}{3}$  অংশ পায়। আর মেয়ে পায়  $\frac{1}{3}$ । পরে তাদের অংশ তাদের ছেলে মেয়েরা গ্রহণ করে। আর যদি ছেলেকে মেয়ের সমান

## কুরআন-হাদীস ও চার মাযহাবের মতামতের আলোকে

দেওয়া হয় তবে প্রথম স্তরের মেয়ের অংশ তার ছেলে মেয়েরা সমান ভাবে তথা  $\frac{1}{2}$  অংশ করে গ্রহণ করে। সে হিসাবে তিন নং স্তরের মেয়ে ও ছেলে  $\frac{1}{2}$  করে পায়।

মাসয়ালাঃ একটি বোনের এক ছেলে অন্য বোনের এক ছেলে এক মেয়ে

স্তর	মৃত		
১.	আপন বোন $\frac{1}{2}$	আপন বোন $\frac{1}{2}$	
২.	ছেলে $\frac{1}{2}$	মেয়ে	ছেলে

প্রথমে মৃতের সম্পত্তি বোনদের মাঝে অর্ধেক করে বন্টন করা হবে। পরে প্রথম বোনটির যেহেতু একটিই সন্তান তাই তার অংশ সম্পূর্ণ তার ছেলে গ্রহণ করবে। কিন্তু দ্বিতীয় বোনটির অংশ তার ছেলে মেয়েদের মধ্যে হয়তো সমান ভাগে অথবা ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসেবে বন্টন করা হবে।

মাসয়ালাঃ আপন বোনের মেয়ে, বাবা পক্ষের বোনের মেয়ে, মা পক্ষের বোনের মেয়ে

স্তর	মৃত		
১	আপন বোন $\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$	বাবা পক্ষের বোন $\frac{1}{6} > \frac{1}{4}$	মা পক্ষের বোন $\frac{1}{6} > \frac{1}{4}$
২	মেয়ে $\frac{1}{4}$	মেয়ে $\frac{1}{4}$	মেয়ে $\frac{1}{4}$

প্রথমে মৃতের সম্পত্তি তার বোনদের মাঝে বন্টন করা হয়। সেক্ষেত্রে আপন বোন  $\frac{1}{2}$ , বাবা পক্ষের বোন  $\frac{1}{6}$  এবং মা পক্ষের বোন  $\frac{1}{6}$  করে পায়। পরে রদের মাধ্যমে আপন বোনের অংশ দাড়ায় পাঁচ ভাগের ৩ ভাগ অন্য দুই বোনের ৫ ভাগের এক ভাগ করে। পরে তাদের প্রত্যেকে অংশ তাদের সন্তানরা পায়।

মাসয়ালাঃ আপন চাচার মেয়ে, বাব পক্ষের চাচার মেয়ে ও মা পক্ষের চাচার মেয়ে

স্তর	মৃত		
১	আপন চাচা = সম্পূর্ণ সম্পত্তি	বাবা পক্ষের চাচা	বাবা
২	মেয়ে = সম্পূর্ণ সম্পত্তি	মেয়ে = ০	মা পক্ষের ভাই
৩			মেয়ে = ০

ছকে দেখা যাচ্ছে, আপন চাচা ও বাবা পক্ষের চাচা প্রথম স্তরে লেখা হলেও মা পক্ষের চাচাকে প্রথম স্তরে না লিখে প্রথম স্তরে বাবা আর পরের স্তরে মা পক্ষের চাচা লেখা হয়েছে। কারণ, আগের দুইজন চাচা নিজেই ওয়ারিছ কিন্তু মা পক্ষের চাচা নিজেই ওয়ারিছ নয়। ছকে দেখা যাচ্ছে, মা পক্ষের চাচার মেয়ে এক স্তর নিচে নেমে গেছে। তাই সে প্রথমেই হিসাব থেকে বাদ পড়ে যায়। হিসাবে টিকে যায় আপন চাচা আর বাবা পক্ষের চাচার মেয়ে। কিন্তু আপন চাচা বেঁচে থাকতে বাবা পক্ষের চাচা কিছুই পায় না। তাই হিসাবের সময় বাবা পক্ষের চাচা বঞ্চিত হয় ফলে তার মেয়েও বঞ্চিত হয়। সম্পূর্ণ সম্পত্তি পেয়ে যায় আপন চাচার মেয়ে।

মাসয়ালাঃ আপন ফুফুর মেয়ে, মা পক্ষের চাচার মেয়ে

স্তর	মৃত	
১	বাবা	
২	আপন বোন $\frac{1}{2} > \frac{1}{8}$	মা পক্ষের ভাই $\frac{1}{6} > \frac{1}{8}$
৩	মেয়ে $\frac{1}{8}$	মেয়ে $\frac{1}{8}$

প্রথম স্তরে বাবাকে মৃতের সম্পত্তি প্রদান করার পর দ্বিতীয় স্তরের হিসাব শুরু করা হবে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্তরের সকলে প্রথম স্তরের সাথে তাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পত্তি গ্রহণ করবে। এখন যেহেতু ফুফু বাবার আপন বোন আর মা পক্ষের চাচা বাবার মা পক্ষের ভাই তাই ফুফু পাবে অর্ধেক। আর মা পক্ষের চাচা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। রদের মাধ্যমে তাদের অংশ দাড়াবে ফুফুর ৪ ভাগের ৩ ভাগ আর চাচার ৪ ভাগের ১ ভাগ। পরে তাদের সন্তানরা তাদের অংশ গ্রহণ করবে।

## কুরআন-হাদীস ও চার মাযহাবের মতামতের আলোকে

মাসয়ালাঃ তিন পক্ষের তিনটি ফুফুর মেয়ে আর মা পক্ষের চাচার মেয়ে

স্তর	মৃত			
১	বাবা			
২	আপন বোন $\frac{1}{2}$	বাবা পক্ষের বোন $\frac{1}{6}$	মা পক্ষের বোন $\frac{1}{6}$	মা পক্ষের ভাই $\frac{1}{6}$
৩	মেয়ে $\frac{1}{2}$	মেয়ে $\frac{1}{6}$	মেয়ে $\frac{1}{6}$	মেয়ে $\frac{1}{6}$

প্রথমে বাবা সম্পত্তি গ্রহণের পর তার নিকট হতে তার বিভিন্ন পক্ষের ভাই-বোনেরা নিজ নিজ অংশ অনুযায়ী সম্পত্তি গ্রহণ করে। পরে তাদের অংশ তাদের বংশধররা গ্রহণ করে।

**বিঃদ্রঃ** যদি এখানে আপন ফুফু দুইজন হতো এবং তাদের এক বা একাধিক ছেলে-মেয়ে থাকতো তবে বাবা পক্ষের ফুফুর মেয়ে কিছুই পেতোনা। যেহেতু আপন বোন একাধিক হলে তারাই তিন ভাগের দুই ভাগ গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে বাবা পক্ষের বোন কিছুই পায় না।

এদের সাথে যদি আপন বা বাবা পক্ষের চাচার মেয়ে থাকতো তবে এরা সবাই বঞ্চিত হয়ে সম্পূর্ণ সম্পত্তি সেই দখল করতো। যেহেতু চাচা নিজেই ওয়ারিছ তাই চাচার মেয়ে অধিক নিকটবর্তী হিসেবে গণ্য হতো।

স্তর	মৃত				
১	বাবা				আপন চাচা
২	আপন বোন	বাবা পক্ষের বোন	মা পক্ষের বোন	মা পক্ষের ভাই	মেয়ে = সম্পূর্ণ
৩	মেয়ে = ০	মেয়ে = ০	মেয়ে = ০	মেয়ে = ০	



মাসয়ালাঃ তিন প্রকারের ফুফুর মেয়ে আর তিন প্রকারের খালার মেয়ে

স্তর	মৃত					
১	বাবা = $\frac{2}{3}$			মা = $\frac{1}{3}$		
২	আপন বোন	মা > বোন	বাবা > বোন	আপন বোন	মা > বোন	বাবা > বোন
৩	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে

এখানে প্রথমে মৃত থেকে তার বাবা-মা সম্পত্তি গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে মা ৩ ভাগের ১ ভাগ আর বাবা ২ ভাগ পায়। পরের স্তরে বাবার সম্পত্তি তার বোনেরা এবং মায়ের সম্পত্তি তার বোনেরা নিয়ম অনুযায়ী অর্ধাৎ আপন বোন অর্ধেক, বাবা পক্ষের বোন ছয় ভাগের এক ভাগ আর মা পক্ষের বোন ছয় ভাগের এক ভাগ। রদের মাধ্যে তাদের অংশ দাড়ায় যথাক্রমে  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{6}$ । পরবর্তী স্তরের তাদের সন্তানরা তাদের অংশ গ্রহণ করে। মূল সম্পত্তিকে ১৫ ভাগে ভাগ করা হলে প্রথমেই বাবা পায় ১০ ভাগ আর মা পায় ৫ ভাগ। পরে তিন প্রকার ফুফুরা পায় যথাক্রমে ৬, ২ ও ২ অংশ আর তিন প্রকার খালারা পায় যথাক্রমে ৩, ১, ১ অংশ। তাদের প্রত্যেকের অংশ তাদের মেয়েরা গ্রহণ করে।

মাসয়ালাঃ বাবা পক্ষের চাচার মেয়ে, মা পক্ষের চাচার মেয়ে, বাবা পক্ষের খালার মেয়ে, মা পক্ষের খালার ছেলে

স্তর	মৃত			
১	বাবা পক্ষের চাচা	বাবা	মা = $\frac{1}{3}$	
২	মেয়ে	মা পক্ষের ভাই	মা পক্ষের বোন	বাবা পক্ষের বোন
৩		মেয়ে	ছেলে	মেয়ে

যদি বিভাগ গননা না করা হয় তবে কেবল বাবা পক্ষের চাচার মেয়ে সকল সম্পত্তি পেয়ে যায়। যেহেতু সে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। আর যদি বিভাগ গননা করা হয় তবে বাবা পক্ষের চাচার মেয়ে মা পক্ষের চাচার মেয়েকে বঞ্চিত করে সম্পত্তির ৩ ভাগের ২ ভাগ দখল করে। আর মা পায় তিন ভাগের ১ ভাগ। যা তার বাবা পক্ষের বোন অর্ধেক আর মা পক্ষের বোন ছয় ভাগের এক ভাগ করে পায়। রদের মাধ্যমে মায়ের

## কুরআন-হাদীস ও চার মাযহাবের মতামতের আলোকে

সম্পত্তি চার ভাগে ভাগ করে ৩ ভাগ বাবা পক্ষের বোন আর ১ ভাগ মা পক্ষের বোনকে দেওয়া হয়। কোনো অবস্থাতেই মা পক্ষের চাচার মেয়ে কিছুই পায় না। তবে যদি বিভাগ ৫ টি ধরে বাবা ও চাচার বিভাগকে আলাদা গননা করলে মা পক্ষের চাচার মেয়ে আলাদা বিভাগের হওয়ার কারণে বাবা পক্ষের চাচার মেয়ে তাকে ফেলতে পারে না উল্টো হিসাবের সময় বাবা হিসেবে গণ্য হয়ে মা পক্ষের চাচার মেয়ে বাবা পক্ষের চাচার মেয়েকে বঞ্চিত করে।

মাসয়ালাঃ মামা, খালা, নানা

স্তর	মৃত		
১	মা		
২	ভাই = ০	বোন = ০	বাবা = সম্পূর্ণ সম্পত্তি

প্রথম স্তরে মাকে সম্পত্তি প্রদানের পর তাকে মৃত ধরে নিয়ে তার সাথে সম্পর্কের হিসেবে পরের স্তরের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করা হবে। সেক্ষেত্রে মার পিতা বেঁচে আছে বিধাই মার ভাই-বোন তথা মৃতের মামা-খালা কিছুই পাবে না।

### পিতা-মাতার চাচা-ফুফু ও মামা খালাদের উদাহরণ

মাসয়ালাঃ মৃতের মায়ের তিন প্রকারের খালা ও চাচা আর মৃতের বাবার তিন প্রকারের খালা

মৃতের সাথে এদের বিস্তারিত সম্পর্ক হলো,

মায়ের মায়ের আপন বোন \* মায়ের মায়ের বাবা পক্ষের বোন \* মায়ের মায়ের মা পক্ষের বোন

মায়ের বাবার আপন ভাই \* মায়ের বাবার বাবা পক্ষের ভাই \* মায়ের বাবার মা পক্ষের ভাই

বাবার মায়ের আপন বোন \* বাবার মায়ের বাবা পক্ষের বোন \* বাবার মায়ের মা পক্ষের বোন

উল্লেখ্য যে, মায়ের মা তথা নানী নিজেই ওয়ারিছ এবং বাবার মা তথা দাদী নিজেই ওয়ারিছ তাই ছকে উল্লেখ করতে হবে এভাবে-

স্তর	মৃত								
১	দাদী (১) $\frac{1}{2}$			মা			নানী (১) $\frac{1}{2}$		
২	আ.বোন	বা.বোন	মা.বোন	বাবা			আ.বোন	বা.বোন	মা.বোন
৩.				আ.ভাই	বা.ভাই	মা.ভাই			
ফলাফল	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	০	০	০	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

দেখা যাচ্ছে, প্রথম স্তরে দাদী ও নানী ওয়ারিছ। আর কেউ না থাকার কারণে সম্পূর্ণ সম্পত্তি অর্ধেক করে দুজন গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তাদের প্রত্যেকের অংশ তাদের আপন ও সৎ বোনেরা নিয়ম অনুযায়ী গ্রহণ করে। আর মায়ের চাচারা বঞ্চিত হয়। যেহেতু তারা এক স্তর দূরে অবস্থিত।

এখানে যদি মায়ের চাচার বদলে বাবার তিন প্রকারের ফুফু থাকতো। তবে হিসাব হতো নিম্নরূপ।

তাদের বিস্তারিত সম্পর্ক হলো,

বাবার বাবার আপন বোন \* বাবার বাবার বাবা পক্ষের বোন \* বাবার বাবার মা পক্ষের বোন

বাবার মায়ের আপন বোন \* বাবার মায়ের বাবা পক্ষের বোন \* বাবার মায়ের মা পক্ষের বোন

মায়ের মায়ের আপন বোন \* মায়ের মায়ের বাবা পক্ষের বোন \* মায়ের মায়ের মা পক্ষের বোন

মায়ের মা এবং বাবার মা নানী/দাদী হিসেবে গণ্য আর বাবার বাবা দাদা হিসেবে গণ্য। ছকে উল্লেখ করতে হবে এভাবে।

স্তর	মৃত								
১	দাদা (১) $\frac{10}{12}$			দাদী (১) $\frac{1}{12}$			নানী (১) $\frac{1}{12}$		
২	আ.বোন	বা.বোন	মা.বোন	আ.বোন	বা.বোন	মা.বোন	আ.বোন	বা.বোন	মা.বোন
ফলাফল	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	০	০	০	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$


অর্থাৎ দাদী ও নানী মিলে ছয় ভাগের এক ভাগে অর্ধেক করে অংশ পাবে। আর দাদা নিজেই ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ গ্রহণ করবে। পরে পত্যকে যা পেয়েছে তা তাদের ভাই-বোনদের মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী বন্টন করা হবে।

মাসয়ালাঃ বাবার ফুফু আর মায়ের ফুফু

তাদের বিস্তারিত সম্পর্ক হলো, বাবার বাবার বোন, মায়ের বাবার বোন

স্তর	মৃত	
১	দাদা (১)	মা
২	বোন	বাবা
৩		বোন

ইবনে কুদামা বলেন, হাম্বলী মাজহাবের নিয়ম অনুযায়ী (যেহেতু এক বিভাগের নিকটবর্তী ব্যক্তি অন্য বিভাগের দূরবর্তীকে বঞ্চিত করতে পারে না) এখানে বাবার ফুফু ৩ ভাগের ২ ভাগ আর মায়ের ফুফু পাবে ১ ভাগের ৩ ভাগ। কিন্তু হাম্বলী মাজহাবের কিছু আলেম এই মাসয়ালায় বিভাগ গননা না করে মায়ের ফুফুকে বঞ্চিত করে বাবার ফুফুকে সকল সম্পত্তি প্রদান করেছেন।

ইবনে কুদামা  বলেন,

هذا قول أكثر المنزلين لأنهم يرثون الأسبق بكل حال

তানযীল পন্থীদের বেশিরভাগের মত এটাই। যেহেতু তারা (বিভাগের পার্থক্য ছাড়াই) সর্বাবস্থায় নিকটবর্তীকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। [আল-মুগনী]

উপরে আমরা বলেছি যে, আমাদের কাছে এই মতটিই সঠিক মনে হয়। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

মাসয়ালাঃ মায়ের বাবার মায়ের বাবা এবং মায়ের বাবার মায়ের মা

স্তর	মৃত	
১	মা	
২	বাবা	
৩	মা	
৪	মা	বাবা

চতুর্থ স্তরের মা  $\frac{1}{3}$  আর বাবা  $\frac{2}{3}$ ।

যদি উপরের মাসয়ালায় মায়ের মায়ের বাবা থাকে

স্তর	মৃত		
১	মা	নানী (১)	
২	বাবা	বাবা	
৩	মা		
৪	মা	বাবা	

অর্থাৎ নানীর বাবা এক স্তর উপরে হওয়ার কারণে সকল সম্পত্তি পেয়ে যাবে।

যদি এদের সাথে বাবার মায়ের বাবা থাকে,

স্তর	মৃত			
১	মা	নানী (১)		দাদী (১)
২	বাবা	বাবা		বাবা
৩	মা			
৪	মা	বাবা		

ফলাফলঃ নানীর বাবা ও দাদীর বাবা অর্ধেক করে সম্পত্তি পাবে।

দুই দিক থেকে আত্মীয়ের মীরাছ

ইবনে কুদামা বলেন,

وَإِذَا كَانَ لِذِي الرَّحِمِ قَرَابَتَانِ، وَرِثَ بِهِمَا، بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْمُؤَرِّثِينَ لَهُمْ

যারা যাবীল আরহামদের মীরাছ দেওয়ার পক্ষে তারা সকলে একমত যে, দুই দিক থেকে আত্মীয়কে দুই দিক থেকে মীরাছ দেওয়া হবে। [আল-মুগনী]

এক্ষেত্রে হিসাবের সহজ উপাই সম্পর্কে তিনি বলেন, দুই দিক থেকে আত্মীয় ব্যক্তিকে পৃথক ব্যক্তি হিসেবে গণনা করতে হবে। এ বিষয়ে তিনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন তা নিচে উল্লেখ করা হলো,

স্তর	মৃত		
১	মেয়ে	মেয়ে	মেয়ে
২	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
৩	মেয়ে	ছেলে	

প্রথমে মৃতের সম্পত্তি মৃতের মেয়েদের মাঝে  $\frac{2}{3}$  করে বন্টন করা হবে। পরে প্রথম মেয়েটির অংশ তার মেয়ের মেয়ে পেয়ে যাবে। তার অংশ হবে  $\frac{1}{3}$ । আর অন্য দুই মেয়ের অংশ জমা করে দুই দিক থেকে সম্পর্কিত ছেলেটিকে প্রদান করা হবে। তার অংশ হবে  $\frac{2}{3}$ ।

মাসয়ালাঃ বাবা পক্ষের ভাইয়ের মেয়ে আবার সে অন্য দিক থেকে মা পক্ষের বোনের মেয়ে আর একটি আপন বোনের মেয়ে।

এখানে ঘটনা হলো, কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিবাহ করে তার কিছু সন্তান হলো। উভয়ের আগের পক্ষের ছেলে-মেয়ে আছে। এখন এই ব্যক্তির আগের পক্ষের ছেলের সাথে এই মহিলার আগের পক্ষের মেয়ের বিবাহ দেওয়া হলে একটি সন্তান জন্ম নিলো। ছকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো,

	অন্য ঘর		বাবা		মা	অন্য ঘর	
	স্বপন		মৃত	আপন ভাই		স্বপ্না	অন্য ঘর
				মিনা			আছিরা
				হীরা			

এখন মিনা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির আপন ভাইয়ের মেয়ে আর হীরা হলো এক দিকে থেকে বাবা পক্ষের ভাইয়ের মেয়ে অন্য দিক থেকে মা পক্ষের ভাইয়ের মেয়ে। আর আছিয়া হলো কেবল মা পক্ষের বোনের মেয়ে। এই তিন জনের হিসাব হবে নিম্নরূপ,

স্তর	মৃত		
১	বাবা পক্ষের ভাই $\frac{2}{6}$	মা পক্ষের বোন $\frac{1}{6}$	আপন বোন $\frac{1}{2}$
২	হীরা $2+0.5 = 2.5$	আছিয়া $0.5$	মিনা $\frac{1}{2}$

সম্পত্তিকে ১২ ভাগে ভাগ করলে হীরা পাবে ৫ ভাগ, আছিয়া ১ ভাগ, মিনা ৬ ভাগ। হীরা মাপক্ষের ভাই থেকে তার মেয়ে হিসেবে আর মা পক্ষের বোন থেকে তার মেয়ে হিসেবে উভয় দিক থেকে অংশ পাচ্ছে।

বুদ্ধিমান পাঠক এই সব উদাহরণ থেকে বিষয়টি বুঝে নিয়ে এর আলোকে অন্যান্য মাসয়ালার সমাধান করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করি।

## ফারায়েজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়াবলী

উপরের ফারায়েজ সম্পর্কিত মূল আলোচনা গত হয়েছে। এখন ফারায়েজের সাথে আনুসঙ্গিক কিছু বিষয়ে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

### ফারায়েজের হিসাব সঠিকভাবে করার পদ্ধতি।

ফুকাহায়ে কিরাম ফারায়েজের গ্রন্থসমূহতে ফারায়েজের হিসাব সম্পর্কে আলাদা অধ্যায় রচনা করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বর্তমান যুগের সেসব আলোচনার বেশিরভাগ নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু তখন সকল হিসাব হাতে-কলমে সম্পাদন করতে হতো। তাই তারা এ সম্পর্কে এতো গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে কোন ওয়ারিছের কতটুকু অংশ সেটা জানা থাকলেই ক্যালকুলেটর বা কম্পিউটরের সহযোগিতায় যে কোনো মাসয়ালার কার কতটুকু পাওনা তা নির্ণয় করা পানির মতোই সহজ। তাই পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে যত আলোচনা করেছেন তার সব আমরা এই গ্রন্থে উল্লেখ করবো না। তবে প্রাথমিক কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। যাতে পাঠক কখনও হাতে-কলমে হিসাব করতে বাধ্য হলে অথবা কমপক্ষে অনুশীলনের সময় হিসাব সম্পন্ন করতে পারেন। নিচে এ বিষয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত মূলনীতি পেশ করা হলো।

## ক) ফারায়েজের অংশ সমূহ

প্রথমেই পাঠককে স্মরণ রাখতে হবে যে, ফারায়েজের অংশ ছয়টি। নিচের ছকে প্রতিটি অংশ এবং তার হিসাব কত থেকে করতে হবে তা পেশ করা হলো।

অংশ সমূহ	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$
বিবরণ	২ ভাগের ১	৪ ভাগের ১	আট ভাগের ১	৩ ভাগের ১	৩ ভাগের ২	৬ ভাগের ১

প্রতিটি অংশের বিবরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, কোন অংশের হিসাবের সময় সম্পত্তিকে কত ভাগে ভাগ করতে হবে। আমরা বুঝতে পারছি, কাউকে অর্ধেক তথা দুই ভাগের এক ভাগ প্রদান করতে হলে সম্পত্তিকে ২ ভাগে ভাগ করতে হবে, একইভাবে ৪ ভাগের এক ভাগ বা আট ভাগের এক ভাগ প্রদান করতে হলে সম্পত্তিকে যথাক্রমে ৪ ও ৮ ভাগে ভাগ করতে হবে, ৩ ভাগের ১ ভাগ বা দুই ভাগ প্রদান করতে হলে সম্পত্তিকে ৩ ভাগে ভাগ করতে হবে এবং ৬ ভাগের ১ ভাগ প্রদান করতে হলে সম্পত্তিকে ৬ ভাগে ভাগ করতে হবে। এই বিষয়টিকে ফুকাহায়ে কিরাম নাম দিয়েছেন মাখরাজ (مخرج) তথা উৎস বা ভিত্তি। অন্য কথায়, সম্পত্তিকে যত ভাগে ভাগ করে হিসাব করতে হবে সেটাকে মাখরাজ তথা ভিত্তি বলা হয়।

## হিসাবের মাখরাজ (مخرج) তথা উৎস বা ভিত্তি

উপরে আমরা বলেছি, সম্পত্তিকে যত ভাগে ভাগ করে ফারায়েজের হিসাব করতে হবে সেটাকে মাখরাজ (مخرج) তথা উৎস বা ভিত্তি বলা হয়। উপরে আমরা প্রতিটি অংশের উৎস বা ভিত্তি কত তা উল্লেখ করেছি। কেবল একজন ওয়ারিছ থাকলে সে নিয়মে হিসাব সম্পন্ন করা সম্ভব। কিন্তু যখন একাধিক ওয়ারিছ থাকে এবং তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা অংশ থাকে তখন হিসাবের মাখরাজ কত হবে তথা সম্পত্তিকে কত ভাগে ভাগ করে হিসাব করতে হবে সেটা নির্ণয় করা একটু কঠিন।

মনে করি, মৃতের স্বামী, পুত্র ও মা বেঁচে আছে। এখন স্বামী পায় চার ভাগের এক ভাগ তথা  $\frac{1}{4}$ । মা পায় ছয় ভাগের ১ ভাগ তথা  $\frac{1}{6}$ । পুত্র অবশিষ্ট সম্পত্তি পায়। এখন প্রত্যেকের অংশ অনুযায়ী পৃথকভাবে হিসাব করলে প্রথমে সম্পত্তিকে চার ভাগে ভাগ করে ১ ভাগ স্বামীকে, পরে আবার সম্পত্তিকে ৬ ভাগে ভাগ করে ১ ভাগ মাকে, আর শেষে বাকী সম্পত্তি পুত্রকে প্রদান করতে হয়। কিন্তু এভাবে আলাদা আলাদা হিসাব করা একদিকে যেমন কষ্টকর ভিন্ন দিকে এতে কে কতটুকু পাচ্ছে বা কে কার তুলনায় কম বা বেশি পাচ্ছে



তা বোঝা দূরহ। তাছাড়া অবশিষ্ট কতটুকু সম্পত্তি থাকছে যা পুত্র গ্রহণ করবে সেটিও বোঝা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে সম্পত্তিকে এমন একটা অংশে বিভক্ত করা হবে যাতে সেই অংশ থেকে প্রতিটি শরীকের অংশ বুঝিয়ে দেওয়া যায়। এতে বার বার হিসাবের বদলে একবার হিসাবের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আবার তুলনামূলক কার চেয়ে কে কতটুকু কম বা বেশি পাচ্ছে সেটিও অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, সম্পত্তিকে কত ভাগে বিভক্ত করতে হবে? এর সহজ উত্তর হলো, যতগুলো ওয়ারিছ আছে এবং তাদের প্রত্যেকের অংশ প্রদানের সময় সম্পত্তিকে যত ভাগে ভাগ করতে হয় তার সবগুলো দিয়ে ভাগ করা যায় এমন একটা সংখ্যা এখানে হিসাবের মাথারাজ বা ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। উপরের উদাহরণে আমরা দেখছি, ওয়ারিছদের অংশ  $\frac{1}{8}$  এবং  $\frac{1}{6}$ । অর্থাৎ এখানে প্রথম জনের সম্পত্তি বুঝিয়ে দিতে আমাদের মূল সম্পত্তিকে ৪ ভাগে ভাগ করতে হবে। আর ২য় জনের সম্পত্তি বুঝিয়ে দিতে ভাগ করতে হবে ৬ ভাগে। আমরা চাচ্ছি এরকম আলাদাভাবে হিসাব না করে সম্পত্তিকে এত ভাগে ভাগ করতে যাতে ঐ সংখ্যাকে ৪ এবং ৬ দুটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ওয়ারিছদের সকলের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে সব থেকে সহজ পন্থাটি হলো উভয় সংখ্যাকে গুন দেওয়া। কেননা দুটি সংখ্যার গুনফল সব সময় সেই দুটি সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হয়। এখানে ৪ এবং ৬ এর গুনফল হলো ২৪। যদি সম্পত্তিকে ২৪ ভাগে ভাগ করা যায় তবে তার ৪ ভাগের এক ভাগ তথা ২৪ ভাগের মধ্যে ৬ ভাগ স্বামীকে, আর ছয় ভাগের ১ ভাগ তথা ২৪ ভাগের মধ্যে ৪ ভাগ মাকে আর বাকী সম্পত্তি তথা ২৪ ভাগের মধ্যে স্বামী ও মায়ের অংশ (৬+৪=১০) ভাগ বাদ দিয়ে যা থাকে অর্থাৎ ১৪ ভাগ পুত্র দখল করবে।

এভাবে যদি দুইটি মেয়ে, স্ত্রী, ও মা মৃতের ওয়ারিছ হয় তবে তাদের অংশ যথাক্রমে  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{6}$ । উপরের নিয়মে একবারে হিসাব করতে হলে সম্পত্তিকে ভাগ করতে হবে  $3 \times 6 \times 6 = 108$  ভাগে। সম্পত্তিকে ১০৮ ভাগে ভাগ করলেই হিসাব মিলে যাবে। কিন্তু বোঝায় যাচ্ছে, ১০৮ সংখ্যাটি বেশ বড় এবং সম্পত্তিকে ১০৮ ভাগে ভাগ করে হিসাব করতে গেলে কষ্টও হবে অনেক বেশি। আর এখানে উদ্দেশ্য যেহেতু যত সহজে সম্ভব হিসাব মিলিয়ে দেওয়া তাই এর চেয়ে কম ভাগে বিভক্ত করে হিসাব মেলাতে পারলে সেটাই অধিক কল্যাণকর। সেক্ষেত্রে উপরের হিসাবে ৪ ও ৬ উভয় সংখ্যা দ্বারা ভাগ হয় এবং নিচের হিসাবে ৩, ৮ ও ৬ সকল সংখ্যা দ্বারা ভাগ হয় এমন সর্বনিম্ন সংখ্যা কত সেটা খুঁজে বের করতে পারলে হিসাব অনেক সহজ হয়ে যায়। এই পদ্ধতিকে ফুকাহায়ে কিরাম মুদাখালা (مدخله) নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর আধুনিক গনিতে একে ল.সা.গু নামকরণ করা হয়। ল.সা.গু এর পদ্ধতি হলো,

ক) প্রথমে যেসব সংখ্যার মধ্যে ল.সা.গু করতে হবে সেগুলো পাশাপাশি সাজাতে হবে।

খ) পাশাপাশি সাজানো সংখ্যাগুলোর মধ্যে কমপক্ষে দুটি সংখ্যা সর্বনিম্ন যে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় সেই সংখ্যা বাম পাশে লিখে নিচে ঐ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ফলাফল কত হয় তা লিখতে হবে। যদি কোনো সংখ্যা ঐ সংখ্যা দ্বারা ভাগ না করা যায় তবে সে সংখ্যা সরাসরি নিচে লিখতে হবে।

গ) শেষে নিচে এবং পাশে লেখা সংখ্যা গুলোকে পরপর গুন করলে সে গুনফল পাওয়া যায় সেটিই আমাদের ফলাফল বলে গণ্য হবে।

২	৩, ৮, ৬
৩	৩, ৪, ৩

১, ৪, ১

$$\text{ফলাফল} = ২ \times ৩ \times ১ \times ৪ \times ১ = ২৪$$

দেখা যাচ্ছে, প্রথমে যে তিনটি সংখ্যার ল.সা.গু আমরা বের করতে চায় সেগুলো পাশাপাশি সাজিয়েছি। এখন লক্ষ্য করতে হবে, উল্লেখিত সংখ্যাগুলোর মধ্যে কমপক্ষে দুটি সংখ্যা সর্বনিম্ন কত সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হয়। আমরা দেখছি, উল্লেখিত তিনটি সংখ্যা ৩, ৮ ও ৬ এর মধ্যে ৩ ও ৬ তিন দ্বারা বিভাজ্য হয়, ৮ ও ৬ ২ দ্বারা বিভাজ্য হয়। এখানে ২ সংখ্যাটি গ্রহণ করতে হবে যেহেতু তা সর্বনিম্ন। পরে এই সংখ্যাটি বামে লিখে বাকী সংখ্যা গুলো এই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে কত ফলাফল হয় তা নিচে লিখতে হবে। যে সংখ্যাটি ভাগ করা যায় না সেটা সরাসরি নিচে লিখতে হবে। ছকে আমরা দেখছি, ৩ সংখ্যাটি ২ দ্বারা ভাগ যায় না বিধাই আমরা তার নিচে ৩ ই লিখেছি। পরবর্তীতে আবার লক্ষ্য করতে হবে নিচের লাইনের সংখ্যাগুলোর মধ্যে কমপক্ষে দুটি সংখ্যা সর্বনিম্ন কত সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায়। উপরে আমরা দেখছি, ৩ ও ৩, তিন দ্বারা ভাগ যায়। তাই আমরা বামে ৩ লিখে নিচে ভাগফলগুলো লিখেছি। শেষের লাইনে আমরা দেখছি কেবল একটি সংখ্যা তথা ৪, ২ দ্বারা বিভাজ্য। কিন্তু এভাবে একটি সংখ্যাকে ভাগ করে কোনো লাভ নেই। বরং কমপক্ষে দুটি দরকার। আবার ১ কে ১ দ্বারা ভাগ করেও লাভ নেই। তাই শেষের লাইনে যেসব সংখ্যা আছে সেগুলো ঐ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে। এখন নিচের লাইনে এবং বাম দিকে যতগুলো সংখ্যা আছে সবগুলোকে একটির সাথে অন্যটিকে গুন করতে হবে। এভাবে ফলাফল হবে ২৪। যা আমরা ছকে দেখিয়েছি। এখন সম্পত্তিকে ২৪ ভাগে ভাগ করলে নিচের হিসাবটি মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে স্ত্রী পাবে ৮ ভাগের এক ভাগ তথা ২৪ ভাগের ৩ ভাগ, দুই বোন পাবে ৩ ভাগের দুই ভাগ তথা ৮ ভাগ করে ১৬ ভাগ, আর মা পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ তথা ২৪ ভাগে ৪ ভাগ। দেখা যাচ্ছে এভাবে ল.সা.গু করার ফলে হিসাবের সংখ্যাটি ১৪৪ থেকে মাত্র ২৪ এ নেমে এসেছে।

এখন যদি আমরা আবার প্রথম হিসাবে ফিরে যায় তবে দেখবো হিসাবটি ২৪ থেকে করা হয়েছে। এর চেয়ে কম সংখ্যা দ্বারা হিসাবটি করা যেতো কিনা সেটা বুঝতে হলে আমাদের ল.সা.গু করতে হবে। নিচে ল.সা.গু এর ফলাফল দেখানো হলো,

$$\begin{array}{r|l} 2 & 8, 6 \\ \hline & 2, 3 \end{array}$$

$$\text{ফলাফল} = 2 \times 2 \times 3 = 12$$

দেখা যাচ্ছে, হিসাবটি আমরা ১২ থেকেও করতে পারতাম। সেক্ষেত্রে স্বামী পেতো  $\frac{1}{8}$  তথা ১২ ভাগে ৩ ভাগ, আর মা পেতো  $\frac{1}{6}$  তথা ১২ ভাগের ২ ভাগ আর ভাই পেতো বাকী অংশ তথা ৭ ভাগ। বলা বাহুল্য যে, এখানে কারো সম্পত্তি কম হচ্ছে না। যেহেতু ২৪ ভাগের ৬ ভাগ আর ১২ ভাগের ৩ ভাগ আসলে সমানই, একই ভাবে ২৪ ভাগের ৪ ভাগ আর ১২ ভাগের ২ ভাগ এবং ২৪ ভাগের ১৪ ভাগ আর ১২ ভাগের ৭ ভাগও সমান। তাই হিসাব ২৪ থেকেই করা হোক আর ১২ থেকেই করা হোক ফলাফল সঠিক হবে। কিন্তু হিসাবের সংখ্যাটি যত কম হবে হিসাব করতে তত সুবিধা হবে। পার্থক্য কেবল এই। একারণে ল.সা.গুর মাধ্যমে হিসাবের মাখরাজ তথা উৎস বা ভিত্তি ঠিক করে নিতে হবে।

### প্রতিটি ওয়ারিছের অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য করণীয়

প্রথম উদাহরণটিতে যদি মৃতের স্বামী এবং মায়ের সাথে কেবল একটি পুত্র না থেকে ১ টি পুত্র ও ১ টি কন্যা থাকে এবং হিসাবের সময় ছেলে ও মেয়ে প্রত্যেকে কত অংশ পায় তা নির্ণয় করে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয় তবে প্রথমে ১২ থেকে হিসাবটি সম্পন্ন করে পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু সংখ্যা মূল হিসাবের সাথে যোগ করে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ,

সম্পত্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মীরাহ	স্বামী=৩ ভাগ			মা=২ ভাগ		ছেলে-মেয়ে = ৭ ভাগ						

দেখা যাচ্ছে, ছেলে মেয়ে উভয়ে ৭ ভাগ পায়। তারা ঐ ৭ ভাগের মধ্যে ছেলে মেয়ের দ্বিগুন হিসাবে অংশগ্রহণ করে। উপরে আমরা বলেছি, এক্ষেত্রে প্রতিটি ছেলেকে ২ টি মেয়ে ধরে হিসাব করতে হয়। তাহলে মেয়ের সংখ্যা দাড়ায় ৩। ফলে ঐ ৭ ভাগকে এখন ৩ ভাগে ভাগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু ৭ ভাগকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায় না। এখন সহজ সমাধান হলো, ৭ কে ৩ দ্বারা গুন করা এবং প্রতিটি শরীকের অংশকে ৩ দ্বারা গুন করা। সম্পত্তির মাখরাজ তথা উৎসকেও ৩ দ্বারা গুন করা। সেক্ষেত্রে হিসাবের ভিত্তি

হবে  $12 \times 3 = 36$ । স্বামী পাবে ৩৬ ভাগের ৯ ভাগ, মা ৬ ভাগ, ছেলে-মেয়ে মিলে ২১ ভাগ। এই ২১ ভাগকে ৩ দ্বারা ভাগ করে ২ ভাগ তথা ১৪ ভাগ ছেলেটি আর ১ ভাগ তথা ৭ ভাগ মেয়েটি গ্রহণ করে। এভাবে প্রতিটি ওয়ারিছের অংশ বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।

**বিঃদ্রঃ** এভাবে প্রতিটি ওয়ারিছের অংশ বুঝিয়ে দিতে গেলে অনেক সময় মূল সম্পত্তিকে ষাট-সত্তর, এমনকি ৫০০-৬০০ ভাগে ভাগ করার প্রয়োজন পড়ে। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের যুগে কোনো হিসাবের যন্ত্র না থাকায় তারা যে কোনো মাসয়ালা এভাবেই সমাধান করতেন। বর্তমানে কার কত অংশ সেটা বের করে নেওয়ার পর ক্যালকুলেটর বা কম্পিউটারের সহযোগিতায় কে কত অংশ পাচ্ছে তা সহজেই বের করে নেওয়া সম্ভব। তাই এই লম্বা হিসাবের কোনো প্রয়োজন নেই। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

### আওল এবং রদের হিসাবের ভিত্তি ও বন্টন এক নয়

উপরে আমরা আওল ও রদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা উদ্দেশ্য নয়। তবে পাঠককে একটি কথা কেবল স্মরণ করিয়ে দেবো তা হলো, আওল ও রদের হিসাবের বৈশিষ্ট্য হলো, হিসাবের সময় মাখরাজ বা ভিত্তি যা ধরা হয় বন্টনের সময় তা বহাল থাকে না। পূর্বেও আমরা কথাটি বলেছি। কিন্তু এখানে ফারায়েজের হিসাব সম্পর্কে যে আলোচনা হলো তার আলোকে কথাটি একটু বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

উদারণস্বরূপ, মনে করি মৃতের একটি আপন, একটি বাবা পক্ষের আর একটি মা পক্ষের বোন আছে। নিয়ম অনুযায়ী আপন বোন পায়  $\frac{1}{2}$ , বাবা পক্ষের বোন  $\frac{1}{6}$ , মা পক্ষের বোন  $\frac{1}{6}$ । ল.সা.গুর মাধ্যমে ফলাফল নির্ণয় করলে হিসাবের মাখরাজ তথা ভিত্তি দাড়ায়,

২	২, ৬, ৬
৩	১, ৩, ৩

১, ১, ১

ফলাফল =  $2 \times 3 \times 1 \times 1 \times 1 = 6$

এখন সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করে নিয়ে হিসাব করলে আপন বোন পায় ৩ অংশ, বাবা পক্ষের বোন পায় ১ অংশ আর মা পক্ষের বোন পায় ১ অংশ। আরও একটি অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়। এখন রদের নিয়ম অনুযায়ী ঐ অংশটিও ওয়ারিছদের মাধ্যে তাদের অংশের অনুপাতে প্রদান করা হয়। এর সহজ পন্থা হলো, মূল সম্পত্তিকে যত ভাগে ভাগ করে হিসাব করা হয়েছিলো সেটা পরিবর্তন করে ওয়ারিছগণ যত অংশ পেয়েছে ততভাগে ভাগ করে প্রত্যেকের অংশ বুঝিয়ে দেওয়া। এখানে সবার অংশের যোগফল হলো,

$৩+১+১=৫$ । তাই এখানে হিসাব ৬ থেকে হলেও সম্পত্তি বন্টনের সময় মূল সম্পত্তিকে ৫ ভাগে ভাগ করে ৩ ভাগ আপন বোন, আর বাকী দুই বোনকে ১ ভাগ করে প্রদান করা হবে। এই বিষয়টিকে আলেমরা বলেন, এই মাসয়ালাটির মাখরাজ (مخرج) তথা ভিত্তি হবে ৬ কিন্তু সমাধান হবে ৫ থেকে।

আওলের ক্ষেত্রেও হুবহু একই ঘটনা ঘটে। সেক্ষেত্রেও হিসাবের সময় সম্পত্তিকে ভাগ করা হয় একটি সংখ্যা দ্বারা আর বন্টন করা হয় ভিন্ন একটি সংখ্যা দ্বারা।

উদাহরণস্বরূপ, মৃতের মা, স্বামী, দুইজন আপন বোন এবং দুইজন মা পক্ষের বোন বেঁচে আছে। তাদের অংশ হলো যথাক্রমে,  $\frac{১}{৬}$ ,  $\frac{১}{২}$ ,  $\frac{২}{৩}$ ,  $\frac{১}{৩}$ ।

হিসাবের মাখরাজ তথা ভিত্তি হলো,

২	৬, ২, ৩, ৩
৩	৩, ১, ৩, ৩
১, ১, ১, ১	
ফলাফল = $২ \times ৩ \times ১ \times ১ \times ১ \times ১ = ৬$	

এখন ৬ ভাগের মধ্যে মা পায় ১, স্বামী ৩, আপন বোনেরা ৪, মা পক্ষের বোনেরা ২। তাদের মোট অংশ দাঁড়ায়  $১+৩+৪+২=১০$ । অর্থাৎ ওয়ারিছদের অংশ সম্পত্তি ছাড়িয়ে যায়। তাই আওলের মাধ্যমে সমাধান করা হয়। সমাধানের সহজ পন্থা হলো। হিসাবের সময় সম্পত্তি যত ভাগে ভাগ করা হয়েছিল তা পরিত্যাগ করে বন্টনের সময় ওয়ারিছদের অংশের যোগফল যত সম্পত্তিকে তত ভাগে ভাগ করা। এ হিসেবে এই মাসয়ালায় সম্পত্তিকে ভাগ করতে হবে ১০ ভাগে। যার মধ্যে মা ১, স্বামী ৩, আপন বোনেরা ৪, আর মা পক্ষের বোনেরা ২ ভাগ গ্রহণ করবে।

আলেমদের পরিভাষায় বলা যায় মাসয়ালাটির মাখরাজ তথা ভিত্তি হবে ৬ কিন্তু সমাধান হবে ১০ এ।

ফারায়েজের হিসাব সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি না। আশা করি এর মাধ্যমেই পাঠক যে কোনো মাসয়ালায় সমাধান করতে পারবেন। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

## মাওয়ানিউল ইরছ (موانع الإرث) তথা মীরাছ পেতে বাধা

মীরাছ পেতে বাধা তিনটি।

১. ধর্ম ভিন্ন হওয়া
২. হত্যাকারী হওয়া

৩. দাস হওয়া

নিচে প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো।

### ধর্ম ভিন্ন হওয়া

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

কোনো মুসলিম কাফিরের ওয়ারিছ হবে না এবং কোনো কাফির মুসলিমের ওয়ারিছ হবে না। [সহীহ মুসলিম]

অন্য হাদীসে এসেছে,

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

দুইটি ভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা একে অপরের ওয়ারিছ হবে না। [আবু দাউদ, তিরিমিযী]

একই ভাবে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) হত্যাকারী ওয়ারিছ হবে না। [ইবনে মাযা] সুনানে আবু দাউদেও অনুরূপ রেওয়ায়েত রয়েছে। এসব হাদীসের কারণে উম্মতের ওলামায়ে কিরাম ইজমা করেছেন যে, কোনো কাফির কোনো মুসলিমের ওয়ারিছ হবে না এবং যে যাকে হত্যা করে সে তার সম্পত্তিতে অংশ পাবে না।

ইবনে কুদামা বলেন,

[أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ] {المغني لابن قدامة}

আলেমরা ইজমা করেছেন যে কাফির মুসলিমের ওয়ারিছ হবে না।

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنِ جُبَيْرٍ، {إِنَّهُمَا وَرَثَاهُ، وَهُوَ رَأْيُ الْخَوَارِجِ} [المغني لابن قدامة]

আলেমরা ইজমা করেছেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে তার সম্পত্তিতে কোনো অংশ পাবে না। কেবল সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত আছে তারা তাকে অংশ দিয়েছেন। খারেজীদের মত এটাই।

[আল-মুগনী]

## এক নজরে ফারায়েজ

এখন আমরা একটি ছকের মাধ্যমে মৃতের বিভিন্ন ওয়ারিছ কোন অবস্থায় কতটুকু অংশ পাবে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করবো যাতে পাঠকের মনে রাখতে সুবিধা হয়।

এক নজরে ফারায়েজ						
স্তর	প্রকার	বিবরণ	ওয়ারিছ	আছে	নেই	অংশ
১ম স্তর ছেলে, ছেলের ছেলে ইত্যাদি অথবা বাবা বেঁচে আছে	ছেলে-মেয়ে (আগের স্তর)	নিজের ছেলে-মেয়ে বা তাদের অবর্তমানে ছেলের ছেলে-মেয়ে এভাবে চলবে	ছেলে-মেয়ে	ছেলে	-	অবশিষ্টের ২ঃ১
			১ মেয়ে	-	ছেলে	১/২
			১+মেয়ে	-	ছেলে	২/৩
	ছেলের ছে-মে (পরের স্তর)	আগের স্তরে কেউ থাকা অবস্থায় পরবর্তী কোনো স্তরে কেউ থাকা	ছেলের ছে/ছে+মে	ছেলের ছেলে	ছেলে	আসাবা
			১/১+ছেলের মেয়ে	১ মেয়ে	ছেলে/১+মেয়ে/ছেলের ছেলে	১/৬
			১/১+ছেলের মেয়ে	১+মেয়ে, ছেলের ছেলের ছেলে	ছেলে	আসাবা
	বাবা-মা	মৃতের জনক ও জননী	বাবা/মা	ছেলে, ছেলের ছেলে ইত্যাদি	-	উভয়ে ১/৬ করে
				১/১+মেয়ে,ছেলের মেয়ে ইত্যাদি	ছেলে, ছেলের ছেলে ইত্যাদি	বাবা ১/৬+, মা ১/৬
				স্বামী/স্ত্রী	ছে/মে, ছেলের ছে/মে ইত্যাদি, ১+ভাই-বোন	স্বামী/স্ত্রীর পর বাবা ২/৩+, মা ১/৩
				-	ছে/মে, ছেলের ছে/মে ইত্যাদি, স্বামী/স্ত্রী, ১+ভাই/বোন	মূল সম্পত্তির বাবা ২/৩+, মা ১/৩
				১+ভাই-বোন	ছে/মে, ছেলের ছে/মে ইত্যাদি	বাবা +, মা ১/৬
	স্বামী/স্ত্রী	মৃতের সাথে যিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ	স্বামী, ১/১+স্ত্রী	ছে/মে, ছেলের ছে/মে ইত্যাদি	-	স্বামী ১/৪, স্ত্রীরা ১/৮
				-	ছে/মে, ছেলের ছে/মে ইত্যাদি	স্বামী ১/২, স্ত্রীরা ১/৪
	দাদী/নানী	বাবার মা তার মা ইত্যাদি	১/১+নানী	-	মা	সকল দাদী/নানী মিলে ১/৬
		মায়ের মা তার মা ইত্যাদি	১/১+ দাদী	-	হাম্বালী মা✓, অন্যরা মা-বাবা	
	দাদা	বাবার বাবা তার বাবা এভাবে যত উপরে যায়	দাদা	ছেলে, ছেলের ছেলে ইত্যাদি	বাবা	১/৬

## কুরআন-হাদীস ও চার মাযহাবের মতামতের আলোকে

২য় স্তর কালীলা (ছেলে ও বাবা নেই তবে আপন ও বাবা পক্ষের ভাই আছে)	আপন/বাবা পক্ষের ভাই-বোনদের সাথে দাদার মীরাছ	এটি ফারায়ের সর্বাধিক জটিল মাসালা। ইমাম আবু হানীফার মতে দাদা থাকতে ভাই-বোন কিছুই পাবে না। তবে তিন মাজহাব এবং মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফের মতে পাবে। হানাফী মাজহাবে প্রথম মতটি অধিক সঠিক। তবে বেশিরভাগ আলেমের নিকট ২য় মতটি গ্রহণযোগ্য মত। ১ম মতে ভাইদের বঞ্চিত করে দাদাকে আগের নিয়মে সম্পত্তি দিলেই হিসাব শেষ। তাই এখানে কেবল দ্বিতীয় মতের হিসাব দেখানো হলো	দাদা	-	আপন/বাবা পক্ষের ভাই-বোন	১/৬ +
			দাদা	-	স্বামী/স্ত্রী, মা, দাদী-নানী, মেয়ে	দাদা মূল সম্পত্তির ১/৩ ও ১টি ভাইয়ের অংশের যেটি বড়
				স্বামী/স্ত্রী, মা, দাদী-নানী ও মেয়ের মধ্যে যে কেউ	-	মূলের ১/৬, বাকী সম্পত্তির ১/৩ বা ১টি ভাইয়ের অংশের মধ্যে যেটি বড়
			আপন ও বাবা পক্ষের ভাই-বোন	আপন ভাই/ ১+ আপন বোন	দাদা ভাই হিসেবে অংশ নিলে আপনার সাথে বাবা পক্ষকে হিসাবে গননা করা হবে পরে ভাইদের যা অংশ হয় তা আপন ভাই-বোন পাবে।	
				১ টি আপন বোন	আপন ভাই	হিসাবের সময় বাবা পক্ষকে গননা করে আপন বোনের অংশ যদি ১/২ এর বেশি হয় তবে তা বাবা পক্ষ পাবে।
				-	আপন ভাই-বোন	বাবা পক্ষের ভায়ের বোনের দ্বিগুণ হিসেবে আসাব হবে
			১ টি বোন, দাদা, মা এবং স্বামী (আকদারিয়াহ)		ভাই, ১+বোন	প্রথমে দাদাকে ১/৬ ও বোনকে ১/২ দিয়ে আওল করে দাদা ও বোনের অংশ ভাই-বোন হিসেবে বন্টন
	আপন ভাই-বোন	মৃতের নিজের পিতা-মাতার সন্তান	ভাই-বোন	ভাই	-	ভাই বোনের দ্বিগুণ হিসেবে আসাবা
				আপন ও মা পক্ষের ভাই-বোন আছে কিন্তু আপনরা কোনো অংশ পায় না	মালেকী+শাফেয়ী মতে আপন ও মাপক্ষ মিলে ১/৩ এ ছে/মে সমান অংশ পায়	
			১ বোন	-	ভাই, দাদা	১/২
			১+ বোন	-	"	২/৩
৩য় স্তর আসাবা	বাবা পক্ষের ভাই-বোন	মৃতের বাবার অন্য ঘরের সন্তান	বাবা পক্ষের ভাই-বোন	বাবা পক্ষের ভাই	আপন ভাই	আসাবা
			১ বাবা পক্ষের বোন		আপন ভাই/বোন,	১/২
			১+ বাবা পক্ষের বোন		"	২/৩
			১/১+বাবা পক্ষের বোন	১ আপন বোন	আপন ভাই, ১+ আপন বোন	১/৬
	মা পক্ষের ভাই-বোন	মৃতের মায়ের অন্য ঘরের সন্তান	১টি মাপক্ষের ভাই/বোন	-	দাদা	১/৬
			১+ মা পক্ষের ভাই/বোন	-	দাদা	১/৩ এ সমানভাবে
	ছেলে, ছেলের ছেলে ইত্যাদি, বাবা, দাদা, আপন/বাবা পক্ষের ভাই নেই	মৃতের সাথে সম্পর্কিত এমন প্রতিটি পুরুষ যার সাথে মৃতের সম্পর্কের মাঝে কোনো মহিলা নেই	আপন ভাইয়ের ছেলে	-	-	আসাবা
			বাবাপক্ষের ভায়ের ছেলে	-	আপন ভাইয়ের ছেলে	আসাবা
			আপন চাচা	-	আপন/বাবা পক্ষের, "	আসাবা
			বাবা পক্ষের চাচা	-	আপন চাচা, "	আসাবা
			আপন চাচার ছেলে	-	আপন/বাবা পক্ষের চাচা, "	আসাবা
			বাবা পক্ষের চাচার ছেলে	-	আপন চাচার ছেলে, ", "	আসাবা
*	রদ	মৃতের কোনো আসাবা না থাকলে এবং উপস্থিত ওয়ারিছরা সম্পূর্ণ সম্পত্তি দখল না করলে স্বামী/স্ত্রী ছাড়া অন্যদের অংশ বৃদ্ধি পাওয়া				
*	আওল	মৃতের ওয়ারিছদের সর্বমোট অংশ মূল সম্পত্তি অপেক্ষা বেশি হলে সবার অংশ কমিয়ে হিসাব মিলিয়ে দেওয়া।				
৪র্থ স্তর	যাবীল আরহাম	উপরের কোনো স্তরে ওয়ারিছ নয় এমন আত্মীয়	স্বামী স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো ওয়ারিছ না থাকলে বেশিরভাগ আলেম যাবীল আরহামকে অংশ প্রদান করার পক্ষে। হাম্বলী ও হানাফী মাজহাবের মত এটাই। তবে এক্ষেত্রে হাম্বলীরা তানযিল আর হানাফীরা ক্রববার নিয়মে সম্পত্তি বন্টন করেন। তানযিলের নিয়মটি অধিক যুক্তি সঙ্গত। সে হিসেবে অনেকাংশে উপরের নিয়ম অনুসরণ করেই সম্পত্তি বন্টন করা হয়। তাই তা পুনরায় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।			
৫ম স্তর	বায়তুল মাল	ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগার	স্বামী স্ত্রী ছাড়া মৃতের অন্য কোনো ওয়ারিছ বা যাবীল আরহাম না থাকলে সম্পদ বায়তুল মালে জমা হবে এবং মুসলিম জনসাধারণের কল্যাণে ব্যায় হবে।			



## লেখকের অন্যান্য বই

### # গবেষণা গ্রন্থঃ

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত ('হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!' বইয়ের জবাব)
১৭. একটি অসম বিতর্কের সুষম সমাধান
১৮. সাহ্ সিজদা
১৯. কুরআন, হাদীস ও চার মাযহাবের মতামতের আলোকে সহজ ফারায়েজ

### # রিসালাহ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ)ঃ

২০. ছোটদের আক্বাইদ
২১. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
২২. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২৩. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২৪. সংশয় নিরসন (জিহাদ সম্পর্কিত)

### # ইসলামী উপন্যাসঃ

২৫. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন)
২৬. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৭. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)

- ২৮. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
- ২৯. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
- ৩০. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
- ৩১. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
- ৩২. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)
- ৩৩. কুরানিক চশমা

#### # কবিতা গ্রন্থঃ

- ৩৪. কবিতায় জাহ্নাত (কবিতার ছন্দে জাহ্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
- ৩৫. কল্পনায় জাহ্নাত (কবিতার ছন্দে জাহ্নাতের জীবন সম্পর্কে কল্পনা)
- ৩৬. কবিতায় জাহ্নাম (কবিতার ছন্দে জাহ্নামের শাস্তির বিবরণ)
- ৩৭. ভন্ড হুজুর (কবিতার ছন্দে নামধারী আলেমদের ভন্ডামীর বর্ণনা)

#### # ভাষা শিক্ষাঃ

- ৩৮. তাইসীরুল কওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
- ৩৯. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)